অকারাদি বর্ণক্রমে সপ্তম কল্পের প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ [illegible]। কলিযুগাব্দ [illegible]। [illegible]

১০১৫

৪। যূয়ং তৎ সত্যশবস আ-
বিষ্কর্ত্ত মহিত্বনা। বিধ্যতা বি-
দ্যুতা রক্ষঃ।

[illegible] সত্যবলাঃ অতিশয়ঃ অপ্রতিহতবলাঃ [illegible] মুষ্মদীয়ং মাহা-ত্ম্যং 'আবিষ্কর্ত্ত' আবিষ্কৃত প্রকাশয়ত। [illegible] 'বিদ্যুতা' তেন [illegible] 'রক্ষঃ' [illegible] রাক্ষসাদিকং [illegible] বাধকং ভবতীত্যর্থঃ।

৪। হে অপ্রতিহতবল মরুদ্গণ। তোমরা সেই প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য প্রকাশ কর এবং সেই সুদীপ্ত-বল মাহাত্ম্য দ্বারা রাক্ষসাদি বিনাশ কর।

১০১৬

৫। গূহতা গুহ্যং তমো বি
যাত বিশ্বমত্রিণং। জ্যোতিষ্কর্ত্তা
যদুশ্মসি। ১। ৬। ১২।

[illegible] 'গূহতা' গুহ্যং [illegible] 'বিশ্বং' [illegible] 'জ্যোতিঃ' পরতত্ত্বসাক্ষাৎ-[illegible] কর্ত্তা কর্ত কুরুত। [illegible]

৫। হে মরুদ্গণ! তোমরা আমারদিগের হৃদয়স্থ অজ্ঞান রূপ অন্ধকার বিনাশ কর। পুরুষার্থ-নাশক কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে নির্ব্বা-সিত করিয়া দেও এবং পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার-রূপ যে জ্ঞান আমরা প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা তাহা প্রদান কর। ১। ৬। ১২।

বর্ষ-শেষের ব্রাহ্মসমাজ।

"[illegible] তাঁহার অক্ষয় প্রসাদ উপভোগ করিয়া [illegible] তাঁহাকে নমস্কার করি।"

১ [illegible] ব্যাখ্যান।

আজি আমাদের জীবনের এক বৎসর অবসন্ন হইতেছে; কেবল এই রাত্রিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই সম্বৎসর কাল অতীত হইয়া যেমন আমাদের পরমায়ুর পরিমাণ ক-রিয়া দিতেছে, সেই রূপ আয়ু ও সৌভাগ্যের পরম কারণ পরমেশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাবের সাক্ষ্য দান করিতেছে। আমাদের জীব-নের এক এক বিন্দু তাঁহার অনুপম স্নেহরসে পরিপূর্ণ আছে। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই; কেবল আমাদের অভাব সকল পরি-পূর্ণ করিবার নিমিত্তই তিনি অনবরত ব্যস্ত হইয়া আছেন। পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায়, অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায়, নিরন্তর আমাদের মঙ্গল সাধনেই নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিসে আমাদের শরীর সুস্থ থাকে, মন প্রফুল্ল হয় এবং আত্মা শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করে, প্রতিনিয়ত তাহারই উপায়-সকল বিধান করিতেছেন। ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল ও রোগের ঔষধ, প্রচুর রূপে আয়োজন করিয়া দিতেছেন। চতুর্দ্দিকে সুখের সামগ্রী সকল সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি আমোদ-গৃহে, কি নিদ্রাগারে কি রোগ-শয্যায়, সর্ব্বত্রই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করেন; বিপদে উদ্ধার করেন; নৈরাশ্যে আশা দেন ও মৃত্যুতে জীবন দান করেন। আমাদের মঙ্গল বিধানই তাঁহার আনন্দের কাজ। আমরা পাপ করিয়া পতিত হই, তিনি হস্ত ধরিয়া উদ্ধার করেন। আমাদের হৃদয়ে পাপ থাকুক, আর পুণ্যই থাকুক, সরলতা দেখিলেই তিনি তাহাতে প্রবেশ করেন এবং পবিত্রতা বিস্তার করি-থাকেন। তিনি আপনাকে দান করে[illegible] ও আমাদিগকে গ্রহণ করেন, এই আ[illegible]ন প্র-দানই তাঁহার প্রীতিকর ব্যাপার [illegible] আমাদের চরিতার্থ হইবার উপায়। আ[illegible]দের উপরে তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি একবারও [illegible]লিত হয় না। আমাদের প্রতি তাঁহার [illegible]গ নাই, ঔদাস্য নাই, অবহেলা নাই। [illegible] জগতে, তিনি প্র-কৃতির অন্তরালে [illegible] থাকিয়া প্রকৃতির

হস্ত দিয়া আপনার স্নেহের দান আমাদের নিকটে প্রেরণ করিতেছেন; প্রকৃতি তাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারিকা। এবং তিনি অন্তরে, অতি নিকটে অবস্থান করিয়া স্বহস্তে আমাদের আত্মাকে লালন পালন করিতেছেন। আত্মা তাঁহার আনন্দের বৃত্তি, যত্নের ধন ও প্রেমের আস্পদ। শিশু সন্তানের নিমিত্ত জননী যেমন ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তাঁহার ভাব সেই রূপ; তাহা হইতেও অধিক, সে সুকোমল মাতৃ ভাবের উপমা নাই।

যাহারা কেবল এই জগতেই সঞ্চরণ করে, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তাহারা আপনাদিগকে প্রকৃতির সন্তান বলিয়া জানে। চন্দ্র সূর্য্য, বায়ু বৃষ্টি, তরু লতা, পশু পক্ষী, এই সকলের মধ্যেই তাহারা অবস্থান করে এবং ইহাদিগকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া মানে, ঈশ্বরের মুখ দেখিতে পায় না। আজি আমরা এখানে যে জন্য আসিয়াছি, তাহাদের নিকটে তাহার অর্থ নাই; তাহারা দেখে, দিন ও রাত্রি, পক্ষ ও মাস, ঋতু ও সম্বৎসর, কেবল তাহাদের পরমায়ুই ক্ষয় করিতেছে। তাহারা ভাবে, তাহাদের সর্ব্বস্ব প্রকৃতির অন্ধ কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে। এই জন্য তাহারা সমস্ত ঘটনাকে শঙ্কাকুল-চিত্তে নিরীক্ষণ করে। যখন তাহা তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুকূল হয়, তখন সুখী হয়, যখন প্রতিকূল হয়, তখন দুঃখ ভোগ করে। এই সুখ ও দুঃখ ব্যতীত তাহারা জীবন ধারণের আর কোন ফলই দেখিতে পায় না। সুতরাং তাহাদের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা এ জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে না। বর্ষ-শেষ আপনা আপনি হইতেছে, তাহাতে আর তাহাদের কি। হে ঈশ্বর! তুমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিও না; সময়ে সকলেই তোমার পদানত হইবে। সেই সময়কে আনয়ন কর। তোমার পবিত্র স্থান তোমার কৃতজ্ঞ পুত্রগণ দ্বারা পরিপূর্ণ কর।

তিনি আমাদের করুণাময় পিতা ও ক্ষমাবান্ বন্ধু। আমরা তাঁহাকে দেখি আর নাই দেখি, তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমাদের উপরে নিরন্তরই রহিয়াছে। আমরা ভ্রমে প্রমাদে ও মোহে অভিভূত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করি,—দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তিগণের বশীভূত হইয়া তাঁহার অবমাননা করি ও তাঁহার প্রেমাস্পদ সংসারের প্রতি অত্যাচার করিয়া অপরাধী হই। আমাদের দুর্ব্বিনীত আত্মা হয় তো কুৎসিত কামনায় অভিভূত হইয়া নরক ভূমিতেই লুণ্ঠিত হইতে থাকে,—আপনার অবস্থা ভুলিয়া যায়, ধর্ম্মের পথে কণ্টক দেয়, পাপ চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে, অনাচারেই আমোদ পায় এবং অসাড় হইয়া পড়ে; কেন না পাপের পথ অতি বিস্তৃত, অতীব সুগম, প্রলোভন যথেষ্ট, যাত্রীর সংখ্যা অনেক ও উৎসাহ জীবন্ত দেখিতে পায়। যদিও পদে পদে প্রতিফল ও পরিণামে বিনাশ, তথাপি এমনি হতচেতন হয় যে জানিয়া শুনিয়াও ফিরিতে পারে না। আরও প্রগাঢ় উদ্যমের সহিত তাহাতে ধাবিত হয়। পাপের যে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা পাপের ফল না ভাবিয়া নৈপুণ্যের ত্রুটি বলিয়া বিবেচনা করে এবং সে যন্ত্রণা এড়াইবার নিমিত্ত, ঈশ্বরকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত, আপনার সর্ব্বনাশের নিমিত্ত, পাপাচারের নৈপুণ্য শিক্ষা করিতে যায়। তথাপি করুণাময় পরমেশ্বর কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন? আমরা যে পরিমাণে বিকার প্রাপ্ত হই, তিনি সেই পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ করেন। তিনি তো পিতামাতা হইয়া চিরকালই প্রতিপালন করিতেছেন; আবার দয়ালু চিকিৎসক হইয়া আত্মাকে মহাবিনাশ হইতে

রক্ষা করিতেছেন। আত্মা তাঁহার প্রসাদে পুনরায় চৈতন্য লাভ করে, আপনার বিপদ্ বুঝিতে পারে, ভীত হয়, ঈশ্বরের চরণে নত হইয়া ক্রন্দন করে ও দীন ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে। পতিতপাবন পরমেশ্বর তাহাকে শান্তি দান করেন। আত্মা তখন কৃতজ্ঞ হইয়া প্রণাম করে; প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে, প্রীতি পুষ্প উপহার দেয় ও সখা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যায়। কি বাহিরে কি অন্তরে সর্ব্বত্রই তাঁহার আশ্চর্য্য করুণা দীপ্যমান দেখিতেছি। কি অন্ন পান পরিবেশন, কি সুখ সমৃদ্ধি বিতরণ, কি আত্মার উন্নতি সাধন, আমাদের কোন কার্য্যেই তাঁহার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই।

এই সম্বৎসর কাল তিনি আমাদের শত শত কামনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। কত কত দুর্ঘটনা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। প্রতিদিন কত অন্ন স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছি, কত আনন্দ ও বিশ্রাম লাভ করিয়াছি, কত ক্লেশে সান্ত্বনা পাইয়াছি, কত সংকটে ত্রাণ পাইয়াছি। সংসারের বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া যখনি তাঁহাকে ডাকিয়াছি আমাদিগের সকল দোষ—সকল অপরাধ যেন বিস্মৃত হইয়া তখনি অভয় ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছেন। আপনার জন্যে, পরিবারের জন্যে আত্মীয় বন্ধুবর্গের জন্যে, জীর্ণ শীর্ণ রোগীদিগের জন্যে, দুর্ভিক্ষ-জনিত শোচনীয় দুরবস্থার জন্যে, যখনি রোদন করিয়াছি, অনাথের নাথ বলিয়া যখনি রোদন করিয়াছি, তখনি আপনার সর্ব্বসন্তাপহারিণী মঙ্গল মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া সান্ত্বনা করিয়াছেন। হিতৈষীর কথা, বন্ধুর সাহায্য ও সুবিজ্ঞের মন্ত্রণা যে বিপদের কিছুই প্রশমন করিতে পারে নাই, তাহা তাঁহার হস্তস্পর্শে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। অমঙ্গলের অভ্যাসে রত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছি; তিনি আপনার প্রাণদ জ্যোতি প্রদান করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। লোকে তাঁহার আলোকপূর্ণ পথ অন্ধকার করিয়া দিয়াছে; কেবল তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া অদ্যাপি জীবিত আছি। এখানে সুশীতল জল উত্তপ্ত হইয়া উঠে, জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ হইয়া যায়; কেবল তাঁহারই নিকটে আরাম পাই। তাঁহার করুণা ব্যতীত একটি নিশ্বাসও নিশ্বসিত হয় নাই; এক বৎসরের করুণা কি প্রকারে গণনা করিব।

হে পরমেশ্বর! আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাকে পূজা করিতে আসিয়াছি, কিন্তু আত্মা লজ্জা ও ভয়ে অভিভূত হইতেছে। আমরা যাহা চাই, তুমি তাহা প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়াছ। কিন্তু তুমি যাহা চাও; আমরা তাহা দিই নাই। তুমি আমাদের কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া আছ, কিন্তু আমরা তোমার কার্য্য করি নাই। তোমার অভাব নাই কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার বিরাম নাই। তুমি অবিরত কর্ম্ম করিতেছ; কিন্তু আপনি তাহার ফল গ্রহণ কর না, তাহা মুক্ত হস্তে আমাদিগকেই দান করিতেছ। আমাদের কর্ম্ম কাজ, পরিশ্রম ও ব্যস্ততা, কেবল সেই দান আনয়ন করিবার নিমিত্ত, কেবল সেই ফল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত। তুমি আমাদিগকে প্রেম দানে একবারও বিরত হও নাই। পাপ তাপ নির্ব্বাণ করিয়াছ। শ্রী সৌন্দর্য্য বিধান করিয়াছ। আপনার ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছ। আমরা কত বার তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তোমার প্রসাদে সমুদায় শুভ কামনা পূর্ণ হইয়াছে। তোমার অনুগ্রহেই সকল সংকট হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। নাথ! অনিবার্য্য বিপত্তি কেবল তোমারই হস্তে নিবারিত হয়। দুর্ব্বহ শোকভার কেবল তোমারই বলে বহন করিতে পারি। হৃদয়-ভেদী যন্ত্রণা কেবল তোমাকে

দেখিলেই নিবৃত্ত হয়। আজি তোমারই কৃপায় তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের কৃতজ্ঞ হৃদয় গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর। ঈশ্বর! তোমার কার্য্যে আমাদের অনেক প্রকার ত্রুটি হইয়াছে; তোমার প্রতি আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা যথোচিত সম্পাদন করিতে পারি নাই। তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। দেব! তুমি আমাদের অন্তর্যামী ও হৃদয়ের অধিপতি। আমাদের পাপ ও পুণ্য তোমার অগোচর নাই। তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমাদের পাপ সকল ধ্বংস কর; তোমার পবিত্র জ্যোতি প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

৩ বৈশাখ রবিবার ১৭৮২ শক।

এই জগৎ-মন্দিরে—সুসজ্জীভূত জগৎ-মন্দিরে—যে মন্দিরের দিগ্বিদিক্ চন্দ্র-সূর্য্য রজত-কাঞ্চনে অহোরাত্র রঞ্জিত করিতেছে—এমন সৌন্দর্য্যময় শোভাময় জগৎ-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া কেবল কি শূন্য দেখিয়া চলিয়া যাইব? আমরা যে অধিকারে অধিকারী, তাহার কি কণা-মাত্রও গ্রহণ করিব না? এই জগৎ-মন্দির কি শূন্য? জগতের নাথ কি এই জগন্মন্দিরে নাই? শূন্য মন্দিরের শোভা কোথায়? এই মন্দিরের দেবতাকে যদি না দেখিতে পাই, তবে ইহার শোভা কোথায়? শূন্য মন্দির দেখিবার জন্য আত্মা এখানে প্রসবিত হয় নাই। যে বস্তু চক্ষুর গোচর হয়, তাহাই কি বস্তু? তদ্ভিন্ন কি আর বস্তু নাই? আমরা যে অধিকার পাইয়াছি, তাহা চক্ষুর গোচর বস্তুতেই পর্য্যবসিত হয় না। আমরা কি মৃত হত-চেতন বস্তু দেখিবার জন্যই এই সুদুর্লভ মানব আত্মা লাভ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি? চক্ষু কেবল হত-চেতন মৃত বস্তু-সকল, বালু-কণা-সকল, বড় হয় তো উপরের নক্ষত্র-সকল দেখিতে পায়। চক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, কর্ণে যাহা শুনা যায় না, তাহা কি অনুভব করিতে পারি না? যদি না পারি, তবে আমারদিগকে ধিক্। ভগবদ্ভক্তেরা তাঁহার প্রসাদে জড়-রাজ্য ভেদ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায়। তাঁহার মঙ্গল-জ্যোতির কিরণ সূর্য্যকে ভেদ করিয়া এখানে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা ধারণ করিতে আত্মার অধিকার আছে। আত্মা ব্যাকুলতা-শূন্য হইয়া, শান্ত হইয়া, অজর অমর অশোক অভয় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়। আমারদের শরীর চক্ষুর গোচর, আত্মা তো চক্ষুর গোচর নয়, সেই আত্মা পরিমিত; কিন্তু আত্মার অন্তরে যিনি, তিনি অনন্ত। সেই অনন্ত দেবের এই মহিমা! "দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।" চির কাল তাঁহার মহিমাতে জগৎ-সংসার ভ্রাম্যমান হইতেছে, আমারদের আত্মা তাহা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। আত্মা যতক্ষণ তাঁর অনন্ত মহিমা অনুভব না করে, যতক্ষণ সে তাহা রসনা দ্বারা কীর্ত্তন না করে, যতক্ষণ সে পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম-কার্য্যে রত না হয়; ততক্ষণ তাহার তৃপ্তি নাই। তাঁর সত্য ভাব দেখিবার জন্য আত্মার স্পৃহা, তাঁর মঙ্গল ভাব ধারণ করিবার জন্য আত্মার স্পৃহা, তাঁর আদিষ্ট ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্য আত্মার স্পৃহা। এই স্পৃহা দেব-স্পৃহনীয় স্পৃহা, এ স্পৃহা ঈশ্বর-প্রেরিত। এই আত্ম-স্পৃহা আমারদিগকে কল্যাণ-পথে রক্ষা করিতেছে। যদি এই স্পৃহা নির্ব্বাণ হয়, তবে আত্মার আর কি থাকে! আমরা কি শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তির জন্যই ব্যস্ত থাকিব, না আত্মার ক্ষুধা

শান্তির জন্য প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং ঈশ্বরকে লাভ করিবার চেষ্টা করিব? আমরা স্বীয় আত্মাতে কি পরমাত্মাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিব না? হৃদয়ের স্বামী হৃদয়ে আইলেন, আর আমরা কি তাঁহাকে প্রীতি-কুসুম দিয়া অর্চ্চনা করিব না? প্রভু কি আপনার গৃহে আপনি স্থান পাইবেন না? আমরা কি পাপ-মলা সঞ্চিত করিয়া তথা হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিব? যাঁহার প্রীতি-প্রবাহ চির কাল আমারদের উপর রহিয়াছে, আমরা কি তাঁহাকে প্রীতি-বিন্দুও দান করিব না? আমারদের এ কি মোহ! হে নাথ! সংসারের এই মোহ-অন্ধকার হইতে আমারদিগকে মুক্ত করিয়া তোমার দিকে লইয়া যাও—যেন পাপ-চিন্তা বিষয়-লালসা আর আমারদিগকে তোমা হইতে বিমুখ করিতে না পারে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের উপদেশ।

৩০ মাঘ বুধবার ১৭৮৪ শক।

ঈশ্বর-প্রসাদে আমারদের ব্রাহ্ম সমাজ ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নূতন বৎসরে পদ নিক্ষেপ করিয়াছে। এই নব বর্ষের প্রারম্ভে, হে ব্রাহ্মগণ! তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য তোমরা কি কি উপায় অবধারিত করিয়াছ? নব উদ্যম নব উৎসাহের সহিত কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে সমুৎসুক হইয়াছ। সকলে স্বীকার করিতে হইবে যে যাহাতে ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আপনারদিগের আত্মার উন্নতি, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও জগতের উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সর্ব্ব প্রথমে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নির্জ্জনে যেমন তাঁহাকে মুক্তিদাতা বলিয়া তাঁহাতে আত্মা সমাধান করিতে হইবে, তেমনি সমাজে আসিয়া সকলে মিলিয়া সেই পরম পিতার চরণে ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করিতে হইবে। রোগ বা বিপদ দ্বারা অক্ষম না হইলে পবিত্র হৃদয়ে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত যেমন তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে, সেই রূপ রোগ বা বিপদ দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি সপ্তাহে এই সমাজ-মন্দিরে সকলে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ-রসে মিশ্রিত হইয়া পরম পিতার উপাসনা ও তাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। মনে করিয়া দেখ, যদি এখানে এক জন ব্রাহ্মও উপস্থিত না থাকেন, তবে ব্রাহ্মসমাজ কোথা? ব্রাহ্ম লইয়াই ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্মেরা যেখানে উপাসনা করেন, তাহারই নাম ব্রাহ্মসমাজ। যদি ব্রাহ্মেরা আসিয়া এখানে উপাসনা না করেন, তবে ব্রাহ্মসমাজ ইহাকে কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? সময়ে সময়ে এখানে মহা সমারোহ হইয়া থাকে; উৎসব রজনীর শোভা দর্শন করিতে ও বক্তৃতা শুনিতে শত শত লোক সমাগত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মেরাও কি সেই রূপ দর্শকের ন্যায়, শ্রোতার ন্যায়, সময়ে সময়ে এখানে উপস্থিত হইবেন? যাঁহারা ব্রাহ্ম, তাঁহারা অবশ্য পরম পিতার উপাসনারই জন্য এস্থলে আগমন করিবেন। এ পবিত্র সমাজ কিসের জন্য? যাহাতে ব্রাহ্মেরা ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ-রসে মিলিত হইয়া পরম পিতার পূজা করিতে পারেন, ইহারই জন্য। নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলে আত্মার উন্নতি হয় বটে, কিন্তু যখন সমাজে সকল বন্ধু জনে মিলিয়া পরম পিতার অর্চ্চনা করি, তখন সকলের প্রীতি-কুসুমে তাঁহাকে পূজা করিয়া জীবন সার্থক করি। নির্জ্জনে বসিয়া আত্মাতে তাঁহার পিতৃ ভাব উপলব্ধি করি, তাঁহাকে হৃদয়-নাথ বলিয়া পূজা করি, আবার এখানে একত্রিত হইয়া পরম পিতা বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি। ব্রাহ্ম হইয়া যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়া থাকি, তবে অবশ্যই এখানে আসিতে হইবে। যদি না আসি, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি প্রকারে এ দেশে বদ্ধ-মূল হইবে? যদি প্রতি সপ্তাহে আমরা এখানে আসিয়া তাঁহার উপাসনা করি, তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন করি, তাহা হইলে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সমাজ-বদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে ক্রমে আয়ত্তী-কৃত করিবে; অতএব সকলের চেষ্টা করা উচিত যে রোগ বা শোকে আক্রান্ত না হইলে প্রতি সপ্তাহে এখানে আসিয়া পবিত্র হৃদয়ে তাঁহার উপাসনা করেন। আমারদের সকলের উচিত যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করি এবং আত্মাতে ঈশ্বরকে দর্শন করি। প্রতি ব্রাহ্মের যেমন উন্নত হওয়া আবশ্যক, তেমনি ভ্রাতায় ভ্রাতায় একত্রিত হইয়া ব্রাহ্ম দলের উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্ম সমাজের নিকট আমরা যে কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ আছি, আমারদের সর্ব্বতোভাবে উচিত যে কায়মনোবাক্যে আমরা এই সমাজের উন্নতি সাধন করি। আমরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রতি সপ্তাহে যে এখানে সম্মিলিত হই, ইহাই আমারদের প্রধান কর্ত্তব্য। হে পরমাত্মন্! আমারদের হৃদয়ে তোমার প্রীতি আরো প্রেরণ কর। নির্জ্জনে বসিয়া যেন আত্মাকে তোমাতে সমাধান করিয়া পবিত্র হই, আবার সকল ভ্রাতায় মিলে এই সমাজ-মন্দিরে তোমাকে পরম পিতা রূপে যেন তোমার পূজা করি এবং মধুময় ব্রাহ্মধর্ম্মকে জগন্ময় প্রচার করি। তুমি এই ব্রাহ্মসমাজের নব বর্ষের প্রারম্ভে আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর, যেন নব উদ্যমে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পালন করি। দিন দিন তোমাকে প্রার্থনা করিয়া আত্মাকে তোমার প্রতি উন্নত করি, প্রতি সপ্তাহে যেন এখানে আসিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করি, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীময় প্রচারিত হয়।

তত্ত্ববিদ্যা।

ভোগ কাণ্ড।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মূল আদর্শ।

সৌন্দর্য্যের মূল-আদর্শ-সকল আমরা কোথায় অন্বেষণ করিয়া পাইতে পারি? বাহিরে, না অন্তরে, না একেবারে সেই অগাধ অন্তরতম প্রদেশে, সেই অজর অমর অভয় শান্তি-নিকেতনে—যাঁহার অমোঘ ইচ্ছার প্রভাবে জগৎ সংসারের প্রত্যেক সামগ্রীতে প্রেম অনর্গল পুঞ্জীভূত হইয়া অনুপম সৌন্দর্য্যে পরিণত হইতেছে? পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, জ্ঞানের মূল তত্ত্ব-সকলের পরম নিধান সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিতেছে যে সৌন্দর্য্যের মূল আদর্শ-সকলেরও তিনিই নিবাস নিকেতন।

ইত্যগ্রে আমরা বলিয়াছি যে জ্ঞানের সহিত ভাবের যোগ রক্ষা করিয়া চলাই আমাদের সঙ্কল্প; এই হেতু পূর্ব্বকার মূল তত্ত্ব-সকল অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রথমে, প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল তত্ত্ব-সকলের সহিত আমাদের অন্তঃকরণের ভক্তি কি রূপ সায় দেয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

আমরা যখন বুদ্ধি দ্বারা বিষয় উপলব্ধি করি, তখন আপনাকে জানিয়া বিষয়কে জানি; কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা যখন আমরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করি, তখন আপনাকে জানাইয়া তাঁহাকে জানিতে পাই—অর্থাৎ, ঈশ্বর আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে জানিতেছেন, তাঁহাকর্ত্তৃক আমরা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত। এই প্রকার আমাদের আপনাদের ঐকান্তিক জ্ঞাত-ভাব অনুসারেই আমরা পরমেশ্বরকে

সর্ব্বজ্ঞ-রূপে অনুভব করি, জ্ঞাতৃ-ভাব অনুসারে নহে—আপন জ্ঞাতৃ-ভাব অনুসারে আমরা বিষয় সকলকেই জানিয়া থাকি। তাৎপর্য্য এই যে, অগ্রে আমরা জ্ঞাতা, পরে বিষয় সকল আমাদের নিকট জ্ঞাত হয়—ইহার বিপরীতে, অগ্রে আমরা ঈশ্বর সমীপে জ্ঞাত হই, পরে আমরা তাঁহাকে আত্মার সাক্ষী রূপে জানিতে পাই। এ বিষয়ে ভাবেরও ঐ রূপ পদ্ধতি—ঈশ্বরের চরণে অগ্রে আমরা ভক্তি পূর্ব্বক আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে নিবেদিত করিলে সেই সঙ্গেই আমরা তাঁহাকে ভক্ত-বৎসল রূপে হৃদয়ঙ্গম করত, তাঁহার অপার মাতৃ-স্নেহ-রূপ শান্তি-সুধা পানে পরিতৃপ্ত হই।

প্রজ্ঞা হইতে আমরা এই পাইতেছি যে পরমাত্মা একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ ও মূলাধার, এবং জগৎ দ্বৈতময় অপূর্ণ ও আশ্রিত। ঈশ্বরের সহিত যখন আমরা মুখ্যত আমারদের আত্মার যোগ হৃদয়ঙ্গম করি, তখন পাকত সমুদায় জগতের সঙ্গেও সেই যোগ প্রতীয়মান হইতে থাকে। ঈশ্বর যেমন আমাকে জানিতেছেন, সেই রূপ তিনি সমুদায় জগৎকে জানিতেছেন। তাঁহার জ্ঞানের বিষয়—অনন্ত জগৎ, তাহার মধ্যে আমি কেবল এক জন মাত্র; সমুদায় জগৎকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে জানিতেছেন।

এই রূপে যখন পরমাত্মার সহিত আমারদের আত্মার এবং সমুদায় জগতের সম্বন্ধ অনুভূত হয়, তখন কি রূপ আদর্শ আমাদের ভাবে অভ্যুদিত হয়—ইহাই একণে অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—অন্তরে আমরা যত একের নিদর্শন পাই, আর বাহিরে যত অনেকের নিদর্শন পাই, এবং উভয়ের মধ্যে যত ঘনিষ্ট প্রেম-সম্বন্ধের নিদর্শন পাই, ততই আমারদের অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে একতা নাই, বাহিরে বিচিত্রতা নাই, এবং অন্তর বাহিরের মধ্যে কোন যোগ নাই,—এ রূপ নির্জীব ভাব দেখিলে আমারদের বড়ই বিরক্তি বোধ হয়। সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ—বহির্দৃষ্টি-সমক্ষে ইহারা কেমন অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রতা প্রচার করিতেছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ, দেখিবে যে, উহারদের আকার অবয়ব গতি-বিধি এবং আর আর তাবৎ ব্যাপার, একই সার্ব্ব-লৌকিক নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। তরু, শাখা, প্রশাখা, বৃন্ত, পত্রের শিরা, উপশিরা—বহির্দৃষ্টিতে ইহা কেমন বিচিত্র ব্যাপার; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত সমুদায় অবয়ব গুলি একই আদর্শে বিরচিত। এই রূপ, হস্তপদ ও শরীরের সমুদায় বিচিত্র অবয়ব সকলের মধ্যে, কাঙ্কালিক পণ্ডিতেরা এই এক প্রকার আশ্চর্য্য ঐক্যভাব অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছেন যে, মেরুদণ্ডের অস্থিখণ্ড গুলির যেরূপ গঠন, সেই আদর্শ অনুসারে শরীরের আর সমুদায় অস্থি বিরচিত হইয়াছে। এই প্রকার আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে

অতএব ভক্তির প্রথম মূল-আদর্শ এই যে, সকলের অন্তরতম পরমেশ্বর এক অদ্বিতীয় ভাবে মধ্যে বিরাজমান, চতুর্দ্দিকে জগৎ সংসার বহুধা বিচিত্র ভাবে বাহিরে বিরাজমান, এবং সকলের ভক্তি স্তুতি সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার দিকে বিনীত ভাবে নিয়োজিত হইয়া—তাঁহার প্রেম-প্রবাহে জগতের শ্রী আর এক কল্যাণতর শোভায় দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে।"

দ্বিতীয়তঃ—অন্তরে পূর্ণতা, বাহিরে অপূর্ণতা, এবং উভয়ের মধ্যে যত আমরা ঘনিষ্ট যোগের সঞ্চার দেখিতে পাই, ততই আমা-

দের ভাব পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে সর্ব্বাঙ্গীন ভাব নাই, বাহিরে অভাবান্বিত আবির্ভাব নাই, এবং উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, ইহা ভাবের চক্ষে অতীব পীড়াজনক। বৃক্ষের অভ্যন্তরে কেমন একটি জীবনের ভাব আছে, এবং সেই জীবনের ভাব বাহিরে শাখা পত্র ফল ফুলে কেমন আশ্চর্য্য রূপে পরিকীর্ণ হয়; বৃক্ষের সহিত জীবন ভাবের এই রূপ সংযোগ থাকাতেই উহাতে আমরা একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকি। কবির অন্তঃকরণ মধ্যে যে কোন একটি ভাব সর্ব্বাঙ্গীন রূপে অবস্থিতি করে, তাহারই ছায়াভাস বাহিরে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া এক খানি মনোহর কাব্যে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু যদি এ রূপ হয় যে, কবির মনের ভাবটি সর্ব্বাঙ্গ-সমেত বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইলে তাহাতে ইহাই সূচিত হয় যে, সে ভাব অতীব যৎসামান্য; কারণ, তাহা যদি তেমন গভীর হইত, তবে কখনই তাহাকে অন্তর হইতে একেবারে উন্মূলিত করিয়া আনা সাধ্য হইত না। উত্তম কাব্য, উত্তম চিত্র লেখা, উত্তম সঙ্গীত, ইহারদের এক আশ্চর্য্য রীতি—ইহারদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে এই রূপ এক ক্ষোভ নিঃশ্বসিত হইতে থাকে যে, মনের কথা মনেই রহিল—তাহা কেমনে বাহিরে প্রকাশ হইবে; নতুবা, "তাবৎই প্রকাশ করা হইয়াছে—কিছুই অবশিষ্ট নাই" ইহাতে সফরীর ঔদ্ধত্য ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ভিতরে ভাবের সংস্থান থাকা সৌন্দর্য্যের পক্ষে যেমন আবশ্যক, বাহিরে অভাবের আকিঞ্চন থাকা এবং উভয়ের মধ্যে সংযোগ থাকা, ইহাও উহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক। মনুষ্যের দেখ যে, পশুর তুলনায় তাহার অভাবের আয়তন কেমন সুবিস্তৃত, তাহার আন্তরিক তৃপ্তিও সেই অনুসারে সুগভীর। পরমাত্মার গভীরতম ভাব আমারদের জীবাত্মাতে কখনই সর্ব্বাঙ্গ সমেত আবির্ভূত হইতে পারে না। তিনি যতই কেন আমারদিগকে জ্ঞানে প্রেমে স্বাধীনতাতে পরিপূর্ণ করুন না, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যে অপূর্ণ, সেই অপূর্ণই থাকিব; আমরা চিরকালই তাঁহার নিকট হইতে অধিকতর সহবাসানন্দ প্রার্থনা করিব, এবং চির কালই তিনি আমারদের সেই প্রার্থনা পূরণ করিবেন,—তাঁহার সহিত আমারদের এই রূপ নিত্য সম্বন্ধ। অতএব ভক্তির দ্বিতীয় আদর্শ এই যে, সকলের অভ্যন্তরে পরমেশ্বর পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন, বাহিরে জগৎ অপূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছে, এবং ভক্তি যোগে তাঁহার প্রতি সকাতরে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রসাদে সকলেই দিন দিন অধিকাধিক আধ্যাত্মিক শান্তি উপভোগে কৃতার্থ হইতেছে।

তৃতীয়তঃ :— অন্তরে স্বাধীনতা, বাহিরে পরাধীনতা, এবং উভয়ের মধ্যে যত ঘনিষ্ট যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, ততই আমাদের ভাব পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে স্বাধীনতা নাই, বাহিরে নিয়ম-বদ্ধতা নাই, এবং উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা ভাবের চক্ষে অতীব নিন্দনীয়। আমরা ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া আপনার নিয়মে বর্ত্তিয়া আছি—এইটি আমাদের ভিতরের ভাব; নানা বিষয়ের অনুরোধে আমরা নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি—এইটি আমাদের বাহিরের ভাব; এবং বাহিরের নানা নিয়ম-সংকুল পরাধীনতা-ক্ষেত্রে আমাদের অন্তরের স্বাধীনতা অধ্যক্ষ-রূপে নিযুক্ত হইয়া, সেখানেও উহা স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মঙ্গল উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইতেছে—এইটি উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ঘনিষ্ট

সম্বন্ধ-সূত্রের পরিচয় দিতেছে। এই রূপে আমাদের অন্তরের স্বাধীনতাকে আমরা যে পরিমাণে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বলবৎ করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতি-কর্তৃত্ব বিষয়ের আভাস পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি। অতএব ভক্তির তৃতীয় আদর্শ এই যে, পরমাত্মা একান্ত স্বাধীন রূপে সকলের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, জগৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলায় পরিবদ্ধ হইয়া বাহিরে বিরাজ করিতেছে, এবং সকলে ভক্তি সহকারে তাঁহার কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া স্বাধীনতা লাভে দিন দিন কৃতকৃত্য হইতেছে।

এই যে কএকটি মূল-আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল, সকলের মধ্যে সার কথা—ঈশ্বরের ভজনা, কি না ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা। ঈশ্বরের প্রতি যখন আমাদের আত্মা একান্ত-ভাবে আকৃষ্ট হয়, তখন তাঁহার সমীপে আমরা গণনার অযোগ্য, অকিঞ্চন, এবং একান্ত আশ্রিত—এই ভাবটি অবশ্যই আমাদের মনে প্রবল হইতে চায়; এবং যে পরিমাণে আমরা আপনারদিগকে ঐ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করি, সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বরকে সমুদায় জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হই—সেই পরিমাণে আমরা ইহা জানিয়া কৃতার্থ হই যে, যিনি পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ মঙ্গল, তিনিই সমুদায় জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ঈশ্বরের উপাসনা, রোগ শোক পাপ তাপ, সকলেরই মহৌষধ; ঈশ্বরের উপাসনাই আমারদের শান্তি-নিকেতন। যদি রোগ হইয়া থাকে, সেখানে যাও, আরোগ্য পাইবে; শোক হইয়া থাকে, সেখানে যাও, সান্ত্বনা পাইবে; ভয় হইয়া থাকে, সেখানে যাও, অভয় পাইবে; পাপ হইয়া থাকে, সেখানে যাও, ক্ষমা পাইবে; রোগ শোক ভয় পাপ, সেখানে ইহার কিছুই রহিবে না, সকল দুঃখই চলিয়া যাইবে। ঈশ্বরের উপাসনা, পরম পিতা পরম মাতা ও পরম বন্ধুর উপাসনা—অজ্ঞাত অপরিচিত উদাসীনের উপাসনা নহে। অতএব ইহা কি না সৌভাগ্যের বিষয় যে এমন ঈশ্বরোপাসনায় সকলেই আমরা অধিকারী।

ইতিহাস তত্ত্ব।

উদ্যোগ।

জগদীশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সকলই বিচিত্র; কিন্তু সকলই কোন না কোন নিয়মের বশীভূত। এই বিচিত্রতা এবং নিয়ম তাঁহার সৃষ্টির চতুর্দ্দিকেই বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমরা যাহা বিশৃঙ্খল মনে করি, তাহাও কোন না কোন নিয়মের বশীভূত। অস্থায়ী পরিবর্ত্তনশীল জগতের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেই একটি শৃঙ্খলা আছে, সকল বিষয়েরই একটি নিয়ম আছে, যাহা জানিতে পারিলে আমরা ঐ সকল পরিবর্ত্তনের যথার্থ ভাব অবগত হইতে পারি এবং সেই সকল বিষয় আবশ্যক মতে আপনাদের কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারি। যত কাল আমরা ঐ সকল নিয়ম না জানিতে পারি, তত কাল আমরা যদিও অন্ধের যষ্টি-স্বরূপ বাহ্য প্রকৃতিকে আপনার কর্ম্ম সাধন জন্য নিয়োগ করি, কিন্তু তাহার প্রকৃত তত্ত্ব সকল জানিতে না পারিয়া নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তিতে পতিত হই, এবং এই নিমিত্ত উদ্যোগ ঐ সকল নিয়ম আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

মনুষ্য উদ্যোগ-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যে কিছু কর্ম্ম করে, তাহা সকলেই স্বীয় উপকারের জন্য করিয়া থাকে; কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিয়া সেই সকল কর্ম্ম সাধন করে? পরীক্ষা ভিন্ন আমরা কোন প্রকারেই উদ্যো-

গের ফল প্রাপ্ত হইতে পারি না। আমরা যখন পৃথিবীকে কর্ষণ করিয়া আপনারদের ভরণ পোষণের জন্য ধান্য প্রস্তুত করিতে যত্নশীল হই, তখন তাহার অগ্রে আমরা অবশ্যই জানিয়াছিলাম, ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে ধান্য উৎপন্ন হইবে; কিন্তু ইহা কি আমরা সহজেই জানিতে পারিয়াছি, না পরীক্ষা দ্বারা আমরা ঐ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি? পরীক্ষা, উদ্যোগের অস্ত্র-স্বরূপ। কৃষক না জানিয়াই এই পরীক্ষা অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে। নানা বিধ ব্যাপারের, নানা বিধ বিষয়ের সম্বন্ধ একত্রীভুত করিয়া তাহা হইতে একটি সত্য উদ্ভাবন করাকেই পরীক্ষা কহে। আমরা সতত এই পরীক্ষার দ্বারা নীত হইয়া কর্ম্ম করিতেছি—আমরা যে অগ্নিতে প্রবেশ করি না, সহজে উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইতে ইচ্ছা করি না, রোগ-মূল দ্রব্য সকল আহার করি না, ইহা সকলই পরীক্ষার প্রভাব। পরীক্ষা দ্বারা আমরা ঐ সকল কার্য্যে আমাদের বিঘ্ন বিপত্তি জানিয়াই তাহা হইতে বিরত হই। পরীক্ষা মনুষ্যের পরম উপকারী। মানব হৃদিস্থিত উদ্যোগ এই পরমোপকারী পরীক্ষা দ্বারা নীত হইয়া মানব জাতির উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হয়, বাহ্য প্রকৃতিকে মানব জাতির উপকার সাধন জন্য নিয়োগ করে। বাহ্য প্রকৃতি অতি দুর্ভেদ্য, পরীক্ষা স্বরূপ অনুবীক্ষণ গ্রহণ পূর্ব্বক মনুষ্যগণ এই দুর্ভেদ্য বাহ্য প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে উদ্যোগী হয়। বাহ্য প্রকৃতির উপর পরীক্ষারূপ যন্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মনুষ্য যে সকল ফল লাভ করিয়াছে, তাহা মনুষ্যের উপকার সাধনেই নিযুক্ত রহিয়াছে। মনুষ্য বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে নানা বিধ বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম দেখিয়া পরীক্ষা দ্বারা বাহ্য প্রকৃতির নানা ব্যাপারের ও নানা বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ অবলোকন করত তাহাদের মধ্যে মূল নিয়ম রূপ সত্য-সকল আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে ঐ সকল বাহ্য প্রকৃতিকে আপনাদের কর্ম্ম-সাধনে নিযুক্ত করিয়াছে। পরীক্ষিত জ্ঞান-সকলের, পরীক্ষিত বিদ্যা সকলের ক্রমাগত উন্নতি হইবে। উদ্যোগ উন্নতির পথই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, উদ্যোগ ক্ষণ কালের নিমিত্তও এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। উদ্যোগ পরীক্ষা শক্তির সাহায্যে মনুষ্যের শারীরিক ক্লেশের উপশম করিতেছে, রোগ-সকলের মূল ছেদন করিতেছে, পৃথিবীকে শস্য-শালিনী করিতেছে, অগাধ সমুদ্র মধ্যে বণিকগণকে অভয় প্রদান করিতেছে, আকাশ-স্থিত বিদ্যুৎ-মালাকে অবাধে পৃথিবীতে আনয়ন করিতেছে, তমসাবৃত রজনীতে দিবাকরের জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছে।

মনুষ্য ইহার প্রভাবে অতলস্পর্শ রত্নাকর-গর্ভে প্রবেশ করে, আকাশে উড্ডীয়মান হয়, তমসাবৃত ভয়ানক ভূগর্ভ মধ্যে বসতি করে। কি আশ্চর্য্য! আমাদের উদ্যোগ-ভাবের ফল এই যে শেষ হইল, এমতও নহে; উদ্যোগ পরীক্ষা-বলে মনুষ্যের অবস্থা ক্রমাগত উন্নতি করিবেই করিবে। যাহা অদ্য পাইবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইতেছি, কল্য পরীক্ষার প্রভাবে তাহা আমাদের সহজ মনে হয়। আমাদের পিতামহগণের যাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ এবং সহজ মনে করিতেছি। এখন এই উদ্যোগের প্রভাব পৃথিবীর কোন্ স্থানে অধিক তাহা আবিষ্কৃত করা অত্যাবশ্যক। উদ্যোগের ভাব সকলেরই মনে নিহিত আছে বটে; কিন্তু এই ভাব পৃথিবীস্থ কোন্ জাতির মধ্যে ফলবতী হইয়া মনুষ্যের প্রকৃত হিত সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে এবং কি কি কারণেই বা এ পৃথিবীর এক স্থানে উদ্যোগের বিশেষ স্ফূর্ত্তি এবং অন্য স্থানে তাহার অভাবে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনুষ্য সকল বিষয়ই সন্দেহ করিতে পারে বটে কিন্তু আমি আছি এই জ্ঞানটি সন্দেহ করিতে পারে না; কেন না সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ-কর্ত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হইল। মনুষ্য আপনার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে পরিসীম মনে করে এবং পরিসীম মনে করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অপরিসীমের ভাব তাহার মনে জাগ্রৎ হয়; কেন না আমরা অপরিসীম না ভাবিলে সীমার ভাব কি রূপে প্রাপ্ত হইব! আমরা অপরিসীম-ভাব দ্বারাই সীমার ভাব প্রাপ্ত হই। যখনই আমি আপনাকে পরিসীমিত বলিয়া জানিতেছি, তখনই অপরিসীম হইতে আপনাকে সীমিত করিতেছি। সীমার ভাব অন্যের তুলনায় সাপেক্ষ রাখে, আমরা যখন আপনাকে পরিসীমিত বলি, তখন আমরা আমাদের সহিত কাহার তুলনা দিই। সেই অপরিসীমের সহিত তুলনা দিই; অপরিসীম ও পরিসীমের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহারও ভাব সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হয়। মনুষ্য আপনার নিকট ভাবনা দ্বারা যাহা কিছু প্রকাশিত করে, তাহা ঈশ্বরোক্ত সত্য-সকলকে কখনই অতিক্রম করিতে পারে না; কেন না ভাবনা কখনই মনুষ্যের স্বভাব অতিক্রম করিতে পারে না। এই পৃথিবীর ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে তাহার মূলে এই সকল সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে তিন প্রকার কালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এক কালের মনুষ্যেরা অপরিসীমের ভাব লইয়াই কার্য্য করিতেছে, দ্বিতীয় কালের লোকগণ পরিসীম ভাব গ্রহণ করিয়া তাহারই দ্বারা চালিত হইতেছে এবং তৃতীয় কালের লোকেরা পরিসীম এবং অপরিসীমের যে সম্বন্ধ তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য যেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই তিন কালের লোকগণ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ভাবের নানা রূপ ফল ও উদ্দেশ্য এবং ক্রমান্বয় দীপিত করিবার জন্যই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই তিন ভাবের অগ্র-পশ্চাৎ কেন হয়, তাহাও আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। মনুষ্যের ভাবনা—অপরিসীমের পরিসীমের ও পরিসীম এবং অপরিসীমের সম্বন্ধ—এই তিন ভাবকে অবলম্বন করিয়াই কার্য্য করে। মনুষ্য আপনার অস্তিত্ব জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এই তিন ভাব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভাবনা তাহাকে আর মনুষ্যের নিকট অস্পষ্ট থাকিতে দেয় না। এই তিন ভাবকে উজ্জ্বল-রূপে মনুষ্যের নিকট প্রতিভাত করিবার জন্য ভাবনা তাহারদিগকে পৃথক্-রূপে আলোচনা করিতে থাকে। কিন্তু ভাবনা কোন্ ভাবকে প্রথমে গ্রহণ করিবে, তাহা দেখিতে গেলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে মানবকৃত ভাবনা কখনই পরিসীম এবং অপরিসীমের সম্বন্ধ-ভাবকে প্রথমে গ্রহণ করিতে পারে না; কেন না দুই বস্তুর জ্ঞান উপলব্ধি না হইলে কখনই ঐ দুই বস্তুর সম্বন্ধ স্থির করা যাইতে পারে না। অতএব যখন অপরিসীম এবং পরিসীম ভাবের সকল দিক্ জানা হয় নাই, তখন ঐ দুই বস্তুর যে সম্বন্ধ-ভাব তাহা ভাবনা কি রূপে গ্রহণ করিবে? সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে পরিসীম এবং অপরিসীমের সম্বন্ধের ভাব প্রথমে ভাবনা কখনই আপনার অধীনে আনয়ন করিতে পারে না। এখন জানা আবশ্যক যে ভাবনা পরিসীমের কি অপরিসীমের ভাব অগ্রে গ্রহণ করিতে পারে? জীবাত্মা পরিসীম, পরমাত্মা অপরিসীম। ভাবনা দ্বারা জীবাত্মা বাহ্য প্রকৃতি হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লয়। ভাবনা কাহাকে বলে? জীবাত্মা যে স্বাধীন তাহা জীবাত্মাকে কে বলিয়া দেয়? জীবাত্মা আপনা আপনি ভাবিয়া আপনার স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করে, ভাবনা যত

স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততই জীবাত্মা আপনার স্বাধীনতা জানিবে। কিন্তু এই ভাবনার উন্নতি এক দিনের কর্ম্ম নহে, উন্নতি সময়ের অপেক্ষা করে। প্রথমে ভাবনা অতি দীন ভাবাপন্ন হইয়া আপনার কর্ম্ম করিতে থাকে। ভাবনা আপনার প্রথম কার্য্যেই অপরিসীমকে দেখিতে পায়, জীবাত্মা প্রথমেই অপরিসীম হইতে আপনাকে পরিসীমিত করে, পরিসীমের ভাব কখনই মানব প্রথমে ধারণ করিতে পারে না; সুতরাং ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে অপরিসীমের ভাবই মানবগণকে প্রথমে আচ্ছন্ন করে। এই অপরিসীমের ভাব উদিত হইবা মাত্র উহা মনুষ্যের হৃদয়কে একেবারেই মুগ্ধ করিয়া ফেলে। জীবাত্মা এই নিত্য, নির্ব্বিকল্প, অপরিসীমকে উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত হয়, আপনাকে সেই পূর্ণ আত্মার উপমায় অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া সেই অপরিসীমের ভাব লইয়াই কার্য্য করিতে থাকে, জীবাত্মা সেই পূর্ণ পুরুষের ভাবেই পরিপূর্ণ হইয়া আপনার অস্তিত্বের প্রতিও অবজ্ঞা করে। মনুষ্য প্রথমে অপরিসীম ভাব লইয়াই কার্য্য করে, এই নিমিত্ত মানবজাতির ইতিহাসে প্রথমেই অপরিসীম ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরিসীম ও অপরিসীম এবং পরিসীম ও অপরিসীমের সম্বন্ধ-ভাব যে প্রথম কালে একেবারেই বিনষ্ট হয়, তাহাও নহে; কেন না উক্ত ভাব-সকল মানব-হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইবার নহে। ইহা দ্বারা কেবল এই মাত্র নির্দ্দেশিত হইতেছে, যে, মানবজাতির ইতিহাসের প্রথম কালে অপরিসীমের ভাবই প্রবল থাকে; কেন না মানবগণ প্রথমেই অপরিসীমের ভাব উপলব্ধি করে ও উপলব্ধি করিয়া তাহারই বশীভূত হইয়া কার্য্য করে।

যেখানে অপরিসীমের ভাব রাজত্ব করে, সেখানে উদ্যোগ কখনই স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। যেখানে মনুষ্য আপনাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে, আপনার স্বাধীনতা ও শক্তি অনুভব করিতে না পারে, সেখানে উদ্যোগের ভাব অতি ম্লান হইয়া অবস্থিতি করে। যেখানে মানবগণ এই জীবনকে স্বপ্ন-বৎ ও আপনাকে ছায়া মাত্র মনে করে, সেখানে উদ্যোগকে বৃথা বোধ হয়। উদ্যোগ মনুষ্যের অবস্থাকেই উন্নত করিতেছে; কিন্তু যে কালের মনুষ্য আপনাকেই অকিঞ্চিৎকর মনে করে, সে কালের মনুষ্য আপনার অবস্থাকে উন্নত করিতে কখনই যত্নশীল হয় না। মানব প্রকৃতির আলোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, প্রথমে মনুষ্য অপরিসীম ভাবের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে; এবং যেখানে অপরিসীম ভাবের প্রাধান্য, সেখানে উদ্যোগের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। এখন দেখা আবশ্যক যে ইতিহাসও কি এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়েছে? মানব-স্বভাব আলোচনায় যে সত্য লাভ করিতেছি, মানবদিগের ইতিহাসও কি তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতেছে?

থিওডোর পার্কর।

২৮৩ সংখ্যক পত্রিকার ২৩২ পৃষ্ঠার পর

মনুষ্যের আত্মিক বৃত্তি সমুদায় পৃথক্ ভাবে উদ্রিক্ত হয় না। কোন এক বৃত্তির উদ্রেক হইলে তাহার সহিত অন্যান্য বৃত্তিও স্ফুরিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির নিয়মও এই রূপ। মনুষ্যের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি যখন উদ্রিক্ত হয়, তখন অন্যান্য বৃত্তিও তাহার সহিত কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তিকে কার্য্য কালে হয় ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুকূল না হয় প্রতিকূল হইতে দেখা যায়। ইহা নিশ্চিত যে, বুদ্ধি বৃত্তি ও নীতি প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য ভাব

থাকিলেই মনুষ্যের প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব উপলব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তি ও নীতি প্রবৃত্তি যদিও অপরিচালিত ও অপরিষ্কৃত থাকে, তথাচ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রসুপ্ত থাকে না। সে অবশ্যই তারতম্যানুসারে আপনার শক্তি প্রকাশ করে। ঐ দুই বৃত্তির সহিত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সংযোগ আছে বলিয়াই উহা জ্ঞান বা অজ্ঞানতা, আশা বা ভয়, প্রীতি বা ঘৃণার সহিত জড়িত হইয়া থাকে। যে স্থানে বুদ্ধি ও নীতির অবস্থা উৎকৃষ্ট, সে স্থলে ধর্ম্মের সহিত জ্ঞান, আশা ও প্রীতি বিকসিত হয় এবং যে স্থলে বুদ্ধি ও নীতি নিতান্ত কলুষিত ভাবে থাকে, তথায় ধর্ম্মের সহিত অজ্ঞানতা, ভয় ও ঘৃণার প্রাদুর্ভাব হয় সন্দেহ নাই। মানব জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ধর্ম্ম সকল সময়েই মনুষ্যের অবস্থার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। যদি মানবজাতির অবস্থা নিকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না। ইহা সত্য যে স্বয়ং ধর্ম্মের কোন কালে কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় না; কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধি ও নীতির অবস্থানুসারে সেই ধর্ম্মকে অভিব্যক্ত করিবার প্রণালী কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম তিন প্রকারে মনুষ্যের প্রতি শক্তি প্রকাশ করে।

প্রথমতঃ, ধর্ম্ম অনভিজ্ঞতা ও ভয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া কুসংস্কার উৎপাদন করে। এই কুসংস্কারই মনুষ্যের নীচতা ও অপকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রতি ভয় মনুষ্যের কুসংস্কার। প্লুটার্ক কহেন যে কুসংস্কার নাস্তিকতা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কিন্তু কুসংস্কার যে পরিমাণে বিস্তীর্ণ হয়, নাস্তিকতা সে পরিমাণে বিস্তার প্রাপ্ত হয় না এবং কুসংস্কার হইতে যেমন সংসারে নানা প্রকার কার্য্য উৎপন্ন হয়, নাস্তিকতা হইতে সে রূপ হয় না; নাস্তিকতা কেবল লোকের মনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কুসংস্কার মানব-প্রকৃতির একটি বিকৃত অবস্থা; ইহার প্রভাবে ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ইহা স্থির নিশ্চয় যে, প্রকৃত প্রীতি ভয়কে বিদূরিত করে এবং প্রকৃত ভয় প্রীতিকে উন্মূলিত করিয়া দেয়। কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেরা ঈশ্বরকে প্রীতি না করিয়া কেবল ভয় করিয়া থাকে। যেমন একটি অল্পবয়স্ক বালক অতি গভীর তামসী নিশায় ভীতচিত্তে বাহ্যে নানা প্রকার কল্পনা করত গমন করে, কুসংস্কারাবিষ্ট লোকও সেইরূপ। উহারা অসৎ পদার্থ কল্পনা বলে প্রস্তুত করিয়া তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ঈশ্বর নিষ্ঠুর উচ্ছৃঙ্খল বৈরনির্য্যাতন-প্রিয় ও রুক্ষস্বভাব; তিনি উচ্ছৃঙ্খল দিগের নিমিত্ত দণ্ড উদ্যত করিয়া আছেন, এবং তাঁহাকে ভয় করা কর্ত্তব্য; কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেরা ঈশ্বরের স্বরূপ ভাব এইরূপেই ব্যক্ত করিয়া থাকে। যে সমস্ত কার্য্য ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে, এইরূপ ঈশ্বরের নিমিত্ত সেই সকল কার্য্যানুষ্ঠান করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য। ইহারা মনুষ্যে পূর্ণতা আরোপ করিয়া সেই মনুষ্যের ভাবে ঈশ্বরকে দেখে। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ভাবকে মনুষ্যের অবিশুদ্ধ ভাব দ্বারা কলুষিত করিয়া দেয়। ইহারা আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে এই ঐশিক ভাবকে সময়ে সময়ে পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে। এই সকল কুসংস্কার পরতন্ত্র মনুষ্যেরা ভয় ও মোহ বশত এক নূতনবিধ সৃষ্টি কল্পনা করে এবং কল্পিত ঈশ্বরের তুষ্টি সম্পাদনার্থ নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর মনুষ্যের আত্মাতে যে সমস্ত বিষয় মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা

উল্লঙ্ঘন ও কল্পিত ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া কতগুলি অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উহারা যে সমস্ত বিষয় আপনাদিগের প্রিয় বোধ করে, ঈশ্বরকে তাহাই প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই শ্রেণীর অসভ্যেরা পশুমাংস পশুচর্ম্ম এবং কৃষিজাত নানা প্রকার দ্রব্য ঈশ্বরকে উপহার দিয়া থাকে। উহারা এই রূপ বিবেচনা করে যে মনুষ্য ক্রোধ-পরবশ হইলে বিবিধ উপায় দ্বারা তাহাকে যেমন শান্ত করিতে পারা যায়, সেই রূপ ঈশ্বর ক্রোধান্ধ হইলে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি নানা প্রকার উপায়ে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করা যাইতে পারে।

কুসংস্কার-পরতন্ত্র মনুষ্য ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে নানা প্রকার অপ্রাকৃতিক কার্য্য করিয়া থাকে। যে কার্য্য সাধন করা নিতান্ত অসম্ভব, ঈশ্বরের উদ্দেশে সে তাহাই করিতে প্রস্তুত হয় এবং বহুবিধ বিঘ্ন বিপত্তি অতি-ক্রম করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার চেষ্টা পায়। সে ঈশ্বরের নিমিত্ত অতি কঠোর অনসন ব্রত ধারণ করে; বিশ্রাম এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকে; জন-শূন্য অরণ্যে গিয়া জীবন অতিবাহন করিতে প্রস্তুত হয়; অতি জঘন্য পরিচ্ছদ পরিধান করে; নি-তান্ত অসুখ-কর স্থানে নিরবচ্ছিন্ন দণ্ডায়মান থাকে; গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে বাস ও স্তম্ভের উপর স্থির ভাবে অবস্থান করে; জটাভার ও দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারণ এবং দেহে ভস্মাদি লেপন করিয়া থাকে; কখন কখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের কঠোর কিরণে, কখন বা দুঃসহ শীতে অনাবৃত দেহে অবস্থান করে; কখন নির্দয় ভাবে শরীরের মাংস ছেদন এবং সূচি দ্বারা দেহে দেবগণের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া থাকে; যে সমস্ত অঙ্গ নিতান্ত উপযোগী, অক্লেশে তাহা ছেদন করে; কখন পশু কখন শত্রু কখন বা প্রাণসম পুত্রকেও বলি প্রদান করিয়া থাকে; শরীরের মধ্যবর্ত্তী অতি পবিত্র মন্দির আত্মাকে কলুষিত এবং ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা যখন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হয়, তখন কুসংস্কার আর এক প্রকারে শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। তখন মনুষ্যেরা ঈশ্বরের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ভোগ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করে। উহাদের এই রূপ বিশ্বাস হয় যে, সুখ মাত্রই অনৈশিক পদার্থ। ঈশ্বর যে ক্ষুধা দিয়াছেন, তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে সেই ক্ষুধাকে বিনষ্ট করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত এই শ্রেণীর লোকেরা প্রীতিকর পান ও আহারে বিরত হইতে অভ্যাস করে। পরিচ্ছদ ধারণের কিছুমাত্র স্পৃহা রাখে না। সমস্ত রাত্রি জাগরণ-ক্লেশে অতিবাহিত করিয়া থাকে। যিনি ঈশ্বর-পরায়ণ হন, শরীরকে কঙ্কালময় ও মাংস-শূন্য করা যেন তাঁহার একটি ব্রত হইয়া উঠে এবং তিনি বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া অনুমান করেন। ইঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে মনে মনে যতই কেন সাংসারিক অভিলাষ থাকুক না, তাহা প্রকাশ না করাই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। ইহারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নানা প্রকার স্বেচ্ছাকৃত ব্রত পালন করিয়া থাকে এবং বহু প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া অতি দূর দেশে তীর্থ পর্য্যটনার্থ গমন করে।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮৪ সংখ্যক পত্রিকার ২৪৪ পৃষ্ঠার পর।

স্বদেশ-মধ্যে অতি প্রাচীন কালে দেবগণের স্তুতিবাদ-পূর্ণ যে সমস্ত পদ্য গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, লোকে তৎসমুদায়কে অপৌরুষেয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। বেদের মন্ত্রভাগ উক্ত

লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণভাগ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার অধিকাংশই গদ্য এবং ইহা মন্ত্র ভাগ অপেক্ষা আধুনিক; তথাচ হিন্দু সমাজ ইহাকে শ্রুতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয়, যে শ্রুতি নাম নির্দ্দেশ বিষয়ে গদ্য পদ্যের কিছুমাত্র ব্যবস্থা নাই, ধর্ম্ম গ্রন্থই শ্রুতি নাম প্রাপ্তির কারণ। এই নিমিত্ত যে ব্রাহ্মণ ভাগ ব্রাহ্মণগণের প্রভুত্ব ও অধিকার বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছে, যদিও উহা মন্ত্র ভাগ অপেক্ষা আধুনিক, তথাচ ইহাকে শ্রুতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষবাসী ঋষিগণ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের এই বাক্য যদিও তাদৃশ সঙ্গত বোধ হয় না, কিন্তু সূত্র ও অন্যান্য ব্যবহারিক গ্রন্থ অপেক্ষা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ যে বহুকাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যে স্থলে পবিত্র গ্রন্থের সূত্র প্রস্তুত হয়, তথায় প্রাচীন গ্রন্থের সহিত আধুনিক গ্রন্থ মিশ্রিত হওয়া অসম্ভব নহে; মন্ত্র কল্পের সহিত ব্রাহ্মণ কল্পের মিশ্রণই তাহার নিদর্শন। কিন্তু যে অংশ উৎকৃষ্ট ও অতি প্রাচীন, তাহা কি নিমিত্ত ঐ শ্রুতি হইতে স্বতন্ত্র করা হয় এবং কি নিমিত্তই বা তাহাকে আধুনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয় যে ঐ পরিত্যক্ত অংশে এমন কিছু শাসন আছে, যাহাতে কোন পক্ষের স্বার্থের বিশেষ হানি হইতে পারে। মহর্ষিগণ সূত্রকে শ্রুতি মধ্যে গণনা করেন নাই। সূত্রগ্রন্থ বিলক্ষণ প্রাচীন বিশুদ্ধ ও সারবৎ। কিন্তু সূত্র গ্রন্থে সাধারণের গ্রাহ্য হইতে না পারে এমন কিছুই নাই। সূত্র গ্রন্থ ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র অপেক্ষা আধুনিক ইহা সত্য কিন্তু ইহার এই আধুনিকতা-দোষ সহ্য করিয়া যে কারণে অন্যান্য গ্রন্থ শ্রুতি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়েছে, সেই কারণ থাকিতে ইহাকে যে কি নিমিত্ত শ্রুতি নাম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারি না। মন্ত্রের বহুকাল পরে যে ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হইয়াছিল, মহর্ষিরা ইহা অবশ্যই জানিতেন, তথাচ তাঁহারা মন্ত্রের ন্যায় ইহাকে শ্রুতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণ ভাগের আধুনিকতা-দোষ সংবৃত করিবার নিমিত্ত মন্ত্র যে সময়ে ব্রাহ্মণও সেই সময়ে প্রস্তুত হইয়াছে, এই রূপও কহিয়াছেন, ইহা দ্বারাই বোধ হইতেছে যে সূত্রকে শ্রুতি নাম প্রদান না করিবার বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ গূঢ় কোন কারণ থাকিতে পারে।

একখানি সংহিতাকে অপৌরুষেয় বাক্য বলা এবং তাহাকে নিরপেক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা, হয় অবস্থানুরোধ, না হয় কোন ফলানুরোধ ভিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষে ফলানুরোধই বলবৎ বলিয়া বোধ হয়। পাছে অন্য কোন সংস্কৃত ধর্ম্ম প্রবেশাধিকার লাভ করে, এই ভয়ে মহর্ষিগণ গ্রন্থ বিশেষকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বস্তুত কাল সহকারে তাহাই ঘটে। এই ভারতবর্ষে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় এবং যে ধর্ম্ম অপৌরুষেয় বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অটল ভাবে আধিপত্য করিতে ছিল, ঐ নবাগত ধর্ম্ম তাহাকে এক কালে শ্রীহীন ও মলিন করিয়া ফেলে। দূরদর্শী মহর্ষিগণ এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত প্রাচীন ধর্ম্মের বিবাদ ঘটিবার পূর্ব্বেই শ্রুতি ও স্মৃতির সম্যক বিভাগ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং এই বিভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া এই ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে কৃতকার্য্য হন।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অপৌরুষেয় বাক্য, ইহার বিরুদ্ধে বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনা নিতান্ত অযৌক্তিক, এই বিশ্বাসটি লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই অপৌরুষেয় বাক্য প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা যতটা আধিপত্য লাভ করিতে পারিয়া ছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলেই তাহা অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্রাহ্মণেরা অ-ন্যান্য ঋষিবাক্য অপেক্ষা শ্রুতি-প্রমাণ যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের গ্রাহ্য হয়, তদ্বিষয়েই বিশেষ যত্ন করিতেন। পদার্থ বিদ্যার স্থল বিশেষে তাঁহারা বিলক্ষণ স্বাধীনতা দিতেন। পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে যদি কেহ যে কোন প্রকারে হউক, বেদের অবিরুদ্ধে কোন মত স্থাপন করিতে পারিতেন এবং অন্যে যদি বেদের সহিত একবাক্যতা রা-খিয়া ঐ মতের সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি মত প্রচার করিতেন, ব্রাহ্মণদিগের তাহাও অনায়াসে সহ্য হইত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত শ্রুতিও জ্ঞান লাভের মূল, এইটি স্বীকার করিলে তাঁহারদিগের আর কোন আপত্তি উপস্থিত হইত না। কিন্তু শাক্য মুনি বুদ্ধকে যে তাঁহারা কটু দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া ছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। বুদ্ধের মত কপিলের মতের সহিত অনেকাংশে তুল্য। এই বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণ দিগের তত অসহ্য হয় নাই; কিন্তু শ্রুতি তাঁহাদিগকে যে অধিকার প্রদান করিতেছে, তাহার প্রতি বুদ্ধের হস্তক্ষেপ করাতে পরম্পরা সম্বন্ধে শ্রুতির উপরেও তাঁহার হস্ত ক্ষেপ করা হয়, এই জন্য তাঁহারা যার পর নাই বিরক্ত হইয়া বুদ্ধকে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট বলিতেন।

বুদ্ধ ক্ষত্রিয়-পুত্র*। তিনিই যে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ জাতির অধিকার আক্রমণ করিয়াছি-লেন তাহা নহে, তাঁহার পূর্ব্বেও বিশ্বামিত্র এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। ইনিও এক জন ক্ষত্রিয়-সন্তান ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ যে অধিকার আপনারদিগের বংশ পরম্পরা নিরুপদ্রবে ভোগ করিতেছিলেন, বিশ্বামিত্র তাহা আপনার ও আপনার বংশীয়দিগের নিমিত্ত প্রাপ্ত হন। বিদেহ রাজ্যে রাজা জনক যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে ব্রাহ্মণদিগকে পৌ-রোহিত্য প্রদানে অস্বীকার করিয়া স্বয়ং তাহা প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ও জনকের সহিত বুদ্ধের অন্য কোন বিষয়ে সাদৃশ্য নাই থাকুক, কিন্তু উহাঁরা যে অভি-প্রায়ে ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, বুদ্ধ সেই অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়াই ব্রাহ্ম-ণগণের কোপে নিপতিত হইয়াছিলেন।

যে কালে বিশ্বামিত্র, জনক প্রভৃতি ক্ষত্রিয় সন্তানেরা ব্রাহ্মণদিগের অধিকার প্রাপ্ত হই-য়াছিলেন, সেই কালে যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন ও তাঁহাদি-গকে ভূদেব বলিয়া পবিত্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ

* স্বধর্ম্মাতিরেকেণ ক্ষত্রিয়েণ সতা প্রবক্তৃত্বপ্রতিগ্রহৌ প্রতিপন্নৌ। কুমারিল।

বুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইয়াও আপনার ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ও প্রতিগ্রহ করিয়া-ছিলেন। বুদ্ধাদেঃ পুনরয়মেবাতিক্রমোঽলঙ্কারবুদ্ধ্যা স্থিতঃ। যেনৈবমাহ, কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে ময়ি নিপতন্তু বিমুচ্যতাং তু লোক ইতি স কিল লোক-হিতার্থং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মমতিক্রম্য ব্রাহ্মণবৃত্তিং প্রবক্তৃত্বং প্রতিপদ্য প্রতিষেধাতিক্রমসমর্থৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ রননুশিষ্টং ধর্ম্মং বাহ্যজনানুশাসিতং ধর্ম্মপীড়ামপি আত্মনোঽঙ্গীকৃত্য পরানুগ্রহং কৃতবানিত্যেবংবিধৈরেব গুণৈঃ স্তূয়তে। কুমারিল। বুদ্ধ ও তাঁহার সহযোগিদিগের এই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাতিক্রম এক প্রকার প্রশংসাস্পদ হইয়াছিল। বুদ্ধ কহেন যে কলিকালে যে সমস্ত পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তৎ সমুদায় আমার উপর নিপতিত হউক। তাহা হইলে অনুষ্ঠাতারা সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। বুদ্ধ লোকের হিত সাধনের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অতিক্রম পূ-র্ব্বক ব্রাহ্মণের ব্যবসায় অবলম্বন ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং প্রতিষেধ ও অতিক্রম সমর্থ ব্রাহ্ম-ণেরা যাহাদিগের নিমিত্ত কোন রূপ ধর্ম্ম প্রণয়ন করেন নাই, সেই সমস্ত বাহ্য লোকদিগের নিমিত্ত তাহা প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং অধর্ম্ম স্বীকার পূর্ব্বক অন্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই সমস্ত গুণ দ্বারা তিনি প্রশংসিত হইয়া থাকেন।

করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে অপমানিত দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুভিত ও দুঃখিত হইয়া ছিলেন। এই সময়ে পরশুরাম শাণিত কুঠার হস্তে লইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য প্রদান করেন *। ব্রাহ্মণেরা যদিও রাজার ন্যায় পৃথিবী শাসন করিতেন না, তথাচ তাঁহারা সাধারণের নিকট রাজা অপেক্ষাও সমধিক সম্মান লাভ করিয়া ছিলেন। লোকে তাঁহারদিগের বাক্য অভ্রান্ত এবং তাঁহারদিগের কার্য্যকে দেবগণের অনুগ্রহ লাভের উপায় বলিয়া বিবেচনা করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের এত দূর বৃদ্ধি, পতনের নিমিত্তই হইয়াছিল। যাহারা রাজ-নিয়মের অধীন থাকিয়া ইচ্ছানুরূপ সাংসারিক উন্নতি লাভে কৃতকার্য্য হইতেছে না, যাহারদিগের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অপহৃত হইয়াছে, তাহারদিগের ক্লেশ অল্প নহে। এই স্বাধীনতা উদ্ধার করিবার নিমিত্তই বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। শাক্যমুনি প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের অসারতা ও বেদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের সাহায্য লাভ ব্যতিরেকে যে সাধারণের মুক্তিলাভ হইতে পারে, এই মতটি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন।

* বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-সন্তানেরা এক প্রকার বল পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যখন বিশ্বামিত্র এই অপ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, বোধ হয় তখন পরশুরাম অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ মহাভারতীয় প্রমাণানুসারে পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রের সময়গত বিশেষ অন্তর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জ দেশীয় মহারাজ গাধির পুত্র এবং পরশুরাম গাধি রাজার দৌহিত্র জমদগ্নির পুত্র। পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের উপর যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ তাহার এক কারণ হইতে পারে। এই পরশুরাম যখন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমুদ্রপ্রান্তে কেরল রাজ্য সংস্থাপন করেন তখন তথায় ব্রাহ্মণের অভাব দেখিয়া কতগুলি কৈবর্ত্তকে যজ্ঞসূত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানং তদাদেশে কৈবর্ত্তান্ প্রোক্ষ্য ভার্গবঃ——যজ্ঞসূত্রং সমর্পয়ৎ। সহ্যাদ্রি খণ্ড। ইহা দ্বারা এই রূপ অনুমান হইতেছে যে তাঁহারা বল পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের ক্ষমতা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে আপনার ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্ত তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ব্রাহ্মণ করা না করা ব্রাহ্মণেরই স্বেচ্ছায়ত্ত ইহা দ্বারা ইহাই এক প্রকার প্রতিপন্ন হয়।

জীবনের জয়-কীর্ত্তন।

লঙ্‌ফেলোর গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

১

বলো না কাতর স্বরে না করি বিচার;
জীবন স্বপন সম মায়ার সংসার;
সুপ্ত আত্মা মৃত প্রায় জেনহ নিশ্চয়;
বাহিরে যা দেখা যায়, বস্তুত তা নয়।

২

সংসার কর্ম্মের স্থান, সত্য এ জীবন;
শেষ গতি নহে তার শমন-সদন;
শরীর পিঞ্জর বটে ধূলির সমান,
আত্মা কিন্তু অনশ্বর, নহে তাহে আন।

৩

হইয়ে আশার দাস ভ্রম বার বার
বিষয় সম্ভোগ নহে জীবনের সার—
দিনে দিনে পদে পদে হয়ে অগ্রসর
ধর্ম্ম-পথে চলে যেই, ধন্য সেই নর!

৪

চকিত তড়িত সম জীবন চঞ্চল
প্রস্তুত হইয়া থাক লইয়া সম্বল
ধুক ধুক করি করি চলেছে হৃদয়
শমনের ডাকে যেন শমন আলয়

৫

সংসারের রণ-ক্ষেত্রে, পূর্ণ কল কলে
জীবনের ভীষণ তরঙ্গ কোলাহলে
হয়ো না মেষের সম নিঃসত্ত্ব পরাণ
যুদ্ধ রণে প্রাণপণে বীরের সমান

৬

ভবিষ্য সুখের আশে হয়োনা চঞ্চল
গতানুশোচনা ছাড়, নাহি তাতে ফল
উপস্থিত কার্য্যে সদা থাকহ তৎপর
অন্তরে ভরসা রাখি উপরে ঈশ্বর

৭

মহত চরিত দেখি সদা হয় মনে,
মহত হইতে পারি আমরা যতনে;
রেখে যেতে পারি ছাড়ি সংসার নিলয়
কালের সাগর তটে পদ চিহ্ন চয়;—

৮

যেই চিহ্ন হেরি কোন ভগ্ন-তরি জন
দুস্তর ভব-সাগরে করি সন্তরণ
ভগ্ন হৃদয়ে অতি, বিগত ভরসা,
নূতন সাহস বল পায় সে সহসা!

৯

উঠ তবে লাগ কার্য্যে হইয়ে তৎপর
যা হবে হৌক্ না কেন নাহি তাতে ডর
উঠে পড়ে সাধ নিজ জীবনের কর্ম্ম
শ্রম করি ধৈর্য্য ধরি,—এই সার মর্ম্ম।

বসুয়া ব্রাহ্মসমাজ।

সম্প্রতি জিলা হুগলির অন্তর্গত বসুয়া গ্রামে কএক জন ধর্ম্মানুরাগী একত্রিত হইয়া ১৩ পৌষ রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মিত্র ইহার প্রধান উদ্‌যোগী। এই সমাজের সভ্যের সংখ্যা বিংশতি জন। এক্ষণে তাঁহারা সমাজ স্থাপন বিষয়ে যে রূপ উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান হইলে অন্যের পক্ষে একটি নিদর্শন স্থল হইবে, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্ম বিবাহ।

৯ চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত রাজ নারায়ণ বসু মহাশয়ের কন্যার বিবাহ ব্রাহ্ম বিধানানুসারে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী হেমলতা—বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর। বরের নাম শ্রীমান দীননাথ দত্ত—বয়ঃক্রম অন্যূন বিংশতি বৎসর। এই বিবাহোপলক্ষে প্রায় ১৫০ বরযাত্র ও কন্যাযাত্র উপস্থিত ছিলেন। দীননাথ দত্তের বাসভূমি মজিলপুর। বিবাহের পর বর কন্যা তথায় গমন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে উদীচ্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। তথায়ও উপাসনা কালে ব্রাহ্ম ও কএকটি ব্রাহ্মিকার সমাগম হইয়াছিল। এই বিবাহোপলক্ষে বর-পক্ষ ও কন্যা-পক্ষ কাহাকেই হিন্দু সমাজের বিশেষ আক্রোশে নিপতিত হইতে হয় নাই। এক্ষণে বোধ হইতেছে হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান সহজ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি এইটি অসবর্ণ বিবাহ হইত, তাহা হইলে কোন প্রকারেই হিন্দু সমাজের সহনীয় হইত না। তাঁহারদিগের চির-পরম্পরাগত এই ব্যবহারটি রক্ষা করাতে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ ভদ্র সমাজের বক্ষঃস্থলে বাস করিয়া অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হইতেছেন।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

কার্য্যনির্ব্বাহার্থে

১৭৮৯ শকের জন্য নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইলেন।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরিয়াঘাটা)
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী
শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র
শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায়

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৮ শকের চৈত্র মাসের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১০৭৸০
পুস্তকালয়	৩৮৵৫
যন্ত্রালয়	৩৭৷৶৫
ডাক মাসুল	১৫৷৷১০
দান	১০০
গচ্ছিত	২৭৸৶০
	৩৪৩৷৵০

ব্যয়

মাসিক বেতন	১০৩৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৭৷৷১৫
পুস্তকালয়	১৭৷৷৵০
যন্ত্রালয়	৪৭
ডাক মাসুল	২১৵১০
অক্ষর ক্রয়	১০০
অনির্নপিত	৯৷৶১০
গচ্ছিত	১৮৸৵৫
	৩৬৪৸৵০

আয়	৩৪৩৷৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	১০৯৷৫
	৪৫৩৵৫
ব্যয়	৩৬৪৸৵০
স্থিত	৮৮৶৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৮ শকের চৈত্র মাসের দানের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ..	১০
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" হরিমোহন রায়	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	১
" গোবিন্দচন্দ্র ধর	২
" শিবচন্দ্র নন্দী	১০
" মধুসূদন ঘোষ	৫৶০
	১১৯৶০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ..	১
	১২০৶০

ব্যয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর ফাল্গুন মাসের বেতন	১০
ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত ব্যয় জন্য অক্ষর ক্রয় করিতে দান করা যায়	১০০
	১১০

আয়	১২০৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৪০৸৵০
	২৬১৵০
ব্যয়	১১০
স্থিত	১৫১৵০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২৬ বৈশাখ বুধবার।

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৯ শক।

২৮৬ সংখ্যা

৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ মরুতোদেবতা।

১০১৭

১। প্রত্বক্ষসঃ প্রতবসো বিরপ্শিনো হনানতা অবিথুরা ঋজীষিণঃ। জুষ্টতমাসো নৃতমাসো অঞ্জিভির্ব্যানজ্রে কেচিদুস্রা ইব স্তৃভিঃ।

১। 'প্রত্বক্ষসঃ' শত্রূণাং প্রকর্ষেণ তনূকর্ত্তারঃ। শত্রুঘাতিন ইত্যর্থঃ। যতঃ 'প্রতবসঃ' প্রকৃষ্ট বলোপেতাঃ অতএব 'বিরপ্শিনঃ' বিবিধেন জয়ঘোষেণোপেতাঃ। যদ্বা বহুনামৈতৎ। মহান্তোহি বিবিধৈঃ শব্দৈঃ প্রশস্যন্তে। অতএব 'অনানতাঃ' আনতিরহিতাঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টাঃ ইত্যর্থঃ। 'অবিথুরাঃ' অবিযুক্তাঃ সঙ্ঘগণরূপেণ সঙ্ঘীভূতা ইত্যর্থঃ। 'ঋজীষিণঃ' তৃতীয়সবনে ঋজীষস্য অভিষবাৎ তত্র চ মরুতঃ স্তূয়ন্তে ইতিতেষামৃজীষিত্বং। যদ্বা ঋজীষিণঃ প্রার্জ্জয়িতারো রসানাং। 'জুষ্টতমাসঃ' অতিশয়েন যষ্টৃভিঃ সেবিতাঃ 'নৃতমাসঃ' অতিশয়েন মেঘানাং নেতারঃ এবং ভূতা মরুতঃ 'অঞ্জিভিঃ' শরীরাচ্ছাদকৈঃ 'অঞ্জিভিঃ' রূপাভিব্যঞ্জকৈঃ আভরণৈঃ 'ব্যানজ্রে' নভসি ব্যক্তা ভূ-শ্যন্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'কেচিৎ' 'উস্রাঃ' 'ইব' যে কেচন সূর্য্যরশ্ময়ো যথা নভসি দীপ্যন্তে তদ্বৎ।

১। যাঁহারা শত্রুনাশক ও উৎকৃষ্ট বল-সম্পন্ন, অসন্নত, রসাকর্ষক ও মেঘবাহক; অন্যে যাঁহারদিগের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে, যাঁহারা একত্র হইয়া অবস্থান করেন এবং যাঁহারদিগকে যাজ্ঞিকেরা সেবা করেন, সেই সমস্ত বায়ু দেহাচ্ছাদক আভরণে ভূষিত হইয়া কতকগুলি সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নভোমণ্ডলে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

১০১৮

২। উপহ্বরেষু যদচিধ্বং যযিং বয় ইব মরুতঃ কেনচিৎ পথা। শ্চোতন্তি কোশা উপ বো রথেষ্বা ঘৃতমুক্ষতা মধুবর্ণমর্চতে।

২। হে 'মরুতঃ' 'উপহ্বরেষু' উপহ্বর্ত্তব্যেষু গন্তব্যেষু অস্মাকং সন্নিকৃষ্টেষু নভসঃ প্রদেশেষু 'যৎ' যদা 'যযিং' গতিমন্তং মেঘং 'অচিধ্বং' বর্ষণ সামর্থ্যেনোপচিতং কুরুথ। কিং কুর্ব্বতঃ। 'বয়ঃ' 'ইব' পক্ষিণঃ ইব 'কেনচিৎ' 'পথা' কেন চিৎ আকাশ মার্গেণ শীঘ্রং গচ্ছন্তঃ। নভসি শীঘ্রং বর্ষণার্থং প্রবর্ত্তমানৈর্মরুদ্ভির্মেঘা উপচীয়ন্তে ইত্যর্থঃ। তদানীং 'কোশাঃ' মেঘনামৈতৎ 'বঃ' যুষ্মাকং 'রথেষু' আসক্তাঃ মেঘাঃ 'শ্চোতন্তি' জলং মুঞ্চন্তি। যস্মাদেবং তস্মাৎ হে মরুতঃ যষং 'অর্চতে' হবির্ভিঃ পূজয়তে মহ্যং যজ-

মানায় 'মধুবর্ণং' মধুসদৃশরূপং স্বচ্ছং 'ঘৃতং' বৃষ্ট্যুদকং 'আ' সমন্তাৎ 'উক্ষত' সিঞ্চত। অস্মদভিলষিতাং বৃষ্টিং কুরুতেত্যর্থঃ।

২। হে মরুদ্গণ! তোমরা পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র গমন পূর্ব্বক আমারদিগের সন্নিহিত আকাশে যখন গমনশীল মেঘমণ্ডলকে পরিবর্দ্ধিত কর, সেই সময় মেঘ-সকল তোমাদিগের রথে সংলগ্ন হইয়া জল-বর্ষণ করিয়া থাকে। আমরা হবি দ্বারা তোমারদিগের অর্চ্চনা করিতেছি, অতএব তোমরা আমারদিগের প্রতি স্বচ্ছ জলধারা বর্ষণ কর।

১০১৯

৩। প্রৈষামজ্মেষু বিথুরেব রেজতে ভূমির্যামেষু যদ্ধ যুঞ্জতে শুভে। তে ক্রীড়য়ো ধুনয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ স্বয়ং মহিত্বং পনয়ন্ত ধূতয়ঃ।

৩। 'যৎ' 'হ' যদা খলু এতে মরুতঃ 'শুভে' শোভনায় বৃষ্ট্যুদকায় 'যুঞ্জতে' মেঘান্ সজ্জীকুর্ব্বন্তি তদানীং 'অজ্মেষু' মেঘানাং উৎক্ষেপকেষু 'এষাং' মরুতাং সম্বন্ধিষু 'যামেষু' মেঘানাং নিয়মনেষু সৎস্থ 'ভূমিঃ' পৃথিবী 'প্র' 'রেজতে' প্রকর্ষেণ কম্পতে। যদা যদা খলু মরুতঃ স্বকীয়ান্ রথান্ যুঞ্জতে অশ্বৈ র্যোজয়ন্তি তদানীং এষাং রথানাং সম্বন্ধিষু পর্ব্বতাদেরুৎক্ষেপকেষু যামেষু গমনেষু ভূমির্ভীত্যা কম্পতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'বিথুরা' 'ইব' যথা ভর্ত্রা বিযুক্তা জায়া রাজোপদ্রবাদিষু সৎসু নিরালম্বা সতী কম্পতে তদ্বৎ। 'তে' তাদৃশাঃ 'ক্রীড়য়ঃ' বিহারশীলাঃ 'ধুনয়ঃ' চলনস্বভাবাঃ 'ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ' দীপ্যমানায়ুধাঃ এবম্ভূতাঃ মরুতঃ 'ধূতয়ঃ' পর্ব্বতাদীনাং কম্পয়িতারঃ সন্তঃ 'মহিত্বং' স্বকীয়ং মহিমানং 'স্বয়ং' স্বয়মেব 'পনয়ন্ত' ব্যবহরন্তি প্রকটয়ন্তীত্যর্থঃ।

৩। যখন এই মরুদ্গণ বারি বর্ষণের নিমিত্ত মেঘ সকলকে সুসজ্জিত করেন, তখন ভর্তৃ-বিরহিতা স্ত্রী যেমন রাজোপদ্রবাদি উপস্থিত হইলে কম্পিত হয়, সেই রূপ পর্ব্বতাদির উৎক্ষেপক ইহাঁদিগের রথ-গতি দ্বারা ভূমি ভয়ে কম্পিত হয়। সেই বিহারশীল চঞ্চল-স্বভাব ও তীক্ষ্ণ-আয়ুধ-ধারী মরুদ্গণ পর্ব্বতাদি বিকম্পিত করিয়া আপনারদিগের মহিমা ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

১০২০

৪। সহি স্বসৃৎপৃষদশ্বো যুবা গণো৩ যা ঈশানস্তবিষীভিরাবৃতঃ। অসি সত্য ঋণযাবা ঽনেদ্যোঽস্যা ধিয়ঃ প্রাবিতাথা বৃষা গণঃ।

৪। 'সঃ' 'হি' স খলু মরুদ্গণঃ 'অয়া' অস্য সর্ব্বস্য জগতঃ 'ঈশানঃ' ঈশ্বরশীলো ভবতি। কীদৃশঃ 'স্বসৃৎ' স্বয়মেব সরণ্ অন্যৈঃ কশ্চিৎ মরুদ্গণস্য প্রেরকোঽস্তি। 'পৃষদশ্বঃ' পৃষত্যঃ শ্বেতবিন্দুযুক্তা মৃগ্যঃ অশ্বস্থানীয়া যস্য স তথোক্তঃ 'যুবা' নিত্যতরুণঃ 'তবিষীভিঃ' অন্যেষাং অসাধারণৈ র্বলৈঃ 'আবৃতঃ' পরিবেষ্টিতঃ সত্যঃ সৎকর্ম্মার্হঃ 'ঋণযাবা' স্তোতৃণাং ঋণস্যাপনয়য়িতা বহুলস্য ধনস্য দাতেত্যর্থঃ। 'অনেদ্যঃ' অনিন্দ্যঃ নাস্তি সর্ব্বৈরনিন্দিতঃ 'বৃষা' জলানাং বর্ষিতা। এবম্ভূতো মরুদ্গণঃ 'অস্যাঃ' 'ধিয়ঃ' অস্মদীয়স্য অস্য কর্ম্মণঃ 'অথ' অনন্তরং 'প্রাবিতাসি' প্রকর্ষেণ রক্ষিতা ভবতি।

৪। মরুদ্গণ সকল-জগতের ঈশ্বর। ইহাঁরা অন্য কর্তৃক প্রবর্ত্তিত না হইয়া স্বয়ংই গমন করেন। হরিণীগণ ইহাঁদিগের অশ্ব-স্বরূপ। এক্ষণে সেই সকল সৎকর্ম্মার্হ স্তোতৃগণের বহুল-ধন-দাতা অনিন্দিত-স্বভাব জল-বর্ষক নিত্যতরুণ মরুদ্গণ আমাদিগের এই কার্য্যের রক্ষিতা হউন।

১০২১

৫। পিতুঃ প্রত্নস্য জন্মনা বদামসি সোমস্য জিহ্বা প্র জিগাতি চক্ষসা। যদীমিন্দ্রং শম্যৃক্বাণ আশতাদিন্নামানি যজ্ঞিয়ানি দধিরে।

৫। 'প্রত্নস্য' চিরন্তনস্য 'পিতুঃ' অস্মাকং জনকস্য রহূগণস্য সকাশাৎ বয়ং 'জন্ম' তেন বয়ং 'বদামসি' ক্রমঃ বক্ষ্যমাণমস্মাকং বৃত্তান্তং পিতোপদিষ্টবান্ অতো বয়ং ব্রুম ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ বৃত্তান্ত ইতিচেৎ উচ্যতে 'সোম

মস্য' যজ্ঞেষভিষুতস্য সোমদ্রব্যস্য 'চক্ষসা' প্রকাশমানয়া হুত্যা সহিতা 'জিহ্বা' স্তুতিরূপা বাক্ 'অ' 'জিগাতি' মরুদ্গণং প্রকর্ষেণ গচ্ছতি। যজ্ঞেষু সোমাহুতিঃ স্তুতিশ্চ মরুদ্ভ্যঃ ক্রিয়তে। 'যং'যস্মাৎ 'ইং' ইমং 'ইন্দ্রং' 'শমি' বৃত্রবধাদিরূপে কর্মণি 'ঋকাণঃ' প্রহৃত্ ভগবো জহি বীরয়স্বেত্যেবং রূপয়া স্তুত্যা যুক্তাঃ সন্তঃ 'আশত' প্রাপ্নুবন ন পর্য্যত্যাক্ষুঃ 'আৎ' 'ইৎ' এবমিন্দ্রপ্রাপ্ত্যনন্তরমেব 'যজ্ঞিয়ানি' যজ্ঞার্হাণি ইদৃত্ চান্যাদৃত্ চেত্যেবমাদীনি নামানি ইন্দ্রসকাশাৎ লব্ধ্বা 'দধিরে' ধৃতবন্তঃ তস্মাদেষাং যজ্ঞে সোমাহুতিঃ স্তুতিশ্চ ক্রিয়তে।

৫। আমাদিগের চিরন্তন পিতা রহূগণ কহিয়াছেন যে লোকে ইন্দ্রের স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রকে এবং যজ্ঞীয় নাম সকল প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত মরুদ্গণের যজ্ঞে সোমাহুতি ও স্তুতি বিহিত হইয়া থাকে।

১০২২

৬। শ্রিয়সে কং ভানুভিঃ সং মিমিক্ষিরে তে রশ্মিভিস্ত ঋক্বভিঃ সুখাদয়ঃ। তে বাশীমন্ত ইষ্মিণো অভীরবো বিদ্রে প্রিয়স্য মারুতস্য ধাম্নঃ। ১৬।১৩।

৬। 'তে' পূর্ব্বোক্তা মরুতঃ 'ভানুভিঃ' ভানুশীলৈঃ দীপ্যমানৈঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ সহ 'কং' বৃষ্ট্যুদকং 'শ্রিয়সে' শ্রয়িতুং প্রাণিভিঃ সেবিতুং 'সং মিমিক্ষিরে' সম্যক সেক্তুমিচ্ছন্তি পৃথিবীং বৃষ্ট্যুদকেন সম্যক সেক্তুমিচ্ছন্তি। এবং বৃষ্টিমুৎপাদ্য 'তে' মরুতঃ 'ঋক্বভিঃ স্তুতিমদ্ভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ সহ 'সুখাদয়ঃ' শোভনস্য হবিষো ভক্ষয়িতারো ভবন্তি। 'বাশীমন্তঃ' বাশীতি বাক নাম। শোভনয়া স্তুতিলক্ষণয়া বাচোপেতাঃ 'ইষ্মিণঃ গতিমন্তঃ'অভীরবঃ ভয় রহিতাঃ'তে' মরুতঃ 'প্রিয়স্য' সর্ব্বাভিমতস্য' 'মারুতস্য' মরুৎসম্বন্ধিনো 'ধাম্নঃ' স্থানস্য সর্ব্বাভিমতং মরুৎ সম্বন্ধং বিশিষ্টং স্থানং 'বিদ্রে' লব্ধবন্তঃ। ১। ৬। ১৩।

৬। মরুদ্গণ দীপ্তিশীল সূর্য্য-রশ্মির সহিত প্রাণিগণের স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত পৃথিবীতে জল প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঋত্বিকগণের সহিত সুস্বাদু হবি ভোজন করেন। ঐ সমস্ত গতিশীল স্তবার্হ ভয়-রহিত মরুদ্গণ সকলের অভিমত মরুৎ লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১।৬।১৩।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের উপদেশ।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

৭ ফাল্গুণ বুধবার ১৭৮৪ শক।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, "রোগ বা বিপদ দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।" প্রত্যহ নির্জ্জনে ঈশ্বরের উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। উপাসনাতেই আমাদের মহত্ত্ব, আমাদের মনুষ্যত্ব; ইহা হইতেই আমাদের জ্ঞান, পবিত্রতা, বল ও উৎসাহ। ইহাই ধর্ম্মের জীবন; আত্মাতে যাহা কিছু ধর্ম্মের ভাব আছে, তাহা কেবল উপাসনাকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। উপাসনা স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ; ব্রহ্মকে লাভ করিবার, ব্রহ্ম-নিকেতনে প্রবেশ করিবার এক মাত্র উপায়। আমরা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে রূপ বাহ্য বিষয়ের সহিত আমারদের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করি, উপাসনা দ্বারা সেই রূপ অতীন্দ্রিয় মহান্ পদার্থের সহিত নিত্য কালের যোগ স্থাপন করি। আত্মার উন্নতির প্রধান কারণ উপাসনা; ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে কোন প্রকারেই আমরা সংসারের পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের পথে চলিতে পারি না। এ জন্য প্রতিদিন নিয়মিত-রূপে পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিয়া তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যদিও ইহা আমাদের প্রাত্যহিক কার্য্য, তথাপি ইহা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। উপাসনার স্থান জিহ্বাতে নয়, চক্ষুতে নয়, ইহা শারীরিক কার্য্যও নয়। কেবল কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে উপাসনা হয় না; সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে মধুর সামগানেও সামাজিক উপাসনা হয় না। এ সকল অবলম্বন ইহার উপায় মাত্র। প্রকৃত উপাসনা অন্তরে, আত্মার সহিত পরমাত্মার

সম্মিলনের নাম উপাসনা। যেখানে মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানেই উপাসনা—ইহার ভাব মনুষ্য দেখিতে পায় না, ইহার স্তুতি প্রার্থনা মনুষ্য শুনিতে পায় না; কেবল সেই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষই ইহা জানিতে পারেন, যিনি ইহার এক মাত্র ফল দাতা, যাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র। অতএব যাহাতে আমাদের উপাসনা মৌখিক ও বিফল না হইয়া আন্তরিক ও ফল দায়ক হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; নতুবা কেবল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিলে কপট ভাবে ঈশ্বরের পূজা করা হয়। সাবধান! হে ব্রাহ্মগণ! যেন তোমাদের প্রাতাহিক উপাসনা আত্মা-শূন্য হৃদয়-শূন্য কার্য্য হইয়া না পড়ে। যাহাতে আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহার পূজা করিতে পার, তাহাই তোমাদের নিত্য কর্ম্ম। প্রকৃত উপাসনা হইতেছে কি না, ফল দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যহ নিয়মিত-রূপে ব্রহ্মোপাসনাতে নিযুক্ত হইতেছি, অথচ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি না; পূর্ব্বের ন্যায় রাশি রাশি পাপ অন্তরে সঞ্চিত রহিয়াছে, আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছি না, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-সকল অপরাজিত-বিক্রমে হৃদয়কে শাসন করিতেছে এবং সমুদায় জীবনকে মোহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; ইহাকে কখন প্রকৃত উপাসনা বলা যায় না। যে উপাসনাতে আত্মার উন্নতি হয় না, তাহা প্রকৃত উপাসনা নয়। যে সাধু, ঈশ্বরের যথার্থ উপাসক হন; তাঁহার অন্তরে বাহিরে, তাঁহার সমুদয় জীবনে উন্নতি প্রকাশ পাইবে। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর আমারদিগকে তাঁহার উপাসক করিয়া পরম সৌভাগ্যবান্ করিয়াছেন; সাবধান! যেন কেহ এই মহৎ অধিকার লাভ করিয়া ইহাকে বিকৃত না করেন। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা পালন হয় না; প্রকৃত আন্তরিক উপাসনারই নিতান্ত আবশ্যক

উপাসনা করিবার পূর্ব্বে অনন্যমনা হইয়া সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরে আত্মা সমাধান করিবেক। সংসারের পাপ তাপ প্রলোভন হইতে দূরে গিয়া পরিশুদ্ধ মহান্ পরমেশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা স্মরণ রাখিবে। যেখানে বাহ্য আকর্ষণে মন আকৃষ্ট হয়, যেখানে অপবিত্র কামনা মনে উদয় হয়, সেখানে উপাসনা করা বিধেয় নয়; যেহেতু বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় এ প্রকার চেষ্টা করিবে, প্রীতি নয়নে তাঁহার প্রীতি ভাব দর্শন করিবে, বিশুদ্ধ হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র নিষ্কলঙ্ক-স্বরূপের প্রতি নিরীক্ষণ করিবে। তাঁহাকে না দেখিলে তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। কৃতজ্ঞতা-উপহার কাহার নিকটে অর্পণ করিবে? আত্মার অভাব মোচন করিবার জন্য কাহার নিকটে প্রার্থনা করিবে? যাঁহার পূজা করিতে মানস করিয়াছ, তাঁহার দর্শন না পাইলে কেবল শূন্য হৃদয় হইতে কতকগুলি বাক্য নিঃসৃত হইয়া আকাশে নিলীন হইবে। অতএব ব্রহ্মোপাসনার প্রারম্ভে ব্রহ্ম দর্শন আবশ্যক।

শান্ত সমাহিত হইয়া একাগ্র চিত্ত পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিবেক। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী; যিনি "বিশ্বতশ্চক্ষু" যিনি প্রকাশবান, যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, প্রাণের প্রাণ হইয়া আমাদের মধ্যে ওতপ্রোত রহিয়াছেন; যিনি সকল শক্তির মূল শক্তি, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি; যিনি সাধকের সন্নিধানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া হৃদয়ের পূজা-

উপহার গ্রহণ করেন; তিনি আমাদের সম্মুখে, তিনি আমাদের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া এই প্রকারে তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার আবির্ভাব হইল, হৃদয়াকাশে সেই সত্য-সূর্য্যের উদয় হইল, এবং বিমল বিশুদ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ হইল—সংসারের অন্ধকার তিরোহিত হইল; অসাধু কামনা, বিষয় যন্ত্রণা, লোক-ভয়, দুর্ব্বলতা, নিকৃষ্ট ভাব-সকল অন্তরিত হইল; সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র পুরুষের দর্শন মাত্র শ্রদ্ধা ও ভক্তি, তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিবা মাত্র প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইল; স্তুতি, ধন্যবাদ, প্রার্থনা, স্রোতের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল; ঈশ্বরের মহিমা-গানে আত্মা পূর্ণ হইল এবং প্রেমানন্দের উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল। যখন এই রূপে ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্ম-ধ্যান, ব্রহ্ম-দর্শন সহকারে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তখনই আমরা এই পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গের পবিত্রতা ও আনন্দ অনুভব করি। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা বিশুদ্ধ উপাসনাকে অবলম্বন কর, অবশ্যই ইহার ফল প্রতি দিন লাভ করিবে। বিক্ষিপ্ত-চিত্তে, অপবিত্র মনে, তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইও না; হৃদয়াসনে হৃদয়েশ্বরকে আসীন দেখিয়া তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হইবে এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবে, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবে।

হে পরমাত্মন্! আমরা তোমারই উপাসক, যাহাতে প্রতি দিবস নির্জ্জনে শ্রদ্ধার সহিত তোমার পূজা করিতে পারি, যাহাতে তোমার পবিত্র সহবাসে থাকিয়া দিন দিন উন্নত হইতে পারি, এ প্রকার কৃপা বিতরণ কর। সংসার কোলাহলে যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই; তোমার প্রসাদে প্রতি দিন তোমার উপাসনা করিবার মহৎ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে যেন আমরা কখন অবহেলা না করি। পরমেশ! কি প্রকারে তোমার উপাসনা করিব, তুমি তাহা আমারদিগকে শিক্ষা দেও; আমারদের হস্ত ধারণ করিয়া তোমার প্রতি আমারদিগকে উন্নত কর

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

দ্বাদশ উপদেশ।

কেবল ঈশ্বরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর। আমরা কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহারদিগের গুণ অবগত হইয়া এবং তাহারদিগকে উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন এক অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারি বটে, এবং তাহাকে পুনর্ব্বার অনায়াসে ভগ্ন করিতেও পারি; কিন্তু আমারদিগের এমত শক্তি নাই, যে আমরা এক রেণু বালুকাকে সৃষ্টি করিতে পারি অথবা এক রেণু বালুকাকে ধ্বংশ করিতে পারি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তি কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেতেই আছে।

কেবল সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কর্ত্তা; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় শক্তি আর কাহাতেও নাই। লোকে ভ্রান্তি বশত স্রষ্টার গুণ সৃষ্ট বস্তুতে আরোপিত করে এবং অজ্ঞাতসারে তাঁহা হইতে বিচ্যুত হয়। মানুষের মনে ঈশ্বর বিষয়ক যে নৈসর্গিক প্রতীতি জাগরূক আছে, তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিতে যাই; কিন্তু আপনারদের বুদ্ধি-দোষে যথার্থ স্থানে উপনীত হইতে পারি না। "যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, তিনিই ব্রহ্ম" এই লক্ষণটী আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে—কিন্তু আমরা না বুঝিয়াই কখনো জগৎকে ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি বলিয়া তাঁহাকে সৃষ্টি শক্তিতে হীন করিয়া ফেলি; কখনো বা মনুষ্য বিশেষে এই অলৌকিক শক্তি আরোপিত করি, অথবা সৃষ্টি ও নির্ম্মাণ এবং ধ্বংস ও ভঙ্গ একীভূত করিয়া মহাভ্রমে মুগ্ধ হইয়া থাকি। এই সকল

ভ্রান্তি হইতে কি প্রকার অশুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়া থাকে।

পরমেশ্বর আমারদের প্রত্যেকের স্রষ্টা ও পাতা, ইহা যখন জ্ঞাত হওয়া যায়, তখন তাঁহার সহিত আমরা কেমন নিকটতর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া আছি, ইহাও সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতে থাকে। যতক্ষণ সেই সম্বন্ধ অনুভূত না হয়, ততক্ষণ আমারদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাঁহার প্রতি আমারদের কর্ত্তব্যও অবধারিত হয় না; সুতরাং ধর্ম্মের অবস্থা অতি জঘন্য হইয়া থাকে। বিশেষত ঈশ্বরকে যদি আপনার স্রষ্টা ও পাতা বলিয়া বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহার উপর কখনই প্রগাঢ় নির্ভর করিতে পারি না; যে নির্ভর ধর্ম্মাত্মাদিগের প্রাণ ও দুর্গম ধর্ম্ম-পথের এক মাত্র সাহস। যাঁহারা মনে করেন জগৎ অনাদি কাল বিদ্যমান আছে, অথবা ইহার উপাদান সকল নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন ছিল, ঈশ্বর নির্ম্মাতার ন্যায় তৎ সমস্ত আহরণ করিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাঁহারাই তাঁহাকে উদাসীন বলিয়া ভাবেন, প্রতিক্ষণে আমরা যে স্বকৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করিতেছি, তাহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না, অথবা যে কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে আপনারা বদ্ধ হইয়া আছেন, স্বতন্ত্র স্বরূপ ঈশ্বরকেও তদ্দ্বারা বদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত নির্ভর এরূপ বিশ্বাসের সহচর হইতে পারে না। পুত্র পিতাকে পিতা বলিয়া না জানিতে পারিলে কখনো কি পিতৃ ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারে?

যাঁহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি অনুভব করিতে না পারিয়া অসৎ অবস্থা হইতে জগৎ কি রূপে উৎপন্ন হইল বুঝিতে না পারেন; তাঁহারা মনে করেন যে, ঈশ্বর স্বয়ংই এই জগতের আকৃতি পরিগ্রহ করিয়াছেন; আমি, তুমি ও জগৎ কিছুই নহে, সমুদায়ই এক মাত্র ব্রহ্ম। তাঁহারা এই অসত্যকে সত্য করিবার নিমিত্ত যে সকল অদ্ভুত কল্পনা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐশী শক্তি ও সৃষ্টি ক্রিয়া বিষয়ে তাঁহারদের যে ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহারদের ভ্রান্তি পরম্পরা সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহাঁরদের নিকটে ভক্তি ও নির্ভরের প্রসঙ্গই নাই। কি প্রকারে আমি, তুমি ও জগৎ এই ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তাহার উপায় সকল অবলম্বন করাই ইহাঁদের তপস্যার পরা কাষ্ঠা; ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল্য ইহাঁদের নিকট অতীব অল্প। এক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম জ্ঞান ও ধর্ম্মের একত্র বিধানে যে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারদিগের উদ্দেশ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা কর্ম্ম পরিত্যাগকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের সহচর বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে মুক্তি লাভের অন্তরায় বলিয়া জানেন, কেন না, ধর্ম্ম-কর্ম্মের ফল এবং মুক্তি ইহাঁরদের নিকট এক পদার্থ নহে। আত্ম-জ্ঞানকে, বস্তুত আত্মাকে উচ্ছিন্ন করাই ইহাঁদের মতে মুক্তি, কর্ম্ম কেবল বন্ধনের হেতু। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য—বস্তুত পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্ত্রী পরিবার ও বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রিয় পদার্থের প্রতি ঈশ্বর-দত্ত মমতা বুদ্ধির উচ্ছেদ সাধনই ইহাঁরদের সাধনা। ইহাঁরা মনে করেন, ঈশ্বর নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়; ইহার অর্থ এই যে তিনি কেবল সত্তা মাত্র। ইহাঁরা জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত একটি চতুর্থ অবস্থা কল্পনা করিয়া থাকেন, এবং তাহাকেই প্রত্যগাত্মা ব্রহ্ম ও উপাধি-শূন্য বিশুদ্ধ

চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং আর একটি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন—তাহা মায়া বা অজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। যত ক্ষণ শুদ্ধ চৈতন্য মায়াতে আক্রান্ত না হন, তত ক্ষণ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব শক্তি থাকে না এবং তখন তাঁহাকে ঈশ্বরও বলা যাইতে পারে না। তিনি মায়া দ্বারা উপহিত হইলেই ঈশ্বর শব্দের প্রতিপাদ্য হন। সেই ঈশ্বর নানাবিধ জীব ও আকাশাদি সমুদায় বাহ্য বস্তু রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে অনুপহিত শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র ছিলাম এবং সেই এক বার যে অজ্ঞানাবৃত হইয়া জীব-রূপ ধারণ করিয়াছি; ভূরি ভূরি জন্ম-জন্মান্তর লাভ করিয়া অদ্যাপি সেই অজ্ঞানে উপহিত হইয়া আছি এবং যত দিন এই অজ্ঞানকে বিনাশ করিতে না পারিব, তত দিন পুনঃ পুনঃ এই রূপ জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিব। এই অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সেই অনুপহিত চৈতন্যের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই মুক্তি—কেবল জ্ঞান দ্বারা এই মুক্তি লাভ করা যায়, উপাসনা প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। তবে যদি কামনা শূন্য হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে সেই প্রকার জ্ঞান লাভে আনুকূল্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং সকাম হইয়া অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ লোকে গমন করা যায়। কিন্তু সেখানে গিয়াও যদি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে পুণ্যক্ষয়ানন্তর পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম হইয়া থাকে এবং যদি কেহ পৃথিবীতে মুক্তি সাধন অথবা ধর্ম্ম সাধন না করেন, তাহা হইলে তিনি আরও অপকৃষ্ট লোকে গমন করেন। যে রূপ কৌশলে এই মতটি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে জন-সমাজের ধর্ম্ম-নীতি আকুলিত হয় নাই বটে; কিন্তু সাধারণ লোকে মুক্তি লাভের উপায়-স্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ ভাবিয়া ঘোরতর পৌত্তলিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং উন্নত লোকেরা জন-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে সেই পৌত্তলিকতার প্রতিবিধানও সুদূর-পরাহত হইয়াছে। যাঁহারা আপনারদিগকে তাদৃশ ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া জানিতেন, তাঁহারা পরম পুরুষার্থ মুক্তি লাভের এক মাত্র উপায়-স্বরূপ ব্রহ্মোপাসনাকে তাদৃশ আবশ্যক বোধ করিতেন না। আত্মসাধারণ ব্রহ্মজ্ঞান যে নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া এ দেশের লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে, ইহাই তাহার এক মাত্র কারণ; এবং ঈশ্বরের জ্ঞান ও তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্ম একত্র করিয়া যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন, ঐ কারণেই তাহা তাঁহারদের নিকট নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

এই রূপে সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরকে স্রষ্টার পরিবর্ত্তে নির্ম্মাতা বলিয়া তাঁহার সহিত আমারদের সম্বন্ধ সঙ্কুচিত করা অথবা অবিদ্যা নামক কল্পিত পদার্থে সৃষ্টি-শক্তি আরোপিত করিয়া সেই বিশ্বকর্ম্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া অবধারণ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদিষ্ট নহে। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, তিনিই ব্রহ্ম এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা কেবল এক মাত্র ঈশ্বর—ইহাই সত্য। সেই স্রষ্টা পাতার সহিত কি নিগূঢ় সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আছি, তাহা আলোচনা কর এবং সেই সম্বন্ধ কি কি কর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান করে, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তিনি কি উদ্দেশে আমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি উদ্দেশে আমারদিগকে পালন করিতেছেন, তাহা অনুসন্ধান কর; সেই মহান্ উদ্দেশ্যই যেন আমারদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়। আমরা আপনা হইতে উৎপন্ন হই

নাই, অন্ধীভূত প্রকৃতি হইতেও নহে; আর কাহা হইতেও নহে, সেই একমাত্র পরমেশ্বরই আমাদের স্রষ্টা। আমারদের এখানে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই যিনি অন্নপানাদি নানা প্রকার কামনার বিষয় দ্বারা এই সদাব্রত পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আমারদের পাতা। সেই স্রষ্টা পাতা পরমেশ্বরই আমাদের প্রভু।

স্বপ্ন।

একদা আমি বিষয় কার্য্যের রুক্ষভাবে বিরক্ত হইয়া শান্তি লাভের প্রত্যাশায় দিবাবসানে একাকী এক সুরম্য উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। তথায় প্রবেশ করিয়া একটি লতাগৃহের শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক স্বভাবের অদ্ভুত শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। উদ্যানের সুমন্দ মারুত-হিল্লোল আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিতে লাগিল। অলসে দেহ অবশ হইয়া আসিল। তখন আমি হস্তে মস্তক প্রদান পূর্ব্বক পরম সুখে শয়ন করিয়া মনুষ্য জীবনের অসারতা আলোচনা করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ নিদ্রা দেবী অতর্কিত ভাবে আগমন পূর্ব্বক স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাকে আপনার সুকোমল অঙ্ক-শয্যায় গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে দেখিলাম যেন আমার সম্মুখে এক সুপ্রশস্ত স্রোতস্বতী দুর্নিবার বেগে প্রবাহিত হইতেছে। উহার উভয় পার্শ্বে অত্যুচ্চ তীর-ভূমি উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ক্রমশ প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে এক তীরে হুতাশন প্রজ্বলিত শিখাজাল বিস্তার পূর্ব্বক নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে এবং অপর তীরে কেবল আনন্দ কোলাহল ও জয়ধ্বনি নিরন্তর উচ্চারিত হইতেছে। আমি দেখিলাম, এই নদীতে প্রবল তরঙ্গ-সমুদায় উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আন্দোলিত করত তূল-রাশির ন্যায় আগমন করিয়া সকলকে চকিত করিতেছে এবং ক্ষণকাল পরেই পুনরায় ঐ নদীর বক্ষঃস্থলে মিলিত ও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কোন স্থলে অতি ভীষণ আবর্ত্ত-সকল প্রবল-বেগে পরিভ্রমিত হইতেছে এবং চারি দিকের জল আপনার মধ্য-বিন্দুতে ক্রমশ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আশ্চর্য্য এই, যাঁহারা এই নদীতে ভাসমান হইতেছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অনিবার্য্য বেগে সেই আবর্ত্ত মধ্যে নিপতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন এবং অনেকেই ইহার অধঃপাতি গতি অনুধাবন করিয়া সাবধানতার সহিত ইহাকে অতিক্রম করিতেছেন। এই অগাধ সলিলের মধ্যে বিচিত্র বর্ণ পরম সুন্দর নক্র কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু-সকল করাল আস্য-কুহর বিস্তার পূর্ব্বক সকলকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। কেহ কেহ ইহারদের বাহ্য দৃশ্য দর্শনে মোহিত হইয়া যেমন সন্নিহিত হইতেছে, ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে। এই নদীর প্রবাহে রাজহংস-সকল কোলাহল সহকারে সকলের মন পুলকিত করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে এবং দুর্গন্ধময় মৃত দেহও লোকের ঘৃণা উৎপাদন পূর্ব্বক প্রবাহ-বেগে উপনীত হইতেছে। ঐ নদীর কোন স্থলে অন্তঃসলিলা বালুকারাশি স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, অনেকে না জানিতে পারিয়া সেই দিক্ দিয়া গমন করিতেছে এবং বিপদে নিপতিত হইতেছে। দেখিলাম, যাঁহারা এই নদী সন্তরণে যত্নবান্ আছেন, তাঁহারদের মধ্যে অনেকেই ন্যূনাতিরেকে ইহার এক শত হস্ত পর্য্যন্ত যাইতে পারেন; কিন্তু এই নদীতে এমনি বিপদ যে প্রতি হস্তেই এক কালে অদৃশ্য হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রত্যেক হস্তের নিকটেই একটি বিকটাকার পুরুষ লগুড় দ্বারা সকলকে প্রহার করিতে

উদ্যত হইতেছে এবং কাহাকে কাহাকে বা এক কালে লগুড় প্রহারে চূর্ণ ও বিলুপ্ত করিতেছে। যাঁহারা সতর্কতার সহিত এই নদীর নানা প্রকার ঘটনা অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এই লগুড় মস্তকে নিপতিত হইলেও উহাকে শিশির-বিন্দু পতনের ন্যায় নিঃশব্দ ও সুকোমল জ্ঞান করিতেছেন এবং কেহ কেহ বা বজ্রপাতের ন্যায় অতি ঘোর ও কঠোর বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই নদী যে কোন্ স্থান হইতে নিঃসৃত হইতেছে এবং কোথায় গিয়া যে মিলিত হইবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেবল আমি ইহার কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম। তৎপরে বোধ হইল যেন, ক্রমশ গাঢ়তর অন্ধকার চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া এই নদী নিঃশব্দে ও গম্ভীর ভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

আমি এই স্রোতস্বতী সন্দর্শনে একান্ত কুতুহলাক্রান্ত হইয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছি; ইত্যবসরে এক খানি তরণী যদৃচ্ছাক্রমে আমার নেত্র-পথে নিপতিত হইল। যদিও ঐ নৌকার বাহ্য সৌন্দর্য্য তাদৃশ কিছুই দেখিতে পাইলাম না; তথাচ বোধ হইল উহার অভ্যন্তর হইতে এমনি এক তেজ নির্গত হইতেছে যে কোটি সূর্য্য তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। দেখিলাম এক জন নাবিক পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া উহার কর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং এক খানি সুদৃশ্য মানচিত্র উহাতে লম্বিত আছে। কর্ণধার মধ্যে মধ্যে এই মানচিত্রের প্রতি এক এক বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এবং আপনার অনুভূত পথ উহাতে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতেছে। ঐ নৌকায় দুই খানি ক্ষেপণী সংযত আছে। ঐ দৃঢ়কায় বলবান্ পুরুষ মানচিত্রের সহিত আপনার ভাবকে সামঞ্জস্য করিয়া যে পথে কোন বিঘ্ন নাই, সেই দিকে ক্ষেপণী চালনের অনুমতি করিতেছে। নৌকার মধ্যে একটি যন্ত্রের কণক-ময় শলাকা নিরন্তর উত্তরাভিমুখী হইয়া রহিয়াছে। নৌকা তাহার সাহায্যে অভিলষিত পথে অগ্রসর হইতেছে। এই নৌকাতে একটি লৌহময় কূপক আছে; উহা প্রবল বাত্যা উত্থিত হইলে উহাকে অটল ভাবে রাখিয়া থাকে। এই নৌকায় কতকগুলি অত্যুন্নত সুবর্ণময় স্তম্ভ প্রোথিত ও সুসজ্জিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত স্তম্ভ সন্দর্শন করিলে নিশ্চয়ই মন মোহিত হয়। নৌকাতে দুই গাছি দুশ্ছেদ্য রজ্জু আছে; বোধ হইল, নৌকা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে এই দুই রজ্জু দ্বারা তথায় ইহাকে বন্ধন করিবে। নদীর জল অতিশয় কটু, এই নিমিত্ত আরোহিগণ উহাতে যত্ন পূর্ব্বক সুস্বাদু সুশীতল সলিল সঞ্চিত রাখিয়াছে। দেখিলাম, এক এক সময় কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইয়া নৌকার গমন পথ আচ্ছন্ন করিতেছে কিন্তু দুই জন ক্ষেপণী বাহক কর্ণধারের আদেশে তাহা অনায়াসে ভেদ করিয়া যাইতেছে। অনেকে এই নৌকাকে প্রবাহের নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিতে দেখিয়া উৎসাহিত হইতেছে এবং ঐ নৌকার পশ্চাতে প্রবাহ মধ্যে যে একটি পথ প্রস্তুত হইয়া যাইতেছে, তাহা বহু সংখ্য বিপন্ন ব্যক্তির উপজীব্য হইয়া উঠিতেছে। ঐ নৌকা কতগুলি সুগন্ধি শিলায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আরোহিগণ আনন্দের সহিত ঐ সমস্ত শিলাখণ্ড ইতস্তত নিক্ষিপ্ত করিতেছে এবং অনেকে তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। ঐ নদীতে অনুকূল ও প্রতিকূল দুই প্রকার বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু প্রতিকূল বায়ুস্পর্শে নৌকা চূর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং অনুকূল বায়ুস্পর্শে তাহা পূর্ণাকার প্রাপ্ত

হইতেছে। ঐ নদীর যে তীর-দেশে নিরন্তর আনন্দ কোলাহল ও জয়ধ্বনি উচ্চরিত হইতেছে, আরোহিগণ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন এবং পাছে ভ্রম প্রমাদ বশত অপর তীরে যাইতে হয়, এই ভয়ে সততই শঙ্কিত আছেন।

আমি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে এই নৌকা নিরীক্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা এইরূপ আকাশবাণী হইল, বৎস! তোমার সম্মুখে যে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, উহা মনুষ্যের জীবন। ঐ স্রোতস্বতীর যে অত্যুচ্চ দুইটি তীর নিরীক্ষণ করিতেছ, উহা স্বর্গ ও নরক। নদীতে যে সমস্ত তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, উহা জীবনের সুখ দুঃখ। ঐ যে আবর্ত্ত দেখিতেছ, উহা মোহ এবং বিচিত্রবর্ণ নক্র কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জলচর-সকল জীবনের নানা প্রকার প্রলোভন। নদীতে যে সমস্ত রাজহংস সন্তরণ করিতেছে, উহা জীবনের কীর্ত্তি এবং যে সকল দুর্গন্ধময় মৃত দেহ প্রবাহিত হইতেছে, উহা কলঙ্ক। মধ্যে মধ্যে যে অন্তঃসলিলা বালুকারাশি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, উহা জীবনের প্রহেলিকা। এই নদীতে একশত হস্তের অধিক কেহ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; ইহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্য শত বর্ষের অধিক জীবিত থাকে না। একশত হস্তের নিকট যে বিকটাকার পুরুষ আছে, উহা মৃত্যু। এই নদীর যে কিয়দংশ দেখিতে পাইতেছ, ইহা ঐহিক জীবনের সীমা এবং যে অংশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহা অনন্ত জীবন।

এই নদীতে যে এক খানি নৌকা দেখিতেছ, উহা ধর্ম্ম। যে একটি পুরুষ দৃঢ় ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া উহার কর্ণধারণ করিয়া রহিয়াছে, উহার নাম প্রজ্ঞান। যে দুই খানি ক্ষেপণী দেখিতেছ, উহা অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি। ঐ নৌকায় যে মানচিত্র রহিয়াছে, উহা বিবেক। যে কণকময় শলাকা নিরন্তর উত্তরাভিমুখী হইয়া রহিয়াছে, উহার নাম বিশ্বাস। উহাতে যে কূপক আছে, তাহা দৃঢ়তা। নৌকার উপর যে সমস্ত স্তম্ভ দেখিতেছ, উহা ধর্ম্মের উন্নত আশা। উহাতে যে দুই গাছি রজ্জু আছে, তাহা প্রীতি ও ভক্তি। ইহার গন্তব্য স্থান স্বয়ং ঈশ্বর। উহাতে যে জল সঞ্চিত আছে, তাহা শান্তি। সময়ে সময়ে যে কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইতেছে, উহা কুসংস্কার। নৌকাতে যে সুগন্ধি শিলা-সকল রহিয়াছে, তাহা সাধুভাব। ঐ নদীতে যে অনুকূল ও প্রতিকূল দুইটি বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, উহারা পাপ ও পুণ্য।

বৎস! জীবনের তো এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে, এক্ষণে সতর্ক হও এবং ঐ নৌকায় গিয়া আরোহণ কর।

আমি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যগ্রতার সহিত নৌকা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেমন প্রবাহে নিপতিত হইলাম, তৎক্ষণাৎ চৈতন্য লাভ হইল। জাগরিত হইয়া দেখি যে সে নদীও নাই এবং নৌকাও নাই, আমিই কেবল একাকী শিলাতলে নিপতিত রহিয়াছি।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৭৯ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৪ পৃষ্ঠার পর।

এই রূপে আত্মোৎকর্ষ বিধানের কতক গুলি উপায় উপস্থাপিত হইল। এক্ষণে এপ্রকার আশা করা যাইতে পারে, যে সংপ্রতি যে সমস্ত প্রস্তাবের আন্দোলন করা গেল, তদ্দ্বারা সহৃদয় পাঠকবর্গ অপরাপর উপায় সকলের উদ্ভাবন করিয়া লইবেন এবং কেবল বর্ত্তমান কালের নিমিত্তে আমোদিত না হইয়া উত্তর কালের নিমিত্তেও বিশুদ্ধ আনন্দ ও অশেষ কল্যাণের সংস্থান করিবেন। ঈদৃশ আশার আবির্ভাবে মানস-

মিলয়ে এক প্রকার অননুভুতপূর্ব্ব উদার সন্তোষের সঞ্চার হইতেছে বটে, তথাপি এ স্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে সত্যের নিকটে ঋণী হইতে হইবে। আমাদের অযৌক্তিক আশার উত্থাপন করা অভিপ্রেত হইতেছে না; সুতরাং ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, সম্প্রতি আত্মোৎকর্ষ বিধানের উপযুক্ত উপায় বলিয়া যে সকল বিষয় পাঠকগণ সন্নিধানে উপস্থাপিত হইল, তৎসমুদায় যথোক্ত প্রকারে ব্যবহৃত হইলে, যদিচ প্রত্যেক কালে প্রত্যেক অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করিবে, তথাপি শৈশব কালের বিদ্যা-রস যাহার চিত্ত ভূমিকে ভাবী উৎকর্ষের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহা ব্যতিরেকে অপর ব্যক্তিতে তৎসমুদায় সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন শুভময় ফলোৎপাদন করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। বিদ্যানুশীলনে উপেক্ষিত হওয়ায় যাহাদিগের বাল্যকাল নিরর্থক অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারা উত্তর কালে উন্নতিশালী হইলেও প্রথম বয়সের অপচয় শোধন করা তাহাদের অবশ্যই দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। আমারদের পুত্র কন্যাগণকে ঈদৃশ অপচয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে আমরা সকলেই প্রোৎসাহিত হইতে পারি—আত্মোৎকর্ষ বিধানের যে সমস্ত উপায় যৌবনকালে সুলভ হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ের ফলোপধায়ক যথার্থ ব্যবহারার্থে তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই সাধ্যানুসারে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারি, এই উদ্দেশে এ কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। আমাদের এই উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়,—আমাদের সন্তান সন্ততিগণ যাহাতে বিশুদ্ধ বিদ্যাবান্, জ্ঞানবান্, আত্মবান্, ধর্ম্মাত্মা, নীতিমান্, বীর্য্যবান্ ও ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া "আর্য্য" নামের উপযুক্ত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া স্বদেশীয় ভদ্র মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া যাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাঁহারাই তাঁহাদের দেশের যথার্থ উপকর্ত্তা। বদান্যতা পূর্ব্বক স্বজাতির জ্ঞান-দারিদ্র্য বিমোচন করাতে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া উঠে। পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে জ্ঞান ধর্ম্মের যত উন্নতি হয়, তাঁহাদের সমুপিত কীর্ত্তি-পতাকা সুখ্যাতি-সমীরণ দ্বারা ততই আন্দোলিত হইতে থাকে।

সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের রাজ্যেশ্বরী ও রাজপুরুষগণের প্রজানুরাগ এবং স্বদেশীয় মহোদয় মানবগণের ঐকান্তিক প্রযত্ন সমবেত হইয়া এই জ্ঞানৈশ্বর্য্য-পরিচ্যুত দুরবস্থিত ভারত রাজ্যে পুনর্ব্বার বিদ্যালোক বিকীর্ণ করিবার উপক্রম করিয়াছে। অধুনা সংস্কৃতাদি বিবিধ ভাষায় বিদ্যা প্রচারের উদ্দেশে বিবিধ প্রকাশ্য বিদ্যালয় সমুদায় সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যানুরাগী প্রজাগণ নিজ নিজ গ্রামে বিদ্যা প্রচারের অভিপ্রায়ে রাজকীয় সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহাও অসঙ্কোচে প্রদত্ত হইতেছে। সর্ব্বাধ্যক্ষ বিশ্ব-বিদ্যালয়, সকল বিদ্যালয়ের ফলদর্শী হইতেছে। নর্ম্যাল মাধ্যমিক প্রভৃতি বিদ্যালয় সকল সাধারণ লোক মধ্যে বিদ্যা বিতরণ করিবার নিমিত্তে শিক্ষক সমস্ত প্রস্তুত করিতেছে। চিকিৎসা বিদ্যালয় ভূরি ভূরি সুচিকিৎসক প্রস্তুত করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করিতেছে। অধিক কি, কোন বিজাতীয় পুণ্যকীর্ত্তি মহাত্মা রাজকর্ম্মচারীর অসামান্য বদান্যতা ও ঐকান্তিক প্রযত্ন দ্বারা স্ত্রী শিক্ষা প্রচারিত হইয়া অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন অন্তঃপুর মধ্যেও জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কৃষি ও বহুতর শিল্প কর্ম্মের উন্নতি কল্পেও নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে যে কোন ব্যক্তি

যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করুক, এক প্রকার ব্যাকরণ পাঠ করিয়া তাহার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য" এই প্রসিদ্ধ উপদেশ বাক্যটি যে এতকালে ফলোন্মুখ হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু দেশের লোক সংখ্যা ও উৎপন্ন রাজস্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সাধারণ বিদ্যা প্রচারের উদ্দেশে রাজকোষ হইতে যে অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ বিনিযোজিত হইতেছে, ইহাও নিঃসন্দেহ স্বীকার করিতে হইবে। ইহার অপর প্রমাণ প্রদর্শন করিবার আর প্রয়োজন নাই, কেবল শিক্ষকদিগের পদ-মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। অস্মদ্দেশে শিক্ষকের পদ একটা অপকৃষ্ট পদ বলিয়া সচরাচর পরিগণিত হইয়া থাকে। গুরু মহাশয়ের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা বরং কোন ব্যবসায়ীর আপণে লিপিকর হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শত গুণে শ্রেষ্ঠ, এই রূপ সংস্কার প্রায় অনেকেরই বদ্ধমূল হইয়া আছে। এপ্রকার সংস্কার থাকিবার কারণ কি? শিক্ষকের পদ কি সত্য সত্যই অতি জঘন্য। শিক্ষকেরা কি লিপিকরগণ অপেক্ষাও অল্প মর্য্যাদার পাত্র? কখনই নহে। তবে শিক্ষকতা কর্ম্মে লোকের এত অপ্রবৃত্তি কেন হয়? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল উক্ত কর্ম্মে বেতনের অনুপযুক্ততা মাত্র। প্রধান রাজধানী প্রভৃতি কয়েকটি গণ্য প্রদেশের কয়েক জন প্রধান শিক্ষক ভিন্ন অপর সর্ব্বস্থানেই শিক্ষকদিগের বেতন প্রায়ই অল্প দেখা যায়। এক জন ভার-বাহ মাসে যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তদপেক্ষাও অল্প বেতন পান, এমন অনেক শিক্ষক দৃষ্ট হইতেছেন।

এতদ্দেশে এরূপ অনেক ভদ্র পরিবার দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথায় পারিবারিক চিকিৎসক মাসে যে বেতন প্রাপ্ত হন, বালক বালিকাদিগের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত পণ্ডিত তাহার তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। চিকিৎসক গৃহে আইলে গৃহস্বামী সসম্ভ্রমে প্রত্যুত্থান ও বন্দনাদি করিয়া যেরূপ সমাদরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করেন, পণ্ডিত গৃহে আইলে তাহার শতাংশের এক অংশও করেন কি না সন্দেহ। চিকিৎসক কোন কথা বলিবার উপক্রম করিলে গৃহস্বামী তাহা শ্রবণ করিতে এ প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সমুদয় অঙ্গ যেন কর্ণময় হইয়া উঠে; কিন্তু শিক্ষক কোন কথা জিজ্ঞাসু হইলে, তাঁহার আর সে ভাব থাকে না; তৎকালে তিনি বধির বলিয়াও প্রতীয়মান হইতে পারেন। চিকিৎসক ও শিক্ষকদিগের মধ্যে আদর গৌরবাদির এরূপ প্রভেদ কি নিমিত্তে হয়? চিকিৎসকের কর্ম্ম কি শিক্ষকের কর্ম্ম অপেক্ষা গুরুতর? কদাচ নহে। চিকিৎসক শারীর রোগের প্রতীকার করেন, শিক্ষক মানসিক রোগাপনয়নের প্রয়োজক হন; চিকিৎসক ক্ষণ-বিধ্বংসী শরীরের দীর্ঘকালস্থায়িত্ব বিষয়ে যত্ন করেন, শিক্ষক অবিনশ্বর আত্মার নিত্য সমুন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকেন; সুতরাং চিকিৎসকের পদ অপেক্ষা শিক্ষকের পদ যে অধিক গৌরবাস্পদ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শরীর ধর্ম্মের সাধন মাত্র, আত্মা ধর্ম্মের আধার; অতএব যখন শরীর অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তখন শরীরের চিকিৎসক অপেক্ষা আত্মার চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ না হইবেন কেন? কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, অস্মৎসমাজে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা চলিতেছে।

শিক্ষকদিগের দুরবস্থা ও অনাদর বিষয়ে উক্ত রূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে

পারে, পরন্তু তৎসমুদায়ের আন্দোলন কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র। এক্ষণে কি প্রকারে এই দোষের পরিহার হয়—কি উপায়ে শিক্ষকদিগের আয় ও পদ মর্য্যাদার বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার বিবেচনা করাই আবশ্যক। ইহাতেও যে কিছু ফল দর্শিবে, তাহারই বা প্রত্যাশা কি? তবে বিদ্যা-প্রচার বিষয়ে সংপ্রতি লোকের যেরূপ অনুরাগ দেখা যাইতেছে—জাতীয় ভাব প্রবর্দ্ধনার্থে কোন কোন মহাত্মার যে প্রকার আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে এতাদৃশ প্রযোজনীয় বিষয়ের আন্দোলনে সাহস করা অসঙ্গত নহে। ইহার দ্বারা সমীহিত সিদ্ধি লাভের প্রত্যাশা না থাকুক, অন্তত সহৃদয় মানবগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারিবে, এই মনে করিয়াই ইহার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রজাগণের ধন প্রাণ রক্ষার ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিও যে, রাজার যত্নের উপরে বিস্তর নির্ভর করে, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই এবং আমাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে রাজপুরুষেরা যে উচিত মত ব্যয় নির্দ্ধারণ করেন নাই, তাহাও সত্য; তথাপি বিজাতীয় রাজার অধীনে থাকিয়া আমরা বিদ্যা-রসের যেরূপ আস্বাদন পাইতেছি, ইহাই আমাদিগের আশার অতিরিক্ত হইতেছে। অতএব শিক্ষকদিগের অবস্থা শোধনার্থে রাজপুরুষদিগকে অনুরোধ করা উচিত নহে। কিছু দিন হইল, তাঁহারা এতদ্দেশের শিক্ষা-সংক্রান্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের সাময়িক বেতন বৃদ্ধি করিবার নিয়ম প্রচারিত করিয়া যদিও কিঞ্চিৎ পক্ষপাত-দোষে লিপ্ত হইয়াছেন, তথাপি তদ্দ্বারা দেশীয় শিক্ষকদিগের অন্তঃকরণে এক প্রকার আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে বিদ্যা-প্রচারার্থে তাঁহাদের এ রূপ নিয়মও আছে যে, গ্রামস্থ লোকেরা সমবেত হইয়া যদি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, প্রার্থনা করিলে রাজ কোষ হইতেও সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। এ সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, রাজপুরুষদিগের ইহাতে বিশেষ ত্রুটি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হয় না। ইহাতে আমাদিগেরই ত্রুটি হইতেছে। আমরা যত্ন করিলেই শিক্ষকদিগের অবস্থা শোধন করিতে পারি। নিরর্থক গ্রাম্য আমোদ প্রমোদে যে সকল অর্থ অপব্যয় হয়, তাহার ষোড়শাংশ মাত্র প্রস্তাবিত বিষয়ে ব্যয়িত হইলে যথেষ্ট হইতে পারে। যাঁহারা ভূসম্পত্তির অধিকারী না হইয়াও চাকরী ও বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের আয়ের স্থিরতা নাই; সুতরাং তাঁহারা উক্ত কার্য্যের উদ্দেশে যদি এক কালে এ রূপ পরিমাণে অর্থ উৎসর্গ করেন যে, তাহার বৃদ্ধি দ্বারা উহাতে কিছু সাহায্য হয়, তাহা হইলেই বিশিষ্ট ফল দর্শে। যাঁহারা মধ্যবিত্ত, তাঁহাদের এক কালে অধিক অর্থ ব্যয় করা সাধ্য না হইলেও মাসিক নিয়মে কিছু কিছু দান করা অসম্ভাবিত নহে। তাদৃশ সাহায্যের সমষ্টিও অল্প ফলদায়ক হয় না। অস্থাবর-ধন-সমৃদ্ধ ও মধ্যবিত্ত লোকদিগের ঐকান্তিক প্রযত্নে শিক্ষা কার্য্যের বিস্তর উন্নতি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সহায়তাকে মুখ্য উপায় বলিয়া গ্রহণ করা এস্থলে অভিপ্রেত হইতেছে না। যাঁহারা ভূসম্পত্তি-সমৃদ্ধ, তাঁহারাই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা মনোযোগ করিলেই শিক্ষা কার্য্যের সমুন্নতি ও শিক্ষকদিগের অবস্থা শোধন অনায়াস-সাধ্য হয়।

হিন্দু-সমাজে এতাদৃশ ভূস্বামী প্রায়ই দৃষ্ট হন না, যাঁহার কিয়দংশ নিষ্কর ভূমি দেব কার্য্য উদ্দেশে নির্দ্দিষ্ট না আছে। যাঁহাদের বিষয় অতি সামান্য, তাঁহাদিগেরও

কিছু না কিছু দেবত্র ভূমি আছে। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির সেবা এবং তদুপলক্ষে বিষয়ানুরূপ অন্নদানাদি সাত্ত্বিক কার্য্যে ব্যয়িত হইবে বলিয়াই দেবত্র ভূমির উপস্বত্ব পৃথক্ ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। যাহাতে দয়া উপচিকীর্ষা প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হয়, তাহাকে অবশ্যই সাত্ত্বিক কার্য্য বলিতে হইবে; পরন্তু লোকের স্বভাব দোষে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক কার্য্যে উক্ত উপস্বত্ব বিনিয়োজিত হওয়া সুদূর-পরাহত হইয়াছে। কালের গতি ক্রমে তামসিক কার্য্যেরই অধিকতর প্রাদুর্ভাব সচরাচর প্রত্যক্ষ হইতেছে। এক্ষণে নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদই দেব সেবার অধিকাংশ অঙ্গ। ভূস্বামী মহোদয়েরা ইহা বিলক্ষণ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করুন, কার্য্যাকার্য্য ও হিতাহিত চিন্তা করিয়া দেখুন,—পরে যদি কর্ত্তব্য বোধ হয়, তবে তামসিক কার্য্যের কিয়দংশে হ্রাস করিয়া তাহার বিনিময়ে শিক্ষা কার্য্যের পোষকতা করুন। যদি অভ্যাস বশতঃ তাঁহারা স্বয়ং তামসিক কার্য্য হইতে কিয়ৎ পরিমাণেও নিবৃত্ত থাকিতে না পারেন, অন্তত সন্তান সন্ততিগণকে উক্ত কার্য্যের সংস্রব হইতে পৃথক্ রাখিতে যত্নবান্ হউন;—দেবত্র ভূমির উপস্বত্ব হইতে শিক্ষা কার্য্যের পোষকতা করিতে হইলে, দেব-সেবার ত্রুটি এবং তন্নিবন্ধন অধর্ম্ম ও অপকীর্ত্তি হয়, যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, তবে অপর কোন নিষ্কর ভূমি তদর্থে উৎসর্গ করিয়া দিউন। জ্ঞানোন্নতি-সাধনের উদ্দেশে বিগ্রহ-সেবার আংশিক ত্রুটি হইলেই বা হানি কি? হে ভূম্যধিকারী মহোদয়গণ! নিরাকার পরব্রহ্মের ভাবনা করা অল্প বুদ্ধি লোকদিগের দুঃসাধ্য, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়াই মহর্ষিরা পুরাণাদি শাস্ত্রে দেব দেবী প্রভৃতির যে কল্পনা করিয়াছেন, ইহা আপনারা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দেব দেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকিলে লোকের ক্রমশ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া পরিণামে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর তাদৃশী উপাসনার প্রয়োজন থাকিবে না, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; অতএব সবিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখুন, যাহার সাধন বিষয়ে পরম্পরা সম্বন্ধে বিগ্রহাদি সেবার কারণতা আছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই জ্ঞানের সংবর্দ্ধন নিমিত্তে বিগ্রহাদি-সেবার্থ-নির্দ্দিষ্ট অর্থের কিয়দংশ বা সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় করিলে অধর্ম্ম বা অপকীর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা কি?

উল্লিখিত প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইলে যে, অশেষ কল্যাণের নিদান হইতে পারে, ইহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য। তদ্দ্বারা দেশের মহান্ অভাব অপনীত হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, ধর্ম্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নভোমণ্ডলতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, রসায়ন, যুদ্ধ বিদ্যা, তৌর্য্যত্রিক প্রভৃতি বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয়ের মলিন ভাব রহিয়াছে; অতএব পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা সাধারণ বিদ্যা প্রচারার্থে উপযুক্ত অর্থ সঞ্চিত ও উপযুক্ত রূপে ব্যয়িত হইলে অবশ্যই তৎসমুদায়ের সংশোধন হইবে। সমুচিত বেতন নির্দ্ধারণ করিলে উপযুক্ত শিক্ষকের আর অসদ্ভাব থাকিবে না। অধ্যাপন কার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী, প্রকৃত যোগ্যতা ও গৌরবের বৃদ্ধি হইবে। শিক্ষক শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে আর কাহারও ঘৃণা বোধ হইবে না, প্রত্যুত সকলেই তদ্বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। এক্ষণে পাঠকবর্গের প্রতি অনুরোধ এই যে, উচিত বোধ হইলে, তাঁহারা ইতস্তত এই প্রস্তাবের আন্দোলন করিতে থাকুন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা বিধবা-বিবাহ-প্রচার, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের নিবারণ, জাতিভেদ গত ধর্ম্মসংস্রব

নিরাকরণ, জাতীয় ভাব প্রবর্দ্ধন প্রভৃতি যে সমস্ত শুভাবহ কার্য্যের সংসাধন বিষয়ে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, বিদ্যা প্রচারের বাহুল্যই তৎসমুদায়ের অন্তরঙ্গ-সাধন। বিদ্যালোকে লোক-সমাজ সমুদ্ভাসিত হইলে ঐ সকল অভিলষিত ব্যাপার আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া উঠিবে; সুতরাং অগ্রে জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার চেষ্টাই সাধীয়সী। সভাপতি বাগ্মীরা স্বীয় স্বীয় সভা-মধ্যে সর্ব্বদা উক্ত প্রস্তাবের আন্দোলন করুন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকেরাও ধর্ম্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রস্তাবের অনুরূপ উপদেশ প্রদান করিতে থাকুন। পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইলে উহাতে ঐশ্বর্য্যশালী ভূম্যধিকারীদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইলেও হইতে পারে। তাঁহারা সকলে এক-বাক্য হইয়া সমবেত যত্ন ও সাহায্য দ্বারা সাধারণ বিদ্যা প্রচারার্থে একটি বিশাল ভূসম্পত্তির সংস্থাপন করত উহাকে সাধারণ ভূসম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করুন। শিল্পী, কৃষাণ, ভারবাহী প্রভৃতি সমুদায় লোকেই "বিদ্যা প্রচারিণী সাধারণ সম্পত্তি" বলিয়া আনন্দ নিনাদ উত্থাপন করুক এবং পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ, একহৃদয় ও একাত্মা হইয়া অবিচলিত উৎসাহ সহকারে সর্ব্বপ্রযত্নে উক্ত সম্পত্তির সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন করিতে থাকুক। সংপূর্ণ বিশ্বাস পূর্ব্বক অসঙ্কোচে যাঁহাদিগের হস্তে বালক বালিকাগণের শিক্ষা কার্য্যের ভার সমর্পণ করিতে পারা যায়, এরূপ সুবিজ্ঞ, বহুদর্শী, সচ্চরিত্র শিক্ষক ও শিক্ষিকা সকল সংগৃহীত ও উৎপাদিত হইতে থাকুন। দেশের সর্ব্বস্থানে বিদ্যার সুবিমল দীপ্তি প্রসারিত হইয়া বুদ্ধি-বল, নীতি-বল, ও ধর্ম্ম-বল প্রকাশিত করুক; চির-প্রথিত জাতি-বিদ্বেষ বিরোধ-বুদ্ধি ও ঈর্ষাদি মালিন্য অপনয়ন পূর্ব্বক লোক মাত্রের হৃদয়ে ভ্রাতৃভাব বিস্তারিত করুক এবং অখিল সভ্য জগতের মধ্যে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনব সমাজের সৃষ্টি করুক। আহা! যদি বঙ্গ ভূমির—অথবা সমুদায় ভারতবর্ষের পুনর্ব্বার শুভ দিন হয়;—যদি ইহার চির-বিলুপ্ত সৌভাগ্য প্রভার পুনর্ব্বার উন্মেষ হইবার হয়, তবে কাল ক্রমে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে এবং আত্মোৎকর্ষ বিধানের এই মূলীভূত উপায়টিও সম্যক ফলোপধায়ক হইবে।

থিওডোর পার্কর।

২৮৫ সংখ্যক পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠার পর।

কাল যত অতীত হইয়াছে, কুসংস্কারও তত রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। লোকে অসভ্যাবস্থায় যেমন শরীরের অঙ্গ বিশেষ ছেদন করিত, অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি হওয়াতে উহা আর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় নাই। এই সময়ে আত্মার প্রতি লোকের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। প্রজ্ঞা, ধর্ম্মজ্ঞান ও প্রীতি প্রভৃতি আত্মার যে সমস্ত বৃত্তি অতি পবিত্র এবং যে গুলি ঈশ্বরের দ্বারে গমন করিবার একমাত্র অবলম্বন; এই অবস্থায় তাহাদের মস্তকে শাণিত অসি প্রহার করা হইয়াছে। প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে বিবেচনা, বিবেকের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ও প্রীতির বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া নিশ্চয় করা হয়। যাহা ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন, সেই দেহের অঙ্গ বিশেষকে ছেদন করা বরং উপেক্ষণীয় হইতে পারে, কিন্তু যাহা ঈশ্বরের প্রতিরূপ, সেই আত্মাকে অঙ্গ শূন্য করা, প্রজ্ঞাকে ভ্রান্ত বলা, বিবেককে ভূতের উপদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা এবং হৃদয় হইতে বিশুদ্ধ প্রীতির মুলোচ্ছেদ করা, এই গুলি মনুষ্যের উপর কুসংস্কারের শেষ জয় লাভ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

মনুষ্যের আত্মা যখন নিতান্ত রূঢ় অবস্থায় থাকে, তৎকালে সে ঈশ্বরের যে

ভাব গ্রহণ করে, তাহাও ঐরূপ রূঢ় হইয়া থাকে; সে আপনার সদৃশ করিয়াই ঈশ্বরকে দেখে। যদি পশুর ধর্ম্মবীজ থাকিত, তাহা হইলে সে ঈশ্বরকে আপনার মতই দেখিত। সে মনে করিত ঈশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমা অপেক্ষা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। তিনি আমা অপেক্ষা সবল ও দ্রুতগামী এবং তিনি স্বর্গের রমণীয় পশুচর ক্ষেত্রে সুস্বাদু তৃণ-মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। যদি ঐ পশু কুসংস্কার পাশে বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সে ঈশ্বরের প্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত সুকোমল দূর্ব্বাঙ্কুর ও স্বচ্ছ সলিল উপহার দেয় এবং আহার বিহার ও পশু জীবনের উপযোগী অন্যান্য বিষয় হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিতে অভ্যাস করে। সেই রূপ যখন মনুষ্য আপনার অবস্থানুসারে ঈশ্বরের স্বরূপ ভাব গ্রহণ করে, তখন ঈশ্বরের উদ্দেশে অবস্থানুরূপ উপহার প্রদান ও ত্যাগ স্বীকার করা তাহার নৈসর্গিক কার্য্য সন্দেহ নাই। মনুষ্যের সাক্ষাৎ কৃতজ্ঞ বা সন্তপ্ত হৃদয়-স্বরূপ অধ্যবসায়ের চিহ্ন-স্বরূপ, প্রীতি আশা ও বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ উপহার ও ত্যাগ স্বীকার যখন নৈসর্গিক হইল, তখন ইহা কখনই দূষণীয় হইতে পারে না। যখন তরুণ সূর্য্য পূর্ব্ব দিক্ হইতে রক্ত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উত্থিত হয়, তখন যে কোন জাতি উহার প্রতি সবিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত গললগ্নীকৃতবসনে দীন নয়নে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হয়—যখন সে দিবসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ রজনী মুখে গুগ্গুল-গন্ধি পবিত্র ধূম চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ করিতে থাকে—যখন সে নভোমণ্ডলে নয়নমনোমোহন চন্দ্রের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনার করতল চুম্বন করে—এবং যখন সে কৃতজ্ঞ বা অনুতপ্ত হৃদয়েই হউক মনের ভাবকে ত্যাগ স্বীকার দ্বারা ব্যক্ত করে, তখন কি তাহাকে কুসংস্কারাবিষ্ট বলিব? কখনই না; সে এক জন সরল-চিত্ত ও সুকুমার মতি। পিতা পুত্র ও বন্ধুর নিমিত্ত ত্যাগ স্বীকার আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রীতি প্রভৃতি মানসিক যে সমস্ত তেজস্বিনী বৃত্তি আছে, ত্যাগ স্বীকার যে তৎ সমুদায়ের অনুমোদিত, ইহার ভাবটি সকলেরই মনোমধ্যে মুদ্রিত রহিয়াছে। ঈশ্বরের কিছুরই আবশ্যক নাই; তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না, তথাচ তাঁহাকে উপহার প্রদান করা মনুষ্যের আবশ্যক। কিন্তু এই সমস্ত দান যদি ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার কারণ ও তাঁহার তুষ্টি সাধনের মুল্য স্বরূপ হয়, তাহা হইলে এই রূপ ব্যবহারকে ঘৃণিত কুসংস্কার বৈ আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এই রূপ ঘৃণিত কার্য্যের দৃষ্টান্ত সকল কালেই সুলভ। আব্রাহাম আপনার আত্মজ আইজাককে জিহোবার নিকট এবং আগামেমনন আপনার কন্যাকে রোষাবিষ্ট ডাএনার নিকট বলি প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই দুই দেবতা এই বিষয়ে বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করেন। জিহোবা নির্দ্দয় কুঠারাঘাত হইতে আইজাককে রক্ষা করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটি মেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ডাএনা আগামেমননের কন্যার পরিবর্ত্তে একটি ভৃত্যকে আপনার তৃপ্তি-সাধনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করেন। এই শেষ উদাহরণ যে কত দূর ঘৃণাজনক তাহা অনুভবশালী ব্যক্তিমাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। পিতা আপনার সন্তানের প্রাণ নাশে উদ্যত! কি ভয়ানক! যিনি জীবনের দেবতা তাঁহারই নিকট নর বলি প্রদান! কি নিষ্ঠুর ব্যবহার! এই কার্য্য দ্বারা বিবেকের বিরুদ্ধে জ্ঞানের বিরুদ্ধে ও স্নেহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আচরণ করা হইতেছে।

কাল্‌কাস্ কহিয়াছেন যে, এই রূপ অনুষ্ঠান ঈশ্বরের অভিপ্রেত, কিন্তু কাল্‌কাস্ অপেক্ষা প্রাচীন এক জন ধর্ম্মযাজক কহিয়াছেন যে, এ কথা নিতান্ত অমূলক। যাহাই হউক, যাঁহারা ইহাকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিশুদ্ধ এবং ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের কার্য্য বলিয়া গণনা করেন, তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদিগের মস্তক হইতে কুসংস্কার-কীট অদ্যাপি বিনষ্ট হয় নাই।

আকবর সা।

আকবর সা সুপ্রসিদ্ধ হুমাউন বাদসাহের পুত্র। ইনি স্বভাবত ধীর-প্রকৃতি, বিবেচক ও দয়াবান্ ছিলেন। ধর্ম্মে ইহাঁর বিলক্ষণ স্বাধীন বুদ্ধি ও অনুসন্ধান ছিল। এই নিমিত্ত চির-প্রচলিত মুসলমান ধর্ম্মে অল্প কাল মধ্যেই ইহাঁর অশ্রদ্ধা জন্মে। এই মত পরিবর্ত্তের সময়ে ইনি ফতেপুর নগরীতে * এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। ঐ স্থানে নানা প্রকার মুসলমান সম্প্রদায় একত্র করিয়া শুক্রবার অপরাহ্ণে ধর্ম্মবিষয়ক নানা প্রকার বাদানুবাদ হইত। এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে আকবরের এত দুর ঔৎসুক্য জন্মে যে, তিনি এক এক দিন তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্ম-চিন্তায় সমুদায় রজনী যাপন করিতেন।

আকবর অতিশয় উদার-স্বভাব ছিলেন। তিনি যে কেবল মুসলমান সম্প্রদায় লইয়া ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা নহে, অনেকানেক স্থান হইতে নানা প্রকার ধর্ম্মাবলম্বী দিগকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-মত অবগত হইতেন। তিনি কহিতেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয় যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই উৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মধ্যে মধ্যে এক এক মহাপুরুষের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। অলৌকিক ঘটনা ও পুস্তক বিশেষের অভ্রান্ততা সকল ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়। অসৎ ব্যবহার সকল ধর্ম্মেই নিষিদ্ধ। সত্য সাধারণ সম্পত্তি, কোন ধর্ম্মই সত্যকে নিজস্ব বলিতে পারে না। সুতরাং এক ধর্ম্মের মত একান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অন্য ধর্ম্ম সম্পূর্ণ গ্রাহ্য এই রূপ স্বীকার করিবার কোন কারণই নাই। যে মুসলমান ধর্ম্ম সহস্র বৎসরের অনধিক কাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত প্রাচীন ধর্ম্মের মত এক কালে অস্বীকার করা যার পর নাই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহার এই রূপ ধর্ম্মসংস্কার হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ জাতির নিকট তিনি ধর্ম্মবিষয়ে অনেক সাহায্য লাভ করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদিগকে ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাদিগের নিকট ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মর্ম্ম ভেদ করা নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন, এই নিমিত্ত আকবর রাত্রি কালে গোপনে ব্রাহ্মণগণকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। পুরুষোত্তম নামা এক জন ব্রাহ্মণ আকবরকে হিন্দু ধর্ম্মের মত সমুদায় জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট বেতন গ্রহণ করিতেন। দেবীদাস নামক আর এক জন ব্রাহ্মণ প্রতি দিন রাত্রিকালে আকবরের শয়ন-গৃহে গমন করিয়া মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মসংক্রান্ত ইতিহাস সমুদায় ব্যাখ্যা করিতেন। এই ব্যক্তি সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি জড় পদার্থ সমুদায়ের এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের উপাসনার উপদেশ দিতেন। আকবর এই সমস্ত ব্রাহ্মণ গণের নিকট হিন্দুদিগের দায়-ব্যবহার সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া ছিলেন এবং যে

* ফতেপুর আগ্রা হইতে ২৪ ক্রোশ অন্তর হইবে। ঐ স্থানে অদ্যাপি আকবর সাহের কীর্ত্তিশেষ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

পুনর্জ্জন্ম প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মই স্বীকার করিয়া থাকে, এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরাই তদ্বিষয়ক বিশ্বাসটি ইহাঁর হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। তৎকালে সুফিদিগের একেশ্বরবাদ আকবরের সবিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। এই সময়ে তাজউদ্দিন নামা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট সম্যক পরিচিত হন। তাজউদ্দিন আকবরের প্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত পূর্ণ ও বিশুদ্ধ এই দুইটি বিশেষণ তাঁহার সম্যক্ উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং কহিতেন অন্যান্য সকলেরই ইহাঁর নিকট দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া ইহাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। ইনি সকল গুণের আধার ও তীর্থযাত্রী দিগের পবিত্র ক্ষেত্র-স্বরূপ। তাজউদ্দিনের এই বাক্য অনেকেই অনুমোদন করিয়া ছিল এবং অনেকেই আকবরকে অতিশয় ন্যায়পর ও পরম ধার্ম্মিক বলিয়া স্বীকার করিত। কিন্তু এই সমস্ত বাক্য দ্বারা আকবর তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল-প্রকৃতি বলিয়া জ্ঞাত হইয়া ছিলেন।

তাঁহার রাজসভায় খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক গণেরও সমাগম ছিল। তাঁহারা খৃষ্টোক্ত ধর্ম্ম ও ত্রিনীতিবাদ বিষয়ে আকবরকে উপদেশ দিয়া ছিলেন। আকবর তাঁহারদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম অনেকাংশে সারবৎ বিবেচনা করিয়া আপনার পুত্র মুরাদকে * খৃষ্ট ধর্ম্ম-পুস্তক বাইবল অনুশীলনের আদেশ দেন এবং আবুল ফাজেল দ্বারা তাহা স্বদেশ-ভাষায় অনুবাদিত করিয়া লন†।

বীরবল নামক এক ব্রাহ্মণ বাদসাহের এক জন সভাসদ ছিলেন। এই ব্যক্তি যুক্তি-বলে বাদসাহকে সূর্য্যোপাসনায় দীক্ষিত করেন। ইহাঁর মত এই যে, সূর্য্য সকল প্রকার পূর্ণতার এক মাত্র আদর্শ; ইনি আলোক ও জীবনের উৎসস্বরূপ; সুতরাং ইহাঁর উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য এবং ইহাঁর অস্ত-কাল অপেক্ষা উদয়-কাল উপাসনার প্রশস্ত সময়। ঐ ব্রাহ্মণ কেবল সূর্য্যোপাসনার বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; উহাঁর বাক্যে আকবর অগ্নি বায়ু বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতি জড় পদার্থের উপাসনাও স্বীকার করিয়া ছিলেন এবং ধেনু গোময় ও গঙ্গোদক পবিত্র বস্তু বলিয়া বোধ করিতেন। বাদসাহের সূর্য্যোপাসনায় উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার সুবিজ্ঞ সভাসদেরা কহিতেন যে, সূর্য্যদেব চিরপ্রদীপ্ত অগ্নি বিশেষ, মনুষ্যের পরম উপকারী এবং ভূপালগণের রক্ষক। আকবর যে অবধি সূর্য্যোপাসনা অবলম্বন করেন, তদবধি নূতন বর্ষের প্রারম্ভে মহাসমারোহে একটি সূর্য্যোৎসব হইত। ঐ উৎসবের সাত দিবস বাদসাহ গ্রহগণের বর্ণানুসারে পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। তিনি সূর্য্যকে যে স্তুতিবাদ দ্বারা স্তব করিতেন, তৎসমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেই সঙ্কলিত হইত। চিকিৎসকেরা কহিতেন যে, গোমাংস পরিপাক করা নিতান্ত সুকঠিন এবং উহা দ্বারা নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে, এই নিমিত্ত গোমাংস ভক্ষণ তাঁহার রাজ্য-মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল এবং সকলেই শূকর মাংস খাদ্য ও হৃদ্য বোধ করিত।

* ইনি আকবর সাহের দ্বিতীয় পুত্র। ১০০৮ হিজ্রী শকে পিতার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হন।

† মুসলমান ইতিবৃত্ত লেখকেরা কহেন যে, ফাইজি ও আবুল ফাজেল আকবরের কোরাণিক পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করাইবার মূল। মুসলমানদিগের মধ্যে ফাইজিই সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন এবং আকবরের অনুরোধে ঐ ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদায় অধ্যয়ন করেন। এই মহাত্মা পারসীক ভাষায় মহাভারত হইতে নল দময়ন্তীর উপাখ্যান এবং ভাস্করাচার্য্যের বীজ গণিত ও লীলাবতীর অনুবাদ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা বেদের কিয়দংশ উপনিষদ মহাভারত রামায়ণ ও কাশ্মীর ইতিহাস অনুবাদ করেন, ইনিই তাঁহাদিগের আচার্য্যকতা করিতেন। আকবরের বিদ্যা বিষয়ে অতিশয় অনুরাগ ছিল। এক সময় তিনি বিবিধ দেশ ভাষায় পারদর্শী পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করিয়া অনেকানেক পুস্তক পারসীক ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

এক সময়ে গুর্জ্জর দেশ হইতে কতক গুলি অগ্নির উপাসক আকবরের নিকট আসিয়া ছিল। তাহারা তাঁহাকে অগ্নির উপাসনায় সম্পূর্ণ সম্মত করে। আকবর পূর্ব্বতন ঋষি-দিগের নিয়মানুসারে অগ্নি স্থাপন করিবার বাসনায় দিবারাত্র রাজ-প্রাসাদে অগ্নি রক্ষার ভার আবুল ফাজেলের উপর অর্পণ করিয়াছি-লেন, এবং হিন্দুজাতীয় কএকটি স্ত্রীলো-ককে প্রতি দিন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন।

আকবর বৎসরের প্রথম দিবস সর্ব্ব-সমক্ষে অগ্নির উপাসনা করিতেন। ঐ দিবস রাত্রি কালে প্রাসাদে আলোক মালার সহিত সকলের ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। সূর্য্যোৎসবের সপ্তম দিবস অতীত হইলে আ-কবর ললাট দেশে টীকা ধারণ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার সৌভাগ্য লক্ষ্মী চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া তাঁহার হস্তে মণিময় সূত্র বন্ধন করিয়া দিতেন*। আকবর সূর্য্যোৎসবের পর এই রূপ বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইলে প্রধান লোকেরা তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহা-কে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিতেন।

তিনি যে ধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা যিনি অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করিতেন, তাঁহা-কে এই রূপে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইত—আমি অমুক, আমার পিতার নাম অমুক; এক্ষণে আমি পূর্ব্ব পিতামহগণের অবলম্বিত ধর্ম্মের অসারতা অবগত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাহা পরিত্যাগ ও উৎসাহের সহিত আকবরের উদ্ভাবিত ধর্ম্ম গ্রহণ করি-তেছি। আমি এই ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধন মান যশ জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।

* ইহাকে রাখি বন্ধন বলে। পশ্চিম দেশে অদ্যাপি শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে হিন্দু মাত্রেই হস্তে এই রূপ সূত্র বন্ধন করিয়া থাকে।

কোরানে এই রূপ কথিত আছে যে সকল মনুষ্যেরই ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে। আকবর একবার এই বাক্য সপ্রমাণ করি-বার নিমিত্ত বিংশতি জন বালককে লোকা-লয় হইতে অন্তরিত করিয়া কোন এক নিভৃত স্থানে রাখিয়া ছিলেন এবং তাহাদিগের নিকট আহার দান-কাল ব্যতিরেকে মনুষ্যের সমাগম এক কালেই নিবারণ করিয়া দিয়া-ছিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে তিনি তাহাদিগকে আনয়ন করিয়া দেখিলেন যে, তাহারা এক কালে মূক হইয়া গিয়াছে। যে স্থানে ঐ বালক সকলকে ঐ রূপে রক্ষা করা হইয়া ছিল, তাহা গাঙ্ মহল বা মূকশালা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত।

তাঁহার রাজ্য মধ্যে সুরাপান প্রচলিত ছিল কিন্তু অধিক পরিমাণে সুরা ব্যবহার করিলে তাহার গুরুতর দণ্ড হইত। তাঁহার রাজ্যে সুরা বিক্রয়ের স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইচ্ছা করিলেই কেহ সুরা বিক্রয় করিতে পারিত না। এই কার্য্যে তাহাকে রীতিমত রাজার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহার আদেশে অসচ্চরিত্র লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া এক স্থানে বাস করিত। ঐ সকল লোক স্বে-চ্ছানুসারে ইতস্তত বাস করিতে পারিত না। যে স্থানে ইহারা অবস্থান করিত, তাহা সয়তা-নপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। আকবর এই সয়তান পুরের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ-পুরুষ নিয়োগ করিয়াছি লেন। তাঁহার রাজ্যে সমাধি-কালে খাদ্য দ্রব্যের সহিত অর্থ দান নিষিদ্ধ হইয়াছিল। পিতৃব্য-পুত্রীর পাণিগ্রহণ এক কালে রহি-ত হইয়া যায় এবং পুরুষের ষোড়শ ও স্ত্রী-লোকের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইলে বিবাহ হইত না।

* আকবরের সময় আরবী ভাষায় ব্যবস্থা শাস্ত্র ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুশীলন হইত না।

এমন কি আকবর ঐ ভাষার আলোচনা এক কালে রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। আরবী পুস্তকের পরিবর্ত্তে অন্যান্য ভাষা হইতে পুস্তক গৃহীত হইত। আকবর এই রূপ বিবেচনা করিতেন যে মুসলমান ধর্ম্মের স্থিতি কাল সহস্র বৎসর; এক্ষণে তাহা অতীত হইয়াছে। এই নিমিত্ত তিনি হিজরী শকের পরিবর্ত্তে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি অবধি কাল-গণনার নিয়ম করিয়াছিলেন।

এক সময়ে তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ রবিবারে কোন জন্তু নষ্ট করিতে পারিত না। তিনি মাংসাহার এক কালে নিষেধ করিবার নিমিত্ত স্বয়ংই বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল নিরামিষ ভোজন করিতেন। ঐ সময় তিনি দিবসের মধ্যে চারি বার সূর্য্যের উপাসনা করিতেন এবং দিবা দুই প্রহরের সময় হিন্দি ভাষায় সূর্য্যের একাধিক সহস্র নাম পাঠ করিতেন। প্রাতঃকালে তিনি সূর্য্য দর্শন না করিয়া স্নানাহার করিতেন না। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষায় সূর্য্যের একাধিক সহস্র নাম প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। তাঁহারা বাদসাহকে রাম ও কৃষ্ণাবতারের ন্যায় দেখিতেন এবং বাদসাহের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কহিতেন যে আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে ভারতবর্ষে বিজাতীয় এক রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহা হইতে পৃথিবী সুনিয়মে শাসিত হইবে এবং তিনি গো ও ব্রাহ্মণকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবেন। কেহ কেহ কহিতেন আকবর পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তপোবলে এই রূপ অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের অধিকারী হন*।

আকবর কেবল ব্রাহ্মণ গণকেই আশ্রয় দেন নাই, অন্যান্য জাতির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি আপনার ব্যয়ে মুসলমান ও হিন্দুদিগের নিমিত্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ছিলেন। তিনি যোগীদিগের নিমিত্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি এক এক দিন রাত্রিকালে একাকী পাদচারে ঐ সমস্ত যোগীদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহার দিগের সহিত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানা প্রকার কথোপকথন করিতেন। শিব রাত্রিতে ঐ সকল যোগীদিগের মহাসমারোহে একটি উৎসব হইত। আকবর ঐ উৎসব দর্শনার্থ গমন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত পানাহার করিয়া আসিতেন। মুসলমান ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হওয়াতে তিনি শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে যোগীগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁদিগের ন্যায় শ্মশ্রু ধারণ করেন।

তিনি আপনার পুত্র জাহাঙ্গিরের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রাজা ভগবান দাসের কন্যার সহিত বিবাহ দেন। এই বিবাহ হিন্দুদিগের পদ্ধতি ক্রমে সম্পাদিত হইয়া ছিল

আকবর এই রূপ একটি নিয়ম করিয়াছিলেন, যে কোন ব্যক্তিই একটির অধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না কিন্তু কাহারও ভার্য্যা যদি বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে আর একটি স্ত্রীর পাণি গ্রহণ তাঁহার অনুমোদিত ছিল। তিনি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে পতির সহিত চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইতে দিতেন না,

* হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ এক কিম্বদন্তী আছে যে মুকুন্দ নামা এক জন সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য লাভের বাসনায় অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। তাঁহার এই রূপ অভিপ্রায় ছিল যে তিনি বর্ত্তমান দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে পর জন্মে তপোবলে সম্রাট হইতে পারিবেন। ঐ ব্রাহ্মণ ইহ জন্মের বিষয় পর জন্মে স্মরণ হইবার নিমিত্ত এক খানি তাম্রফলকে কএকটি কথা লিখিয়া আলাহাবাদে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন। তৎপরে স্বেচ্ছাক্রমে অনল প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার নয় মাসের পর আকবর রূপে আলাহাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন এবং যে স্থানে ঐ তাম্রফলক প্রোথিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, অবলীলাক্রমে তাহা আবিষ্কৃত করেন। আসিয়াটিক রিসার্চ ৯ খণ্ড।

এবং বিধবা বিবাহের আবশ্যকতাও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সতী-দাহ প্রতিষেধ বিষয়ক নিয়মটি অধিক কাল প্রচলিত রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার আদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা এবং মুসলমানদিগের মধ্যে কাজিরা সামাজিক বিবাদ-সকল নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ-কন্যা মুসলমানের প্রতি আসক্ত হইয়া পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেন, আকবর বল পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থাপিত করিয়া দিতেন। কিন্তু আকবরের এই রূপ ধর্ম্ম ও ব্যবহার তাঁহার মৃত্যুর পর আর অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই

বিজ্ঞান।

অনেকানেক গ্রহের জল-ভাগ ও স্থল-ভাগ কি রূপ, তাহা ভূবায়ু ও মেঘের আবরণ বশত কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না এবং কোন কোন গ্রহের দূরবর্ত্তিত্ব নিবন্ধন স্পষ্ট কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। গ্রহগণের মধ্যে শুক্র ও মঙ্গল অপেক্ষাকৃত আমারদিগের নিকটবর্ত্তী। সুতরাং এই দুই গ্রহের জল ও স্থল এক প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষত শুক্র অপেক্ষা মঙ্গল গ্রহ আরও বিশদ ভাবে দেখা যায়। এই গ্রহের মেরু-স্থান শীতকালে তুষার শিলায় নিরন্তর আচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের উত্তাপে ঐ সকল শিলা দ্রবীভূত ও তিরোহিত হয়, ইহা অনেকেরই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ঐ গ্রহের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এবং সমুদ্রও সুস্পষ্ট দেখা যায়। শুক্র ও বুধ গ্রহ মেঘ-মণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন যে রূপ আবৃত থাকে, তাহাতে উহার বিষয় সবিশেষ কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না বটে; তথাচ এই পৃথিবীর ন্যায় ঐ দুই গ্রহে যে সমস্ত অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, তৎ-সমুদয় বিলক্ষণ নেত্র-গোচর হইয়া থাকে।

এক জন ব্রহ্মবাদিনীর উক্তি।

(কোন্নগর হইতে প্রাপ্ত)

এই মানব দেহ ধারণ করিয়া সকলেরই আপন আপন আত্মার উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য; কারণ আত্মা পবিত্র ও উন্নত না হইলে কখনই তাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয় না। পাপে ঘৃণা, কৃত পাপের নিমিত্ত অনুতাপ, সংসারকে অনিত্য জ্ঞান, ধর্ম্মে অনুরাগ, এবং পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশের নামই আত্মোন্নতি সাধন। পাপ, যাহা এমন শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যকে পশুবৎ করে, যাহার প্রলোভন সকল পরমার্থ পথ বিস্মরণ করায়—সেই পাপ পিশাচকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করা, এবং যদি মোহ বশত কখন তাহার প্রলোভনে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক পুনরায় সে কর্ম্ম না করা আমারদের সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়! আমরা এরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মে তদ্রূপ যত্ন করি কই? আমরা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকিয়া, বিষয় মোহে মুগ্ধ হইয়া, আপনারদের যথার্থ মঙ্গলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করি না।

আহা! আমরা এই সাংসারিক অনিত্য বস্তু-সকলের প্রতিই প্রীতি করি ও তাহারদিগকেই নিত্য জ্ঞান করি। হায়! অনিত্য বস্তুতে প্রীতি করিলে কি কখনো চরিতার্থ হইতে পারা যায়? ঐহিক সুখে কি কখনো যথার্থ আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়? না! আমরা যে ঐশ্বর্য্যকে জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান করি, যাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত কত ক্লেশ স্বীকার করি, এবং যাহা লাভ করিলে আপনাকে কৃত-কৃতার্থ বোধ করি; তাহাও চিরস্থায়ী নয়। আমারদের যে প্রাণাধিক পুত্র কন্যা, যাহারদের মুখাবলোকনে একেবারে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হই, যাহারদের কিছু মাত্র দুঃখ উপস্থিত হইলে আমরা কত

দুর যন্ত্রণা ভোগ করি; তাহারদের সহিতও বিচ্ছেদ হইবে। আমারদের যে প্রিয় বন্ধুবর্গ, যাঁহারা আমারদের প্রতি কতই অনুরাগ প্রকাশ করেন, যাঁহারা আমারদের সুখে কি পর্য্যন্ত না সুখী হয়েন, এবং বিপদ উপস্থিত হইলে প্রাণ অবধি পণ করিয়া আমাদের কত দুর সাহায্য প্রদান করেন—এমন যে হিতৈষী বন্ধুবর্গ, তাঁহারদিগকেও এক সময়ে পরিত্যাগ করিয়া এ লোক হইতে যাইতে হইবে। আমারদের এই শরীর, যাহা কিছু মাত্র ম্লান হইলে আমরা কত দুঃখিত হই, যাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে আমরা কত প্রয়াস পাই, হা! সে শরীরও বিনাশ পাইবে। অতএব সংসারকে অনিত্য জানিয়া, ইহার মোহে মুগ্ধ না হইয়া, কেবল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্থাপন করা আমারদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। আহা! পুণ্য কর্ম্মে যে কি পবিত্র সুখ, কি বিমল আনন্দ, তাহা তিনিই জানেন, যাঁহা হইতে একটি মাত্রও সৎকার্য্য সাধিত হইয়াছে। যখন আমরা কোন নিরাশ্রয় দীন ব্যক্তির সাধ্য মতে উপকার করি, তখন মনে কি পবিত্র আনন্দের উদ্ভব হয়! যখন কোন সাধু-চরিত্র মহাত্মা দুর্জ্জয় স্বার্থপরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা দুঃখ নানা ক্লেশ সহ্য করত কোন সৎকার্য্য সাধন করেন, তখন তাঁহার অন্তরে কি এক আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে! যখন কোন কুল-পাবন সৎ পুত্র শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহার পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহারদের দুঃখ নিবারণ করেন; তখন তিনি কি অসীম সুখই ভোগ করেন। আহা! এ সকল আনন্দ কি বর্ণনা দ্বারা শেষ করা যায়, না পাপী ব্যক্তিরা মনেতেও কল্পনা করিতে পারে? সেই ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য, যিনি সর্ব্বদা সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং পরমেশ্বরকেই প্রিয়তম বলিয়া জ্ঞান করেন।

আহা! যে পরম পিতার কৃপায় আমরা এমন দুর্লভ মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার করুণায় ধর্ম্ম রূপ পরম ধন লাভে অধিকারী হইয়াছি; তাঁহার নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকা, এবং তাঁহারই প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করা কি আমারদের নিতান্ত কর্ত্তব্য নহে? আহা! তিনি আমাদের যে কত মঙ্গল বিধান করিতেছেন, কত বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন; তাহা কে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে? যাহা আমারদের নিকট নিতান্ত দুঃখ-জনক বোধ হয়, তাহাতেও তিনি আমারদিগকে পরম মঙ্গলের সোপান প্রদান করেন। হা! আমরা কি হতভাগ্য! এমন পরম বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহা হইতে দূরে রহিয়াছি—ইহা মনে করি না যে ঈশ্বরই আমাদের পরম বন্ধু, তিনিই আমারদের নিত্য ধন। হে পরাৎপর পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া আমারদের আত্মার উন্নতি সাধন কর! যাহাতে আমরা ধার্ম্মিক ও তোমার প্রেমের প্রেমিক হইয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করিতে পারি, এই রূপ শুভ বুদ্ধি প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুঁওরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় সকল জগত বাসী।

প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণ-নিধান, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।

না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর, দিগন্ত প্রসারি।

ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।

রবি চন্দ্র পরে, জ্যোতি তোমার, হে আদি-জ্যোতি কল্যাণ।

জগত-পিতা জগত-পালক তুমি সকল মঙ্গলের নিদান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তক	মূল্য
সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত	১।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ তাৎপর্য্য সহিত	॥০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান প্রথম প্রকরণ ...	॥০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ ...	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৵০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	/১০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	/০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
হিন্দী ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম—দেবনাগর অক্ষরে ..	৵০
তত্ত্ববিদ্যা প্রথমখণ্ড	১
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ১।২।৩।৪।৫।৬। সংখ্যা একত্র বাঁধান	।০
ধর্ম্ম চর্চ্চা	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	।৵০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	/০
মাঘোৎসব	১
ব্রহ্মসাধন	/১০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
ব্রহ্মোপাসনা	/০

বিজ্ঞাপন

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে উহা পরিশোধ করিবেন; নতুবা সমাজ তাঁহারদিগের নিকটে মাসুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যে সমস্ত পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, ঐ সকল পুস্তক যাঁহারা ১০ টাকার অধিক ক্রয় করিবেন, তাঁহারদিগকে শত করা ১২॥০ হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে। মফস্বলের ক্রেতারা মাসুল সহিত মূল্য পাঠাইলে ডাকযোগে তাঁহারদিগের নিকট পুস্তক প্রেরিত হইবে।

আগামী ৩ আষাঢ় রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ সাত ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকার প্রথম খণ্ড ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। যাঁহারা পূর্ব্বে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের স্বাক্ষরিত ১।০ দেড় টাকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন

এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের বর্ত্তমান ঠিকানাও লিখিয়া দিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকটে আপাততঃ এই প্রথম খণ্ড এবং আর কিছু দিন পরে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রেরিত হইবে। যাঁহারা স্বাক্ষর করেন নাই, তাঁহারা ১ এক টাকা করিয়া পাঠাইলে ঐ প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৯ শকের বৈশাখ মাসের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২১৮
পুস্তকালয়	৪ ৩।৶১০
যন্ত্রালয়	৪১
ডাক মাসুল	২৩।০
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	১০
গচ্ছিত	৫৭।১০
	৩১২৮৶০

ব্যয়

মাসিক বেতন	১১০॥৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৩।১০
পুস্তকালয়	২০॥০
যন্ত্রালয়	১১১।/১০
ডাক মাসুল	২০।১০
অক্ষর ক্রয়	১।১০
অনিরূপিত	১০।৫
আলোকের ব্যয়	২২৶৫
গচ্ছিত	২৮॥৶১৫
	৩৬৮।/০

আয়	৩১২৮৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	৮৮৶৫
	৪৮১৶৫
ব্যয়	৩৬৮।/০
স্থিত	১১২৮/৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের বৈশাখ মাসের দানের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত কামাক্ষাচরণ মুখোপাধ্যায় ..	৫
" প্রসন্নচন্দ্র বসু	৪
" নবগোপাল মিত্র	২
" একজন ব্রাহ্ম	১
" হরচন্দ্র রায়	১
	১৩

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্তদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১৫।৶০
	২৮।৶০

আয়	২৮।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৫১/০
	১৭৯।৶০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২১ জ্যৈষ্ঠ সোম বার।

২৮৭ সংখ্যা

৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
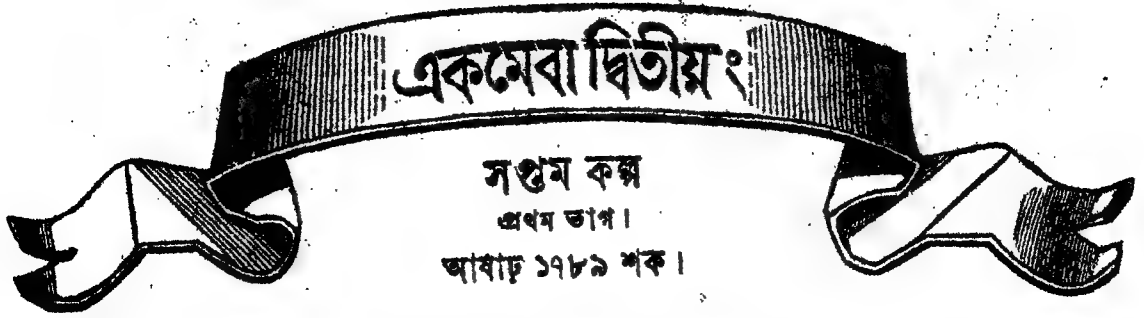
ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে চতুর্থং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ প্রস্তারপংক্তিশ্ছন্দঃ

মরুতোদেবতা।

১০২৩

১। আ বিদ্যুন্মদ্ভির্মরুতঃ স্বর্কৈ রথেভির্যাত ঋষ্টিমদ্ভিরশ্বপর্ণৈঃ। আ বর্ষিষ্ঠয়া ন ইষা বয়ো ন প-প্তুতা সুমায়াঃ।

১। হে 'মরুতঃ' মিতং নির্ম্মিতং অন্তরিক্ষং প্রাপ্য রুবন্তি শব্দং কুর্ব্বন্তীতি মরুতঃ। যদ্বা অমিতং ভৃশং শব্দ-কারিণঃ। অথবা মিতং দৈবৈর্নির্ম্মিতং মেঘং প্রাপ্য বিদ্যু-দাত্মনা রোচমানাঃ। অথবা মহত্যন্তরিক্ষে দ্রবন্তীতি মরুতঃ। যে মধ্যমস্থানে দেবগণাঃ সমাম্নাতাস্তে সর্ব্বে মরুত আখ্যায়ন্তে। তথা চাহুঃ,সর্ব্বা স্ত্রী মধ্যমস্থানা পুমান্ বায়ুশ্চ সর্ব্বগঃ। গণাশ্চ সর্ব্বে মরুত ইতি বৃদ্ধানুশাসন-মিতি পৌরাণিকাস্ত্বাচক্ষতে। মারীচাৎ কশ্যপাৎ সপ্ত-গণাত্মকা একোনপঞ্চাশৎসংখ্যাকা মরুতো জজ্ঞিরে ইতি। এবম্ভূতা হে মরুতঃ 'রথেভিঃ' আত্মীয়ৈঃ রথৈঃ 'আ যাত' অস্মদীয়ং যজ্ঞং আগচ্ছত। কীদৃশৈঃ রথৈঃ 'বিদ্যুন্মদ্ভিঃ' বিদ্যোতনং বিদ্যুৎ বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্তৈঃ। 'স্বর্কৈঃ' স্বর্চ্চনৈঃ শোভনগমনযুক্তৈঃ যদ্বা শোভনং অর্কঃ অর্চ্চনং স্তুতির্যেষাং অস্তি তাদৃশৈঃ। অথবা শোভন-দীপ্তিযুক্তৈঃ 'ঋষ্টিমদ্ভিঃ' ঋষ্টয়ঃ শক্তিরূপাণি আয়ুধানি খড়্গা ইত্যন্যে। তদ্বদ্ভিঃ। 'অশ্বপর্ণৈঃ' অশ্বানাং পতনং গমনং যেষামস্তি তাদৃশৈঃ কে 'সুমায়াঃ' মায়েতি কর্ম্মণো জ্ঞানস্যচ নামধেয়ং। শোভন কর্ম্মাণঃ শোভনপ্রজ্ঞা বা মরুতঃ 'বর্ষিষ্ঠয়া' প্রবৃদ্ধতরয়া 'ইষা' অস্মভ্যং দাতব্যেন অন্নেন সহ 'নঃ' অস্মান প্রতি 'বয়ঃ' 'ন' পক্ষিণ ইব শীঘ্রং 'আপপ্তত' আপতত আগচ্ছত ইত্যর্থঃ।

১। হে শোভন-প্রজ্ঞ মরুদ্গণ! তোমরা দীপ্তিশীল শোভনগামী ঋষ্টি অস্ত্রযুক্ত অশ্ব-বাহিত স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে দেয় প্রচুর অন্নের সহিত পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র আমাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন কর।

১০২৪

জগতীচ্ছন্দঃ।

২। তে ঽরুণেভির্বরমা পি-শঙ্গৈঃ শুভে কং যান্তি রথতূ-র্ভিরশ্বৈঃ। রুক্মো ন চিত্রঃ স্বধিতীবান্ পব্যা রথস্য জঙ্ঘ-নন্ত ভূম।

২। 'তে' পূর্ব্বোক্তা মরুতঃ 'অরুণেভিঃ' অরুণবর্ণৈঃ 'পিশঙ্গৈঃ' পিঙ্গলৈঃ উভয় বর্ণোপেতৈঃ 'রথতূর্ভিঃ' রথস্য

প্রেরযিদ্‌ভিঃ 'অশ্বৈঃ' 'বরুং' দেবানাং বরীতারং 'কং' শব্দযিতারং স্তুবন্তং যজমানং 'আযান্তি' আগচ্ছন্তি। কিমর্থং 'শ্রুভে' তস্য শোভাং কর্ত্তুং অথবা স্রুত উদকায বৃষ্ট্যর্থমিত্যর্থঃ। তেষাং মরুতাং গণঃ 'রুক্মঃ' 'ন' রোচমানং সুবর্ণমিব 'চিত্রঃ' অতিশযেন দর্শনীযঃ 'স্বধিতীবান' স্বধিতি রিতি বজ্রনাম। শত্রূণাং খণ্ডকেন আয়ুধেন উপেতঃ এবম্বিধ গণরূপাস্তে মরুতঃ 'রথস্য' 'পব্যা' চক্রধারযা 'ভুম' ভূমিং 'জঙ্ঘনন্ত' অত্যর্থং ঘ্নন্তি। স্তোতৃরক্ষণার্থ মাগতানাং তেষাং মরুতাং ভারমসহমানা ভূমিরতিপীড়িতা বভূবেত্যর্থঃ।

২। এই সুবর্ণের ন্যায় প্রিয়-দর্শন বজ্রায়ুধ যুক্ত মরুদ্গণ অরুণবর্ণ পিঙ্গলবর্ণ রথবাহী অশ্বের সহিত যাঁহারা দেবগণকে বরণ ও স্তব করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জযমানের নিকট বৃষ্টি প্রদানের নিমিত্ত আগমন করিতেছেন এবং আগমনকালে রথের চক্র ধারা দ্বারা পৃথিবীকে অতিশয় নিপীড়িত করিতেছেন।

১০২৫

৩। শ্রিযে কং বো অধি তনূষু বাশী র্মেধা বনা ন কৃণবন্ত ঊর্দ্ধ্বা। যুষ্মভ্যং কং মরুতঃ সুজাতাস্তু বিদ্যুম্নাসো ধনযন্তে অদ্রিং।

৩। হে মরুতঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'তনূষু' শরীরেষু অংশপ্রদেশেষু 'বাশীঃ' শত্রূণাং আক্রোশকং আয়ুধং আয়ুধং 'শ্রিযে' 'কং' ঐশ্বর্য্যার্থং বর্ত্ততে ইতিশেষঃ। কমিত্যেতৎ পাদ পূরণং। তাদৃশা মরুতঃ 'বনা' 'ন' উচ্ছ্রতান বৃক্ষসমূহানিব 'মেধাঃ' মেধান্ যজ্ঞান্ 'ঊর্দ্ধা' ঊর্দ্ধান একাহাহীনসত্ররূপেণো শ্রিতান্ 'কৃণবন্তে' যজমানৈঃ কারযন্তি। হে 'সুজাতাঃ' শোভন জনন যুক্তা 'মরুতঃ' 'যুষ্মভ্যং' যুষ্মদর্থং 'কং' সুখকরং 'অদ্রিং' সোমাভিষবে প্রবৃত্তং গ্রাবাণং 'তু' 'বিদ্যুম্নাসঃ' প্রভূতধনাঃ যজমানাঃ 'ধনযন্তে' ধনং কুর্ব্বন্তি যুষ্মাকং যাগায গ্রাবভিরভিষুণ্বন্তীত্যর্থঃ।

৩। হে সুজাত মরুদ্গণ! তোমাদিগের স্কন্ধদেশে শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত বাশী নামক অস্ত্র লম্বিত রহিয়াছে। তোমরা উচ্চ বৃক্ষের ন্যায় যজ্ঞ সকল যজমান দ্বারা উন্নত করাইয়া থাক। এক্ষণে প্রভূত ধনশালী যজমানেরা তোমারদিগের নিমিত্ত সুখকর পাষাণ দ্বারা সোম রস প্রস্তুত করিতেছেন।

১০২৬

৪। অহানি গৃধ্রাঃ পর্য্যা ব আগুরিমাং ধিযং বার্কার্য্যাং চ দেবীং। ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো গোতমাসো অর্কৈরূর্দ্ধ্বং নুনুদ্র উৎসধিং পিবধ্যৈ।

৪। তৃষিতৈঃ গোতমৈঃ স্তুতা মরুতস্তেভ্যো গোতমেভ্যো দেশান্তরে বর্ত্তমানং কুপমুৎখাযানীয দদুঃ। এতদ্দৃষ্ট্বা কশ্চিদৃষিব্রূতে। হে গোতমাঃ 'গৃধ্রাঃ' জলাভিকাঙ্ক্ষাযুক্তান্ 'বঃ' যুষ্মান 'অহানি' শোভনোদকোপেতানি দিনানি 'পর্য্যাগুঃ' পর্য্যাগতানি পরিতঃ আভিমুখ্যেন প্রাপ্তানি। প্রাপ্য চ 'বার্কার্য্যাং' বাভিঃ উদকৈঃ নিষ্পাদ্যাং 'ধিযং' জ্যোতিষ্টোমাদিলক্ষণং কর্ম্ম 'চ' 'দেবীং' দ্যোতমানং অকুর্ব্বন্। যেষু অহঃসু 'ব্রহ্ম' হবির্লক্ষণং অন্নং 'অর্কৈঃ' মন্ত্রসাধ্যৈঃ স্তোত্রৈঃ সহঃ 'কৃণ্বন্তঃ' মরুদ্ভ্যঃ কুর্ব্বন্তঃ 'গোতমাসঃ' গোতমাঋষযঃ 'উৎসধিং' উৎসো জলপ্রবাহোঽস্মিন্ ধীযতে ইতি উৎসধিঃ কূপঃ তং 'পিবধ্যৈ' স্বকীয পানায ঊর্দ্ধং 'নুনুদ্রে' নুনুদিরে। দেশান্তরে বর্ত্তমানং কুপমুৎখাতবন্তঃ। এতদীয স্তোত্রৈঃ স্তুতা মরুতঃ কূপমুৎখাতবন্ত ইতিযৎ তদেব তদীয স্তোত্র কারিঃ মিত্যেতেষূপচর্য্যতে।

৪। হে মরুদ্গণ! গোতমেরা জলার্থী হওয়াতে তাঁহারদিগের এমন দিন উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে সম্পূর্ণ জলের স্বচ্ছলতা হয়। তাঁহারা সেই দিন পাইয়া সলিল সম্পাদ্য জ্যোতিষ্টোমাদি কার্য্য সুন্দর রূপে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত দিবসে তাঁহারা তোমাদিগের নিমিত্ত স্তোত্রের সহিত অন্ন প্রস্তুত করত জল পানার্থ কূপকে দেশান্তর হইতে প্রত্যাহরণ করিয়াছিলেন।

১০২৭

৫। এতত্ত্যন্ন যোজনমচেতি সস্বর্হ যন্মরুতো গোতমো বঃ। পশ্যন্ হিরণ্যচক্রানযোদংষ্ট্রান্বিধাবতো বরাহূন্।

৫। হে 'মরুতঃ' 'এতৎ' 'যোজনং' যুজ্যতে অনেন মেধতেতি যোজনং এতৎ যুষ্মাধ্যং স্তোত্রং 'ত্যৎ' 'ন' ত্যৎ প্রসিদ্ধং অন্যদুৎ উৎকৃষ্টং স্তোত্র মিব 'অচেতি' সর্ব্বৈর্জ্ঞাযতে 'বঃ' যুষ্মদর্থং 'যৎ' যদেতৎ ঈদৃশং স্তোত্রং 'গো-

তমঃ' ঋষিঃ 'সবর্হ' উচ্চারিতবান্ খলু। কিং কুর্বন 'হিরণ্য চক্রান' হিরণ্ময়চক্র রথারূঢ়ান হিতরমণীয কর্ম্ম-যুক্তান বা 'অযোদংষ্ট্রান' দশতীতি দংষ্ট্রা চক্রধারা অযোময়ীতি শত্রুধারাস্তি যুক্তান যথা দংশন সাধনা ঋষ্টযো দংষ্ট্রাঃ অযোময়া ঋষ্টযো যেষাং তান্। 'বিধা-বতঃ' বিবিধ মিতস্ততঃ প্রবর্ত্ত মানান্ 'বরাহূন' বরস্য উৎ-কৃষ্টস্য শত্রোর্হন্তৃন্। যথা উৎকৃষ্টস্য বৃষ্ট্যুদকস্যা হর্ত্তৃন। অথবা উৎকৃষ্টানাং দেবতানাং আহ্বাতৃন বরস্য হবিষঃ ভক্ষযিতৃন বা। এবন্তুতান মরুতঃ 'পশ্যন্' সম্যক জানন্ গোতমঃ যৎ স্তোত্রং কৃতবান্ তদেতৎ সর্ব্বোৎ-কৃষ্টং সৎ অস্মাভিঃ সর্ব্বৈঃ উপলক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ।

৫। হে মরুদ্গণ! গোতম সুবর্ণময় চক্র ও লৌহময় চক্রাগ্রযুক্ত রথে আরূঢ় ইতস্ততঃ প্রধাবিত শত্রু নাশক মরুদ্গণকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া সূক্ত-সাধ্য অন্য উৎকৃষ্ট স্তো-ত্রের ন্যায় যে স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জ্ঞাত আছি।

১০২৮

বিরাট্‌ছন্দঃ।

৬। এ॒ষা স্যা। বো॑ মরুতোঽনু-ভ॒র্ত্রী প্রতি॑ ষ্টোভতি বা॒ঘতো॒ ন বাণী॑। অস্তো॑ভয়দ্বৃথা॑সামনু স্ব॒ধাং গভ॑স্ত্যোঃ। ১। ৬। ১৪।

৬। হে 'মরুতঃ' 'স্যা' 'এষা' ঈদৃশাস্মদীয়া স্তুতিঃ 'বঃ' যু-স্মাকং 'অনুভর্ত্রী' যুষ্মান অনুহরন্তী যুষ্মদ্গণ সদৃশী 'প্রতি-ষ্টোভতি' প্রত্যেকং স্তৌতি। স্তোভতিঃ স্তুতিকর্ম্মা। তথা 'বাঘত' 'ন' 'বাণী' ন শব্দঃ সংপ্রত্যর্থে। তদুক্তং যাস্কেন অস্ত্যুপমার্থস্য সংপ্রত্যর্থে প্রয়োগঃ ইতি। ইদানীং ঋত্বিক সম্বন্ধিনী বাগপি 'বৃথা' অনায়াসেন। 'আসাং' আভিঃ ঋগ্ভিঃ 'অস্তোভযৎ' অস্তৌৎ। ইদানী মিত্যুক্তে কদেত্যাহ 'গভস্ত্যোঃ' অস্মদীয়যোঃ বাহ্বোঃ 'স্বধাং' অন্ন নামৈতৎ যদা বহুবিধ মন্নং মরুতঃ স্থাপযন্তি তামনুলক্ষ্যেত্যর্থঃ। ১। ৬। ১৪।

৬। হে মরুদ্গণ। আমাদিগের স্তুতিবাক্য তোমাদিগের গুণানুরূপ হইয়া উচ্চরিত হই-তেছে। যখন তোমরা আমাদিগের বাহুর বল-সাধন অন্ন স্থাপন কর, তখন ঋত্বিকদি-গের বাক্যও অনায়াসে এই ঋক্ দ্বারা তো-মারদিগকে স্তব করিয়া থাকে। ১। ৬। ১৪।

কোন্নগর চতুর্থ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৯ শক।

আজ কি মনোহর উৎসব দ্বার এখানে প্রমুক্ত হইয়াছে। আজ সাধু সজ্জন সকল চারিদিক হইতে এখানে সম্মিলিত হইয়া এই গৃহকে উজ্জ্বল এবং এই পল্লিকে পবিত্র করিয়াছেন। চারিদিক আলোকময়, সকল স্থান জনপূর্ণ হইয়াছে। এই গৃহ মধ্যে এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া কার না হৃদয় আনন্দে প্রফুল্ল হইতেছে? কার চক্ষু না হর্ষে বিস্ফারিত হইতেছে? কিন্তু এই সমস্ত বাহ্য শোভাই কি আমারদিগের তাবৎ? আমারদের নয়ন মন এই বহি-র্ব্যাপার লইয়াই কি এই পবিত্র যামিনী অতিবাহিত করিবে? এই সমস্ত স্থূল সাজ সজ্জা দেখিয়াই কি এখান হইতে প্রত্যাগমন করিবে? আমরা এখানে কি জন্য সকলে সম্মিলিত হইয়াছি? ব্রহ্ম পূজার জন্য। যিনি ভূলোকের দ্যুলোকের অধীশ্বর, যিনি সমুদায় বিশ্বের স্রষ্টা পাতা, তাঁরই আরাধনার জন্য আজকার এই সমস্ত আয়োজন। এই সমুন্নত সুসজ্জিত জগৎই তাঁহার মন্দির, তিনি এই জগৎ-মন্দিরের এক মাত্র অদ্বিতীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ভূলোক দ্যুলোক, আকাশ অন্তরীক্ষ হইতে অহর্নিশি যে সমস্ত স্তুতি-গান বিনিঃসৃত হইতেছে, সে কেবল এক মাত্র তাঁহারই। স্থাবর জঙ্গম, দেব মনুষ্য, সকলে মিলে কেবল তাঁহা-রই যশো-গান করিতেছে—তাঁহারই মহিমা মহীয়ান্ করিতেছে। তিনি যেমন জগতের অধিপতি, জগতের রাজা; তেমনি তিনি আ-বার প্রতি গৃহের গৃহ-দেবতা, প্রতি হৃদয়ের পুরস্বামী। তিনি যেমন জগতের স্রষ্টা পাতা, তেমনি তিনি আমারদের প্রতিজনের "বিদ্যা

সম্পদ বুদ্ধি বিধাতা”—তিনি আমারদের প্রত্যেকেরই পাপ-ত্রাতা ও মুক্তি-দাতা। তিনি যেমন “চন্দ্র সূর্য্যে থাকিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে নিয়মিত করিতেছেন” তিনি যেমন জগতের প্রাণ-রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জগৎকে শোভা সৌন্দর্য্যে জীবন সুখে পূর্ণ করিতেছেন; তেমনি তিনি প্রতিনিয়তই প্রতি গৃহের গৃহ-পতি প্রতি পরিবারের পিতামাতা উপাস্য দেবতা হইয়া সকলকে রক্ষণ ও পালন করিতেছেন। তিনি মুক্ত হস্তে প্রতিক্ষণে শান্তি সমৃদ্ধি, সুখ সৌভাগ্য, জ্ঞান ধর্ম্ম বিধান করিয়া প্রতি আত্মাকেই উন্নত করিতেছেন। সম্বৎসর কাল যাঁহার হস্ত হইতে অন্ন-পান লাভ করিয়া শরীর রক্ষিত হইয়াছে, যাঁর প্রীতি-সুধা পান করিয়া আত্মা পরিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে; আমরা সকলে তাঁরই বার্ষিক মহাপূজার জন্য পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগিনীতে, আত্মীয় সুহৃদে, এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। প্রীতি-উপহার লইয়া সকলে যোড় করে তাঁরই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা মনুষ্য হইয়া, তাঁহার শরণাগত পদানত সেবক হইয়া—ব্রাহ্ম হইয়া কি তাঁহাকে কেবল জগতের অধিপতি, দ্যুলোকের শ্বর রূপে উপলব্ধি করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারি? আমরা কি পশু-পক্ষীর ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে, বাহিরে বাহিরে, তাঁহার যশো-গান করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারি? যিনি আমারদের প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর, তাঁহাকে আত্মাতে নিরীক্ষণ করিতে না পারিলে—পিতা মাতার ন্যায় সেই অন্তরতম প্রিয়তমকে চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রতি দিন পূজা করিতে না পারিলে কি আত্মার আন্তরিক-স্পৃহা চরিতার্থ হয়। আমরা গৃহস্থ হইয়া সেই গৃহ-দেবতার নিত্য আরাধনা না করিলে কি কখনো গৃহ পরিবারের সুখ শান্তির সম্ভাবনা আছে?

সকল অধিকারের মধ্যে এই তো আমারদিগের প্রধান অধিকার, যে গৃহেতে থাকিয়া পরিবারে পরিবৃত হইয়া সেই অনন্ত দেবকে অন্তরে সন্দর্শন করিতে পারি। সকল করুণার মধ্যে এই তো সেই করুণাময়ের প্রধান করুণা, যে তিনি গৃহেতে আত্মাতে আসিয়া আমারদিগকে দর্শন দেন, আমারদের আন্তরিক প্রীতি-পূজা গ্রহণ করেন। তিনি যেমন জগতের অধিপতি—জগতের রাজা হইয়া চন্দ্র সূর্য্য, নদ নদী সমুদ্র পর্ব্বত, পশু পক্ষী জীব জন্তু সকলকে সুনিয়মে রক্ষা করিতেছেন, তিনি যেমন “লোক ভঙ্গ নিরাকরণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া এ সকল ধারণ করিতেছেন; তেমনি তিনি প্রতি গৃহের গৃহ-পতি হইয়া প্রতি গৃহস্থকে সংসার-ধর্ম্ম পরিপালনে নিয়োগ করিতেছেন। তাঁরই অনুশাসনে পিতা-মাতা জীবন ধন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া পুত্র-কন্যা পালন করিতেছেন, তাঁরই অনুশাসনে পুত্র পিতার বশীভূত ও মাতার অনুগত হইয়া চলিতেছে, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত এক-হৃদয় হইয়া প্রীতি সদ্ভাবে জীবন কাল অতিবাহিত করিতেছে, পতিব্রতা সতী পতির আজ্ঞানুসারিণী হইয়া প্রীতি সদ্ভাবে সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে, সমুদায় পরিবার, সমস্ত লোক, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য আকুল ও অস্থির হইয়া রহিয়াছে। বাহ্য জগতের মধ্যে যেমন তাঁহার হস্ত না থাকিলে সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত; তেমনি পরিবারের মধ্যে তাঁহার সিংহাসন, হৃদয়ে তাঁহার ধর্ম্ম-সাশন না থাকিলে সকলই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। অরাজক রাজ্যের ন্যায়, পিতৃ-হীন পরিবারের ন্যায় প্রতি গৃহে ভয়ানক দুঃখ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া এখানকার সুখ-শান্তি সকলই ভস্মীভূত করিয়া দিত, সকল স্থান বিষাদের আলয় রূপে পরিণত হইত।

সেই অখিল-মাতা বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বর জগতে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সুখ শান্তি বিস্তার করিবার জন্য, প্রতি আত্মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত করিয়া আপনার প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশে আমারদিগকে পরিবারের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পিতা মাতার স্নেহ করুণায় লালিত পালিত হইয়া—তাঁহারদিগের নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া সেই পরম পিতার অনন্ত মঙ্গল ভাব উপলব্ধি করিতে পারি, ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজনকে প্রীতি করিয়া প্রীতি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করত ক্রমে সেই পরম পিতার সকল পুত্র কন্যাকেই প্রীতি করিতে সমর্থ হই, পরিবারের মধ্যে—এই একটু পরিমিত ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার হস্ত তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া ক্রমে জগতের সকল স্থানে, সকল পদার্থেই তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি; এই তাঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য। আপনার ও পরিবারের জ্ঞান ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমে কর্ত্তব্য জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করিয়া ধর্ম্ম ভাবকে উদার উন্নত করিয়া অল্পে অল্পে যে স্বদেশের স্বজাতির সমুদায় পৃথিবীর উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতে পারি, এই জন্যই তিনি শিক্ষা-ভুমি সংসার-ক্ষেত্রে আমারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। বালক যেমন প্রথমে গৃহ-প্রাঙ্গনে পদ-চালনা শিক্ষা করিয়া হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া পরে বাহিরে বহির্গত হয়; তেমনি গৃহ-পরিবারের মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরের নিত্য-পূজা নিত্য-সেবা করিয়া তাঁহার পিতৃ-ভাব মাতৃ-স্নেহ অনুভব করিতে পারিলে, জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতাতে আত্মা উন্নত হইলে, সাধারণ মানব-কুলের সহিত আমারদিগের যে নিকটতর সম্বন্ধ, তাহা অতি সহজেই অন্তরে প্রতিভাত হয়, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আলোকে তাহা অতি উজ্জ্বল রূপেই প্রকাশ পায়; সুতরাং তখন পরিবারের উন্নতি সাধনের ন্যায় স্বদেশের স্বজাতির সমুদায় পৃথিবীর হিতসাধন করা আমারদিগের নিত্য কর্ম্ম হইয়া পড়ে। তখন ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া যেমন প্রতি জনে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় পরিবারের মঙ্গল সাধনের জন্য আপনার বল বুদ্ধি শক্তি সমুদায়ই নিয়োগ করে, তেমনি তখন ঈশ্বরের সম্বন্ধে সকলই আমারদিগের আত্মীয় পরিবারের ভাব ধারণ করে; সুতরাং আমারদিগের ধর্ম্ম কার্য্য সাধন করিবার ক্ষেত্রও প্রশস্ত ও প্রসারিত হইতে থাকে—সহজ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তখন যে দিকে ঈশ্বরের সৃষ্টি, সেই দিকে আমারদিগের সকলই নিয়োজিত হয়—যত দুর ঈশ্বরের রাজ্য, তত দুরই আমারদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বিস্তারিত হইতে থাকে।

আজ আমরা যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের গৃহে ব্রহ্ম-পূজার জন্য আহূত হইয়াছি; ইনি প্রথমে স্বীয় হৃদয়-ধামে সেই মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্ববিধাতাকে স্থান দান করেন, পরে পরিবারের মধ্যে তাঁহার সিংহাসন সংস্থাপন করেন, তৎপরে এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অল্পে অল্পে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে কেমন সুন্দর-রূপে এখানে এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। ঈশ্বরের চন্দ্র সূর্য্য যেমন কোন বিশেষ এক ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি হয় নাই, তেমনি তাঁহার এই ব্রাহ্মসমাজ কেবল কোন এক পরিবার বিশেষের জন্যও প্রতিষ্ঠিত নহে। সাধারণের ব্রহ্মপূজার জন্য প্রতি পক্ষেই ইহার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। সেই করুণা পূর্ণ পুরুষ ধনী নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞান, পাপী পুণ্যাত্মা সকলেরই প্রীতি-পূজা গ্রহণের জন্য সকলকেই অহ্বান করেন।

অতএব সকলে প্রাণ-পণে এই প্রাণ-স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও। ঈশ্বরের আহ্বানে সকলে জড়তা দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণায় পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত হও। এখান হইতে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-পূজা শিক্ষা করিয়া প্রতি গৃহে প্রতি আত্মাতে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা কর। নরনারী সকলে মিলে সেই অনন্তদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সংসার আশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা কর, মনুষ্য নামের মহত্ত্ব বিস্তার কর, বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল কর। এই গুরুতর বিষয়ে কেহ ঔদাস্য উপেক্ষা করিও না। এই প্রাণ স্বরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে কেহ উদাসীন হইও না। এই পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা যেমন বিষয়-বিরত বৃদ্ধের পক্ষে যার পর নাই প্রয়োজনীয়, তেমনি ইহা বিদ্যার্থী বালক বালিকা, সংসার-প্রবেশ-উন্মুখ যুবক যুবতী, সকলেরই জীবনের সার কার্য্য। এই ব্রহ্ম-উপাসনার বলেই মনুষ্য অটল ভাবে কি গৃহ কর্ম্ম, কি সামাজিক কার্য্য, সকলই সুন্দর-রূপে সম্পাদন করিতে পারে। এই উপাসনাতেই মনুষ্যের পারলৌকিক জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, উৎসাহ অনুরাগ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই ব্রহ্মের উপাসনাতেই গৃহস্থের গৃহ পবিত্র হয়, নগর গ্রাম উৎসবময় হয়, সমুদায় দেশ আনন্দময় স্বর্গধাম হইয়া উঠে। এই উপাসনাতেই মনুষ্য মর্ত্ত্য জীব হইয়া মহত্ত্ব দেবত্ব লাভ করে, অনন্তকাল স্বর্গ হইতে স্বর্গ লোকে, সুখ হইতে কল্যাণতর সুখ ভোগে, সমর্থ হয়। এই উপাসনার বলেই মনুষ্য "ঈশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করে।"

হে অখিলমাতা বিশ্ববিধাতা! তুমি আমারদিগকে যে অতুল্য অমূল্য অধিকার প্রদান করিয়াছ, আমরা বিষয়-কোলাহলে পড়িয়া তোমার সেই উদার প্রসাদের প্রতি ঔদাস্য ও উপেক্ষা করিতেছি। তুমি আমারদের সুখের জন্য—মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত সুখ-সজ্জা বিধান করিতেছ, আমরা তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। আমরা অনিত্য অচির পার্থিব-সুখে বিভ্রান্ত হইয়া সকলের কারণ ও মূলাধার যে তুমি, তোমাকে ভুলিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। তুমি কৃপা করিয়া আমারদের সকলের অন্তরে উজ্জ্বল-রূপে প্রকাশিত হইয়া আমারদের সকল ভ্রম নিরসন কর। তোমার মঙ্গল-জ্যোতিতে আমারদের হৃদয়কে জ্যোতিষ্মান কর। তুমি আমারদের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। তুমি বালক বৃদ্ধ যুবা—নর নারী, সকলকেই তোমার উপাসনায় অনুরক্ত করিয়া পৃথিবীতে অক্ষয় সুখ শান্তি বিস্তার কর। আমারদের ভারত-ভূমির—বঙ্গ ভূমির ভূষণ স্বরূপ এই ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন কর—কায়মনোবাক্যে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

THE CALCUTTA BRAHMA SCHOOL.

INTRODUCTORY LECTURE.

May 5th, 1867.

GENTLEMEN,

IT affords me sincere gratification to perform the ceremony of re-opening the Calcutta Brahma School, not only because, on personal grounds, it is full of pleasant associations, but because on public grounds I consider such an institution to be of vast importance to the spiritual welfare of the country and to the progress of the Brahma Samaj. Most of you are aware, I believe that nearly eight years ago, under the guidance and with the co-operation of my venerable coadjutor here present, we founded a Sunday School in this city, in connection with the Calcutta Brahma Samaj. Our object was to bring together a number

of young men, and give them a regular course of instructions in Brahmic Theology and Ethics. Week after week I and my coadjutor used to deliver lectures on these subjects, which, I must say, were duly appreciated by our auditors and conduced to their mental and moral improvement. We have every reason to congratulate ourselves on the fruits of our humble labors, which even exceeded our most sanguine expectations. Of about fifty regular students more than twenty creditably passed the periodical examinations, obtained testimonials of proficiency, and went forth into the world with sound ideas of religion and morality, lofty aspirations and an improved tone of thought and character, of which they have since given abundant proofs in their daily intercourses with the world. Through them and others who used to attend the School only now and then a salutary influence was also produced on the Brahma community in general. Some of the ex-students have also become missionaries of our holy faith, and are engaged in communicating to others those truths in which they had been originally indoctrinated in the School, and which they subsequently developed by their own mature reflection and practical experience. I am glad to see some of them before me. It cannot be denied, therefore, that the School was a success. However, it was closed after three years, as the course of instructions was finished, and the immediate object of the School seemed to have been accomplished in regard to the existing pupils. The idea of opening a new classes of pupils at the end of the final year and repeating our instructions, with a view to train up a fresh batch of young men, did not occur to us at the time. Several important events, however, have since transpired, which have impressed us with the necessity of reviving this useful institution. You are no doubt aware of the immense progress made by the Brahma Samaj of late in Bengal as well as in the North-Western Provinces, the Punjab and Madras. The number of Theists and Theistic Samajes has steadily increased, and a great religious agitation is strikingly manifest on all sides, which is destined to settle in the fulness of time, into a mighty Theistic organization. This progress is owing partly to English education and partly to the numerous tracts, books and periodicals published by the metopolitan and provincial Brahma Samajes, and to the exertions of our itinerant missionaries who have been preaching the doctrines of our faith for the last four years in different parts of the country. In the midst of these cheering indications of progress Calcutta appeared of late to be in a comparatively neglected condition. While our preachers were propagating Brahma Dharma far and wide in the mofussil and in other and remote provinces, our mission was all but closed in the metropolis—the primitive seat of Bramic movement. This was indeed painful to contemplate; the more so as Calcutta being the centre of native improvement should occupy a permanant and prominent place in our mission field, so that we may draw constant accessions from the ranks of the alumni of our schools and colleges, and render education, what it ought to be, a stepping-stone to religious improvement. Is it not a matter of grave regret that there is no public institution in this city for disseminating the truths of Brahma Dharma among our educated young men. I admit isolated attempts are now and then made in this direction by private individuals according to leisure, inclination and covenience, either in the shape of imparting instructions or merely lending books to such as come forward as enquirers; but there is no institution where young men may resort and receive systematic religious and moral training. Such a want has been long felt, in fact ever since the Brahma School was abolished. But never was it so forcibly felt as at present, when the tendencies of our leading educational institutions have become alarmingly prejudical to the spiritual interests of the rising generation of our countrymen.

I am fully alive to the importance and expediency of the policy of religious neutrality on which Government education is based. For wise and benevolent purposes that policy was laid down, and it is necessary that it should be strictly adhered to in all schools and colleges under direct Governmental management. It is not only sound and unimpeachable on political grounds but also acceptable to all religious denominations, being based on the principle of toleration. Secular education in itself is not defective or injurious; on the contrary it is highly useful so far as it goes,

as it affords us a fund of valuable truths for our mental improvement and our guidance in this world. We may disapprove of it on the score of its incompleteness—for it cultivates only the intellectual powers and neglects our religious interests,—and who would not like to see education tending to the development of the whole being? But still it must be confessed—and I would bear testimony from my own experience—that liberal education, though strictly secular, if kept within legitimate bounds must be beneficial, especially when it comprises the mental and moral sciences. Although however I am ready to support the principle of religious neutrality in Government school, I must declare my vigorous protest against undue advantage being taken of it by the tutors. If it is impolitic and wrong to teach any particular creed in Government school, it is morally reprehensible to rush to the other extreme, and by teaching materialism and scepticism sap the very foundations of morality and religion. All that the rule of neutrality requires of teachers is that they should simply abstain from sectarian teaching; but it gives them neither privilege nor power to wantonly and recklessly destroy the very religious instincts and sentiments of their pupils by false philosophy and false logic. Not to teach any specific religion is one thing; to teach irreligion and scepticism is quite a different thing: the former is negative and innocuous; the latter is positively mischievous,—alike hostile to the liberal policy of the State and the moral interests of the alumni, and repugnant to the feelings of all classes of the community, of whatever religious persuasion they may be. It is impossible to calculate the mischief arising from the systematic and unreserved inculcation of materialism in a Government college. And yet this has gone on year after year without a check or a protest. Its evil effects have now assumed such formidable proportions that further connivance is impossible. Amongst the advanced students materialism has found many advocates and followers. They belong to no religious denomination, and when questioned as to their real views of theology and ethics, spout forth the stereotyped phrases of thorough-going materialism. Not a few set themselves up as staunch advocates of Utilitarianism and Positivism, boastfully extol the philosophic beauty and grandeur of these systems and scoff at religion as a congeries of idle fancies and childish whims. It is a pity they do not Understand the dangerous position they occupy. For what are Utilitarianism, Positivism, Materialism, Fatalism, and all other *isms* of the Sensationalistic School, but different species of philosophic worldliness: and who are their adherents but worldly-minded men who live for the senses, seek only wordly interests,deny all the spiritual realities which are above and beyond the animal life, and who, with a view to attach the weight of philosophic sanction to these speculations and practices,take one or other of these big philosophic names. It is to be deeply regretted that our countrymen should thus be led away by false philosophy to sacrifice their true spiritual interests, and casting off the restraint of moral obligations, expose themselves to all the temptations and perils of unbridled worldliness. There are some who do not take wordliness to be so dangerous as it really is, for they find it not necessarily incompatible with honesty and even philanthropy and charity. A little reflection will however show that the spirit of worldliness is antagonistic to the first principles of religion,and when invested with philosophic importance is likely to prove pernicious and demoralizing in the extreme. I must confess that the evils I complain of are not confined to our colleges,nor are they wholly attributable to the influence of the teachers. Materialistic and sceptical notions, in some shape or other, prevail largely, at the present day, amongst various sections of our community, here and in the mofussil, and some of our intelligent countrymen take active interest in encouraging and spreading the same. In the majority of cases such notions are merely the result of worldly-mindedness. They are also specially fostered by the transition-state through which the country is passing, and which daily draws away hundreds from idolatry and superstition without giving them any positive faith in exchange, and thus lands them in scepticism. All this however might be tolerated, as being to some extent inevitable. But when Government institutions offer a premium to materialism, and systematically and with the weight of authority inculcate it in youthful minds; when those to whom we naturally look up with high hopes for

the advancement of our nation—I mean the graduates of our University—go forth into the world with academic honors in one hand and scepticism in another; when education, instead of being a safeguard against ungodliness, directly encourages and promotes it;—we feel that our country's best interests and prospects are in jeopardy. Hence is it that those who take an interest in the welfare of the country have viewed with alarm the progress of materialism and scepticism amongst the graduates of our University. And certainly they have a right to demand a higher order of intelligence and character from men blessed with liberal education. They have a right to demand that educated natives should not glory in denying the spirituality, immortality and accountability of the human soul, and in professing and practising that philosophy which dooms man to the low indulgences of sensual life and denies him the prerogatives and happiness of the moral nature; but that on the contrary they should endeavour to prove themselves in every respect worthy of the honor which the State has conferred on them, and of the confidence and respect of their own countrymen by exhibiting unblemished character, frevent piety, and humble reliance upon God side by side with their intellectual accomplishments.

But how is the needful reform to be brought about? What is to be done to prevent scores of our educated brothers from falling every year into the vortex of scepticism and materialism and to lead them to truth, righteousness and God? In such circumstances the revival of the Brahma School is evidently indispensable. I do not mean to say that it will be able wholly to overcome the gigantic evil reffered to. But I hope and trust that in the hands of Providence it may become an humble instrument to suppress it in some measure—to offer some resistance to the encroachments of materalistic philosophy. In a case of overwhelming difficulties and importance like this we cannot place any confidence in our own limited capacities or any purely human agency. God is our only hope, and we trust He will do what is best for our country in this crisis, through this small institution, which we consign wholly to his keeping. Under his holy gudiance it will teach the sublime doctrines of true faith and the immutable principles of morality, and will prove that true philosophy, far from being inimical to, is the foundation of religion and morality. It will also, we hope, be of service to our young men in leading them practically to that higher life to which they are destined, by giving them a true ideal of manhood and adequate motives for realizing it. Here Gentlemen, your minds, hearts and souls will be carried through such systematic exercise and training as may bring about the proper development of your whole spiritual nature. Here the struggles between reason and faith will be adjusted and the two harmoniously engaged in the service of God. Your secular enlightenment will be rendered conducible to the purification of your heart and the elevation of your character. Here in short you will have the means of laying the foundation of spiritual advancement on the firm basis of true philosophy.

Let me now proceed to give a sketch of the plan of instruction which we shall follow in the School. We propose to explain in a popular style the Theology and Ethics of Brahma Dharma. These subjects will be taken up on alternate Sundays as so to form two parallel series of Lectures. It is necessary in my opinion to keep these two subjects always connected with each-other, otherwise we may bring about all the evils and dangers of partial and one sided training. The inculcation of morality without theology is likely to produce a habit of worldly virtues and outward honesty unaccompanied by a due conception of God's attributes, prayerful reliance upon His Providence and a solemn sense of responsibility under His eternal moral government. We do not want that godless morality which is so much esteemed in the world, and which consists only in the fulfilment of a few social and domestic duties; we want that wholesome genuine morality which is grounded in faith, whose standard is the divine will and whose strength is divine help. In order to comprehend and attain this preliminary theological training is indispensable, which will give the mind proper notions of God and our relations to Him. Nor is theology without morality less mischievous. It makes man rest satisfied with the abstract knowledge of God, or seek pleasure in the mere contemplation of his nature and works. It begets conceited rationalism and exerts no influence on the emotion or the will. It attaches little importance to the fulfilment of duty, and makes religion consist in knowing God, not in

serving Him. And hence it is often accompanied by a life of immoral thoughts and practices and vicious indulgences. It is therefore necessary that theology and ethics should go hand in hand.

Perhaps you will ask—what is there in Brahmic Theology worth learning? I believe there is a great deal to be learnt if only we apply ourselves to it with hearts free from prejudice and conceit. You are not to expect here any thing like hollow preaching, which only addresses the feelings but affords no solid argument for reflection. Such preaching has certainly its uses else where. But in this institution which is intended to be a School, our object is not to preach but to teach. On referring to the vast mass of our sermons and popular tracts, you may have run away with the idea that there is nothing in Brahma Dharma which requires thought or study; it is all superficial and commonplace. However simple Brahmic truths may appear to be—and they cannot be otherwise as they are the spontaneous convictions of our natural consciousness—there is a world of philosophy at the bottom, which must be explored in order to reach their scientific principles. And as your object here is to obtain a scientific knowledge of Brahmic theology, it will be necessary to explain all its doctrines in connection with philosophy. We intend to begin with psychology and make it always the basis of our speculations and arguments. With its light we propose to clear up all doubtful points; and to it we shall appeal in solving all difficulties. We shall proceed step by step, drawing legitimate inferences from admitted premises, and from these inferences again developing the conclusion which they warrant, till we succeed in evolving the whole of Brahmic theology. Theology is evidently dependent upon psychology. The arguments and doctrines of religion are derived chiefly from the constitution and laws of the human mind. The more we look into our own consciousness, the more we feel what human nature really is, and recognise those facts of intelligence, personality and moral government which cositituе the foundation of our knowledge of God. It is mind and not matter that furnishes the chief materials of theological knowledge. Hence the study of psychology is essential to theology.

The learned Vice-Chancellor of the Calcutta University highly extolled the Phisical Sciences. Nothing else could be expected from the standpoint from which he viewed the subject. His chief object being the development of the physical resources of the country and the promotion of its material prosperity, he could not but recommend the special cultivation of the physical sciences. But we must remember what Sir William Hamilton says on the evil influence of an exclusive devotion to physical pursuits. It makes the student a materialist; for by holding too much communion with material objects and outward nature he sees nothing but a series of secondary causes and the workings of blind necessity and mechanical laws, and is thus disabled from coceiving the ture nature of God. This truth is well exemplified in the case of the numerous professors and students of the physical sciences of our day who though they constantly handle the most striking testimonies of God's wisdom and mercy, seem to be thoroughly materialistic in their views. But if the physical sciences be subordinated and rendered subservient to psychology, they prove and illustrate in a remarkable manner the primary truths revealed by the latter. We intend therefore in our discourses on Brahmic Theology to attach the utmost importance to psychology, it being at once the foundation and evidence of true theology; and if we have ever occasion to refer to the physical sciences, we shall use them for purposes of illustration. You are not to infer from what I have said that unless you become philosophers you cannot be Brahmas. Far from it. The sweet simplicities of Brahma Dharma are soul-satisfying, and are capable of meeting all the requirements of faith. But those who desire to understand the foundations of their faith and the reasons of their belief should study psychology. They will come to find that in the highest activity of our intellectual nature reason and faith are one; that what we believe by faith is perfectly consonant with the highest philosophy.

In the department of Ethics, we propose to take up only those subjects which relate to practical morality. Speculative Ethics, comprising an analysis of the nature and functions of conscience, the doctrines of personality and accountability, and the true theory of moral distinctions will be treated in the course of our Lectures on Theology. In expounding the principles of Practical Ethics we shall first describe the true destiny of human life. We shall enumerate and explain the various duties of man—to himself, to society

and to God. We shall try to impress upon you the high standard of moral purity which you should ever strive after, and to awaken you to a sense of your imperfections and sins. We shall explain in order the various means whereby the passions may be governed and all the propensities of the flesh subordinated to conscience and how man may be delivered from corrupt thoughts and evil practices, and how he may steadily advance in the path of purity and rectitude. Gentlemen, I cannot sufficiently urge upon you the importance of *character*. Religion is of very little use if it cannot restrain our passions and enable us to live with conscientious purity, and discharge our various duties with fidelity and earnestness. A tree is known by its fruits, and if we lead corrupt lives we shall certainly be hated as hypocrites, and we shall place our religion in a false light before others. You must endeavour to be strict in your moral life, if you wish to glorify God and secure your true welfare here and hereafter. Besides the various fashionable vices of the day which beset native society, and which have already dragged so many young men into the paths of destruction, demand your utmost care and watchfulness, and unless you habitually guard yourselves against temptation and place your hearts under rigid moral discipline you cannot be saved, Labour "heart within and God overhead," and pray unceasingly that with His strength you may be able to compass the destiny of existence.

In conclusion, I have only to request you will attend the School regularly, and perseveringly go through the routine of theological and moral exercises which will be prescribed for you. May God bless this institution, and render it conducive to the welfare of the teachers and the pupils?

তত্ত্ববিদ্যা।

ভোগ কাণ্ড।

তৃতীয় অধ্যায়।

মূল আদর্শ।

ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ-মূলক যে সকল সৌন্দর্য্যের আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশ পায়, তাহা এক প্রকার নির্ণীত হইল; এক্ষণে, আত্মায় আত্মায় যে রূপ প্রেম সম্বন্ধ, তাহারই আদর্শ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বকার প্রতিজ্ঞাত প্রণালী অনুসারে চলিতে হইলে, বর্ত্তমান স্থলে বুদ্ধির মূল তত্ত্ব গুলির প্রতি সর্ব্বাগ্রে মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

বুদ্ধির মূল তত্ত্ব কি? না, আত্মা এক, ভাবাত্মক এবং স্বাধীন, বিষয় অনেক, অভাবাত্মক এবং পরাধীন, জ্ঞান সমষ্টিবদ্ধ, সীমাবদ্ধ এবং পরস্পরাধীন।

প্রজ্ঞার মূল তত্ত্ব এবং বুদ্ধির মূল তত্ত্ব উভয়ের মধ্যে কি বাস্তবিকই প্রভেদ আছে? না কেবল একটা প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে? এ বিষয়ে অনেকের মনে এখনো সংশয় থাকিতে পারে। সংক্ষেপতঃ, প্রজ্ঞার অদ্বিতীয়ত্ব এবং বুদ্ধির একত্ব, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে কি না প্রণিধান করিয়া দেখিলেই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যথোচিত মীমাংসা হইতে পারিবে।

মনে কর, আমার এক খণ্ড ভূমি মাপিবার প্রয়োজন হইয়াছে; তজ্জন্য এক হস্তই হউক, এক কাঠাই হউক, এক বিঘাই হউক, কতক পরিমাণ স্থানকে এক বলিয়া ধার্য্য করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এক হস্তকে এক গণ্য করিলে আমার পক্ষে হয়ত, সুবিধা হয়, এক কাঠাকে এক গণ্য করিলে অন্যের পক্ষে হয়ত সুবিধা হয়,—কেন না বুদ্ধি বৃত্তির ধারণ শক্তি কাহারো বা অধিক কাহারো বা অল্প, কাহারো বা গ্রহ চন্দ্রাদি মধ্যগত ব্যবধান মাপা অভ্যাস, কাহারো বা ক্ষেত্রাদি মাপা অভ্যাস, সুতরাং যে পরিমাণ দণ্ড আমার মনো বৃত্তির ধারণোপযোগী, অন্যের পক্ষে তাহা সেরূপ না হইয়া ন্যূনাতিরেক হইতে পারে। অতএব খণ্ড আকাশ বিশেষকে আমরা চাই এক বলি, অন্যে চাই দুই বলুন, যাহার যে রূপ ধারণ শক্তি

তিনি সেই অনুসারে গণনা করুন, তাহাতে কিছুমাত্র বাধা নাই। কিন্তু কাহারো সাধ্য নাই যে, তিনি অসীম আকাশকে এক ভিন্ন দুই বলিতে পারেন। অসীম আকাশ সম্বন্ধে আমার ধারণ শক্তি যে রূপ, অন্যেরও সেই রূপ, সমূলে ব্যর্থ হয়। খণ্ড আকাশের একত্ব আমাদের নিজের নিজের তারতম্য বিশিষ্ট ধারণ শক্তিকে অপেক্ষা করে, অতএব ইহা আপেক্ষিক; কিন্তু অসীম আকাশের যে একত্ব তাহা নিরপেক্ষ সুতরাং নির্ব্বিকল্প। অসীম আকাশ যদিও আমাদের ধারণ শক্তির অতীত, তথাপি তাহার সেই অদ্বিতীয় একত্ব মূলে অপ্রতিহত থাকাতেই খণ্ড আকাশ সকলের সদ্বিতীয় একত্ব সিদ্ধ হইতে পারিতেছে। পূর্ব্ব হইতেই প্রজ্ঞাতে অসীমের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, বুদ্ধি সেখানে পৌঁছিতে পারে না। বুদ্ধি যদি অসীমের দিকে হস্ত প্রসারণ করে, তবে সে কেবল হাস্যাস্পদ হয়, ইহাই সত্য। আমারদের স্ব স্ব পরীক্ষিত বিষয় সমূহের মধ্যে বুদ্ধি যে কোন একত্ব উপলব্ধি করে, তাহাতে জীবাত্মার পরিমিত একত্বেরই পরিচয় দেওয়া হয়; কিন্তু সকল একত্বের মূল একত্ব যাহা পূর্ব্ব হইতে আমাদের প্রজ্ঞাতে স্থির নিশ্চয় রহিয়াছে, তাহাতে পরমাত্মার অদ্বিতীয় একত্ব প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইতেছে।

আমাদের স্ব স্ব জীবাত্মার একত্ব, ভাবাত্মকতা, স্বাধীনতা, তদীয় বিষয়ের অনেকত্ব, অভাবাত্মকতা, পরাধীনতা, এবং উভয়ের মধ্যগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এই আদর্শানুযায়ী যে কোন দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আইসে, তাহাতেই আমাদের প্রেম আকৃষ্ট হয়। কেন না, সকল হইতে মুখ্যতম রূপে আমরা আপনা আপনাকে প্রীতি করিয়া থাকি, এবং আমাদের নিজের ভাব আমরা অন্যেতে যে পরিমাণে আরোপ করিতে পারি, সেই পরিমাণে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি বর্ত্তে।

প্রথমতঃ;—আমরা আপনারা যে পরিমাণে বিচিত্র বিষয় সকলকে একের অন্তর্গত করিয়া ধারণ করিতে পারি, অন্যেতে তদনুরূপ ভাব দেখিলে তাহাকে আমরা আপনার মত করিয়া হৃদয়ে স্থান দিই। এতদ্ভিন্ন, যাঁহার ধারণ শক্তির ইয়ত্তা আমাদের অপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ যিনি আমাদের অপেক্ষা বহুদর্শী ও দূরদর্শী, তাঁহাকে আমরা ভক্তি করি; এবং যাঁহার ধারণ শক্তির ইয়ত্তা আমাদের অপেক্ষা অল্প, তাঁহাকে আমরা স্নেহ করি। বিদ্যা অর্থ, মান সম্ভ্রম, আচার ব্যবহার, ভাব ভক্তি, কোন না কোন বিষয়ে দুই জনের ইয়ত্তা-পরিধি পরস্পর-সন্নিধানে সমান বলিয়া পরিচিত হইলেই উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে। অপিচ, দুই জনের মধ্যে বাহিরে বিস্তর অনৈক্য থাকিলেও ভিতরে ঐক্য থাকিবার কিছুমাত্র বাধা নাই। এক জন হয়ত বণিক্‌, অন্য জন হয়ত কৃষক, অথচ দুই জনেরই অর্থের প্রতি সমান রূপ মমতা থাকিতে পারে। এক জন হয়ত স্ত্রী, অন্য জন হয়ত পুরুষ, এবং তাহাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ, অথচ গৃহকার্য্য সুনির্ব্বাহ পক্ষে, সন্তান প্রতিপালন পক্ষে উভয়েরই সমান রূপ যত্ন থাকিতে পারে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা বাহিরে দুই কিন্তু ভিতরে এক; নতুবা কি, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অবস্থা-বৈচিত্র্য গুণে, উদ্বাহ বন্ধন জনিত উহারদের ভিতরের একত্ব চাপা পড়িতে পারে? কখনই না, তাহা আরো উজ্জ্বল রূপে প্রকটীকৃত হয়;—রজনীর অন্ধকারে তারকাবলি যেমন ঢাকা পড়ে না, প্রত্যুত তাহাদের উজ্জ্বলতা আরো ফুটিয়া বাহির হয়;—সেই রূপ।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা আপনারা যে পরিমাণে অভাবান্বিত আবির্ভাব সকলের মধ্যে ভাবের আস্বাদ পাই, অন্যেতে সেই মাত্রা ভাবুকতার নিদর্শন পাইলে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি সংক্রমিত হয়। এতদ্ভিন্ন, যিনি আমারদের অপেক্ষা অধিক মাত্রা ভাবুক, তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, যিনি তদপেক্ষা অল্প মাত্রা ভাবুক, তিনি আমাদের স্নেহের পাত্র। এই জন্য, প্রীতির শিকড় সমবয়স্কদিগের মধ্যে যেমন সহজে বিস্তারিত হইতে দেখা যায়, বিভিন্ন বয়স্কদিগের মধ্যে সে রূপ কখনই সম্ভবেনা। তৃতীয়তঃ ;—আমরা আপনারা যে পরিমাণে পরাধীনতার মধ্যে স্বাধীনতা উপভোগ করি, তদনুরূপ ভাব অন্যেতে দেখিলে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি নিবদ্ধ হয় ; এবং সে ভাবের ন্যূনাতিরেক দেখিলে তৎপরিবর্ত্তে স্নেহ ভক্তির উদ্দীপন হয়। এই প্রকার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উচ্চের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, সমানে সমানে প্রেম, এবং নীচের প্রতি স্নেহ মমতা, ভাবের স্রোত এই রূপ ত্রিপথগামী।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহার মধ্য হইতে সার সংকলন করিলে এবং তদীয় আনুসঙ্গিক দুই একটি শাখা প্রশাখা অঙ্কুরিত করিলে, নিম্নলিখিত কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যথা ;—

প্রথমতঃ, প্রকৃত প্রেম যাহা, তাহা পৃথিবী লোকে মনুষ্যে মনুষ্যেই সম্ভবে। বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী ইহারা আমাদের ক্রীড়ার বস্তু হইতে পারে, প্রেমের বস্তু হইতে পারে না। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রেম বলাতে আত্মায় আত্মায় প্রেম বুঝায়—এই প্রেমই যথার্থ প্রেম নামের যোগ্য। আত্মায় আত্মায় যে কেমন প্রেম, তাহা আমরা স্বয় অন্তরেই উপভোগ করিতে পারি ; যে হেতু, সকলেই আমরা আপনা আপনাকে প্রীতি করিয়া থাকি। আপনাকে প্রীতি করা আত্মারই ধর্ম্ম ; এই হেতু আমাদের আত্মা যত উন্নত হয়, ততই আমরা অধিক পরিমাণে আপনাকে প্রীতি করিতে সমর্থ হই ;—যে পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের ভক্ত, সেই পরিমাণে আমাদের আত্মা উন্নত, সেই পরিমাণে আমরা আপনাতে এবং অন্যেতে প্রীতি রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হই।

দ্বিতীয়তঃ ;—আমরা আপনার ভাব অনুসারেই অন্যের সহিত প্রেমে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এক জন বিদ্যার্থী পণ্ডিত, এবং এক জন ধনার্থী বণিক্, উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইতে না পারে এমন নয় ; কিন্তু তাহা হইলে ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে যে, বিদ্যা এবং অর্থ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথোচিত ঐক্য আছে, নতুবা কিসের উপরে স্থাপিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রেম সজীব থাকিবে। একবার কোন বিষয়ে দুই জনের মধ্যে প্রেমের সূত্রপাত হইলে, পরে যত উভয়ের মধ্যে সেই বিষয়ের আলোচনা হয়, এবং তজ্জন্য উভয়ই সে বিষয়ে একত্র উন্নতি লাভ করে, ততই তাহাদের মধ্যে প্রেম সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা হয় ; এবং উভয়ের যদি ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সে প্রেম কোন কালেই জরাজীর্ণ হইয়া মৃত হয় না, প্রত্যুত ক্রমশই বিকসিত হইয়া আনন্দামৃতে পূর্ণ হইতে থাকে।

তৃতীয়তঃ ;—উচ্চতর ব্যক্তির সহবাসে আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি চরিতার্থ হয়, এবং তাহাতে আমরা উন্নতির দিকে আকৃষ্ট হই। কখন কখন এ রূপ হয় যে, অরোগী হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ চিকিৎসক বিশেষ অভ্যাগত হইবামাত্র রোগীর রোগ দূরে পলায়ন করে ;—ভক্তি শ্রদ্ধাই এ রূপ আরোগ্যের

মূল। রোগী ব্যক্তি যেমন চিকিৎসকের হস্তে আপনাকে শ্রদ্ধার সহিত সমর্পণ করে, সেই রূপ আমরা যদি ঈশ্বরের উপরে সম্পূর্ণ ভরসা স্থাপন করত সাংসারিক দুঃখ বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকি এবং তাঁহার আদিষ্ট সদুপায়ে তৎপর হই, তাহা হইলে তিনিই আমারদের আত্মার উন্নতি করিয়া দেন; কিন্তু দুর্দ্দান্ত রোগীর ন্যায় আমরা যদি অধৈর্য্য হইয়া ঈশ্বরের সাহায্য বিনা আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা পদে পদে আরো রোগ সঞ্চয় করিতে থাকি।

সমানের সহবাসে আমাদের প্রীতি চরিতার্থ হয়, এবং তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যেই আমাদের সন্তোষ নিমগ্ন থাকে। ভক্তি উন্নতির দিকে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া থাকে, প্রীতি বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে দ্রব্যাদি গুছাইয়া সন্তোষ উপভোগে রত হয়; পরন্তু এই প্রীতির যদি ভক্তির সহিত সংস্রব না থাকে, তাহা হইলে সে সন্তোষ দেবতার বর্ষণ অভাবে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়; কেন না ঈশ্বরের কল্যাণ আশীর্ব্বাদ আমাদের শরীর মন অত্মাতে যথা পরিমাণে বর্ষিত না হইলে, আপন আত্মাও আমাদের নিকটে অসার ও হেয় বোধ হয়, তবে আর কে আমাদিগ ক প্রীতি দানে পরিতুষ্ট করিবে? সম্পূর্ণ দাতার নিকটে সম্পূর্ণ গৃহীতার যে রূপ ভাব হওয়া উচিত, সেই রূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব আত্মাকে অভিভূত করিলে, তবেই ঈশ্বরের দান আমারদের নিকটে বিশেষ রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের বলে আমরা বিষয় উপভোগ করি, সমুদায় আত্মার বলে আমরা আপনাকে প্রীতি করি, কিন্তু সমুদায় আত্মার বলেও আমরা পরমাত্মাকে ভক্তি করিয়া উঠিতে পারি না; তবে কি? না তাঁহার সাহায্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক যে পরিমাণে আমরা তাঁহাতে ভক্তি সমর্পন করি, সেই পরিমাণেই আমারদের আত্মায় আত্মায় বিশুদ্ধ প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকে।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, যদিচ মুখ্য রূপে ধরিতে গেলে মনুষ্যই কেবল আমাদের প্রীতির আস্পদ হইতে পারে, তথাপি বহির্ব্বিষয় সকলেতে যে হেতু মনুষ্যত্বের ভাব কৃত্রিম রূপে আরোপ করিতে পারা যায়, এই হেতু উহাদিগকেও আমরা এক প্রকার প্রীতি করিতে পারি। সূর্য্যকে আমরা বলি চক্ষুষ্মান্, আলোককে—আনন্দযুক্ত, রজনীকে—প্রশান্ত; কিন্তু বাস্তবিক, সূর্য্যেতে চক্ষু নাই, আলোকে আনন্দ নাই, রজনীতে শান্তি নাই,—সকলই আমাদের মনে। অন্ধকার আমাদের সম্মুখ হইতে বিষয় সকল কাড়িয়া লয়, আলোক পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আমাদের নিকট প্রত্যানয়ন করিয়া আমাদের মনে আনন্দ বিধান করে—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু সে আনন্দ আমাদের মনেরই সম্পত্তি, আলোকের তাহাতে সত্ত্ব নাই। অতএব আলোককে কেবল আমরা কৃত্রিম রূপেই আনন্দনিধান বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি;—শিশুকে যেমন নানা রূপ উচ্চপদ-সেব্য উপাধি সম্বোধনে আদর করা যায়,—সেই রূপ। প্রকৃতিকে ঈশ্বরপদোচিত উপাধি উল্লেখ সহকারে ব্যাখ্যা করাও এই রূপ অবাস্তবিক স্নেহ সম্ভাষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অতএব আমরা আত্মাকে যে ভাবে প্রীতি করি, বিষয়কে কদাপি সে ভাবে প্রীতি করিতে পারি না। কেন না ইহা সুস্পষ্ট যে, যদি একটা কোন সামগ্রীতে রত হওয়া কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা বিষয় নহে, কিন্তু আত্মা; এবং যদি হেলাক্রমে নানাবিধ বিচিত্র সামগ্রীতে বিচরণ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা

আত্মা নহে কিন্তু বিষয়-সঙ্গ। সুতরাং গাঢ় প্রেমাসক্তি আত্মার সঙ্গেই বিধেয়, বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে তরল বাল্য ক্রীড়াই বিধেয়, এ ভিন্ন বিষয়-বিশেষের সহিত অকাট্য গ্রন্থিতে অনুস্যূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

সূফি ধর্ম্ম।

সুফি ধর্ম্ম অপৌত্তলিক ধর্ম্ম। এক মাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম লাভ করিতে মনুষ্যের যে এক স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, এই ধর্ম্ম তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মত অনেক ধর্ম্মেই লক্ষিত হয় বটে, বস্তুত কোরাণের ধর্ম্মই ইহার মূলভূমি। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় যেমন কোরাণের অভ্রান্ততা স্বীকার করে, সুফিরা তদ্রূপ নহে; গুরূপদেশ বা যোগীদিগের যোগলব্ধ প্রত্যাদেশই ইহাদিগের শাস্ত্র। সুফিরা কোরাণের অযৌক্তিক বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া মনুষ্যের অন্তর্দৃষ্টিতে ধর্ম্মের অনুসন্ধান করে। ইহারা কহে যে, মনুষ্যের আত্মা শান্তিনিকেতন ঈশ্বর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই নির্ব্বাসনের নির্দ্দিষ্ট কালই ইহার জীবনের সীমা। আত্মা নির্ব্বাসিত হইবার পূর্ব্বে সত্যের স্বর্গীয় মুখ দর্শন করিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে এই পৃথিবীতে কেবল তাহার অব্যক্ত ও অপরিস্ফুট ভাব গ্রহণ করিতেছে। ইহাদিগের এই বিশ্বাসটি ইহাদিগের মধ্যে এই প্রচলিত প্রবাদ সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। জগদীশ্বর সৃষ্টিকালে সমুদায় সৃষ্ট আত্মাকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিয়াছিলেন, তোমরা আমার ঐশ্বর্য্য স্বীকার কর কি না? আত্মা সকল বিনীত ভাবে কহিল, প্রভো! আমরা কিছুতেই আপনার আধিপত্য অস্বীকার করিতে চাহি না। সুফিরা কহে যে জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মালোচনা ও নীতি শিক্ষা আবশ্যক এবং আত্মার যে সমস্ত ইচ্ছা ন্যায়ানুগত, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা অবশ্যই সফল হইবে।

বৈদান্তিকদিগের সহিত সুফি ধর্ম্মের অনেকাংশে মত-সাদৃশ্য আছে। বৈদান্তিকেরা কহে যে এই জগৎ কিছুই নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই প্রকৃতিরূপ ছদ্ম মুখে অবস্থান করিতেছেন। সুফিদিগের মত ইহারই অনুরূপ; সুফিরা কহে যে, সকলের মূলকারণ ঈশ্বর বিশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সকল বস্তুই ঈশ্বর ও ঈশ্বরই সকল বস্তু। ইহারা বিশুদ্ধ গীত বাদ্য ও পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশক গ্রন্থের আলোচনায় অতিশয় অনুরক্ত। ইহারা কহে যে,যে বাক্য সাংসারিক ভাব ব্যক্ত করে, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ; তাহার দ্বারা আত্মার স্বর্গীয় উন্নত ভাবকে কলঙ্কিত করা বিধেয় নহে। এই কারণে সুফিদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ নূতন প্রণালীতে বিরচিত হইয়াছে। ইহারা সাঙ্কেতিক বাক্য ও রূপকচ্ছলে আত্মার ভাব সকল ব্যক্ত করিয়াছে। পার্থিব প্রিয় বস্তুর সমাগম ও বিরহ বর্ণন-চ্ছলে ঈশ্বরের সহিত সমাগম ও বিরহ গূঢ় ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। মদ্য-পান-জনিত মত্ততাচ্ছলে স্বর্গীয় অলৌকিক আনন্দ অভিব্যক্ত করিয়াছে।

সুফিদিগের সহিত চৈতন্য সম্প্রদায়ের অধিক ভেদ নাই। অকপট প্রীতিই যে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার প্রকৃত উপায়, উভয় পক্ষই তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। প্রকৃতির সমুদায় বিষয়ই যে এক একটি মঙ্গল উদ্দেশ্য বহন করিতেছে, ইহা উভয় পক্ষই মুক্তকণ্ঠে কহিয়া থাকে। সুফিরা যেমন ব্যাবহারিক গ্রন্থের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার না করিয়া চলে, বৈষ্ণবেরাও ঐ রূপ। গুরুর মতানুবর্ত্তী হওয়া সুফিদিগের একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহারা গুরুকে মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করে,

এবং তাঁহার প্রতি একটি পবিত্র বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে। বৈষ্ণবেরাও এই রূপ গুরুপদাশ্রয় ইহাদিগের মতে অতিশয় আবশ্যক। ইহারা আপনাকে ও আপনার অধিকৃত সমুদায় পদার্থ গুরুর অধীন করিয়া রাখে। গুরুকে ঐহিক দেবতা বোধ করিয়া থাকে এবং কৃষ্ণ অপেক্ষাও গুরুকে প্রসন্ন করাই জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য বিবেচনা করে।

সুফি ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেহই জাতি ভেদ স্বীকার করে না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা চৈতন্য মোগল ও পাঠানদিগকেও আপনার সম্প্রদায়-ভুক্ত করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষই পার্থিব বৈরাগ্যকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কহেন যে, যতটুকু সংসারে অনুরাগ, ততটুকু ধর্ম্মে বিরাগ। সুফিদিগের ন্যায় বৈষ্ণবেরা গ্রন্থ রচনাশক্ত ও গীত বাদ্যানুরক্ত। চৈতন্য, সংকীর্ত্তনকে ধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃত উপায় বোধ করিয়া নৃত্য গীতে কালক্ষেপ করিতেন। সুফি ও বৈষ্ণবেরা উপবাসাদি কৃচ্ছ্র সাধনকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ভক্তিভরে মূর্চ্ছিত হওয়া দুই পক্ষেরই একটি অসাধারণ লক্ষণ। ইহাদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈষ্ণবেরা কহে যে ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে ক্রমশ পাঁচটি অবস্থা অতিক্রম করা আবশ্যক। প্রথম শান্ত, দ্বিতীয় দাস্য, তৃতীয় সখ্য, চতুর্থ বাৎসল্য, পঞ্চম মাধুর্য্য। বৈষ্ণবদিগের ন্যায় সুফিদিগেরও চারিটি অবস্থা আছে, যদিও এই চার অবস্থা বৈষ্ণবদিগের উল্লিখিত অবস্থার সম্যক অনুরূপ নহে, তথাচ ইহার সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। সুফিদিগের প্রথম অবস্থার নাম নাসৎ। এই অবস্থায় উপাসকেরা আপনাদিগকে বিশ্বাসের একান্ত অধীন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধ ভাব সম্পাদনে চেষ্টা করিয়া থাকে। বৈষ্ণবদিগের দ্বিতীয় দাস্য অবস্থার সহিত ইহার এক প্রকার সাদৃশ্য আছে। সুফিদিগের দ্বিতীয় অবস্থার নাম তারিকৎ। এই অবস্থায় সুফিরা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানা প্রকার ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করে, বাহ্য উপাসনার পরিবর্ত্তে আন্তরিক উপাসনায় লিপ্ত হয়। বৈষ্ণবদিগের তৃতীয় সখ্য অবস্থার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। বৈষ্ণবেরা এই অবস্থায় ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্মৃতির মতানুবর্ত্তী না হইয়া ঈশ্বরের সহিত আপনাদিগের সখ্যভাব স্থাপন করিয়া থাকে। সুফিদিগের তৃতীয় অবস্থার নাম আরাফ্। এই অবস্থার জ্ঞানযোগে ক্রমশ পবিত্র ভাব উপলব্ধ হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদিগের প্রথম অবস্থা শান্তের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। সুফিদিগের চতুর্থ অবস্থার নাম ওয়াসিল্। এই অবস্থায় ঈশ্বরের সহিত আত্মার একাত্মভাব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। সুফিদিগের এই চতুর্থ অবস্থার সহিত বৈষ্ণবদিগের আপাতত কিছু মত ভেদ লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু বৈদান্তিক মতের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। সুফিরা কহে যে এই অবস্থায় সূর্য্যের সহিত সূর্য্য কিরণের যেরূপ সম্পর্ক, পরমাত্মার সহিত আত্মার সেই রূপই সম্পর্ক, যেমন সূর্য্য হইতে কিরণ সকল এক বার প্রসারিত হইয়া পুনরায় তাহাতে মিলিত হয়, সেইরূপ যে আত্মা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে, তাহা পুনরায় তাঁহাতেই গিয়া মিশ্রিত হইবে। এই চতুর্থ অবস্থায় সুফি সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের সহিত আপনার আত্মার সম্বন্ধ বিলক্ষণ অবগত হন, এবং আমিই সত্য মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। সুফিদিগের এই বাক্যের সহিত বৈদান্তিকদিগের "সোঽহমস্মি" এই বাক্যের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বৈষ্ণবেরা কহেন যে যদিও

পরমাত্মার ন্যায় আত্মা অসৃষ্ট ও নিত্য পদার্থ, তথাচ পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্পূর্ণ ভেদ আছে। ইহাঁরা উভয়েই স্বতন্ত্র। পরমাত্মার সহিত সহবাসই ধর্ম্মের শেষ পুরস্কার।

যদিও আপাতত স্থফিদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের এই বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহা নাম মাত্র ভেদ বলিয়া বোধ হইবে। মৌলানা জেলাল্ উদ্দিন রুমি স্বপ্রণীত গ্রন্থে এই অবস্থার উল্লেখ করিয়া এক স্থলে কহিয়াছেন, উপাসকগণ! এক্ষণে তোমরা আনন্দের সহিত ঈশ্বরের নিকেতনে গমন কর এবং তাঁহাকে নয়নে নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অর্চনা কর। এই বাক্য দ্বারা পরমাত্মায় আত্মার মিশ্রণ ভাব কিছুই অভিব্যক্ত হইতেছে না। স্থফি ধর্ম্ম যে কোন্ সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং ইহার প্রবর্ত্তকই বা কে, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮৫ সংখ্যক পত্রিকার ১৮ পৃষ্ঠার পর।

মহর্ষিগণ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নকালে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত সূত্রের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র যে রূপে বৌদ্ধ মত দূষিত করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা প্রদর্শন করিতেছি। তিনি বেদান্ত সূত্রের টীকার এক স্থলে লিখিয়াছেন, যে বৌদ্ধেরা কহে, সৎ ও অসৎ বস্তুর ভাব বিচারসহ হইতে পারে না *। কিন্তু আমরা কহিতেছি যে ইহার বিচার-সহত্ব ও অসহত্বের বিচার অগ্রে করিয়া পশ্চাৎ এই রূপ সিদ্ধান্ত করা হইতেছে। সুতরাং যখন এই বাক্যের মূলে বিচার, তখন ইহা বিচারসহ হইতে পারে না, এই বাক্য নিতান্ত অপ্রামাণিক। মহর্ষিরা কহিয়াছেন, বৌদ্ধ মত শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অসত্য। সাঙ্খ্য মত বিশেষ বিশেষ স্থলে বৈদান্তিক মতের সম্পূর্ণ বিপরীত; কিন্তু কপিল শ্রুতিকে শিরোধার্য্য করিয়া আপনার মত সমর্থন করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যদি কপিলের ন্যায় শ্রুতির অবিরোধে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে মত সংস্থাপনে প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারদিগের পরিশ্রম সার্থক হইত, মহর্ষিরা তাঁহারদিগের বাক্য ভ্রান্তিকল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন না। কিন্তু তাঁহারা কি আভিধর্ম্ম কি বিনয় কোন স্থলেই শ্রুতির অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। মনুষ্যের মনোবৃত্তি স্বভবত যে সমস্ত বিষয় নিরূপণ করে, বেদের মধ্যে তৎসমুদায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধ বেদের সহিত স্বমতের একতা অনায়াসে প্রদর্শন করিতে পারিতেন। 'হিংসা করা অবিধেয়' 'অপেয় পান অতিশয় গর্হিত' বুদ্ধ যদি বেদের সহিত এই সমস্ত উপদেশ বাক্যের একবাক্যতা দেখাইয়া জনসমাজে প্রচার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর 'স্বর্গার্থী চৈত্যের উপাসনা করিবে' 'শিরোমুণ্ডন করা কর্ত্তব্য' এই সমস্ত উপদেশ যে গ্রন্থ-বদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহা বেদ-বিরোধী হইলেও লোকের আদরণীয় হইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই বলিয়া লোকে তাঁহার মতের উপর নানাপ্রকার তর্ক তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছে

বৌদ্ধেরা যে বেদ-বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিয়া নিশ্চিন্ত হন, তাহা নহে; মহর্ষিগণ বেদকে যেমন অপৌরুষেয় বাক্য রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উহাঁরাও আপনা দিগের গ্রন্থ তদ্রূপ করিবার চেষ্টা পান। কুমারিলের তন্ত্র বার্ত্তিকের মধ্যে ইহার একটি বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ঐ গ্রন্থের এক স্থলে এই রূপ লিখিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত যুক্তি বেদের অপৌরুষেয়তা প্রতিপাদন করিতেছে, শাক্য মুনির উপদেশেও তৎ সমুদায় তুল্যবলে প্রযুক্ত হইতে পারে। শাক্যের

* সদাদীনামন্যতরৎ বিচারং ন সহতে

বাক্য অবিষদ ও দুরূহ নহে, সুতরাং ইহা যে প্রমাণ-সিদ্ধ তাহাতে কোন সংশয়ই উপস্থিত হইতে পারে না। বিশেষত শাক্য মুনি স্বয় ঐ সমস্ত মত রচনা করেন নাই। তিনি কেবল এই সকল প্রচার করিয়া যান, এবং কোন্ মনুষ্য যে তাঁহার ঐ মতগুলি রচনা করেন, তাহারও কিছুমাত্র উল্লেখ নাই সুতরাং বেদের ন্যায় ইহাঁর মতের কোন অংশে মানুষ-সুলভ ভ্রান্তির কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না *। কুমারিল এই রূপ বাক্যে ক্রোধান্ধ হইয়া কহিয়াছেন যে, এই সমস্ত ধর্ম্ম-দ্বেষী বৌদ্ধেরা আপনাদিগের গ্রন্থ সমুদায়কে মনুষ্য-রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ-করিতে উৎসুক নহে। এই সকল দুর্ব্বল-প্রকৃতি ধূর্ত্ত কেবল বিদ্বেষ-পরবশ হইয়াই বেদের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতেছে। ইহারা যে সমস্ত মত বেদ হইতে অপহরণ করিয়াছে, ইহারা কহে যে তৎসমুদায় বেদ হইতে সঙ্কলিত হয় নাই। কারণ, বুদ্ধের অন্যান্য মত বেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; সুতরাং তিনি যে আপনার মতের মধ্যে বৈদিক মত প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ইহা যার পর নাই অসম্ভব। ইহারা বুদ্ধ-বাক্যের অভ্রান্ততা সংস্থাপন করিবার চেষ্টা পাইয়া অধ্যাত্ম বিদ্যায় মনুষ্যের বাক্য নিতান্ত দুর্ব্বল ও অকিঞ্চিৎকর, এই আশঙ্কায় বেদের অলৌকিকতা প্রতিপাদনে আমরা যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছি, সুবিধা বোধে তৎসমুদায়ের অনুসরণ করিয়াছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনুষ্যের উপদেশ গ্রাহ্য হয় না, মীমাংসকদিগের এই সিদ্ধান্ত ইহারা বিলক্ষণ জানে এবং ইহাও জানে যে, বেদের প্রামাণ্যের উপর বাও নিষ্পত্তি করা নিতান্ত সুকঠিন; কারণ যে সমস্ত যুক্তি ইহার প্রামাণ্য স্থাপনে প্রযুক্ত হইয়াছে, যাহা দ্বারা বেদ মনুষ্য-কৃত এই সংশয় সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইয়াছে, সেই যুক্তির বিরুদ্ধে ইহারা কোন রূপ তর্ক উপস্থিত করিতে পারে না। এই রূপে এই সমস্ত বৌদ্ধেরা অন্যায়ত্ত লোক সকলকে ভ্রান্তিসঙ্কুল ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের দুশ্চেষ্টা সকলের গোচর হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তাহারা উপায়ান্তর না পাইয়া কেবল প্রলোভন দ্বারা আপনারদিগের ধর্ম্মে অন্যের চিত্ত আকর্ষণ করিবার চেষ্টায় আছে। নির্গুণ বিবাহার্থী ব্যক্তি কন্যাকে অন্য কোন রূপে মোহিত করিতে না পারিয়া যেমন এই রূপ কহিয়া থাকে, যে আমার গৃহ তোমারই গৃহের অনুরূপ হইবে; সেই প্রকারে ইহারাও আমাদিগের যুক্তি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে লোককে প্রলুব্ধ করে। এই সমস্ত নির্লজ্জ পুরুষেরা মীমাংসকদিগের কল্পিত যুক্তি অপহরণ করিয়া মীমাংসকদিগের প্রতিই অপহারকত্ব দোষের আরোপ করিয়া থাকে কুমারিল এই রূপে বাক্যের উপসংহার কহিয়াছেন যে, যাহারা সকল পদার্থকেই অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে, ধর্ম্ম-গ্রন্থকে নিত্য বলিয়া তাহাদিগের কি ফল দর্শিবে

বৌদ্ধদিগের সহিত এই রূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ শ্রুতি ও স্মৃতির বিভিন্নতা স্বীকার করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম-যুদ্ধ কালে যদি মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের প্রণেতৃগণ জীবিত থাকিতেন, অথবা তাঁহাদিগের নাম জনসমাজ হইতে বিলুপ্ত না হইত, তাহা হইলে শ্রুতির অপৌরুষেয়তা রক্ষা করা অতিশয় সুকঠিন হইয়া উঠিত। এ দিকে আবার যদি সূত্রগ্রন্থ প্রণেতারা এই বিবাদ কালে জীবিত না থাকিতেন, তাহা হইলে সূত্র-গ্রন্থের অপৌরুষেয়তা কেহ অস্বীকার করিত না।

* তৎকর্তৃকত্বং নাপি কর্তৃরোপেণ দুষ্যতি। যেবমৎ বুদ্ধবা-ক্যাদি কর্তৃস্মরণ বর্জ্জনাৎ। যাবদ্বেদবোদিতং কিঞ্চিৎবেদপ্রা-মাণ্য সিদ্ধয়ে। তৎসর্ব্বং বুদ্ধবাক্যানা মপি দেশেন গম্যতে।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

হিন্দুসমাজে যে সমস্ত ক্রিয়া কলাপ প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই অতি প্রাচীন কাল অবধি একটি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সেই সমুদায় ক্রিয়া কাণ্ডের উপরেই হিন্দু জাতির ধর্ম্ম সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু সেই সকল পদ্ধতি অনুসারে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান ও যে সকল মন্ত্রাদি জপ করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য ও অর্থ অনুষ্ঠাতারা কিছুই অবগত নহেন। যাঁহারা ঐ সকল কর্ম্মে পৌরোহিত্য করেন, তাঁহারা যজমানদিগকে কেবল যথালিখিত পাঠ করাইয়া থাকেন। আমরা সেই সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে ভবদেব ভট্ট প্রণীত সামবেদীদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। হিন্দুজাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানের কিরূপ প্রকৃতি, প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, কোন্ সকল দেব-দেবী তন্মধ্যে উপাসিত হইয়া থাকেন, কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া কি অভিপ্রায়ে প্রচলিত হইয়াছিল, এবং এক্ষণে তাহার উপযোগিতাই বা কি রূপ, বিশেষত অপৌত্তলিক ও একেশ্বর-প্রতিপাদক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে তৎসমুদায় কি জন্য পরিত্যক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহা সকলে অবগত হইতে পারিবেন। এই এক সম্প্রদায়ের পদ্ধতি দ্বারাই সমস্ত হিন্দু-জাতির কর্ম্ম কাণ্ডের সামান্য প্রকৃতি জানা যাইতে পারিবে, বিশেষত বঙ্গ দেশে সামবেদী ব্রাহ্মণের ভাগই অধিক; এই জন্য এই খানিই প্রথমে প্রকাশ করা যাইতেছে। যাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করেন, তাঁহারা এই সকল পদ্ধতি দ্বারা অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

সর্ব্বসাধারণী কুশণ্ডিকা। (১)

বহ্নিস্থাপন।

১। এক হস্ত দীর্ঘ, এক হস্ত প্রস্থ, চতুষ্কোণ, কাঁকর অঙ্গার অস্থি কেশ ও তুষাদিরহিত পূর্ব্বোত্তর ভাগে নিম্ন অথবা সমান, উপরে চন্দ্রাতপ যুক্ত স্থান গোময়লিপ্ত করিয়া, কর্ত্তা স্নান ও আচমন পূর্ব্বক শুচি হইয়া (উক্ত চতুষ্কোণ স্থানের পশ্চিমে) পূর্ব্ব মুখে কুশযুক্ত আসনে উপবেশন করিয়া, জলসিঞ্চনার্থ কুশ ও কুসুম সহিত জলপাত্র আপনার বাম দিকে রাখিয়া, দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া, (উক্ত চতুষ্কোণ স্থান ও স্বীয় আসন এই উভয়ের মধ্য স্থলে) উত্তরাগ্র কুশের উপর বাম হস্তের প্রাদেশ উত্তান ভাবে বহ্নি স্থাপন পর্য্যন্ত স্থাপিত করিয়া, দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটি কুশ লইয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্থণ্ডিলের দক্ষিণ প্রান্তে দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ পূর্ব্বমুখী রেখা টানিয়া এই প্রকার ধ্যান করিবেক।

রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা।

পৃথিবী এই রেখার দেবতা, ইনি পীতবর্ণা।

২। ঐ রেখার মূল হইতে একবিংশতি-অঙ্গুল প্রমাণ উত্তরমুখী রেখা টানিয়া এই প্রকার ধ্যান করিবেক

রেখেয়ং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা

অগ্নি এই রেখার দেবতা, ইনি রক্তবর্ণা।

৩। তৎপরে প্রথম রেখার উত্তর দিকে সপ্তাঙ্গুল অন্তরে প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বাভিমুখী রেখা টানিয়া এই প্রকার ধ্যান করিবেক।

রেখেয়ং প্রজাপতি দেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা।

প্রজাপতি এই রেখার দেবতা, ইনি কৃষ্ণবর্ণা।

৪। এই তৃতীয় রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুল অন্তরে (উত্তরে) প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বমুখী রেখা টানিয়া এই প্রকার ধ্যান করিবেক।

রেখেয়ং ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা।

ইন্দ্র এই রেখার দেবতা, ইনি নীলবর্ণা।

৫। এবং সেই চতুর্থ রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুল অন্তরে (উত্তরে) প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বমুখী রেখা টানিয়া এই প্রকার ধ্যান করিবেক

রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্ল বর্ণা।

চন্দ্র এই রেখার দেবতা, ইনি শুক্ল বর্ণা।

---

(১) কুশণ্ডিকা শব্দে অগ্নি সংস্কারক ক্রিয়াবিশেষ। ইহা দ্বারা যে অগ্নির সংস্কার করা না হয়, তাহাতে হোম হয় না অথচ ব্রাহ্মণদিগের প্রায় সমুদায় কর্ম্মেই হোম করিতে হয়। এই জন্য কুশণ্ডিকাই প্রথমে উক্ত হইয়াছে।

৬। তৎ পরে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা প্রথম রেখাদিক্রমে সকল রেখার উৎকীর্ণ মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া—

প্রজাপতি ঋষিঃ অগ্নির্দ্দেবতা রেখাসূৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। (২)

ওঁ নিরস্তঃ পরা বসুঃ।

যজুরিদং। অপকৃষ্টভাগোরক্ষোধিষ্ঠানভূতঃ পরাবসু-রুচ্যতে সচ নিরস্ত স্তেনৈব তৎস্থানং পবিত্রতরমুপজাত-মিত্যর্থঃ।

পরাবসু শব্দে রাক্ষসগণের আশ্রয়ীভূত অপকৃষ্ট ভাগ, তাহা নিরস্ত হইল।

এই বলিয়া হোম ভূমির ঈশান কোণে অরত্নি প্রমাণ (অর্থাৎ কুনুই অবধি কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণ) অন্তরে নিক্ষেপ করিবেক।

৭। তৎপরে পূর্ব্বস্থাপিত জল রেখার উপর সিঞ্চন করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থিত কাংস্য পাত্রে বা নূতন শরাবে স্থাপিত অগ্নি হইতে জ্বলৎ কাষ্ঠ লইয়া এই বলিয়া দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রক্ষেপ করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা অগ্নি সংস্কারে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ক্রব্যাদ মগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতুরিপ্রবাহঃ।

'অগ্নিং' 'দূরং' লোকান্তরং 'প্রহিণোমি' প্রস্থাপয়ামি কিম্ভূতং ক্রব্যাদং আমমাংসাদং। অসৌ মানুষান্ অত্তুমভিলষতীত্যমঙ্গলত্বাৎ। 'যমরাজ্যং' যমস্যাধিকারং গচ্ছতু। 'রিপ্রবাহঃ' রিপ্রং পাপং বহতীতি রিপ্রবাহঃ।

আমমাংসভোক্তী পাপাবহ অগ্নিকে দূরীকৃত করি; ইনি যম রাজ্যে গমন করুন।

৮ তৎপরে অন্য অগ্নি লইয়া এই বলিয়া শান্তিমুখ করিয়া তৃতীয় রেখার উপরে রাখিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্

৯ তৎপরে বাম হস্ত তুলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।

'অয়ং' 'ইতরঃ' ক্রব্যাদাদন্যঃ 'জাতবেদাঃ' সঞ্জাতজ্ঞানঃ অগ্নিঃ 'ইহৈব' গৃহেএব 'দেবেভ্যঃ' 'হব্যং' 'বহতু' হবিঃ প্রাপয়তু 'প্রজানন্' স্বীয়মধিকারং প্রকর্ষেণ জানন্।

এই অপর অগ্নি এই গৃহে দেবগণকে হব্য লইয়া দিন; ইনি আপনার অধিকার অবগত আছেন।

১০। তৎপরে নিম্নোক্ত রূপে অগ্নির নামকরণ, ধ্যান ও আবাহন পূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেক।

অগ্নে ত্বং বিশ্বরূপনামাসি।

বিশ্বরূপনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।

হে অগ্নি! তোমার নাম বিশ্বরূপ। হে বিশ্বরূপ অগ্নি! এই যজ্ঞে আগমন কর, এই স্থানে অবস্থান কর, আমার পূজা গ্রহণ কর। বিশ্বরূপ মহান্ অগ্নি সকল কর্ম্মে প্রণীত হইয়া থাকেন; সর্ব্বত্র ইহাঁর হস্ত পদ চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিদ্যমান আছে।

১১। তৎপরে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিৎ অনন্তরক অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবেক।

ব্রহ্মস্থাপন।

১। যাহার অগ্রভাগ আছে এমন পঞ্চাশ গাছি কুশ একত্র করিয়া সেই কুশসমষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা নিম্নভাগ ডানি দিক্ দিয়া দুই বার বেষ্টন করাইয়া পুনরায় উর্দ্ধমুখ করিয়া রাখিবেক; এই প্রকার কুশ-রচিত ব্রাহ্মণ, অথবা অধীতবেদ কোন ব্রাহ্মণ, অথবা ছত্র, অথবা উত্তরীয়, অথবা কমণ্ডলুকে ব্রহ্ম কল্পনা করিয়া জলপাত্র লইয়া জলধারা প্রদান করিতে করিতে অগ্নির উত্তর দিক্ দিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে অগ্নির দক্ষিণে যাইয়া এক অরত্নি অন্তরে পূর্ব্বমুখী বারিধারা দিয়া তদুপরি কুশ সকল পূর্ব্বাগ্র করিয়া আস্তরণ পূর্ব্বক না বসিয়া বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই আস্তীর্ণ কুশের মধ্যে এক গাছী কুশ লইয়া এই বলিয়া সেই কুশ দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নিক্ষেপ করিবেক।

---

(২) প্রজাপতি ঋষি অর্থাৎ প্রজাপতি এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অগ্নি ইহার দেবতা অর্থাৎ ইহা দ্বারা অগ্নির উপাসনা হয়, উৎকর নিরসনে বিনিয়োগ অর্থাৎ উৎকীর্ণ মৃত্তিকা নিরসন করিবার সময় ইহার প্রয়োগ করিতে হয়। সর্ব্বত্রই এই রূপ।

প্রজাপতির্ঋষিঃ অগ্নির্দ্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।

২। তৎপরে জলস্পর্শ করিয়া দক্ষিণ পাদ দ্বারা বাম পাদ চাপিয়া উত্তর মুখ হইয়া আস্তীর্ণ কুশের উপর জল সিঞ্চন করিয়া এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে বসাইবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ।

যজুরিদং। হে ব্রহ্মন্ 'আবসোঃ' বসু দক্ষিণারূপং ধনং তদ্যাবদ্দীয়তে তাবৎ কালং 'সদনে' কুশাস্তরণস্থানে 'সীদ' তিষ্ঠ।

হে ব্রহ্মন্! দক্ষিণা দান পর্য্যন্ত এই কুশাস্তরণ স্থানে উপবেশন কর।

যদি কোন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকর্ম্মে বৃত হন, তাহা হইলে, 'সীদামি' অর্থাৎ উপবেশন করি, এই প্রতি বাক্য বলিবেন।

৩। এই রূপে কুশময়াদি ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বাগ্র করিয়া, যদি মনুষ্য ব্রাহ্মণ হয়েন, তবে তাঁহাকে উত্তর মুখ করিয়া সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি কুশ দিয়া ও জল সিঞ্চন করিয়া কুশ ও কুসুম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবেক।

৪। তৎপরে পূর্ব্ব পথে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় আসনে পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন পূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত ভূমি জপ করিবেক।

৫। ব্রহ্মকর্ম্মে বৃত ব্রাহ্মণ অথবা কুশময়াদি ব্রহ্ম-পক্ষে কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং অযজ্ঞীয় বাক্য উচ্চারণ করিলে এই মন্ত্র জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিষ্ণুর্দ্দেবতা অযজ্ঞীয় বাগ্‌বচননিমিত্ত জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।

'বিষ্ণুঃ' ব্যাপকঃ সর্ব্বজ্ঞবান্ 'ইদং' জগৎ 'বিচক্রমে' আক্রান্তবান্। তথা 'ত্রেধা' 'পদং' 'নিদধে' পৃথিব্যাং আকাশে স্বর্গে চ পদত্রয়ং অর্পিতবান্। অতঃ 'অস্য' বিষ্ণোঃ 'পদং' 'পাংশুলে' পাংশুযুক্তে পৃথিব্যাদিত্রয়ে 'সমূঢ়ং' সম্যক্ নিহিতং।

ভগবান্ বিষ্ণু এই ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণ করিয়া আছেন; তিনি পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ এই তিন স্থানে তিন পদ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন; ইহাঁর পদ এই পৃথিবীতে সম্যক্ নিহিত আছে।

৬। প্রকৃত কর্ম্মে যদি কেহ হোতা থাকে, তবে তাহা এই সময়ে প্রবৃত্ত করিয়া তদুপরি কুশ দিয়া অগ্নির উত্তরে সংস্থাপন পূর্ব্বক ভূমি জপ করিবেক।

ভূমি জপ।

১। দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া উভয় হস্ত অধোমুখ ও দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তের উপরিস্থ ভাবে ভূমিতে নিহিত করিয়া জপ করিবেক।

পরমেষ্ঠী ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহ ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলং। পরা সপত্নান্ বাধস্বান্যেষাং বিন্দতে ধনং।

'ভূমেঃ' 'ইদং' ভূমিসম্বন্ধি ইদং স্থণ্ডিলং বয়ং 'ভজামহে' সেবামহে গৃহ্নীমঃ ইতি যাবৎ। কিন্তু তৎ 'ভদ্রং' কল্যাণতরং 'সুমঙ্গলং' প্রশস্ততরং। 'ইদম্' ইতি পুনরুচ্চারণমাদরার্থং। ত্বং 'সপত্নান্' অস্মাকং শত্রূন্ 'পরা' 'বাধস্ব' দূরে পীড়য়। কিন্তু 'যঃ' অন্যেন মন্ত্রেণ বিবাহাদি যজ্ঞকর্ম্মণি তবমধিক্ষিতং ভূমেরবয়বং গৃহ্ণাতি সোঽপি 'অন্যেষাং' ঈশ্বরাণাং সম্বন্ধি 'ধনং' 'বিন্দতে' লভতে।

আমরা পৃথিবীর এই কল্যাণকর প্রশস্ততর অংশ গ্রহণ করি, তুমি শত্রুগণের বিঘ্ন উৎপাদন কর; যাহারা এই মন্ত্র পাঠ না করিয়া ভূমি গ্রহণ করে, তাহারা অন্যের ধন গ্রহণ করে।

পরিসমূহন।

১। তৎপরে দক্ষিণ হস্তে কুশ লইয়া এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া অগ্নির উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম যথাক্রমে শোধন করিবেক।

কৌৎস ঋষিঃ জগতীছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহনি অগ্নিমারুতে শস্তে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সম্মহেমা মণীষয়া। ভদ্রাহি নঃ প্রমতি রস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব। ১।

'ইমং' 'স্তোমং' স্তবং 'সম্মহেমা' পূজোপকরণযুক্তং কুর্য্যাম। কস্মৈ 'জাতবেদসে' জাতজ্ঞানায় অগ্নয়ে, কিম্ভূতায় 'অর্হতে' স্তুতিযোগ্যায়। কয়া 'মনীষয়া' প্রজ্ঞয়া। 'রথমিব' সারথিরিতাধ্যাহার্য্যং। 'হি' যস্মাৎ 'নঃ' অস্মাকং 'অস্য' অগ্নেঃ সকাশাৎ 'ভদ্রা' কল্যাণী 'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ 'সংসদি' জনসমাজে জায়তে। হে 'অগ্নে' 'তব' 'সখ্যে' মিত্রত্বে স্থিতাঃ বয়ং 'মা' 'রিষামা' কেনচিৎ দুরাত্মনা মা হিংসিষ্মহি। ১।

যেমন সারথি রথকে উপকরণযুক্ত করে, সেই রূপ আমরা পূজনীয় অগ্নির নিমিত্ত এই স্তোত্রকে প্রজ্ঞা দ্বারা উপকরণযুক্ত করি; যেহেতু এই অগ্নি হইতে আমাদের কল্যাণকরী সুমতি জনসমাজে উৎপন্ন হয়। হে অগ্নি! আমরা তোমার সহায়তা অবলম্বন করিয়া থাকি; আমাদিগকে যেন কোন দুরাত্মা হত্যা না করে।

ওঁ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতযন্তঃ পর্ব্বণা পর্ব্বণা বযং। জীবাতবে প্রাতরাং সাধযা ধিযোগ্নে সখ্যে মা রিষামা বযং তব ।২।

হে 'অগ্নে' ত্বদর্থং 'ইধ্মং' যজ্ঞকাষ্ঠ 'ভরাম' আহরাম 'হবীংষি' চরু প্রভৃতীনি পর্ব্বণা পর্ব্বণা পর্ব্বণি পর্ব্বণি চিতযন্তঃ উৎপাদয়ন্তঃ 'কৃণবামা' সম্পাদয়াম নির্ব্বপামেতি যাবৎ। কিমর্থং 'প্রাতরাং' সুদীর্ঘ কালং 'জীবাতবে' জীবনায় কিঞ্চ 'ধীয়ঃ' কর্ম্মাণি 'সাধয়' সাধয় সফলানি কুরু। শিষ্টং পূর্ব্ববৎ।২।

হে অগ্নি দীর্ঘ জীবনের নিমিত্ত আমরা তোমার কাষ্ঠ সকল আহরণ ও প্রতি পর্ব্বে চরু প্রভৃতি হব্য সকল উৎপাদন পূর্ব্বক তোমাকে দান করি। তুমি আমাদের কর্ম্ম সকল সফল কর, আমরা তোমার সখ্য ভাব অবলম্বন করিয়া থাকি, কোন দুরাত্মা যেন আমাদিগকে হত্যা না করে।

ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধযা ধিযস্তে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং। ত্বমাদিত্যানাবহতাং হ্যুশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বযং তব। ৩।

হে 'অগ্নে' ত্বং অস্মাকং 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি বুদ্ধীর্ব্বা সাধয় সাধয়, ত্বদারাধনযোগ্যাঃ নিষ্পাদয়। যথা বয়ং 'ত্বা' ত্বাং 'সমিধং' পরিচরিতুং 'শকেম' শক্নুয়াম। 'তে' ত্বয়ি 'আহুতং' 'দেবাঃ' 'অদন্তি' ভক্ষয়ন্তি অতস্ত্বং 'তান্' 'আদিত্যান্' অদিতেঃ পুত্রান্ 'আবহ' আবাহয় 'হি' যতঃ বয়ং 'তান্' আদিত্যান্ 'উশ্মসি' কাময়ামহে। শিষ্টং পূর্ব্ববৎ।৩।

হে অগ্নি! তুমি আমাদের বুদ্ধিকে তোমার আরাধনার উপযুক্ত কর, যাহাতে আমরা তোমার পরিচারণা করিতে সমর্থ হই; তোমাতে যাহা আহুতি দেওয়া যায়, তাহা দেবতারা ভক্ষণ করেন; অতএব তুমি সেই অদিতিপুত্র দেবগণকে আহ্বান কর, আমরা তাঁহাদিগকে কামনা করিতেছি। আমরা তোমার সখ্য ভাব অবলম্বন করিয়া থাকি, কোন দুরাত্মা যেন আমাদিগকে হত্যা না করে।

২। তৎপরে সেই সমস্ত কুশ ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেক।

আস্তরণ।

১। তৎপরে অগ্নির পূর্ব্ব দিকে উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রথমে কতকগুলি কুশ আস্তরণ করিবেক; তৎপরে আর কতক গুলি কুশ দ্বারা তাহার মূল সকল আচ্ছন্ন করিবেক; এবং পুনরায় আর কতকগুলি লইয়া দ্বিতীয় বার নিক্ষিপ্ত কুশের মূল আচ্ছাদন করিবেক। এই রূপ দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত; পশ্চিম দিকে দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং উত্তর দিকে পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত আস্তরণ করিবেক।

বহ্নিক দান।

১। তৎপরে পূর্ব্বাদি ক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে বহ্নিক দিবেক।

ওঁ ইন্দ্রায় লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ অগ্নয়ে লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ যমায় লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ নির্ঋতয়ে লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ বরুণায় লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ বাযবে লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ কুবেরায় লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ ঈশানায় লোকপালায় স্বহা।
ওঁ অনন্তায় লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ ব্রহ্মণে লোকপালায় স্বাহা।

বিংশতি কাষ্ঠিকা।

১। হোম যেখানে প্রকৃত কর্ম্মের অঙ্গ না হইয়া স্বয়ং প্রকৃত কর্ম্ম হইবেক, তথায় দুই প্রাদেশ প্রমাণ বিংশতি কাষ্ঠিকা ঘৃতাক্ত করিয়া প্রজাপতিকে ধ্যান পূর্ব্বক অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবেক।

আজ্যোৎপবন।

১। তৎপরে দুটি অগ্রযুক্ত কুশ লইয়া নিম্নোক্ত প্রথম মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ছেদন ও দ্বিতীয় মন্ত্র বলিয়া মার্জ্জন পূর্ব্বক তাম্রাদি পাত্রে উত্তরাগ্র রাখিয়া তদুপরি হোমার্থ ঘৃত রাখিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিযোগঃ।

ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।

যজুরিদং। হে 'পবিত্রে' যুবাং 'বৈষ্ণব্যৌ' বিষ্ণুদেবতাকৌ "বিষ্ণুর্ব্বৈযজ্ঞঃ" যজ্ঞার্থে 'স্থঃ' ভবথঃ।

হে পবিত্র দ্বয়! বিষ্ণু তোমাদের দেবতা হউন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিযোগঃ।

ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ।

যজুরিদং। 'বিষ্ণোঃ' 'মনসা' 'পূতে' স্থঃ ভবথঃ।

তোমরা বিষ্ণুর মন দ্বারা পবিত্র হইতেছ।

২। পরে সেই কুশদ্বয়ের অগ্রভাগ বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এবং তাহার মূল বাম হস্তের উপরিস্থ দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ

দ্বারা ধরিয়া এই বলিয়া এক বার ও অমন্ত্রক দুই বার ঘৃত হোম করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।

হে আজ্য 'ত্বা' ত্বাং 'সবিতা' 'দেবঃ' 'অচ্ছিদ্রেণ' 'পবিত্রেণ' আভ্যাং অচ্ছিদ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং 'উৎপুনাতু' অজ্ঞাতকেশকীটাদিসংসর্গদোষং অপনয়তু। কিঞ্চ বসু তেজঃ তৎপ্রাধান্যাৎ সোঽপি তথোচ্যতে। 'বসোঃ' 'সূর্য্যস্য' 'রশ্মিভিঃ' কিরণৈঃ ত্বামুৎপুনাতু ইতি সম্বন্ধঃ।

হে ঘৃত! সবিতা দেব এই অচ্ছিদ্র পবিত্র দ্বারা ও তেজঃস্বরূপ সূর্য্যের কিরণ দ্বারা তোমাকে পবিত্র করুন।

৩। তৎপরে তাহাতে জলসিঞ্চন করিয়া তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেক।

আজ্যাদি সংস্কার।

১। তৎপরে ঘৃত পাত্র জল দ্বারা মার্জ্জন, অগ্নির উপর ধারণ ও উত্তর দিকে অবতারণ করিবেক। এই রূপ তিন বার করিলে আজ্য সংস্কার হইবে। এই রূপ স্রুক্ স্রুবাদির ও সংস্কার করিবেক।

উদকাঞ্জলি সেক।

১। দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া নিম্নোক্ত চারি মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে, অগ্নির দক্ষিণদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, পশ্চিম দিকে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত, উত্তর দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ও শেষে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নির চতুর্দ্দিকে উদকাঞ্জলি সেক করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ অদিতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব। ১।

যজুরিদং। অদিতির্দ্দেবতা। হে 'অদিতে' 'অনুমন্যস্ব' অনুজানীহি।

হে অদিতি! আমাকে অনুমতি কর।

প্রজাপতির্ঋষিঃ অনুমতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অনুমতেঽনুমন্যস্ব। ২।

যজুরিদং। অনুমতির্নাম দেবতা। হে 'অনুমতে' 'অনুমন্যস্ব'।

হে অনুমতি! আমাকে অনুমতি কর।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব। ৩।

যজুরিদং। সরস্বতী বাচামধিষ্ঠাত্রী দেবতা নদী বা। হে 'সরস্বতি অনুমন্যস্ব'।

হে সরস্বতী! আমাকে অনুমতি কর।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচন্নঃ স্বদতু।

যজুরিদং। হে 'দেব' ক্রীড়াদিগুণযুক্ত 'সবিতঃ' কর্ম্মণাং অনুজ্ঞাতঃ 'যজ্ঞং' 'প্রসুব' অনুজানীহি। 'যজ্ঞপতিং' যজমানং 'প্রসুব' 'ভগায়' কর্ম্মফলভজনায় কিঞ্চ 'দিব্যঃ' দিবিভবঃ 'গন্ধর্ব্বঃ' গৌঃ পৃথিবী তৎস্থান্ রসান্ ধারয়তীতি গন্ধর্ব্বঃ সূর্য্যঃ 'কেতপূঃ' কেতং চিত্তং পুনাতীতি কেতপূঃ 'নঃ' অস্মাকং 'কেতং' চিত্তং 'পুনাতু' নির্ম্মলীকরোতু কর্ম্মসাধনায় যোগ্যং করোতু ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'বাচস্পতিঃ' প্রাণঃ 'নঃ' অস্মাকং 'বাচং' 'স্বদতু' আস্বাদয়তু ভোক্তব্যস্য দেবতা বিশেষস্য প্রীতিকরীং করোতু।

হে সবিতৃদেব! যজ্ঞ করিবার অনুমতি কর এবং যজ্ঞপতি যজমানকে ফল লাভের অনুমতি কর; তুমি স্বর্গীয়, পৃথিবীর ধারণ কর্ত্তা ও চিত্তের পাবয়িতা; তুমি আমাদের চিত্তকে পবিত্র কর। বাক্যের অধিপতি প্রাণ আমাদের বাক্যকে স্বাদযুক্ত করুন।

বিরূপাক্ষজপ

১। তৎপরে দক্ষিণ জানু তুলিয়া উপর্য্যধঃস্থিত দক্ষিণ বাম মুষ্টি দ্বারা ফল পুষ্প ও কুশ লইয়া বিরূপাক্ষ জপ করিবেক। জপান্তে সেই কুশ সকল পূর্ব্বোত্তর দিকে নিক্ষেপ করিবেক, ফলপুষ্প ব্রাহ্মণকে দিবেক।

পরমেষ্ঠী ঋষিঃ রুদ্ররূপোঽগ্নির্দ্দেবতা বিরূপাক্ষ জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে, বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যা পর্ণে গৃহান্তরীক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়স্ময়ে কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি, তানি বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষতঃ সত্যং, যত্তে দ্বাদশ পুত্রাস্তে ত্বা সংবৎসরে সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনর্ব্রহ্মচর্য্যমুপ-

যন্তি, ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোস্যহং মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবত্যুপ ত্বা ধাবামি, জপন্তং মা মা প্রতিজাপীর্জ্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষী ত্বাং প্রপদ্যে, ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি, তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃদ্ধ্যতাং তন্ম উপপদ্যতাং, সমুদ্রোমা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু, তুথোমা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোনুজানাতু, শ্বাত্রোমা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোনুজানাতু, তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্ববেদসে শ্বাত্রায প্রচেতসে সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ।

যজুরিদং। 'ভূঃ' পৃথিবী 'ভুবঃ' অন্তরীক্ষং 'স্বঃ' দ্যৌঃ 'ওঁ' আত্মা। 'মহান্তং' 'আত্মানং' 'প্রপদ্যে' শরণং গচ্ছামি। 'বিরূপাক্ষোঽসি' বিবিধরূপনেত্র বিশিষ্টঃ ভবসি। 'দন্তাঞ্জিঃ' ব্যক্তদন্তঃ 'তস্য' এবম্ভূতস্য 'তে' তব শয্যা 'পর্ণং' উপলেপনাভ্যুক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃতে স্থণ্ডিলে 'গৃহ' গৃহং 'অন্তরীক্ষে' 'বিমিতং' নির্ম্মিতং কীদৃশং 'হিরণ্ময়ং' সুবর্ণময়ং। 'তব' তস্মিন্ গৃহে 'দেবানাং' হৃদয়ানি তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ। তানি 'অয়স্ময়ে' লৌহময়ে 'কুম্ভে' ইব 'অন্তঃ' মধ্যে সন্নিহিতানি। যেবৈঃ হৃদয়ৈকাঙ্খিতোঽর্থঃ প্রার্থ্যতে কদাপুনস্ত্বমস্মাকমধ্যে হবিরানয়িষ্যতীতি। 'বলভৃৎ চ' বলং উপচয়া স্বকং মধ্যে হবিরানয়িষ্যতীতি। 'বলসাৎ চ' বলং শত্রূণাং সাময়তি-বিভর্ত্তীতি বলভৃৎ 'বলসাৎ চ' বলং শত্রূণাং সাময়তি-ক্ষোটয়তীতি বলসাৎ তৌ 'রক্ষতঃ' অগ্নিং। কিন্তু তৌ 'অপ্রমণী' অপ্রমাদিনৌ 'অনিমিষৎ' অনিমীলিতাক্ষৌ যদেতৎ তৌ রক্ষতঃ 'তৎ সত্যং'। 'যৎ' 'তে' তব 'দ্বাদশ পুত্রাঃ' তে 'সংবৎসরে সংবৎসরে' প্রতিবর্ষং 'কামপ্রেণ' অভিলাষপূরকেন যজ্ঞেন যজমানং 'যাজয়িত্বা' 'ত্বা' ত্বাং 'পুনঃ' 'ব্রহ্মচর্য্যং' ব্রহ্মভূতং উপযন্তি প্রবিশন্তি। 'ত্বং' 'দেবেষু' 'ব্রাহ্মণোসি' 'অহং' 'মনুষ্যেষু' 'ব্রাহ্মণঃ'। 'বৈ' যতঃ ব্রাহ্মণং উপধাবতি' ব্রাহ্মণমেবোপাসেবতে অতঃ 'ত্বা' ব্রাহ্মণং 'উপধাবামি' উপগচ্ছামি। তত্র কারণমাহ জপন্তমিত্যাদি। অতঃ 'ত্বাং' জপহোমকর্ম্ম কালে মম প্রাতিকূল্যং মা গাঃ। অতঃ 'ত্বাং' 'প্রপদ্যে' 'ত্বয়া' 'প্রসূতঃ' অনুজ্ঞাতঃ ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি 'মে' মম 'তৎ' কর্ম্ম 'রাধ্যতাং' সিদ্ধ্যতু 'সমৃদ্ধ্যতাং' সংবর্দ্ধতাং 'উপপদ্যতাং' ফলপ্রদানসমর্থং জায়তাং। দ্বাদশপুত্রাণাং কতিচিদাহ সমুদ্র ইত্যাদি 'সমুদ্রঃ' সমুদ্র ইব বিশ্বং বিচতি বিবিধং গচ্ছতি 'বিশ্বব্যচা' ব্রহ্মনামা অগ্নিঃ তথা 'তুথঃ' 'বিশ্ববেদা' সর্ব্বস্য বেদিতা ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ তথা 'শ্বাত্রঃ' 'প্রচেতাঃ' প্রকৃষ্টমনাঃ তথা মৈত্রাবরুণঃ মাং অনুজানাতু উক্তার্থঃ। অন্যৎ সুগমং।

আমি মহান্ আত্মার শরণাপন্ন হই। তোমার রূপ ও চক্ষু নানাবিধ। তোমার দন্ত সুব্যক্ত। সংস্কৃত স্থণ্ডিলে তোমার শয্যা। তোমার সুবর্ণময় গৃহ অন্তরীক্ষে নির্ম্মিত হইয়াছে। যেমন লৌহময় কুম্ভে কোন বস্তু নিহিত থাকে, সেই রূপ সেই গৃহে দেবগণের হৃদয় সকল সংহত হইয়া আছে। এক জন স্বপক্ষের বলদাতা ও অন্য জন বিপক্ষের বলনাশক, এই দেবতাদ্বয় অপ্রমাদে ও নির্নিমেষে তোমাকে রক্ষা করিতেছে, ইহা সত্য। তোমার দ্বাদশ পুত্র প্রতিবৎসর যজমানকে কামপ্রদ যজ্ঞ করাইয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্ম-স্বরূপ তোমাতে বিলীন হয়। তুমি দেবলোকে ব্রাহ্মণ, আমি মর্ত্ত্যলোকে ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণেরই সেবা করিতে হয়, এই জন্য আমি তোমার সেবা করিতেছি। আমি জপ, হোম ও কর্ম্ম করিতেছি, তুমি জপের, হোমের ও কর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ করিও না। আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি; এবং তোমার আজ্ঞাক্রমে এই কর্ম্ম করিব। ইহা সিদ্ধ হউক, বর্দ্ধিত হউক ও সফল হউক। সমুদ্র তুল্য, বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম আমাকে অনুজ্ঞা করুন; সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম-পুত্র তুথ আমাকে অনুজ্ঞা করুন. উন্নতচেতা শ্বাত্র ও মৈত্রাবরুন আমাকে অনুজ্ঞা করুন। সেই বিরূপাক্ষ ব্যক্তদন্ত সমুদ্র-তুল্য বিশ্বগামী তুথ সর্ব্বজ্ঞ শ্বাত্র প্রচেতা সহস্রাক্ষ ব্রহ্ম-পুত্রকে নমস্কার।

যদি কাম্য কর্ম্ম হয় তবে অগ্রে ইহা পাঠ করিবেক।

ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধাচ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্ত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ তানি প্রপদ্যে তানি মামবন্তু।

আমি তপ, তেজ, শ্রদ্ধা, লজ্জা, সত্য, ক্ষমা, দান, ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, বল, বাক্য, মন ও আত্মার শরণাপন্ন হই; ইঁহারা আমাকে রক্ষা করুন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৬ শ্রাবণ রবিবার প্রাতঃকালে ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা উহা লইতে বাসনা করেন, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকটে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। প্রথম ভাগও বিক্রয়ার্থ আছে। প্রত্যেক ভাগের মূল্য গ্রাহক কারীর প্রতি ৸০ আনা, আর অগ্রাহক কারীর প্রতি ১ টাকা।

মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা।
সম্বৎ ১৯২৩। কলিকাতা ... ২৫ আষাঢ় সোম বার।

সপ্তম কল্প
প্রথম ভাগ।
শ্রাবণ ১৭৮৯ শক।

২৮৮ সংখ্যা ৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ বিশ্বেদেবা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ।

১০২৯

১। আ নোভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোঽদব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ। দেবা নো যথা সদমিদ্বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবে দিবে।

১। 'নঃ' অস্মান্ 'ক্রতবঃ' অগ্নিষ্টোমাদয়ঃ মহাযজ্ঞাঃ 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বস্মাদপি দিগ্ভাগাৎ 'আ' 'যন্তু' আগচ্ছন্তু। কীদৃশাঃ ক্রতবঃ 'ভদ্রাঃ' সমীচীনফলসাধনত্বেনকল্যাণাঃ ভজনীয়া বা 'অদব্ধাসঃ' অসুরৈঃ অহিংসিতাঃ 'অপরীতাসঃ' শত্রুভিঃ অপরিগতাঃ অপ্রতিরুদ্ধা ইত্যর্থঃ। 'উদ্ভিদঃ' শত্রূণাং ছেত্তারঃ ঈদৃশাঃ ক্রতবঃ অস্মান্ আগচ্ছন্তু। 'অপ্রায়ুবঃ' অপ্রগচ্ছন্তঃ স্বকীয়ং রক্ষিতব্যমপরিত্যজন্তঃ অতএব 'দিবে' 'দিবে' প্রতিদিবসং 'রক্ষিতারঃ' রক্ষাং কুর্ব্বন্তঃ এবং গুণবিশিষ্টাঃ সর্ব্বে 'দেবাঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'সদমিৎ' সদৈব 'বৃধে' বর্দ্ধনায় 'অসন্' ভবন্তু।

১। শুভজনক অসুরগণ-অহিংসিত শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপ্রতিরুদ্ধ অরাতি-বিনাশক যজ্ঞ সমুদায় আমাদিগের নিকট দিক সকল হইতে আগমন করুক এবং শরণাগত-পালক যে সমস্ত দেবতারা প্রতিদিনই রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদিগের নিয়তই উন্নতি সম্পাদন করুন।

১০৩০

২। দেবানাং ভদ্রা সুমতিরৃজূয়তাং দেবানাং রাতিরভি নো নি বর্ত্ততাং। দেবানাং সখ্যমুপসেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে।

২। 'ভদ্রা' সুখয়িত্রী ভজনীয়া বা 'দেবানাং' 'সুমতিঃ' শোভনা মতিঃ অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধিঃ অস্মাকং অস্তু ইতিশেষঃ। কীদৃশানাং 'ঋজূয়তাং' ঋজুং আর্জ্জবযুক্তং সম্যক্ অনুষ্ঠাতারং যজমানং আত্মন্ ইচ্ছতাং তথা 'দেবানাং' 'রাতিঃ' দানং 'নঃ' অস্মান 'অভি' 'নি' আভিমুখ্যেন নিতরাং 'বর্ত্ততাং'। অমভিমতফলপ্রদানমপ্যস্মাকং ভবত্বিত্যর্থঃ। 'বয়ং' তেষাং 'দেবানাং' 'সখ্যং' সখিত্বং সখ্যুঃ কর্ম্ম 'উপসেদিম' প্রাপ্নুবামঃ। তাদৃশাঃ 'দেবাঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'আয়ুঃ' 'জীবসে' জীবিতুং 'প্রতিরন্তু' বর্দ্ধয়ন্তু।

২। আমাদিগের প্রতি যজমান-প্রার্থী দেবগণের সুভপ্রদ বুদ্ধি উপস্থিত হউক।

তাঁহারা আমাদিগকে প্রার্থনাধিক দান এবং আমাদিগের জীবন কাল পরিবর্দ্ধিত করুন। আমরা তাঁহাদিগের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিব।

১০৩১

৩। তান্পূর্ব্বয়া নিবিদা হূমহে বয়ং ভগং মিত্রমদিতিং দক্ষ মস্রিধং। অর্য্যমণং বরুণং সোম মশ্বিনা সরস্বতী নঃ সুভগা ময়স্করৎ।

৩। 'তান্' বিশ্বান্ দেবান্ 'পূর্ব্বয়া' পূর্ব্বকালীনয়া নিত্যয়া 'নিবিদা' বেদাত্মিকয়া বাচা নিবিদিতি বাঙ্নাম। যদ্বা নিবিদা বিশ্বে দেবাঃ সোমস্য মৎসন্নিত্যাদিকয়া বৈশ্বদেব্যা নিবিদা 'বয়ং' 'হূমহে' আহ্বয়ামঃ। দেবানিতি যৎ সামান্যেনোক্তং তদেব বিব্রিয়তে। 'ভগং' ভজনীয়ং দ্বাদশানাং আদিত্যানাং অন্যতমং 'মিত্রং' প্রমীতে ত্রায়কং অহরভিমানিনং দেবং। মৈত্রং বা অহঃ ইতিশ্রুতেঃ 'অদিতিং' অখণ্ডনীয়াং অদীনাং বা দেবমাতরং 'দক্ষং' সর্ব্বস্য জগতঃ নির্ম্মাণে সমর্থং প্রজাপতিং যদ্বা প্রাণরূপেণ সর্ব্বে প্রাণিষু ব্যাপ্য বর্ত্তমানং হিরণ্যগর্ভং প্রাণো বৈ দক্ষঃ ইতি শ্রুতেঃ। 'অস্রিধং' শোষণ রহিতং সর্ব্বদৈকরূপেণ বর্ত্তমানং মরুদ্গণং 'অর্য্যমণং' অরীন্ সন্দেহাদীনসুরান্ যচ্ছতি নিযচ্ছতি ইতি অর্য্যমা সূর্য্যঃ অসৌ বা আদিত্যোঽর্য্যমেতি শ্রুতেঃ তং। 'বরুণং' বৃণোতি পাপকৃতঃ স্বকীয়ৈঃ পাশৈঃ আবৃণোতি ইতি রাত্র্যভিমানি দেবো বরুণঃ বারুণী রাত্রিরিতি 'সোমং' মেধাত্মানং বিভজ্য পৃথিব্যাং লতারূপেণ দিবি চ চন্দ্রাত্মনা দেবতারূপেণ বর্ত্তমানং 'অশ্বিনা' অশ্ববন্তৌ যদ্বা সর্ব্বং ব্যাপ্নুবন্তৌ তথাচ যাস্কঃ অশ্বিনৌ যদ্ব্যাপ্নুবাতে সর্ব্বং রসেনান্যো জ্যোতিষান্য ইত্যশ্বৈরশ্বিনাবিত্যৌর্ণনাভ তৎ কাবশ্বিনৌ দ্যাবা পৃথিব্যা বিত্যেকে হোরাত্রাবিত্যেকে সূর্য্যাচন্দ্রমসা বিত্যেকে রাজানৌ পুণ্যকৃতা বিত্যৈতিহাসিকাঃ। এবম্ভূতান সর্ব্বান দেবানস্মদ্রক্ষণার্থ মাহ্বয়াম ইতি পূর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ। অস্মাভিঃ আহূতা 'সুভগা' শোভন ধনোপেতা 'সরস্বতী' 'নঃ' অস্মভ্যং 'ময়ঃ' সুখং 'করৎ' করোতু।

৩। আমরা ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, মরুৎ, সূর্য্য, বরুণ, সোম ও অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে নিত্য বেদ বাক্য দ্বারা আহ্বান করিতেছি। শোভন ধনোপেতা দেবী সরস্বতী আহূত হইয়া আমাদিগের সুখ বিধান করুন।

১০৩২

৪। তন্নো বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ। তদ্গ্রাবাণঃ সোমসুতো ময়োভুবস্তদশ্বিনা শৃণুতং ধিষ্ণ্যা যুবং।

৪। 'বাতঃ' বায়ুঃ 'তৎ' 'ভেষজং' ঔষধং 'নঃ' অস্মান 'বাতু' প্রাপয়তু যৎ ভেষজং 'ময়োভুঃ' ময়সঃ সুখস্য ভাবয়িতৃ। 'মাতা' সর্ব্বেষাং জননী 'পৃথিবী' ভূমিরপি 'তৎ' ভেষজং অস্মান প্রাপয়তু 'পিতা' বৃষ্টিপ্রদানেন সর্ব্বস্য রক্ষিতা 'দ্যৌঃ' দ্যুলোকোপি তৎ ভেষজং অস্মান প্রাপয়তু 'সোমসুতঃ' সোমাভিষবং কৃতবন্তঃ 'ময়োভুবঃ' ময়সঃ যাগফল ভূতস্য সুখস্য ভাবয়িতারঃ 'গ্রাবাণঃ' অভিষব সাধনাঃ পাষাণাশ্চ 'তৎ' ভেষজং অস্মান প্রাপয়ন্তু। হে 'ধিষ্ণ্যা' ধিষণা বুদ্ধিঃ তদর্হৌ 'অশ্বিনৌ' 'যুবং' যুবাং 'তৎ' ভেষজং 'শৃণুতং' আকর্ণয়তং যদ্ভেষজং অস্মাভির্ব্বায়ুদিষু প্রার্থ্যতে তৎ ভেষজং দেবানাং ভিষজৌ যুবাং অনুকূলং যথা ভবতি তথা জানীত মিত্যর্থঃ।

৪। বায়ু, সকলের জননী পৃথিবী, বৃষ্টিপ্রদ আকাশ ও সোম সংস্কারক যাগফল সুখপ্রদ প্রস্তর সকল সুখ-জনক ঔষধ আমাদিগকে প্রদান করুন। হে ধীমন্ অশ্বিনীকুমার যুগল! তোমরাও এই প্রার্থনীয় ঔষধের বিষয় শ্রবণ কর।

১০৩৩

৫। তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসে হূমহে বয়ং। পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে। ১। ৬। ১৫।

৫। পূর্ব্বার্দ্ধেনেন্দ্রঃ স্তূয়তে। অপরার্দ্ধেন পূষা। 'ঈশানং' ঐশ্বর্য্যবন্তং অতএব 'জগতঃ' জঙ্গমস্য প্রাণিজাতস্য 'তস্থুষঃ' স্থাবরস্য চ 'পতিং' স্বামিনং 'ধিয়ং জিন্বং' ধীভিঃ কর্ম্মভিঃ প্রীণয়িতারং এবম্ভূতং 'তং' ইন্দ্রং 'অবসে' রক্ষণায় 'বয়ং' 'হূমহে' আহ্বয়াম। 'পূষা' দেবঃ অস্মাকং 'বেদসাং' ধনানাং 'বৃধে' বর্দ্ধনায় 'রক্ষিতা' [illegible] প্রকারেণ ভবতি তেনৈব প্রকারেণ 'অদব্ধঃ' কেনাপ্যহিংসিতঃ পূষা 'স্বস্তয়ে' অস্মাকং অবিনাশায় 'পায়ুঃ' রক্ষিতা ভবতু। ১। ৬। ১৫।

৫। আমরা ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের অধিপতি কর্ম্ম দ্বারা প্রীণয়িতব্য ইন্দ্রকে আমাদিগের রক্ষার্থ আহ্বান করি। অহিংসিত সূর্য্য আমাদিগের ধন বর্দ্ধন ও প্রাণ রক্ষণার্থ যত্নবান হউন। ১। ৬। ১৫।

ভবানীপুর পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

৯ আঢ় শনিবার ১৭৮৯ শক।

আমরা প্রতি সপ্তাহে এই পবিত্র মন্দিরে যাঁহার আরাধনার জন্য সকলে একত্রিত হই, সেই দেব-দেবের বার্ষিক পূজার্চ্চনার নিমিত্তই চারিদিক হইতে এই সমস্ত সাধু সজ্জন এখানে সম্মিলিত হইয়াছেন। কেবল তাঁরই ধ্যান ধারণার জন্য বিমল-হৃদয় ব্রহ্মপরায়ণ বিশুদ্ধ-চরিত জনগণ এই পরিশুদ্ধ উপাসনা-মণ্ডপে অদ্য আগমন করিয়াছেন। আজকার এই জন-সমারোহের অন্য কোন প্রকার আকর্ষণ নাই। আমরা সকলে কেবল সেই ত্রিভুবন-রাজের আহ্বানেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। সম্বৎসর কাল নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই বিঘ্ন-বিনাশনের সেই পতিত-পাবনের সন্নিধানেই কৃতজ্ঞতা উপহার লইয়া আগমন করিয়াছি। সকলে সদ্ভাবে প্রীতি-ভাবে, শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে, নদ নদী সকল যেমন আপনা হইতেই সমুদ্র সহ সম্মিলিত হইবার জন্য দিবা রাত্র প্রবাহিত হইতেছে; সেই রূপ সেই মহান্ অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বর, সমস্ত মানব-কুলকে চির-কালই আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন, সমুদায় মানব জাতি চিরদিনই সেই ভূমা অসীম অপার জ্ঞান-সমুদ্র প্রেম-সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। সকল বাধা বিঘ্ন, আবরণ প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া জন-সমাজের বাল্যাবস্থা হইতেই একাদিক্রমে সকল মনুষ্যই ধর্ম্ম-তৃষ্ণায় আকুল ও অস্থির হইয়া সেই ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। জগতে যত প্রকার আকর্ষণ আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মের আকর্ষণই প্রধান আকর্ষণ। জন সমাজের যে সকল বন্ধন আছে, ধর্ম্মবন্ধনই-তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অচ্ছেদ্য বন্ধন। সাধারণ মানব জাতির যদি কোন রূপ ঐক্য-স্থল থাকে, তবে তাহা ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিভিন্ন-প্রকৃতি মানব কুলের ঐক্য-বন্ধনের এক মাত্র সূত্র কেবল ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম-সূত্রে অনুস্যূত না হইলে আর কোন রূপেই অসংখ্য মর্ত্ত্য জীব এক-শরীর এক-আত্মা হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে না। মনুষ্যের শরীর পোষণ ও আত্ম পরিপালনের জন্য যত প্রকার দ্রব্যের অভাব থাকিতে পারে, তন্মধ্যে ধর্ম্মের অভাবই তাহার গূঢ়তর গভীরতর অভাব। মনুষ্য সংসারে অন্যবিধ উপকরণের অসদ্ভাবে জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের অভাবেই তাহার মহত্ত্ব দেবত্বের হানি হয়, ধর্ম্ম বিহীনেই তাহাকে মনুষ্য হইয়া পশুত্ব লাভ করিতে হয়। জগতে এমন আর কোন উপকরণই নাই, যে সমস্ত লোককে তাহা লাভ করিতেই হইবে। ভূমণ্ডলে এমন আর কোন বিষয়ই নাই, যে তাহার অভাবে মনুষ্যের উন্নতির স্রোত এককালে অবরুদ্ধ হইতে পারে—সুখ শান্তি ও আশা আনন্দের সোপান একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে। ধর্ম্মের অভাবই মনুষ্যের যথার্থ অভাব। ধর্ম্ম-শূন্য হইলে আর আর শত সহস্র উপকরণ সত্ত্বেও তাহাকে দুঃখ দুর্গতিতে পতিত হইতে হয়। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে

কোন একটী আত্মার কিম্বা কোন একটী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মের আকর্ষণেই অসভ্য বনবাসী মনুষ্য হইতে, সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন সুসভ্য মানব-কুল পর্য্যন্ত, পরস্পর দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। মনুষ্যের যে প্রকার বিভিন্ন-প্রকৃতি, তাহাতে কোন রূপেই সাধারণ মনুষ্য জাতিকে এক পথে পরিচালিত করিবার আর উপায়ান্তর নাই।

যদি জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা, বিষয়-বিভব দ্বারা, মনুষ্যের মধ্যে সদ্ভাব সাধু-ভাব- ঐক্য-ভাব ভ্রাতৃ-ভাব বিস্তার না হয়, তবে আর সাধারণ মনুষ্য-জাতির ঐক্য-স্থল কোথায়? যদি বিষয়-বিত্ত লাভে মনুষ্যের বিভিন্ন মত বিভিন্ন অভিলাষ হয়, তবে আর কিসের জন্য তাহারদিগের এক লক্ষ্য হইবে? যদি সংসারের অপরাপর বিষয় লাভ করা তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় ইচ্ছা ও অভিরুচির প্রতি নির্ভর করে, তবে কোন্ বস্তু লাভ করা তাহারদিগের সকলেরই প্রকৃতিগত প্রাণগত আকিঞ্চন? সকলে মর্ত্ত্য জীব হইয়া এক সূর্য্যালোকে বাস করিয়া যদি আর সমুদায় বিষয়েই তাহারা পরস্পর বিভিন্ন পথে বিচরণ করিবে, তবে আর কিসের জন্য তাহারা সকলে হস্তে হস্তে, স্কন্ধে স্কন্ধে, হৃদয়ে হৃদয়ে সম্বদ্ধ হইয়া এক পথের যাত্রী হইবে? যদি বিদ্যা বিত্ত ও পদের তারতম্য হেতু জনসমাজের মধ্যে উচ্চ ও নীচ ভাব থাকে; তবে আর কিসের জন্য ভূমণ্ডলে রাজা প্রজা, ধনী নির্দ্ধন, পণ্ডিত মুর্খ, বালক বৃদ্ধ—নর-নারী সকলেই সমভাবে চালিত হইবে? কিসের জন্য, কাহার নিকটে, সমস্থলে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া এক বাক্যে একবিধ প্রার্থনা ও যাচ্ঞা করিবে। সাধারণ মানবকুল কেবল ধর্ম্ম-দ্বারা—ঈশ্বর-সন্নিধানেই এক-হৃদয় এক-বাক্য এক লক্ষ্য হইয়াই দণ্ডায়মান হইতে পারে। ধর্ম্ম-পথই সাধারণের সম্মিলন স্থল। ধর্ম্মের অভাবই সমুদায় মানব জাতির গুরুতর গভীরতর অভাব। ধর্ম্ম-সাধন ব্রহ্ম-লাভই সমগ্র মনুষ্য-জাতির ঐক্যস্থল। মনুষ্যের আর আর সকল বিষয়েই বিভিন্নতা বিচিত্রতা, একতা কেবল ঈশ্বর লাভ স্থলে। জগতে বিষয়-বিত্ত-নিবন্ধন যে সম্মিলন ও সদ্ভাব, তাহা বিষয় বিত্ত অপনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অপহৃত হয়। কিন্তু ধর্ম্ম-জনিত যে সৌহৃদ্য ভ্রাতৃভাব, তাহা ইহলোকে সঞ্চারিত হয়, লোক লোকান্তরে তাহা আরো দৃঢ়তর গাঢ়তর হইতে থাকে। বাণিজ্য ব্যবসায় সম্বন্ধে আমরা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর হয় তো দুই চারিটী জাতির সঙ্গে বাহিরে বাহিরে মিলিত হইতে পারি, ধন-বলে বাহুবলে বিদ্যা বা কৌশল-বলে অধিক হয় তো দুই একটী দেশের সহিতই কোন প্রকার বৈষয়িক সম্বন্ধে অচির ঐক্য স্থাপন করিতে পারি; কিন্তু আমারদের অন্তরের—হৃদয়ের চির-সম্মিলন কেবল ধর্ম্ম প্রভাবেই সুসম্পন্ন হয়। ধর্ম্মের সম্বন্ধে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই মর্ত্ত্যলোকবাসী মনুষ্যের সঙ্গে, দেব-লোকেও দেবতাদিগের সঙ্গে, চিরন্তন অক্ষয় ভ্রাতৃভাব সঞ্চারিত হয়।

ধর্ম্মের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিই সমুদায় মানব-জাতির ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একান্ত অটল অবিচলিত অনুরাগ থাকাতে পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি ধর্ম্মের নামেই সকলে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, ইতিহাস পুরাবৃত্তে ইহার কতশত জাজ্বল্যতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে দেশ-বিশেষে জাতি-বিশেষের মধ্যে ধর্ম্মের নামে সময়ে সময়ে যত লোক একত্রিত হইয়াছে, অন্য কোন কারণ উপলক্ষে তাদৃশ লোকারণ্য দৃষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মের নামে মনুষ্য জাতি জগতীতলে যে প্রকার নির্য্যাতন ও নিষ্পীড়ন

সহ্য করিয়াছে, কুত্রাপি অন্য কোন ব্যাপার উপলক্ষে তাহার সহস্রাংশের একাংশও সহ্য করে নাই। ধর্ম্ম উপলক্ষে মনুষ্য-কুল দেশ বিশেষে এক বাক্যে যে প্রকার শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছে, রাজার দুর্জ্জয় শাসনেও কোন জাতিই তাদৃশ রণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করে নাই। কত মনুষ্য নিষ্কাসিত হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়াছে, তথাপি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে নাই। যে সমস্ত জাতিকে অপরাপর বৈষয়িক ব্যাপার উপলক্ষে ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার সহস্র নিদর্শন প্রদর্শন করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম-লোপ আশঙ্কায় তাহারাও সমর-সজ্জা ধারণ করিতে কিছু মাত্র আকুলিত হয় নাই। কাহার না ইহা বিদিত আছে, যে নৃশংস ও নিষ্ঠুর রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই ভারতবর্ষ-বাসী জনগণ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কত দুঃসহ যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াছেন, যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছেন— কত অসংখ্য মনুষ্য অক্লেশে অম্লান বদনে শত্রু কর্ত্তৃক ছিন্ন-শিরা হইয়াছেন, তথাপি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অবলম্বিত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থকে স্পর্শও করেন নাই।

মানব-কুল ধর্ম্মের নামে সহজেই জাগ্রৎ ও উত্তেজিত হয় দেখিয়াই কত কত কুটিল-লক্ষ্য মনুষ্য সময়ে সময়ে উত্থিত হইয়া ধর্ম্মের নামে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া কত প্রকারে অসম্ভাবিত স্বার্থ-সাধন করিয়া আসিয়াছেন। ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া দেশ বিদেশ জয় করত জগতীতলে ভয়ানক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোকের স্বাধীনতা হরণ করিয়া পুষ্ট-দল হইয়া ও বিপুল বল লাভ করত ভূমণ্ডলে নূতন রাজ্য সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত সংস্থাপন করিয়াছেন। কেহ বা ঈশ্বরের সিংহাসনে আপনাকে স্থাপিত করিয়া তাঁহার একই অদ্বিতীয় পুত্র বলিয়া লোক সমক্ষে আপনার পরিচয় দিয়াছেন, কেহ বা সেই অনাদ্যনন্ত মহান্ অপ্রতিম পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া আপনাকে ধাতা পাতা মুক্তিদাতা রূপে প্রতিপন্ন করত লোকের পূজার্হ হইয়াছেন। এই রূপে তাঁহারা ধর্ম্মকে কলুষিত কলঙ্কিত করিয়া জগতে অনৈক্য ও অসদ্ভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। ভূমণ্ডলের কোন স্থানে প্রচারকদিগের প্রতারণা ও দূষিত ব্যবহারে, কুত্রাপি বা সত্য ধর্ম্মের প্ররোচনা সহকারে নানা দল নানা সম্প্রদায় সংরচিত হইয়াছে। কখন বা সহস্র সহস্র মনুষ্য ধর্ম্ম-তৃষ্ণায় আকুল ও অস্থির হইয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষের আহ্বানে ধাবিত হওত পিপাসার অনুরূপ জল-লাভে বঞ্চিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কখন বা কোন রূপ উদ্ধৃত সত্য লাভ করিয়া অগণ্য লোক নূতন সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। কোন সময়ে কোন ব্যক্তি-বিশেষের গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার কৃত্রিম বাহ্য ক্রিয়া সন্দর্শন করত তাঁহাকে মহাপুরুষ বোধে তাঁহার বিষ-পূরিত মধুরাবৃত উপদেশে উৎসাহিত হইয়া জ্ঞান-শূন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আদর্শ করিয়া তাঁহার অনুকরণ করাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বিবেচনা করিয়াছেন, কখন বা কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হওয়াতে আপনার ভ্রম প্রমাদ সকলই বুঝিতে পারিয়া আপনারদিগের দূষিত আচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঈদৃশ বিবিধ কারণে মনুষ্য-জাতি অটল ভাবে ধর্ম্ম-জনিত দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একাদি ক্রমে উন্নতি-সোপানে উত্থিত হইতে পারেন নাই। ভূমণ্ডলে সময়ে সময়ে যে সমস্ত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে; তাহারদিগের মধ্যেও ঈদৃশ কোন প্রকার সামর্থ্যও ছিল না, যদ্দারা

সমগ্র মনুষ্য-কুলের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা শান্তি করিয়া তাহারদিগকে চির-তৃপ্ত রাখিতে পারে। তথাপি একাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের সাংঘাতিক বিরোধে ধর্ম্মের বিজাতীয় আন্দোলন ও আলোচনা উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর অনেক উপকার হইয়া আসিয়াছে। তাড়িত-রাশি এক মেঘ হইতে মেঘান্তরে সঞ্চালিত হইবার সময়ে যেমন ঘোর গর্জ্জন শ্রুত হয়, সেইরূপ মানব কুল যখন অবলম্বিত দূষিত কলঙ্কিত ধর্ম্ম সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রকার উন্নততম সত্য ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, তখনই জন-সমাজে মধ্যে মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়া দেশ বিদেশকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট ও অপকার না হইয়া প্রচুর ইষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। পৃথিবী যেমন স্তরে স্তরে সংরচিত হওয়াতে বর্ত্তমান ভূ-পৃষ্ঠ মনুষ্য জাতির বাস-যোগ্য হইয়াছে, তেমনি ধর্ম্ম-বিষয়ক বিবিধ আন্দোলন ও আলোচনার পর ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। যে যে কারণে অপরাপর ধর্ম্ম সমুদায় সাধারণ মানব-জাতির মধ্যে ঐক্য-সংস্থাপন ও সুখ শান্তি সমুদ্ভাবন করিতে পারে নাই; ব্রাহ্মধর্ম্মে তাদৃশ কোন একটি হীন ভাব ও অপকৃষ্ট লক্ষ্য নাই—প্রত্যুত যে সমস্ত মহদ্ভাব ও উন্নত লক্ষ্য থাকিলে সমুদায় মানব-কুলকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে পারা যায়, অসম্প্রদায়িক অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সেই সমস্ত স্বর্গীয় ভাবে অলঙ্কৃত হইয়া পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কোন দেশ-বিশেষের বা জাতি বিশেষের পক্ষপাতী হইয়া উপস্থিত হন নাই, সমুদায় মানব-কুলের গতি মুক্তির জন্য, দুঃখ দুর্গতি পরিহার করিবার নিমিত্তেই, অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্যের মধ্যে তিনি মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই ঈশ্বরের সিংহাসন তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে আগমন করিয়াছেন। পাপী তাপী, সাধু অসাধু, সকলকেই ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য অভ্যুদিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদিগের হস্ত ধারণ করিয়া সেই খানে—সেই "মহতো মহীয়ানের" নিকটে লইয়া যাইতেছেন, যাহাঁর নিকটে দণ্ডায়মান হইলে "পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা"। ভূমণ্ডলে সকল গুরুর মধ্যে মাতা যিনি পরম গুরু, যে পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর, ইঁহারা সকলেই সেই গরীয়ান্ গুরু ঈশ্বরের সমীপস্থ হইলে পুত্রের সহিত সমভাব ধারণ করেন। যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে শিশির-বিন্দু, যেমন পর্ব্বত সম্বন্ধে বালু-কণা, সেই রূপ সেই বিশ্ব-পিতা অখিল-মাতার তুলনায় ইঁহাদের স্নেহ করুণা মঙ্গল-ভাব সকলই সংকীর্ণ ও কণীয়ান্ বোধ হয়। এমন যে জ্ঞান-গম্ভীর প্রেমোজ্জ্বল উন্নত-লক্ষ্য মুক্তি-প্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহার প্রতি কেহ উদাসীন হইও না। সকলে প্রাণ-পণে ইহাঁকে রক্ষণ ও পোষণ কর। হে বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন জ্ঞানীগণ! তোমরা এই পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগত হইয়া উপার্জ্জিত জ্ঞানের সমন্বয় কর। হে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সুধীগণ! আপনাপন প্রবল মেধা প্রকৃষ্ট বুদ্ধি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রখর সত্য-সকল অবধারণ করিয়া বুদ্ধি-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর। হে সরল-মতি সাধু সজ্জন-সকল! তোমরা আপনারদিগের কোমল হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনকে স্বর্গীয় ভূষণে ভূষিত ও অলঙ্কৃত কর। হে ধন-শালী প্রতাপশালী মহাত্মা গৃহস্থ-সকল! তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের শরণাগত পদানত হইয়া ধনের সাফল্য, পদের মর্য্যাদা,

জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। সকলে অন্যাবিধ অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন কর। সাধারণের ঐক্য-ভূমি সম্মিলন স্থল ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন কর, দেশের মঙ্গল কর, জগতে অক্ষয় ভ্রাতৃভাব বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সংসাধন কর।

হে মঙ্গল-বিধাতা অখিল-মাতা পরমেশ্বর! আমরা সকলে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল উজ্জ্বল আলোকে-তোমার আকর্ষণে ধর্ম্ম-পথের সকল কণ্টক অতিক্রম করিয়া অনাদ্যনন্ত ভূমা মহান্ যে তুমি, তোমার সিংহাসন সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সকল প্রকার ক্ষুদ্র পরিমিত পদার্থের উপাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অসীম অপরিমিত অখিল-বিশ্ব-পতি যে তুমি, তোমার আরাধনায় অধিকারী হইয়াছি। হে নাথ! তুমি আমারদের এই উচ্চ অধিকার রক্ষা কর। সংসারের রাশি রাশি প্রলোভন অতিক্রম করিয়া আমরা যে নিজ বলে তোমার সহিত এই অক্ষয় যোগ রক্ষা করিতে পারি, আমাদের এমন বল বুদ্ধি শক্তি কিছুই নাই। তুমিই আমারদের আশা ভরশা সকলই। তুমি আমারদিগকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তোমার অচ্ছেদ্য প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া আমারআত্মাকে তোমার চির-পদানত করিয়া রাখ। হে নাথ! তুমি তোমার অক্ষয় বলে আমারদের আত্মাকে বলীয়ান্ কর, তুমি আমারদের নেতা উপদেষ্টা হইয়া সৎ পথে সাধু পথে লইয়া যাও। তুমি সমুদায় আত্মাকে একমাত্র ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করিয়া এখান হইতে বিবাদ বিসম্বাদ বিদ্বেষ অসূয়া সকলই বিদূরিত করত জগতে অক্ষয় ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ বিস্তার কর। তুমি সমুদায় মানবজাতির প্রীতি-পুষ্প গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে স্বর্গের আভাস প্রদর্শন কর-এই আমারদের প্রাণগত প্রার্থনা।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

ত্রয়োদশ উপদেশ।

ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপ।

এই সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা নির্ব্বিশেষ পরমেশ্বরের কোন বিশেষ নাম নাই। যে সকল পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদিরা আপনার অন্তরে সেই নিরতিশয় মহান্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত মঙ্গলময় পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তজ্জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরাও যখন তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া আনন্দ-রসে দ্রব হই, তখন আমরাও তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিতে থাকি।

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর নিত্যকাল পরিশুদ্ধ পরিপূর্ণ আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। বিষাদের অন্ধকার—নিরানন্দের যন্ত্রণা সেই অপাপবিদ্ধ আনন্দ-ধামে প্রবেশ করিতে পারে না। যেখানে জ্ঞান-সূর্য্য নিত্য কাল প্রজ্বলিত আছে; যেখানে প্রেম-চন্দ্র চিরকাল পূর্ণ রহিয়াছে; যেখানে মঙ্গলভাবের প্রস্রবণ নিয়ত বহিতেছে; যেখানে পুণ্যসমীরণ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে; যেখানে কেবলই পূর্ণতা—যেখানে পাপ নাই, তাপ নাই, রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই,মৃত্যু নাই; সেখানে আনন্দ ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে? তিনি আনন্দে পূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই নিত্য-তৃপ্ত পরমেশ্বর আনন্দ-স্বরূপ। আমাদের আত্মা অপূর্ণ; এই জন্য আমরা কখন আনন্দে উৎফুল্ল হই, কখন বিষাদে ম্লান হইতে থাকি, কিন্তু সেই পরিপূর্ণ আত্মা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াই আছেন। এই অসীম আকাশে অগণ্য লোক-মণ্ডল তাঁহার রাজ্য এবং ইহাতে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা-সকল অনবরত বিলসিত

হইতেছে, তাঁহার আনন্দ-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। তিনি আপনার আনন্দে আপনি আনন্দিত হইয়া স্বকীয় মহিমাতে বিরাজিত আছেন। আমরা তাঁহার প্রসাদে সময়ে সময়ে আনন্দের আস্বাদ পাইয়া তাহার উপাদেয়তা বুঝিতে পারিয়াছি এবং তিনি যে কি আনন্দে আছেন, আমাদের অনুভবের অতীত হইলেও তাহার বিলক্ষণ আভাস পাইতেছি। প্রভাতের প্রভাকর, পূর্ণিমার চন্দ্র, বিকসিত পুষ্প-বন, ও রবি-কিরণ-রঞ্জিত মেঘমালা, সমুদায় পদার্থই সেই আনন্দ-মূর্ত্তিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যখন পুণ্যবানের আত্মা অতি বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করেন, তখন সেই আত্মা তাঁহার আনন্দ রূপের আভাস প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করেন। যখন আমরাও পবিত্র কামনায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, ও আমারদের আত্মা পুণ্য লাভে উৎফুল্ল হয়; তখন আমরাও এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়া বুঝিতে পারি, সেই পবিত্র-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর কি আনন্দে পরিপূর্ণ আছেন

কিন্তু আমরা যে আনন্দ ভোগ করি, তাহা সেই পূর্ণানন্দের এক কণাকেও প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা অবস্থা-বিশেষে যে সকল বিভিন্ন প্রকার সুখ সম্ভোগ করি, তাহার মধ্যেই কত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাই। যে কার্য্যে যত স্বাধীনতা ও পবিত্রতা বিদ্যমান থাকে, সেই কার্য্যে তত গভীরতর, তত উচ্চতর আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি পূর্ণ-স্বরূপ ও পবিত্র-স্বরূপ এবং স্বতন্ত্র ও মুক্ত; তাঁহার আনন্দ কি আমরা বুদ্ধিতে, কি কল্পনাতে ধারণ করিতে পারি? আমাদের বিশ্বাস এই যে, সেই পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদের আত্মাকে যে সকল স্বর্গীয় গুণে অলংকৃত করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং তৎসমুদায়ের পরাকাষ্ঠায় নিত্য কাল বিভূষিত আছেন। এই জন্য তিনি আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও আমরা অপূর্ণ আত্মাকে দেখিয়াও তাঁহার পূর্ণস্বরূপ নিরূপণ করিতে পারি। আমরা আমাদের দেহাতিরিক্ত আত্মাকে জানিতে পারিয়াছি বলিয়াই অশরীর পরমেশ্বরকে পরমাত্মা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি—আপনার জ্ঞান ও সাধুভাব উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরকে জ্ঞান-স্বরূপ ও মঙ্গল-স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি; আপনার স্বাধীনতা দেখিয়াই ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করিতে পারি। সেই রূপ, আমরা চিরজীবন আত্মাতে পর্য্যায়ক্রমে আনন্দ ও নিরানন্দ ভোগ করিতেছি; এবং এই উভয় ভোগের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট ও কোন্‌টী জঘন্য, তাহাও প্রভেদ করিতে পারিতেছি; যখন আমরা আনন্দে থাকি, তখন জীবনকে কেমন উৎকৃষ্ট ও স্পৃহনীয় বোধ হয়, আর যখন তাহা হইতে বিচ্যুত হই, তখন আপনা হইতেই বুঝিতে পারি কি জঘন্য অবস্থায় নিপতিত হইলাম—এই রূপ আনন্দ ও নিরানন্দের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়াই ঈশ্বরকে আনন্দে পরিপূর্ণ বলিয়া আপনা হইতে প্রতীতি জন্মে।

যখন শুদ্ধসত্ত্ব ও ধ্যানযুক্ত হইয়া স্বীয় হৃদয়াসনে সেই আনন্দ-স্বরূপের অধিষ্ঠান অনুভব করি, যখন আত্মাতে সেই পরমাত্মার সন্নিকর্ষ করতল-ন্যস্ত-আমলকের ন্যায় প্রতীতি হইতে থাকে, যখন ইন্দ্রিয়-গোচর জড় বস্তুর সত্তা অপেক্ষাও তাঁহার সত্তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়; তখনি সেই আনন্দ-দাতার প্রসাদে একটি অনির্ব্বচনীয় বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকি। কাহারও প্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণ করিলে যেমন হৃদয় প্রফুল্ল হয়, সেই রূপ সেই আনন্দ-স্বরূপের সহবাসে আত্মা আনন্দ-রসে দ্রবীভূত হয়। যখন তিনি

হৃদয়ে আসীন হন, তখন শোক তাপ হৃদয়-জ্বালা সকলই তিরোহিত হইয়া যায়। তখন হৃদয়ে আনন্দ-সলিলের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হয়, এবং তাহাতে সেই পূর্ণানন্দের মূর্ত্তি-ছবি প্রতিভাত হইতে থাকে। কি আশ্চর্য্য! তিনি আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত নীরস অন্ন-পান প্রদান করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তাহার সহিত তৃপ্তি-সুখ বন্ধন করিয়া দিয়া যেমন অযাচিত করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন—সেই রূপ আমাদের আত্মা যাহাতে আনন্দের সহিত উন্নত পদে উত্থিত হইতে পারে, তাহার সম্যক্ উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। যদি সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ কেবল রুদ্র-রূপে ভীষণ বজ্র-হস্তে আমাদের প্রতি আদেশ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সেবা আমাদের পক্ষে কি কঠোর বোধ হইত! কিন্তু তিনি অসভ্য রাজার ন্যায় ভয় প্রদর্শন না করিয়া স্নেহ-পূর্ণ পিতা-মাতার ন্যায় প্রসন্ন-বদনে আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। সেই আকর্ষণ পুণ্যাত্মাদিগকে এমন আকৃষ্ট করিয়া রাখে যে, যদি সমুদায় সংসার তাঁহাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তাঁহারা তাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেন না। যিনি ধর্ম্মপথে যত অগ্রসর হন, তিনি সেই নির্ম্মল আনন্দমূর্ত্তি ততই সুস্পষ্ট দেখিতে পান এবং ততই তাঁহার প্রেমে আসক্ত হন। যিনি যে পরিমাণে পাপ দ্বারা আক্রান্ত হন; তাঁহার নিকট তাহা তত প্রচ্ছন্ন হইতে থাকে—পরিশেষে একেবারে তিরোহিত হয়।

সেই আনন্দ-স্বরূপ হইতে এই চরাচর উৎপন্ন ও বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। ইহার সর্ব্বত্রই সেই আনন্দ-রূপের প্রতিমা প্রতিভাত হইতেছে। তিনি আনন্দ বিতরণের জন্যই এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সমুদায় নিয়ম, সমুদায় কৌশল ও সমুদায় প্রণালী সেই আনন্দ দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। যাহাতে আমরা আনন্দে থাকিতে পারি, তাহারই অনুকূল করিয়া তিনি আমাদের শরীর মন আত্মাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং আপনার আনন্দময় মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া আমারদিগকে আনন্দের উচ্চতর অবস্থায় উন্নমিত করিতেছেন। সকলে নির্ভয়ে, আনন্দে ও প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে গমন করিবে, এই জন্যই তিনি আপনার আনন্দ রূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি যত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, সে ব্যক্তি তাঁহার আনন্দ-রূপ ততই দেখিতে পায় এবং ততই সুবিমল আনন্দ লাভ করিয়া চরিতার্থ হয়। যত ক্ষণ সেই আনন্দোৎফুল্ল সৌন্দর্য্য না দেখিতে পাওয়া যায়; তত ক্ষণ মানব-জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ যে ঈশ্বর-প্রেম, তাহা উদ্দীপিত হয় না।

যদিও তিনি নির্ব্বিশেষ, বুদ্ধি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারে না; যদিও তাঁহার বিশেষ নাম নাই—তিনি কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন; তথাপি আমাদের এমন সৌভাগ্য যে আমরা তাঁহার স্বরূপ চিন্তনে অধিকারী হইয়াছি ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া চরিতার্থ হইতেছি। পূর্ব্ব কালের ঋষিরা যেমন তাঁহার আনন্দ-স্বরূপ ধ্যান করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, সেই রূপ আমাদেরও উচিত যে, আমরা কায়-মনোবাক্যে পবিত্র হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক সেই আনন্দময় পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকি ও তজ্জনিত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবন সার্থক করি। যাঁহারা সেই আনন্দ-সুন্দর মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতে পারেন।

তত্ত্ববিদ্যা।

ভোগ কাণ্ড।

তৃতীয় অধ্যায়

মূল আদর্শ।

প্রেমের আদর্শের পর ইন্দ্রিয়-সুখের আদর্শ অন্বেষণ করা যাইতেছে। কিন্তু অগ্রে আবশ্যক, যে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় বোধ উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ কি রূপ তাহার প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করা। বুদ্ধির কার্য্য—সাধারণ এবং বিশেষ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপন করা, ইন্দ্রিয় বোধের কার্য্য—সে সম্বন্ধের প্রতি উদাসীন থাকিয়া বিচ্ছিন্ন বিষয়েতে অতিলিপ্ত হওয়া। সাধারণ পশুভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন আমরা কোন একটা বিশেষ পশুর প্রতি—যথা হরিণের প্রতি—মনোযোগ করি, তখন সেই হরিণের সহিত আর আর পশুর সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের মনে আলোচনা হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি তত্ত্ব মূলে স্ফূর্ত্তি পায় যে, সাধারণ পশু—এক, বিশেষ পশু—অনেক, এবং এই অনেক পশুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু পশু ভাব কি কোন ভাবের প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই, ইতিমধ্যে একটা হরিণ যদি আমাদের দৃক্‌পথে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই হরিণের সহিত আর আর পশু প্রভৃতির ভেদাভেদ কিছুই আর মনে হয় না, কেবল আমাদের দৃষ্টি উহাতে বিলীন হইয়া একটা অবস্থা পরিবর্ত্তন মাত্র যাহা কিছু অনুভূত হয়।

বুদ্ধির ক্রিয়া এবং বুদ্ধির লক্ষ্য দুয়ের মধ্যে যেমন একটি প্রভেদ উপলব্ধি হয়,—ইন্দ্রিয়ের-ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য এ দুয়ের মধ্যে সে রূপ হয় না। "এই যাহা দেখিতেছি এটা হরিণ; কি রূপে জানিলাম? না শাখায়মান শৃঙ্গ, দ্বিখণ্ডিত খুর, কোমল অঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণ সকল দ্বারা,"

বুদ্ধির লক্ষ্য এস্থলে প্রত্যক্ষ হরিণ, বুদ্ধির-ক্রিয়া এস্থলে—শৃঙ্গাদি অবয়ব সকলের বিবেচনার দ্বারা হরিণত্ব সিদ্ধি করা; সুতরাং উভয়ের মধ্যে অনায়াসেই ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের বোধ উপলক্ষে কদাপি এরূপ বলিতে পারা যায় না যে, শ্রবণ-ক্রিয়া এইটি—এবং তাহার লক্ষ্য ধ্বনি এইটি, ঘ্রাণ-ক্রিয়া এইটি এবং তাহার লক্ষ্য গন্ধ এইটি, ইত্যাদি,—ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য, দুইকে কদাপি পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধরিতে পারা যায় না।

ঐক্যানৈক্য প্রভৃতি বিবেচনা যাহা বুদ্ধির প্রাণ-স্বরূপ, ইন্দ্রিয়-বোধ তাহার বিরোধী। অবিবেচনাই ইন্দ্রিয় বোধের উপজীবিকা। যেখানে বিবেচনার প্রাদুর্ভাব সেখানে ইন্দ্রিয় বোধ শাসনে থাকে, যেখানে ইন্দ্রিয় বোধের প্রাদুর্ভাব সেখানে বিবেচনা কারাবদ্ধ থাকে। আমাদের শরীরের কোন অঙ্গ যখন আঘাত পাইয়া ব্যথিত হইয়াছে, তখন যদি আমাদের এ রূপ বিবেচনার অবকাশ হয় যে, আমি স্বতন্ত্র এবং আমার শরীর স্বতন্ত্র, তাহা হইলে সে ব্যথার তখনি অস্ত হয়; কিন্তু কঠোর পরীক্ষাতে ইহাই দেখা গিয়া থাকে যে, ইন্দ্রিয় বোধ ও রূপ প্রবল হইয়াছে কি—অমনি আমাদের আত্মানাত্ম বিবেচনা খর্ব্ব হইয়া যায়।

যখন এ রূপ হয় যে, আমরা আমাদের জ্ঞানকে যথেচ্ছাক্রমে নানা বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিতেছি, তখন সেই জ্ঞান কার্য্যে আমাদের আত্মারই শক্তি প্রকাশ পায়; কিন্তু যখন দেখি যে আমরা অবস্থার দাস হইয়া সে রূপ করিতে পারিতেছি না, তখন আমাদের সেই অশক্তিতে বিষয়েরই শক্তি প্রকাশ পায়।

যতক্ষণ আমরা বিষয় হইতে নির্লিপ্ত থাকি, ততক্ষণই বিষয় আমাদের কর্ত্তৃক

গ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু আমরা যদি বিষয়ের সহিত [illegible] রূপ লিপ্ত হইয়া যাই যে, আপনাতে তাহাতে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাই না, তাহা হইলে উহা আমাদের জ্ঞানের অবিষয় হইয়া পড়ে।

নিদ্রাকর্ষণ-বশে যখন আমাদের চেতন অবসন্ন হইয়া পড়ে, যখন আমাদের অন্তঃকরণ শরীরসাৎ হইয়া প্রসুপ্তি রূপ এক অবস্থা বোধ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তখন শরীরাদিকে আর বিষয় বলিয়া বোধ থাকে না। ইন্দ্রিয় বোধ এই নিদ্রাবস্থারই প্রতিকৃতি। নিদ্রা যেমন এক অবস্থা মাত্র, ইন্দ্রিয় বোধও সেই রূপ এক অবস্থা মাত্র;—ফলতঃ আমাদের জ্ঞান যেমন অবস্থা-প্রবাহের মূলস্থিত দর্পণ-স্বরূপ, ইন্দ্রিয় বোধ সে রূপ নহে।

প্রেম এবং ইন্দ্রিয় সুখ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিতে হইলে, এক দিকে গীত-রচয়িতা, চিত্রকর, কবি, এবং একদিকে সুখাসক্ত বিলাসী, দুয়ের ইতর বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে। কবি এক জন আপন রচনার ভাবটির প্রতি যেমন অনুরক্ত, তাহার শব্দ লালিত্যের প্রতি তেমন নহেন; কিন্তু বিলাসী এক জন সেই রচনার শব্দ-মাধুরী মাত্রে এ রূপ বাধ্য পড়িয়া থাকেন যে, তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে তাঁহার আর অবকাশ হয় না। কবির দৃষ্টান্তানুযায়ী মনের ভাব অনুসারে বাহিরের সামগ্রী সকলকে অধিকার করা—প্রেমের পদ্ধতি; এবং বিলাসীর দৃষ্টান্তানুযায়ী বাহিরের সামগ্রী সকল অজ্ঞাতসারে মনকে অধিকার করা—ইন্দ্রিয় সুখের পদ্ধতি। এখানে এই যেমন দুইটি ভাব দেখা গেল—কবির মনের ভাব এবং বিলাসীর মনের ভাব, এই রূপ প্রতি মনুষ্যের মনোমধ্যে দুই প্রকার ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়;—কি? না প্রবৃত্ত ভাব প্রবর্ত্তক ভাব, স্বপ্ন ভাব জাগ্রৎ ভাব, তাচ্ছল্যের ভাব ব্যবস্থার ভাব, ইত্যাদি; প্রথমটি প্রাকৃতিক ভাব, দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক ভাব, প্রথমটি পশুভাব, দ্বিতীয়টি মনুষ্য ভাব। দেশ কালে কেবল প্রবৃত্ত ভাবই দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, কিন্তু প্রবর্ত্তক ভাব আত্মা ভিন্ন আর কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। আত্মা যাহা আদেশ করে, কাল তাহাই মস্তকে বহন করে। আমরা যদি একটা গোলাকে দ্রুতবেগে চালনা করি, তবে কোন প্রতি বন্ধক অবিদ্যমানে কাল ক্রমাগত তাহাই করিবে; আমরা যদি গোলাটাকে মন্দ বেগে চালনা করি, কাল ও তাহাই ক্রমাগত করিতে থাকিবে। কালেতে নূতন কিছুই হয় না; আত্মা কর্তৃক যাহা আরব্ধ হয়, কালেতে তাহাই কেবল বহমান হয়। নূতন আরম্ভ—আত্মা ভিন্ন আর কাহারো কর্তৃক সংঘটনীয় নহে, পুরাতন অভ্যাসই কেবল কালের অধিকারে স্থান পায়। কিন্তু আত্মার প্রারব্ধ কার্য্য সকলকে কাল যে এই রূপ যথাজ্ঞাক্রমে বহন করে, তাহাও আত্মার মূলবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে উহা আপন ক্ষমতায় করিতে পারে না। সময় বিশেষে যদি আমাদের পদ চালনা করা বা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস হয়, তবে সেই অভ্যাসের প্রবর্ত্তক—আত্মা মূলে অধিষ্ঠিত থাকাতেই সে অভ্যাস জীবন ধারণে সমর্থ হয়। এস্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, আত্মা যখন এই রূপে আপন কার্য্যের ভার, প্রকৃতির স্কন্ধে বা কালের স্কন্ধে সমর্পণ করে, তখন তাহাতে আত্মার কেবল অধ্যক্ষতা মাত্র থাকিলেই হইল, আত্মাকে স্বহস্তে সে কার্য্য লইয়া পুনর্ব্বার বিব্রত হইতে হয় না। বীণা-যন্ত্রে যে ব্যক্তির নিপুণতা জন্মিয়াছে, তিনি এদিকে বীণা বাদ্য করিতেছেন, ওদিকে কোন এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন—

ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; এখানে ইহা স্পষ্ট যে, আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র থাকাতে প্রকৃতি তাহার আদেশ পালনে তৎপর হইতেছে, এই যে সময়ে আত্মা অন্য কার্য্যে মন দিতে অবকাশ পাইতেছে।

এক্ষণে বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আত্মা স্বাধীন ভাবে যাহা চায় তাহাই প্রেমের আদর্শ, এবং প্রকৃতি যাহা চায় তাহাই ইন্দ্রিয় সুখের আদর্শ; অথবা আমরা আত্মার বলে যাহা চাই তাহাই প্রেমের আদর্শ এবং প্রবৃত্তির বলে যাহা চাই তাহাই ইন্দ্রিয় সুখের আদর্শ।

প্রকৃতির আকিঞ্চন তিন রূপ হইতে পারে, যথা, পূর্ব্ব অভ্যাসের অনুযায়ী, বর্ত্তমান উত্তেজনার অনুযায়ী, এবং ভবিষ্যৎ চরিতার্থতার অনুযায়ী; এতদনুসারে ইন্দ্রিয় সুখের আদর্শকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা গেল,—আনুপূর্ব্বিক, আনুসঙ্গিক, এবং আনুশেষিক।

উদাহরণ;—আমাদের চক্ষুতে জ্যোতি নিপতিত হইলে প্রথমতঃ এক প্রকার গতির অবস্থা অনুভূত হয়। ধ্বনিতে এবং জ্যোতিতে এ বিষয়ে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই,—কেবল ধ্বনিতে উক্ত গতির ভাবটি আরো কিছু স্পষ্টতর রূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকার গতির অবস্থা আনুপূর্ব্বিক হইলে, অর্থাৎ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বাভ্যাসের অনুযায়ী হইলে, আমাদের পক্ষে তাহা সুখজনক হয়, তদপেক্ষা অতিরিক্ত হইলে অসহ্য হইয়া উঠে, তদপেক্ষা ন্যূন হইলে অতৃপ্তি-জনক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ত;—দৃশ্য পরিসর বিস্তৃত রূপে প্রতিভাত হয়। এই দৃশ্য বিস্তৃতি বর্ত্তমানের আনুসঙ্গিক হইলে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে উহার এদিক্ ওদিক্ পরস্পরের অনুযায়ী হইলে, উহা সুখ জনক হয়। তৃতীয়তঃ,—উক্ত দৃশ্য দূরবর্ত্তী রূপে প্রতিভাত হয়; দূরে যাহা অস্পষ্ট দেখায় তাহা স্পষ্ট [illegible] দেখিতে আমাদের বাসনা হয়; এবং দৃশ্য বস্তু সকল যদি এ রূপ [illegible] অবস্থিত থাকে যে, উহারা পরম্পরা ক্রমে নিকট হইতে দূরে অবসৃত হইয়া স্পষ্টতা হইতে ক্রমশঃ অস্পষ্টতায় বিলীন হইয়াছে, তাহা হইলে সে বাসনা চরিতার্থতার পক্ষে সুবিধা হয়; কেন না এ রূপ হইলে, দূর বশতঃ যাহা অস্পষ্ট দেখায়, সমবর্ত্তী দৃশ্য সকলের সহিত তাহার ক্রমান্বয়ে যোগ থাকাতে তাহা স্পষ্ট হয়। যথা,—দুইটি অশ্ব যদি প্রথমেই বহু দূরে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অস্পষ্টতা বশতঃ উহাদিগকে একটি অশ্ব বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু যদি উহারা প্রথমে আমাদের নিকটে থাকিয়া পরে ক্রমে ক্রমে সেই দূর দেশে গিয়া উপনীত হয়, তাহা হইলে সে রূপ ভ্রমের আর সম্ভাবনা থাকে না; কেন না এ স্থলে পূর্ব্ব দৃশ্যের স্পষ্টতা বশতঃ পর দৃশ্যের অস্পষ্টতা ঘুচিয়া যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত এই দেখা যায় যে, যদি আমাদের চারি দিকে প্রাচীর উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রাচীরের বহির্দ্দেশ আমাদের দৃষ্টিতে—অস্পষ্টতা হইতেও অধম—একেবারেই শূন্য রূপে পরিণত হয়; এ অবস্থায় প্রাচীরের বহির্দ্দেশের অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার বাসনা যাহা আমাদের মনে উদিত হয়, তাহা চরিতার্থ হইবার উপায় না থাকাতে কাজেই আমাদের অতিশয় কষ্ট বোধ হয়।

গতির আনুপূর্ব্বিকতা হেতু আমাদের অন্তঃকরণে যে সুখানুভব হয়, কবিতাছন্দ ও গীত প্রবাহ উভয়ই তাহার প্রমাণ দিতেছে; ছন্দের হ্রস্ব দীর্ঘ এবং গীতের তাল মান আনুপূর্ব্বিক রূপে চলিতে থাকিলে, তাহা কেমন শ্রুতি-সুখের আস্পদ হয়, এবং

অকস্মাৎ ছন্দঃ পতন বা তাল ভঙ্গ হইলে তৎক্ষণাৎ কেমন শ্রবণে আঘাত লাগে; এই জন্য এরূপ ঘটনা বিচিত্র নহে যে, সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, ইতি মধ্যে তাল ভঙ্গ হওয়াতে নিদ্রা অমনি সচকিত হইয়া প্রস্থান করিল। যদি কেবল একটি মাত্রও সুস্বর আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে—যেমন কোকিলের পঞ্চম স্বর, তাহাও আনুপূর্ব্বিক তরঙ্গমালাচ্ছন্দে নাচিতে নাচিতে তথায় প্রবেশ করে, তাহার মধ্যেও ছন্দ ও যমক রহিয়াছে। বিস্তৃতির আনুসঙ্গিকতাতে যেরূপ সুখানুভব হয়, জীবদেহের অবয়ব বিন্যাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা প্রকাশ পাইবে; যথা,—শরীরের দক্ষিণ-পার্শ্ব ও বাম পার্শ্ব পরস্পরের অনুযায়ী হওয়াতে তাহা হইতে যেমন এক যুগল শোভা বিনির্গত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলে সেরূপ কখনই সম্ভবেনা। পুনশ্চ কোন সভামন্দিরের স্তম্ভশ্রেণী আনুসঙ্গিক রূপে সন্নিবেশিত থাকিলে তাহা কেমন মনোহর দেখিতে হয়; কবিতাচ্ছন্দে যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ ব্যবহৃত হয়, এখানেও তেমনি প্রতি স্তম্ভের প্রস্থ পরিমাণ হ্রস্ব, দুই স্তম্ভের মধ্যগত ব্যবধানের প্রস্থ পরিমাণ দীর্ঘ, এই রূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রথিত দেখিতে পাওয়া যায়। আনুসঙ্গিক অবস্থা সকলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেই যে উহাদিগকে পরস্পরের অনুযায়ী বলিতে পারা যায় এমন নহে; কেশজালের কৃষ্ণবর্ণ—মুখমণ্ডলের গৌরবর্ণের অনুযায়ী হইতে পারে, চন্দ্রের জ্যোৎস্না নিশান্ধকারের অনুযায়ী হইতে পারে, এই রূপ যাহার সঙ্গে যাহা সাজে তাহাতেই তাহার আনুসঙ্গিক অনুযায়িত্ব সিদ্ধ হয়। এতদুপলক্ষে কতিপয় মনোহর সংস্কৃত শ্লোক আছে, যথা "পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ। মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ। ইত্যাদি, ইহার অর্থ এই যে, জল দ্বারা কমল, কমল দ্বারা জল, এবং জল ও কমল উভয় দ্বারা সরোবর শোভা পায়। মণি দ্বারা বলয়, বলয়ের দ্বারা মণি, ও মণি এবং বলয় উভয় দ্বারা করদেশ শোভা পায়; ইত্যাদি। দূরপ্রসারণ-মূলক আনুপূর্ব্বিকতা এবং আনুসঙ্গিকতা উভয়ের যোগে যেরূপ সুখানুভব হয়, দিগন্ত-স্পৃষ্ট সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া সারি সারি পোতগণের একত্র প্রয়াণ দেখিলে, অথবা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রোপরি ব্যূহবদ্ধ সেনাগণের কৃত্রিম রণ যাত্রা দেখিলে, তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে।

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ঘটনা-সকল—ভূত কালের অভ্যাস, বর্ত্তমানের উত্তেজনা, এবং ভবিষ্যতের স্পৃহা-চরিতার্থতার উপযোগী হইলেই, আনুপূর্ব্বিক আনুসঙ্গিক এবং আনুশেষিক হইলেই, তাহা ইন্দ্রিয় সুখের কারণ হয়।

এই ইন্দ্রিয় সুখের মোহন-শক্তি অতিশয় বিস্ময় জনক;—সুরূপ, সুরস, সুগন্ধ, সুস্বর, ইহারা বাহির হইতে আসিয়া ইন্দ্রিয় গণকে কেমন আশ্চর্য্য রূপে বিমুগ্ধ করে, এবং মনোদুর্গের গুপ্ত কপাট সকল কৌশলে উদ্ঘাটন করিয়া কেমন অবিবাদে তথাকার সমুদায় প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়! বাহিরের সামগ্রী সকল কোথা হইতে আসিয়া আমাদের মনের সঙ্গে এমনি আশ্চর্য্য রূপে মিশিয়া যায় যে তাহাদিগকে আর পর বলিয়া বোধ থাকে না। এই রূপ ইন্দ্রিয় সুখ অতীব উপাদেয় বটে তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা যে পর্য্যন্ত না আর এক উচ্চতর সুখে গিয়া পর্য্যাপ্ত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার মর্ম্মনিহিত একটি গূঢ় দোষের কিছুতেই নিরাকরণ হয় না। ইন্দ্রিয়-সুখের একটি

প্রধান দোষ এই যে তাহার উপর আমাদের কিছু মাত্র কর্ত্তৃত্ব চলে না; বিষয়-সকল যদি অনুকূল হইল তবেই ভাল, নতুবা আমরা আপন ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় সুখ উৎপন্ন করিতে পারিনা, স্বাধীন ইচ্ছাকে অপদস্থ করিয়াই, ইন্দ্রিয়-সুখ মানস-ক্ষেত্রে সমাগত হয়; ইন্দ্রিয়-সুখে বিষয়েরই গুণ প্রকাশ পায়; আমাদের আপনাদের গুণ কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। এই হেতু আমাদের মনের বেগ ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে আরো এক উচ্চ প্রদেশে উঠিতে সর্ব্বদাই আস্ফালিত হইয়া থাকে। যখন কোন একটি মধুর গীতধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হয়, তখন কি—কেবল সেই ধ্বনি মাত্রের প্রতি আমাদের মন বদ্ধ থাকে? কখনই না; সুশ্রাব্য ধ্বনিটি উপলক্ষ মাত্র, পরন্তু আমাদের লক্ষ—ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার কোন কালে কোন সম্পর্ক নাই—সেই সকল অন্তর্নিহিত ভাবের দিকেই বিশেষ অনুরাগের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হয়; সেই মধুর-নিনাদ শ্রবণে হয় তো মনঃ শয্যাশায়ী কত শত ভূত-পূর্ব্ব ঘটনা শোভন বেশে উদ্বোধিত হয়, এবং আমাদের মানস ভৃঙ্গ সকলের মধ্য হইতে মর্ম্ম-রস চয়ন করত প্রেম-সিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। যাহা ইঙ্গিত করা হইল, তাহার উপরে আর এ কথা অধিক করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই যে, যেমন তান্ত্রিকেরা কল্পনাকে সহায় করিয়া মন্ত্র পাঠ দ্বারা পেয় সুরা শোধন করে, সেই রূপ প্রেম দ্বারা ইন্দ্রিয় সুখ শোধিত হইলেই তাহার অন্তর্গত সকল দোষ খণ্ডন হইয়া যায়।

যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্যরোচতে॥

দৈব ও পুরুষকার।

যথা একেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

যাহা মনুষ্যের অনায়ত্ত, এক মাত্র ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ আয়ত্ত, মনুষ্যের শক্তি ও ইচ্ছা যাহার নেতা ও প্রভু হইতে পারে না, প্রত্যুত ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ও পূর্ণ ইচ্ছার বলেই যাহা চালিত হয়, তাহাই দৈব। দৈব—দেব শক্তি, ইহাকে ঈশ্বরের পৌরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা যেমন আপনার পৌরুষে প্রকৃতির উপজীবী হইয়াছি, তিনি স্বীয় পৌরুষে প্রকৃতির উপজীব্য হইয়াছেন। তিনি প্রকৃতিকে নানা প্রকার শক্তি দিয়াছেন, আমরা কেবল তাহা দ্বারা আপনার ভোগ-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াই তৃপ্ত হই। আমরা প্রকৃতির জটিল ভাব বুঝিতে পারি না, তিনি তাহার মধ্য দিয়া আমাদিগের জীবনে নানা প্রকার ঘটনা আনয়ন করেন। বস্তুত জগতে যা কিছু উপস্থিত হইতেছে, সেই মুক্ত পুরুষের পুরুষকার বা দৈব শক্তিই তাহার মূল। যদি দৈব না থাকিত, তাহা হইলে কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিয়া কোন রূপেই পরিশ্রমের পুরস্কার প্রাপ্ত হইত না। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও অপরিমিত বৃষ্টিপাত ক্ষেত্রের শ্যামল সুকোমল তৃণরাশি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিত, কৃষকের সম্বৎসরের সুখের আয়োজন সমুদয়ই ব্যর্থ হইত

ইচ্ছা, শক্তি ও কার্য্যাকার্য্য বিচার বিষয়ে মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব আছে, কিন্তু অতর্কিত ও অনালোচিত ঘটনা সকল, যাহা ঝটিতি উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে চকিত, ভীত বা সুখিত করে, তৎসমুদায় ঈশ্বরেরই দুর্ব্বিবার ইচ্ছার বিলাস মাত্র। পূর্ব্বে যে বিষয়ের কিছুমাত্র সূচনা নাই, আমাদিগের ইচ্ছা ও

শক্তি যাহা আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত অণুমাত্রও প্রয়াস পায় নাই, হয় তো আমাদিগের জীবনে সেই সকল ঘটনা উপস্থিত হইতেছে এবং যাহা সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধন প্রাণ সমুদায়ই সমর্পণ করি, হয় তো তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। এই সমস্ত ঘটনার কারণ কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা, তিনি এই ঘটনাসূত্রে মনুষ্যের সুখ দুঃখ নিয়মিত করিতেছেন এবং ইহা দ্বারাই মনুষ্যের যাবতীয় চেষ্টার ফলাফল বিধান করিতেছেন।

এই চেষ্টাই পুরুষকার। ঈশ্বর প্রকৃতির হস্ত দিয়া আমাদিগকে নিরন্তর যে স্নেহের দান বিতরণ করিতেছেন, তাহা গ্রহণ করিবার চেষ্টাই পুরুষকার। আমরা এই পুরুষকার দ্বারা প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে পারি না, কিন্তু প্রকৃতি ঈশ্বরের আয়ত্ত হইয়া আমাদিগের নিমিত্ত যে উপাদেয় ফল প্রস্তুত করিতেছে, তাহার প্রত্যাহরণ ও উপভোগের চেষ্টাকেই প্রকৃত পুরুষকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমাদিগের পুরুষকারের সৃষ্টি শক্তি নাই, কিন্তু ঈশ্বর যে সমস্ত উপাদান দিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া একটি বস্তু নির্ম্মাণ করাই ইহার কার্য্য। ঈশ্বর সর্ষপের বীজ ও তাহার অভ্যন্তরে তৈল রস প্রদান করিয়াছেন, আমরা স্বীয় চেষ্টা দ্বারা সেই রস গ্রহণ করিতে পারি। ঈশ্বর জল ও মৃত্তিকা দিয়াছেন, আমরা তাহা আহরণ করিয়া ঘট প্রস্তুত করিতে পারি। পুরুষকারের বল এই পর্য্যন্ত।

পুরুষকার সৌভাগ্যের প্রসূতি। পুরুষকার বিরহে মনুষ্য কি আধ্যাত্মিক কি পার্থিব কোন বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হয় না। যদি কেহ পুরুষকারে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা যার পর নাই শোচনীয় হইয়া উঠে। করুণাময় ঈশ্বর মনুষ্যকে নিতান্ত নিরাশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। মনুষ্য উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানার্থ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাকে অভাবের উত্তেজনায় সময়ে সময়ে আলস্যের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম এবং স্বীয় সামর্থ্যে আপনার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত সুখকর অবস্থা প্রস্তুত করিতে হয়। পশু পক্ষী সকল প্রকৃতির প্রসাদে শীত নিবারণের নিমিত্ত গাত্র-লোম ও প্রবল জন্তুদিগের হইতে আত্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত শৃঙ্গ ও নখাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। পশু পক্ষীর ন্যায় মনুষ্যের এই সমস্ত উপকরণ নাই যথার্থ কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে বুদ্ধি ও স্বাধীনতা দিয়াছেন। সে ইহার সাহায্যে পশু পক্ষীর উপর আধিপত্য, গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কৃষি বাণিজ্য, সুখ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিবার নিমিত্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং জন সমাজে একতা ও শান্তির নিমিত্ত উৎকৃষ্ট নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিতে পারে এবং ইহার বলে পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ লাভেও সমর্থ হয়।

আপনাদিগের সামর্থ্য না বুঝিয়া বুদ্ধি ও স্বাধীনতা দ্বারা সুখ সম্ভোগের উপায় নির্দ্ধারণ না করিয়া অতর্কিত ঘটনা বিশেষে সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করা যেমন অযৌক্তিক, সেই রূপ আবার ঈশ্বরের কৃপাবিন্দু প্রার্থনা না করিয়া কেবল আপনার দুর্ব্বল শক্তি ও অকিঞ্চিৎকর চেষ্টাকে সার জ্ঞান করা যার পর নাই অসঙ্গত। যদি সেই অনাথ-শরণ ত্রিভুবননাথ আমাদিগের সমক্ষে না থাকেন, তবে ভাবিয়া দেখ, আমরা কি পর্য্যন্ত দীন। যদি তিনি আমাদিগের সমুদায় কার্য্যে কৃপাদৃষ্টি বিতরণ না করেন—আমাদিগের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে সমস্ত অবস্থা আনয়ন করে, যদি তিনি তাহার নিয়ন্তা না হন, তবে আমরা কত দূর নিরাশ্রয়। অতএব দৈবের মুখা-

পেক্ষা করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করা আমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প। যুদ্ধে জয় লাভ, বিস্তীর্ণ রাজ্য লাভ, অতুল সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ অগ্রে কে সূচনা করিতে পারে? ইহা কেবল ঘটনা চক্রে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যে আমাদিগের পুরুষকারেরও আবশ্যকতা আছে। দৈব যে এই সমস্ত ঘটনা উপস্থিত করিবে, তাহাতে পুরুষকারের অনুবৃত্তি আবশ্যক।

এই জগতে এক জন রাজা হইয়া সুসজ্জিত প্রাসাদে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন এবং আর এক জন সেই প্রাসাদের নিকট পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখে অশ্রু মোচন করিতেছে—এক জন উৎকৃষ্ট কবি হইয়া বিজ্ঞানবিৎ জ্ঞানী হইয়া মানসিক শক্তিতে সকলকে মোহিত করিতেছেন এবং আর এক জন অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন অনক্ষর মুর্খ হইয়া লোকের নিকট হতাদর হইতেছে—এক জন প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত যোদ্ধা হইয়া প্রখর তরবারি-প্রহারে শত্রু-হস্ত হইতে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করিতেছেন এবং আর এক জন যুদ্ধের কঠোরতায় ভীত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় গললগ্নীকৃতবস্ত্রে বিপক্ষের হস্তে স্বাধীনতা সমর্পণ করিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে জগতের কোন বিষয়েরই শৃঙ্খলা নাই। যদিও প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতি অনুসারে বুদ্ধি বৃত্তি, বিচার শক্তি, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও অনুরাগ উৎসাহের তারতম্য আছে বলিয়া তাহার কার্য্যগত এই রূপ বৈষম্য উপস্থিত হয়, অথাপি তাহার আর একটি বিশেষ কারণ আছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর প্রকৃতির হস্তে আমাদিগের যে লভ্যাংশ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার শক্তিই পুরুষকার। তিনি আমাদিগের অর্জ্জন-স্পৃহাতে অভাবের উপশম, প্রতিভাতে কবিত্ব এবং শরীরে বল ও মনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, আমরা আপনার চেষ্টায় যদি তৎ সমুদায় গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে ধনী কবি ও বীর হইতে পারি সন্দেহ নাই।

আত্মার বলই পুরুষকার। আমাদিগের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব শ্রীবৃদ্ধি পুরুষকারেরই সম্যক আয়ত্ত। পার্থিব উন্নতি করিতে গেলে পুরুষকার আপনার বল তত প্রকাশ করিতে পারে না; কারণ পার্থিব ব্যাপারে অনেক বিষয়ে আমাদিগকে অন্যের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, এই জগতে এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা আমাদিগকে অন্যের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন করিয়া রাখে। সুতরাং হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সূর্য্যের গতিরোধ এবং সন্তরণ দ্বারা সাগর পার হওয়া যেমন অসম্ভব, লোকের প্রতিকুল ইচ্ছাকে অনুকুল করিয়া পার্থিব উন্নতি করাও সেই রূপ অসম্ভব। অতএব এরূপ অবস্থায় পুরুষকারের বল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। কিন্তু আত্মার রাজ্যে ইহার বল বীর্য্য অদ্ভুত বোধ হয়। বাহ্য শত্রু দমন করিতে হইলে অবস্থার অনুকুলতা আবশ্যক; কিন্তু যে গুলি আমাদিগের অন্তঃশত্রু, যাহারা সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া আমাদিগের মনুষ্যত্বের বীজ পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, যাহারা আমাদিগকে প্রকৃতির অনায়ত্ত ও প্রবৃত্তির আয়ত্ত করিয়া পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট করিয়া দেয়, সেই সমস্ত দুর্দ্দান্ত শত্রুকে সকল প্রকার অবস্থাতেই ইহা দমন করিতে পারে। বাহ্য কার্য্যে ইহা দৈবের প্রতিকুলতা ও অনুকুলতার একান্ত অধীন, কিন্তু আভ্যন্তরিক কার্য্যে ইহা স্বয়ংই দৈবকে অনুকুল করিতে পারে। বাহ্য কার্য্যে প্রকৃতির জটিল ভাব বুঝিতে না পারিয়া প্রতিহত হয়, কিন্তু আন্তরিক কার্য্যে ইহা সকলের উপর কর্তৃত্ব করিয়া আপনার প্রভাব

বিস্তার করে। আমাদিগের আত্মা দম্য অশ্বের ন্যায় বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বারংবার পথ-ভ্রষ্ট হইতেছে, কিন্তু পৌরুষ সুশিক্ষিত সারথির ন্যায় গন্তব্য পথে ইহাকে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। পৌরুষের অসাধ্য কিছুই নাই। মনুষ্যের যে পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ, পৌরুষ ঈশ্বরের হস্ত হইতে স্বয়ংই তাহা আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকে। আমরা অন্ধশক্তি প্রকৃতির উপর পুরুষকারের প্রভাব বুঝিতে পারি না, যে বস্তু হইতে যত টুকু উপকার প্রাপ্তি সম্ভব পুরুষকার তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই করিতে পারিতেছে না; কিন্তু ইহা যখন প্রকৃতির অতীত ঈশ্বরের নিকট আমাদিগকে লইয়া যায়, তখন আমরা পুত্র যেমন মাতার নিকট কোন প্রার্থনীয় বস্তু বল পূর্ব্বক গ্রহণ করে, সেই রূপ ঈশ্বরের হস্ত হইতে অভিলষিত বস্তু লইয়া থাকি।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮৭ সংখ্যক পত্রিকার ৬২ পৃষ্ঠার পর।

স্মৃতি বলিলে কেবল সূত্রগ্রন্থ বুঝায় না, মন্বাদিপ্রণীত যে সমস্ত শ্লোকাত্মক গ্রন্থ আছে, তৎসমুদায়ও ইহার অন্তর্গত। শ্রুতি-মূলক বলিয়াই ইহার শাসন গ্রাহ্য হইয়া থাকে। শ্রুতি-বাক্য স্মরণ করিতেছে বলিয়াই ইহার নাম স্মৃতি হইয়াছে। এই সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র বেদের ন্যায় এক এক খানি নিরপেক্ষ প্রমাণ নহে। কুমারিল কহেন,[1] পূর্ব্বজ্ঞান-বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই স্মৃতি। সুতরাং পূর্ব্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে স্মৃতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। মনুপ্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা আদৌ যদি কোন প্রমাণ-স্বরূপ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্মরণ ব্যর্থ হইতে পারে না; অন্যথা তাঁহাদিগের স্মৃতি-গ্রন্থ অপ্রামাণিক। যেমন দুহিতা না থাকিলে দৌহিত্র হইতে পারে না, সেই রূপ পূর্ব্ব জ্ঞান না থাকিলে স্মৃতি একান্ত অসম্ভব হয়। এ-স্থলে পূর্ব্ব জ্ঞান মন্বাদির কন্যাস্থানীয় এবং তাহার স্মৃতি দৌহিত্রস্থানীয়। অতএব যদি কন্যা না থাকে, তাহা হইলে যেমন কন্যার পুত্র দৌহিত্রের অস্তিত্বে ভ্রান্তি জন্মে, সেই রূপ যদি পূর্ব্ব জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে স্মৃতি মিথ্যা হয়, সন্দেহ নাই।

পরাশর-সংহিতার টীকাকার মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন, "জৈমিনি-সূত্রে বেদের যে রূপ প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে মনুষ্যকৃত মূল-প্রমাণ-সাপেক্ষ গ্রন্থে সেই রূপ কদাচই সম্ভবপর হয় না। মূল-প্রমাণই স্মৃতি-প্রামাণ্যের জীবন, যদি এই রূপ বল, তাহাও হইতে পারে না; কারণ মূল অস্পষ্ট। ধর্ম্ম যখন অতীন্দ্রিয় তখন মূল প্রত্যক্ষ হইবার নয় এবং ইহা অনুমান গ্রাহ্যও হইতে পারে না, কারণ অনুমানটি প্রত্যক্ষ-মূলক। মনুষ্যের বাক্যেও ইহার প্রামাণ্য স্থাপন করা যাইতে পারে না; কারণ মনুষ্য সততই দোষাদির বশীভূত হইয়া থাকে এবং মনুষ্য যে রূপ দেখে সেই রূপ অবিকল বাক্যে প্রকাশ করিতে পারে না। মনুষ্য যদি নির্দ্দোষই হয় তাহা হইলেও তাহার বাক্যে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি বল, শ্রুতির সহিত স্মৃতির অবিরোধিতা আছে, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, শৌচাদি আচারের ব্যবস্থা শ্রুতির কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি ইহার অস্তিত্বের অনুমান করিয়া লও, তাহাও হইতে পারে না;

[1] পূর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়ং বিজ্ঞানং স্মৃতিরুচ্যতে। পূর্ব্ব জ্ঞানাদ্বিনা তস্যাঃ প্রামাণ্যং নাবধার্য্যতে। [illegible] যদি প্রথমং কিঞ্চিৎ প্রমাণং সম্ভাব্যতে ততঃ স্মরণং ভবেৎ নান্যথা। [illegible] পুনঃ পুত্রং দুহিত্রাদিরূপ্যা [illegible] দৌহিত্রোৎপাদনং কুতঃ। [illegible] পুত্রস্থানীয়ং হি মন্বাদেঃ পূর্ব্ববিজ্ঞানং দৌহিত্রস্থানীয়ং স্মরণং। অতশ্চ যথা দুহিতুরভাবং পরামৃশ্য দৌহিত্রবুদ্ধিং ভ্রান্তিং মন্যতে তথা মন্বাদিভিঃ [illegible] স্মরণং মিথ্যেতি মন্যতাং।

কারণ শৌচাদি ব্যবস্থার অনুমান করিতে গেলে 'মোক্ষার্থী চৈত্যের উপাসনা করিবে' বৌদ্ধদিগের এই বাক্যে অতিপ্রসঙ্গ দোষ উপস্থিত হয়"।

মাধবাচার্য্য এই রূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া স্বয়ংই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কহেন "মনু স্মৃতির সহিত বুদ্ধস্মৃতির বিস্তর বৈলক্ষণ্য আছে। স্বয়ং বেদই মনুস্মৃতির প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বেদে এই রূপ কথিত আছে যে, মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা ঔষধ স্বরূপ। কিন্তু বেদে এমন একটি বাক্য নাই যাহা বুদ্ধস্মৃতির অনুকূল হইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে অতিপ্রসঙ্গ দোষের সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ কহেন যে 'মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা ঔষধ স্বরূপ, বেদের এই বাক্যটি অর্থবাদ মাত্র; বেদে এমন কিছু কথা নাই যাহা দ্বারা মনু-স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপন করা যাইতে পারে। অতএব শাক্যাদির স্মৃতির ন্যায় মনুস্মৃতিও অপ্রামাণিক। মনুষ্যের অসত্যবাদিত্ব ও ভ্রান্ত্যাদি দোষ এবং মূল প্রমাণের অনুপলব্ধি এই কএকটি কারণে স্মৃতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভাল, বেদের এই বাক্যকেই লক্ষ্য করিয়া যদি মনু স্মৃতির প্রামাণ্যই স্বীকার কর, তাহা হইলে পরাশর স্মৃতির কি হইবে? বেদ মনুর ন্যায় কোন স্থলে পরাশরের মহিমা কীর্ত্তন করে নাই সুতরাং ইহার প্রামাণ্য রক্ষা করা অতিশয় সুকঠিন হইতেছে"।

"এই রূপ আপত্তি অনায়াসে খণ্ডন করা যাইতে পারে। স্মৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ। পুরুষের মিথ্যাবাদ প্রভৃতি যে কএকটি হেতু ইহার অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে, তাহা নিরর্থক। কারণ মহর্ষি মনু ও পরাশর ইহাঁরা জন্মাবধি সিদ্ধ ছিলেন; সুতরাং ভ্রান্তি ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ তাঁহাদিগের পক্ষে যার পর নাই অসম্ভব হইতেছে। ইহাঁরা যে জন্মাবধি সিদ্ধ ছিলেন, মন্ত্র অর্থবাদ ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উত্তর মীমাংসার দেবতাধিকরণে এই রূপ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, মন্ত্র যাহা কহিয়াছে, তাহার প্রমাণান্তরের আবশ্যকতা নাই। অর্থবাদ প্রকরণে এই রূপ স্বীকার করা হইয়াছে যে, অর্থবাদ যাহা কহিয়াছে ইহা সম্যক বিশ্বাস্য নহে। কতকগুলি অসম্ভব বিষয় আছে, বলিয়াই ইহা অবিশ্বাস্য হইয়াছে। অতএব অর্থবাদ প্রকরণে "মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা ভেষজ স্বরূপ" এই বাক্যের যা কিছু বিপরীত অর্থ আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার সার্থকতা নাই। সুতরাং এস্থলে এই বাক্যের প্রকৃত অর্থের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতেছে না। শাক্য-স্মৃতির অনুকূলে কোন প্রমাণই নাই, প্রত্যুত অনেক স্থলে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, অর্হত চার্ব্বাক ও বৌদ্ধমত দূষণীয় ও সাধারণের ঘৃণা-জনক। বেদের মধ্যে মনুর বিষয় যেমন উল্লিখিত হইয়াছে পরাশরের বিষয়ও সেই রূপ। বেদের স্থানে স্থানে আছে "পরাশর-পুত্র ব্যাস এই রূপ কহিয়াছেন"। এক্ষণে পরাশরের পুত্র ব্যাস এই রূপ কহিয়াছেন, বলিয়া যদি ব্যাসের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার পিতা পরাশর কত দূর গৌরবের পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখ। বাজসনেয়ি সংহিতার বংশব্রাহ্মণ পরিচ্ছেদে কথিত আছে যে, পরাশর পুত্র ও পৌত্র পরম্পরায় বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিলে পরাশরকে মনুর তুল্যকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মনু ও পরাশরের ন্যায় বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অন্যান্য স্মৃতিকারদিগের নামও শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে। শ্রুতির এক স্থলে এই রূপ লিখিত আছে যে, মহর্ষিগণ ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করেন

নাই, কেবল বশিষ্ঠ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন[১]। অতএব এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে মহর্ষিগণ শ্রুতি-বাক্য স্মরণ করিয়া যে স্মৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার প্রামাণ্য কিছুতেই খণ্ডন করিতে পারা যায় না।"

সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ উদীচ্য কর্ম্ম।

শাট্যায়ন হোম।[২]

১। যদি প্রকৃত কর্ম্মে চরু হোম না থাকে তাহা হইলে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম করিবেক। প্রকৃত কর্ম্ম করিয়া পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক। যথা—

১ ঋষয়ো বা ইন্দ্রং প্রত্যক্ষং না পশ্যন্ তং বশিষ্ঠঃ প্রত্যক্ষমপশ্যৎ।

২ ভবদেব ভট্ট গোভিলকৃত গৃহ্যসূত্র অবলম্বন করিয়া এই পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে প্রায়শ্চিত্তের কোন উল্লেখ নাই। ছন্দোগ পরিশিষ্টে তিন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত-হোমের বিধি দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতেও শাট্যায়ন হোমের বিধি নাই; অতএব ভবদেব ভট্ট কোথা হইতে এই শাট্যায়ন হোমের ব্যবস্থা আনয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই হোম এক বারে অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যথা—

"ভবদেবভট্টোক্ত প্রায়শ্চিত্তাত্মক শাট্যায়নহোমো লিপ্সমানঃ ভট্টনারায়ণৈর্গোভিলভাষ্যে অপ্রমাণী কৃতত্বাৎ।" সংস্কারতত্ত্ব।

অতএব ভবদেব ভট্টোক্ত প্রায়শ্চিত্তাত্মক শাট্যায়ন হোমের কোন প্রমাণ নাই, ভট্টনারায়ণ গোভিল ভাষ্যে তাহা অপ্রমাণ করিয়াছেন।

ছন্দোগ পরিশিষ্টে যে তিন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হোম আছে তাহা এই;—

যত্র ব্যাহৃতিভি র্হোমঃ প্রায়শ্চিত্তাত্মকো ভবেৎ।
চতস্রস্তত্র বিজ্ঞেয়াঃ স্ত্রীপাণিগ্রহণে যথা॥
অথবাজ্ঞাতমিত্যেষা প্রাজাপত্যাপি বা হুতিঃ।
হোতব্যা ত্রিবিকল্পোঽয়ং প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ॥

স্মার্ত্তধৃত।

ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি, বা অজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং এই ঋক্ অথবা "প্রজাপতয়ে স্বাহা" এই বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেক। প্রায়শ্চিত্ত হোম এই তিন প্রকার।

প্রজাপতিঋ্ষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূঃ স্বাহা।

ভূ পৃথিবী।

প্রজাপতিঋ্ষিঃ উষ্ণিক্‌চ্ছন্দঃ বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

ভুব অন্তরীক্ষ।

প্রজাপতিঋ্ষিঃ অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ স্বঃ স্বাহা।

স্বর্‌ দ্যুলোক।

২। তৎপরে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিৎ অমন্ত্রক আহুতি দিয়া সংকল্প করিবেক, যথা;

ওঁতৎসৎ অদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অত্র অমুক কর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমমহং কুর্ব্বীয়ঃ।

আজি অমুক মাসে অমুক পক্ষে অমুক তিথিতে আমি অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা, এই কর্ম্মে যাহা কিছু ত্রুটি হইয়াছে, সেই দোষ প্রশমনের নিমিত্ত শাট্যায়ন হোম করি।

৩। তৎপরে বিধু নামে অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ সমিৎ প্রক্ষেপ ও মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেক, যথা—

প্রজাপতিঋ্ষিঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পাহি ন অগ্ন এনসে স্বাহা।[১]

যজুরিদং হে 'অগ্নে' 'নঃ' অস্মান্ 'এনসে' এনসঃ পাপাৎ 'পাহি'।

হে অগ্নি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

১ যেখানে ঋষি দেবতা ও বিনিয়োগের উল্লেখ আছে, ছন্দঃ নাই, তাহাই যজুঃ। আর যেখানে ঋষি প্রভৃতির সহিত ছন্দের উল্লেখ আছে, তাহাই ঋক্; কতকগুলি ঋক বিশেষ নিয়মানুসারে গীত হওয়াতে সাম হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ সংহিতায় যে সকল ছন্দঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ঋকবেদ হইতে উদ্ধৃত।

প্রজাপতিঋ র্ষিঃ বিশ্বেদেবা দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ পাহি নো বিশ্ব বেদসে স্বাহা।

'বিশ্ব' হে বিশ্বেদেবাঃ 'বেদসে' বেদসঃ বেদনাখ্যাঃ 'নঃ' 'পাহি'।

হে বিশ্ব-দেব-সকল আমাদিগকে যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর।

প্রজাপতিঋ র্ষিঃ বিভাবসুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা।

সুগমং।

হে বিভাবসু অগ্নি! তুমি যজ্ঞকে রক্ষা কর।

প্রজাপতিঋ র্ষিঃ শতক্রতুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ সর্ব্বং পাহি শতক্রতো স্বাহা।

সর্ব্বোপায়ঃ তত্র জন্যঃ ফলং সর্ব্বং।

হে শতক্রতু ইন্দ্র! যজ্ঞীয় ফল রক্ষা কর।

প্রজাপতিঋ র্ষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ পাহি ন অগ্ন একয়া পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিঃ পাহি চতসৃভির্বসো স্বাহা।[১]

হে 'অগ্নে' হে 'বসো' হে 'ঊর্জ্জাং পতে' বলবতাং শ্রেষ্ঠ 'নঃ' অস্মান্ 'একয়া' 'গিরা' আশীর্ব্বাদরূপয়া 'পাহি' 'উত' 'দ্বিতীয়য়া' গিরা তথা 'তিসৃভিঃ' 'গীর্ভিঃ' তথা 'চতসৃভিঃ'।

হে অগ্নি! হে বসু! হে বলাধিপতি! তুমি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আশীর্ব্বাদরূপ বাক্য দ্বারা (মাধবাচার্য্য কহেন ঋক্ দ্বারা) আমাদিগকে রক্ষা কর।

প্রজাপতিঋ র্ষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা পুনর্নঃ পাহ্যংহসঃ স্বাহা।

হে 'অগ্নে' 'ঊর্জ্জা' বলেন সহ 'পুনঃ' 'নিবর্ত্তস্ব' বলং দাতুং নিবর্ত্তস্ব। 'পুনঃ' 'ইষায়ুষা' ইষ্যতীতি ইষঃ তস্য আয়ুঃ তেন নিবর্ত্তস্ব মহ্যং ইষ্যতে আয়ুর্দাতুং নিবর্ত্তস্ব। 'পুনঃ' 'নঃ' 'অংহসঃ' পাপাৎ 'পাহি'।

হে অগ্নি পুনর্ব্বার বল লইয়া আগমন কর; অভিলষিত আয়ু লইয়া আগমন কর এবং আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

প্রজাপতিঋ র্ষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ সহর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব অগ্নে পিনুস্ব ধারয়া বিশ্বপ্স্ন্যা বিশ্বতস্পরি স্বাহা।

হে 'অগ্নে' 'বিশ্বতস্পরি' বিশ্বং পরিত্যজ্য 'ঊর্জ্জা' ঋজুত্বেন 'সহ' 'নিবর্ত্তস্ব' মহ্যং ঋজুত্বং দাতুং নিবর্ত্তস্ব। 'বিশ্বপ্স্ন্যা' বিশ্বং প্সাতি ভক্ষয়তি বিশ্বপ্সা অগ্নিঃ তৎসম্বন্ধিন্যা 'ধারয়া' ঘৃতধারয়া 'পিনুস্ব' প্রীণাহি অর্থাদাত্মানং।

হে অগ্নি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমাকে সরলতা দিবার নিমিত্ত আগমন কর এবং আপনাকে আহুত ঘৃতধারা দ্বারা পরিতৃপ্ত হও।

প্রজাপতিঋ র্ষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ আজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথঃ অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাযথং স্বাহা।

ক্রত্বা যত্র যদ্বিযুক্তং তৎ আজ্ঞাতং অন্যৎ অনাজ্ঞাতং অস্য 'যজ্ঞস্য' 'যৎ' 'আজ্ঞাতং' যচ্চ 'অনাজ্ঞাতং' 'মিথঃ' অন্যোন্যং অত্র নিযুক্তং অন্যত্র, অন্যত্র নিযুক্তং অত্র 'ক্রিয়তে' 'তৎ' হে 'অগ্নে' 'অস্য' যজ্ঞস্য 'কল্পয়' সমন্বয় যথাযোগ্যং প্রাপয় 'হি' যস্মাৎ 'ত্বং' 'যথাযথং' যথার্থং 'বেত্থ' জানাসি।

হে অগ্নি! যে স্থলে যাহা করিতে হয়, যদি তাহার অন্যথা হইয়া থাকে, তুমি তাহার সমন্বয় কর; যে হেতু তুমি যথার্থ জানিতেছ।

প্রজাপতিঋ র্ষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নোহস্তু বয়ং স্যাম পতয়োরয়ীনাং স্বাহা॥

---

১ এই ঋকটী ঋগ্বেদসংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তম অনুবাকের প্রথম সূক্তে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ঐ সূক্তের নবমী ঋক্, প্রগাথ-পুত্র ভর্গ ইহার ঋষি ও ইহার ছন্দের নাম অনুষ্টুবৃহতী। কিন্তু এস্থলে ভর্গ ঋষির নাম নাই বোধ হয়, সকল নামের পরিবর্ত্তে প্রজাপতি নাম ব্যবহৃত হইতে পারে। এখানে ছন্দের নামও পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এই ঋকটী আবার সামবেদের পূর্ব্বার্চ্চিকের প্রথম প্রপাঠকে ও যজুর্ব্বেদে বাজসনেয়ি সংহিতাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হে 'প্রজাপতে' ত্বৎ ত্বত্তঃ 'অন্যঃ' 'এতানি' 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'জাতানি' 'ন' 'পরি' 'তা' পরিপালয়িতা 'বভূব' অতঃ 'যৎকামাঃ' 'তে' ত্বদর্থং 'জুহুমঃ' 'তৎ' 'নঃ' অস্মাকং 'অস্তু' 'বয়ং' রয়ীণাং ধনানাং 'পতয়ঃ' 'স্যাম' ভবেম।

হে প্রজাপতি! তোমা ভিন্ন এই সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক আর কেহই নাই; আমরা যাহা কামনা করিয়া তোমার হোম করিলাম, তাহা সফল হউক; আমরা যেন ধনসমূহের অধিপতি হই।

১। তৎ পরে পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম ও সমিৎ প্রক্ষেপ করিবেক।

নবগ্রহ হোম।[১]

তৎপরে নিম্নোক্ত নয়টি ঋক্ দ্বারা ক্রমান্বয়ে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুর হোম করিবেক।

আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যযেন রথেনা দেবোযাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা।[২]

'সবিতা' আদিত্যঃ 'আ' 'যাতি' আগচ্ছতি 'দেবঃ' দেবনাদিগুণযুক্তঃ কেন 'রথেন' কিন্তুতেন 'হিরণ্যযেন' কিং কুর্ব্বন্ আযাতি 'ভুবনানি পশ্যন্' ভুবনবর্ত্তিনোমনুষ্যান্ প্রকাশাপ্রকাশপাপকর্তৄ ন্ সাক্ষিবদ্বিবীক্ষমাণঃ তথা 'নিবেশয়ন্' স্বেষু স্বেষু ব্যাপারেষু সমাবেশয়ন্ কং 'অমৃতং' 'মর্ত্ত্যং চ' দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ সূর্য্যোদয়ে মনুষ্যাঃ স্বেষু কর্ম্মসু বর্ত্তমানা দেবান্ প্রীণয়ন্তি প্রীতাশ্চ দেবা বৃষ্ট্যাদিনা মনুষ্যান্ আপ্যায়ন্তে তেন দেবমনুষ্যাণাং পরস্পরোপজেযঃ। পুনঃ কিন্তুতঃ সবিতা 'কৃষ্ণেন' 'রজসা' রাত্রিকালেন সহ 'আ' বর্ত্তমানঃ' প্রাবেণ রাত্রিকালস্য রাগজনকত্বাৎ রজস্ত্বং পুণ্যকর্ম্মণাবরোধাচ্চ কৃষ্ণত্বং। অয়মর্থঃ সঃ সবিতা দেবমনুষ্যব্যাপারস্যাবস্থাপকোযশ্চ কর্ম্মভূমিবর্ত্তিনাং পাপপুণ্যসাক্ষী প্রত্যহং আযাতি তস্মৈ বয়মর্চ্চাংকুর্ম্মঃ।

আদিত্য দেব সুবর্ণময় রথে রাত্রি-কালের সহিত আবর্ত্তন, দেব ও মানবগণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজন এবং ভুবন সকল সন্দর্শন করিতে করিতে আগমন করেন।

আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ট্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা।[৩]

হে 'সোম' 'বৃষ্ট্যং' বৃষ্টিভবং জলং 'তে' তব 'সমেতু' সঙ্গচ্ছতাং তৎ সান্নিধ্যং যন্তে অতস্ত্বং 'বিশ্বতঃ' বিশ্বং 'আপ্যায়স্ব' অতএব 'বাজস্য' অন্নস্য 'সংগথে' সংগমে 'ভবা' ভব বৃষ্টেরন্নমিতি স্মৃতেঃ চন্দ্রস্তুতিরেষা।

---

[১] গোভিলসূত্রে নবগ্রহের হোম নাই। তাহাতে সমিৎ প্রক্ষেপ, উদকাঞ্জলিসেক ও যজ্ঞ বাস্তু করণ এই তিনটি প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"সমিধমাধায়ানুপর্য্যুক্ষ্য যজ্ঞবাস্তু করোতি" ইত্যাদি।

স্মার্ত্তধৃত।

সমিৎ প্রক্ষেপ ও উদকাঞ্জলি সেক করিয়া যজ্ঞবাস্তু করিবেক।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও গ্রহ-যজ্ঞ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

"অত্র শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্মার্ত্তং শূদ্রঃ সমাচরেদিতি বচনাৎ।"

গ্রহ যজ্ঞে শূদ্রেরও অধিকার আছে, কেন না শূদ্র স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম করিবেক এই রূপ বচন আছে। এবং,

"অস্য স্মার্ত্তত্বেন প্রতিনিধিনাপ্যারম্ভঃ কর্ত্তব্যঃ।

ইহা স্মার্ত্ত কর্ম্ম (শ্রৌত কর্ম্ম নহে) এই জন্য প্রতিনিধি দ্বারাও করিবেক।

ঋষি প্রভৃতি অবগত হইয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হয়; কিন্তু তাঁহাদের ভট্টি অন্যান্য মন্ত্রের ন্যায় গ্রহ মন্ত্রে তাহার উল্লেখ করেন নাই।

অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, গ্রহ যজ্ঞ বৈদিক ক্রিয়া নহে; ইহা স্মার্ত্ত-কর্ম্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে এই প্রকার গ্রহ যজ্ঞের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা

শ্রীকামঃ শান্তিকামোবা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।

বৃষ্ট্যায়ুঃ পুষ্টিকামোবা তথৈবাভিচরন্নরীন্।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১ম অধ্যায়।

শ্রী, শান্তি, বৃষ্টি, আয়ু, পুষ্টি ও শত্রুগণের মারণ এই সকলের কামনায় গ্রহ যজ্ঞ করিবেক।

কিন্তু সোম, বুধ, বক্র শনি এই চারিটি গ্রহের উদ্দেশে তাঁহাদের এক প্রকার ও যাজ্ঞবল্ক্য অন্য প্রকার মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য—

আকৃষ্ণেন, ইমং দেবা, অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃ ককুৎ।

উদ্বুধ্যস্বেতি চ ঋচো যথাসংখ্যং প্রকীর্ত্তিতাঃ।

বৃহস্পতে অতিযদর্য্যা, অন্নাৎপরিস্রুতঃ।

শন্নোদেবী, তথা কাণ্ডাৎ, কেতুং কৃণ্বন্নিতি ক্রমাৎ।

গ্রহগণের মন্ত্র যথাক্রমে—আকৃষ্ণেন, ইমং দেবাঃ, অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ, উদ্বুধ্যস্ব, বৃহস্পতে অতিযদর্য্য, অন্নাৎ পরিস্রুতঃ, শন্নোদেবী, ও কেতুং কৃণ্বন্।

[২] এইটি ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডল, সপ্তম অনুবাক ও পঞ্চম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্। ইহার ঋষির নাম হিরণ্যস্তূপ ও ছন্দের নাম ত্রিষ্টুপ। মাধবীয় টীকা অনুসারে ইহার এই রূপ অর্থ হইয়া থাকে,—সূর্য্যদেব আকাশ পথ দিয়া আবর্ত্তন, দেব ও মনুষ্যকে অথবা আমাদের আত্মা ও শরীরকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ এবং ভুবন সকল প্রকাশ করত আমাদের নিকট আসিতেছেন।

[৩] এই ঋকটি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল, চতুর্দ্দশ অনুবাক ও সপ্তম সূক্তের ষোড়শী ঋক্। গৌতম ইহার ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দ। মাধবীয় অর্থ—

হে সোম! তুমি বর্দ্ধিত হও; তোমার সামর্থ্য তোমাতে সম্যক্ মিলিত হউক; তুমি আমাদিগকে অন্নদান কর।

হে চন্দ্র! বৃষ্টিজল তোমার সন্নিহিত হউক, তুমি বিশ্বকে আপ্যায়িত কর এবং আমাদিগকে অন্ন দান কর।

অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ পতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্‌পাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা। [৪]

'অয়ং' ভৌমঃ (মঙ্গলঃ) 'অগ্নির্মূর্দ্ধা' অত্যন্ততেজোরূপত্বাৎ নিত্যস্তলোহিতত্বাৎ অগ্নেঃ প্রধানভূত ইব তথা 'দিবঃ' আকাশস্য 'ককুৎ' চিহ্নং ভূষণমিত্যর্থঃ তথা বৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাৎ 'অপাং' জলানাং 'পতিঃ' অতএব পৃথিব্যাঃ 'রেতাংসি' বীজানি জিন্বতি প্রীণাতি সফলীকরোতীত্যর্থঃ। অগ্নিরিতি সুপাংসুলুগিত্যাদিনা ওসঃ সুঃ (ষষ্ঠ্যাঃ প্রথমা)।

এই মঙ্গল গ্রহ অগ্নির মস্তকস্বরূপ, আকাশের ভূষণস্বরূপ ও জলের অধিপতি; ইনি পৃথিবীর বীজ সকল ফলযুক্ত করেন।

অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধোঽমর্ত্ত্য আদাশুষে জাতবেদো বহ ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ স্বাহা। [৫]

হে 'অগ্নে' 'জাতবেদঃ' আর্ত্তস্তোতারিসম্বোধনং 'ত্বং' 'উষর্বুধঃ' 'অসি' উষসি বুধ্যসে প্রাতরাহুতিগ্রহণায় জাগর্ষি অতএব ত্বং বুধরূপোঽসি সোঽপ্যুষসি বুধ্যতে আদিত্যানুগতত্বাত্তস্য এতেন বুধরূপিত্বং বক্ষ্যেরমর্শিতং এবঞ্চ 'দেবান্' কর্ম্ম প্রধানভূতান্ 'অদ্য' অদ্যাস্ প্রাতরাহুতৌ প্রযুজ্যমানান্ তদঙ্গণান্ 'আবহ' প্রাপয় কিন্তু তদ্বং 'রাধঃ' আরাধনীয়ঃ 'অমর্ত্ত্যঃ' দেবরূপঃ কথমাবহ 'বিবস্বৎ' বিবস্বতে সূর্য্যার্থং অগ্নৌ প্রাতরাহুতিঃ সত্যশানিত্যনুপতিষ্ঠতে ইতি স্মরণাৎ বহ্নিনা সূর্য্যার্থমাহুতিমূলাং দেশ্যমন্তি। কিন্তু তাম বিব[illegible] 'উষসঃ' উষসি 'চিত্রং' রূপং 'আদাশুষে' উপাস্তবতে অস্য ইতি কৃত্যানুষ্ঠোবহলমিতি শব্দোদকৃৎ (দ্বিতীয়ায়াঃ প্রথমা) বুধস্বরূপিত্বমস্যেঃ প্রকটয়ন্তী বুধার্চনায়োপযুজ্যতে ঋগিয়ং।

হে অগ্নি! হে জাতবেদ! তুমি উষাকালে জাগরিত হইয়া থাক; (অতএব তুমি বুধরূপী, কেন না বুধও উষাকালে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন) তুমি আরাধনীয় ও অমর্ত্ত্য। যে দিবাকর প্রভাতে আশ্চর্য্য রূপ ধারণ করেন, তাঁহার নিমিত্ত তোমাতে যে সকল ভোজ্য বস্তু প্রদত্ত হয়, তাহা লইয়া দেবগণকে প্রদান কর।

EXTRACT

(From the Preface of Vivada Chintamani.)

Rajah Rammohun Roy, whose information, talents, and judgement have secured the highest veneration for his name, and whose memory must for ever be connected with the progress of improvement of India, has thus described the causes of this remarkable revolution. At an early stage of civilization, after the distinction of *casts* had been introduced among the inhabitants of Hindoostan, the second class (the Kshatryas) were appointed to govern and defend the country. But, in consequence of the adoption of arbitrary measures, addiction to despotic practices, and abuse of primitive law, the other classes revolted against the tyrrany, and, under the command of the celebrated Parasurama, the son of Jamadagni, and the grandson of Bhrigu, the promulgator of the Institutes of Menu, defeated the royalists in several battles, and put to death with signal cruelty almost all the males of the tribe. It was then resolved that the legislative authority should in future be confiued to the first class, (the Brahmans) who were, under no pretence,

---

৪ এইটি অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তের ষোড়শী ঋক্। আঙ্গিরস বিরূপ ঋষি গায়ত্রীছন্দ ও অগ্নি দেবতা। মঙ্গল ইহার দেবতা নহে। এই আগ্নেয় মন্ত্রটি মঙ্গল গ্রহের প্রতি কষ্ট-কল্পনা করিয়া নিয়োজিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য ইহার এই রূপ অর্থ করিয়াছেন— "মূর্দ্ধা দেবানাং শ্রেষ্ঠঃ দিবো দ্যুলোকস্য ককুদুচ্ছ্রিতঃ পৃথিব্যাশ্চ পতিরয়মগ্নিরপাং রেতাংসি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি জিন্বতি প্রীণয়তি।

দেবশ্রেষ্ঠ দ্যুলোকের ককুৎ পৃথিবীর অধিপতি এই অগ্নি চরাচরকে আপ্যায়িত করিতেছেন।

৫ এইটি ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলে নবম অনুবাকে প্রথম সূক্তের প্রথমেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ইহার ঋষি, অযুক্ বৃহতী ছন্দঃ এবং অগ্নি ইহার দেবতা। মাধবাচার্য্য অনুক্রমণীর প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া অশ্বিনীকুমার ও উষাকেও ইহার দেবতা বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু বুধ গ্রহের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও এ মন্ত্র পরিগৃহীত হয় নাই। শূলপাণি অতি কষ্টসৃষ্টে ইহাকে বুধের মন্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ইহার এই রূপ অর্থ করেন—

হে 'অগ্নে' 'উষসঃ' উষোদেবতায়াঃ সকাশাৎ 'রাধঃ' ধনং 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় 'আবহ' আনীয় প্রযচ্ছ। কোদৃশমিত্যাহ 'অমর্ত্ত্য' মরণরহিত 'জাতবেদঃ' জাতানাং বেদিতঃ। কীদৃশং রাধঃ 'বিবস্বৎ' নিবাসযুক্তং 'চিত্রং' নানাবিধং কিঞ্চ 'অদ্য' অস্মিন্ দিনে 'উষর্বুধঃ' উষঃ কালে প্রবুদ্ধান্ দেবান্ আবহ।

হে মরণ-রহিত জাতবেদা অগ্নি উৎকৃষ্ট-নিবাস-সম্বলিত বিচিত্র ধন সকল উষা দেবতার নিকট হইতে হব্যদাতা যজমানকে প্রদান কর এবং যে সকল দেবতা উষা কালে জাগরিত হন অদ্য তাঁহাদিগকে আবাহন কর।

to take any share of the Government of the State or the management of the revenues, while the second tribe (the Rajpoots) should exercise the executive authority. Under this system, India enjoyed peace, harmony, and good order, for many centuries. The sages of the sacred tribe, having no expectation or desire of holding public offices or possessing any political power, devoted themselves to literary and scientific pursuits, practised religious austerites, and lived in honorable poverty, safe from the agitations produced by the desire of riches and the intrigues and contests for power and ascendency. Freely associating with all the other tribes, they were able to understand the feelings and sentiments of the community, and to appreciate the justice of their complaints, and thereby to establish such laws as were required, and correct, as their labors proceeded the abuses that had been created by the second tribe.

In token of the obligations generally felt to Parasurama, as the public benefactor and redeemer from political bondage, in having produced this auspicious change in the administration of the country, as well as of their veneration and regard for his character, the people nominated his grandfather, the sage Bhrigu, president of the supreme legislative assembly; and according to that example, presidents were likewise appointed to all the other legislative assemblies, as they became established in the various parts of the land. We find it stated, accordingly, in Menu's Institutes, Chap. I. verse 60. "Bhrigu, great and wise, having thus been appointed by Menu to promulgate his laws, addressed all the Rishis (sages) with an affectionate mind saying, Hear!" The same practice is alluded to in the following passage: "Yagnyavalkya, grandson of Visvamitra (the sage), is described in the introduction of his own Institutes, as delivering his precepts to an audience of ancient philosophers, assembled in the province (legislative council) of Mithila. These Institutes have been arranged in three chapters, containing a thousand and twenty three couplets. An excellent commentary, entitled Mitakshara, was composed by Vignyanesvara, a hermit, who cites other legislators in the progress of his work, and expounds their texts, as well as those of his author, thus composing a treatise which may supply the place of a regular digest.

It is desirable to discover approximately the epoch of this great political revolution. But in making the attempt we must divest our minds of the fables and allegories of mythological writers. We are happy to find that some vestiges have been left for our guidance. It has been observed that this revolution took place under the direction of Parasurama. Having effected the radical change in the constitution of the country, by which the legislative power was separated from the executive authority, that celebrated personage retired at an advanced age for devotion to a mountain called Mahendra, according to Sanscrit writers, in the vicinity of Cape Kumarika (Comorin,) where he established an era of his own to perpetuate, it is probable, the memory of the events of his life. As stated by Mr. James Prinsep, that era is yet used in that part of the Peninsula of India, known among the natives under the name of Malayala, extending from Mangalore, through the provinces of Malabar, Cotiote, and Travancore to Cape Comorin. The era derived its name from him, and commences from 1176 B. C. and is reckoned in cycles of one thousand years. The year is a solar or rather sidereal, and commences when the sun enters the sign Kanya (Virgo,) answering to the solar month Asvina. There is also evidence that Bhrigu who promulgated the laws of Menu, flourished about 1176 B. C.

PROSSONNO COOMAR TAGORE.

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র উভয়েই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং এই ১৭৮৯ শকের জন্য শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্রের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৯ শকের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		৪২৫॥৶০
পুস্তকালয়		১১৫ ৴০
যন্ত্রালয়		১৭০
ডাক মাশুল		৫২॥৶০
দ্রব্য বিক্রয়	১০	৩॥৶১০
গচ্ছিত		১০৯।৶১০
		৮৭৬॥৴০

ব্যয়

মাসিক বেতন	১৪৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২০৪॥৶১৫
পুস্তকালয়	১২৫৸০
যন্ত্রালয়	১৮৩।০
ডাক মাশুল	৪১ (১০
অনিরূপিত	৩০॥৶০
আলোকের ব্যয়	৩১৶৫
কাগজ পত্রাদি	৪॥০
গচ্ছিত	৪৩৵১০
	৮০৮।৴০

আয়	৮৭৬॥৴০
পূর্ব্বকার স্থিত	১১২৬৴৫
	৯৮৯।৵৫
ব্যয়	৮০৮।৴০
স্থিত	১৮১৴৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মুখোপাধ্যায়	৬।০
" কাশীশ্বর মিত্র	৫
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	৪৶০
" মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	২
" হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
" হরিমোহন নন্দী	১২
" হরিমোহন চক্রবর্ত্তি	৪
	৩৬।৶০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	৩৪॥০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
" অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
" দীননাথ দত্ত	১
	৪২॥০

দান প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
দানাধারে প্রাপ্ত	৸৴৫
	৮৯৸৫

ব্যয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর চৈত্র ও বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের বেতন	৩০

মাসিক দান।

মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃত্তি দান	১০
	৪০

আয়	৮৯৸৫
পূর্ব্বকার স্থিত	১৭৯।৶০
	২৬৯৶৫
ব্যয়	৪০
স্থিত	২২৯৶৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩ ভাদ্র রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ সাত ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২৫ শ্রাবণ শুক্রবার।

২৮৯ সংখ্যা

৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দশানুবাকে

পঞ্চমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ বিশ্বেদেবা দেবতা

বিরাট্স্থানাচ্ছন্দঃ।

১০৩৪

৬। স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।

৬। 'বৃদ্ধশ্রবাঃ' বৃদ্ধং প্রভূতং 'শ্রবণং' স্তোত্রং হবির্লক্ষণমন্নং বা যস্য তাদৃশঃ 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং। স্বস্তীত্যবিনাশনাম। 'স্বস্তি' অবিনাশং "দধাতু" বিদধাতু করোতু। 'বিশ্ববেদাঃ' বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাঃ। যদ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি বেদাংসি জ্ঞানানি ধনানি বা যস্য তাদৃশঃ 'পূষা' পোষকঃ দেবঃ 'নঃ' অস্মাকং 'স্বস্তি' বিদধাতু। 'অরিষ্টনেমিঃ' নেমিরিত্যায়ুধনাম। অরিষ্টঃ অহিংসিতঃ নেমির্যস্য। যদ্বা রথচক্রস্য ধারা নেমিঃ তৎসম্বন্ধিনো রথস্য নেমির্ন হিংস্যতেহসৌ অরিষ্টনেমিঃ এবম্ভূতঃ 'তার্ক্ষ্যঃ' তৃক্ষস্য পুত্রো গরুত্মান্ 'নঃ' অস্মাকং 'স্বস্তি' অবিনাশং বিদধাতু। তথা 'বৃহস্পতিঃ' বৃহতাং দেবানাং পতিঃ পালয়িতা 'নঃ' অস্মাকং 'স্বস্তি' অবিনাশং বিদধাতু।

৬। প্রভূত স্তোত্র সম্পন্ন ইন্দ্র, সর্ব্বজ্ঞ পূষা অহিংস্রক-রথ-চক্রযুক্ত গরুড় এবং বৃহস্পতি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

জগতীচ্ছন্দঃ।

১০৩৫

৭। পৃষদশ্বা মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ শুভং যাবানো বিদথেষু জগ্মযঃ। অগ্নিজিহ্বা মনবঃ সূরচক্ষসো বিশ্বে নো দেবা অবসা গমন্নিহ।

৭। 'পৃষদশ্বাঃ' পৃষদ্ভিঃ শ্বেতবিন্দুভিঃ যুক্তাঃ অশ্বাঃ যেষাং তে তথোক্তাঃ 'পৃশ্নিমাতরঃ' পৃশ্নিঃ নানাবর্ণা গৌঃ মাতা যেষাং। 'শুভং যাবানঃ' শুভং শোভনং যান্তি গচ্ছন্তীতি শুভং যাবানঃ শোভনগতয় ইত্যর্থঃ। 'বিদথেষু' যজ্ঞেষু 'জগ্মযঃ' গন্তারঃ। 'অগ্নিজিহ্বাঃ' অগ্নেঃ জিহ্বায়াং বর্ত্তমানাঃ। সর্ব্বে হি দেবা হবিঃ স্বীকরণায়াগ্নে র্জিহ্বায়াং বর্ত্তন্তে। 'মনবঃ' সর্ব্বস্য মন্তারঃ। 'সূরচক্ষসঃ' সূর্য্য প্রকাশ ইব চক্ষুঃ প্রকাশো যেষাং তে এবম্ভূতাঃ 'মরুতঃ' মরুৎ সংজ্ঞকাঃ 'বিশ্বে' 'দেবাঃ' সর্ব্বে দেবাঃ 'নঃ' অস্মান্ 'ইহ' অস্মিন কালে 'অবসা' রক্ষণেন সহ 'অগমন্' আগ-

৭। যাঁহারদিগের অশ্ব শ্বেত-বিন্দু-বিশিষ্ট, নানা বর্ণ ধেনু যাঁহারদিগের মাতা, যাঁহারা অগ্নির জিহ্বায় বর্ত্তমান থাকেন, সেই সমস্ত

শোভনগামী যজ্ঞস্থল স্থায়ী সকলের মস্তক সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় প্রকাশশীল মরুৎ নামক বিশ্বদেবগণ এই সময়ে আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করুন।

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

১০৩৬

৮। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

৮। হে 'দেবাঃ' দানগুণযুক্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ 'কর্ণেভিঃ' শ্রবণীয়ৈঃ শ্রোত্রৈঃ 'ভদ্রং' ভজনীয়ং কল্যাণং বচনং শৃণুয়াম। যুষ্মৎ প্রসাদাৎ শ্রোতুং সমর্থাঃ স্যাম। অস্মাকং 'বাধির্য্যং' কদাচিদপি মা ভূৎ। 'স্থিরৈঃ' দৃঢ়ৈঃ 'অঙ্গৈঃ' হস্তপদাদিভিঃ অবয়বৈঃ 'তনূভিঃ' শরীরৈশ্চ যুক্তাঃ বয়ং 'তুষ্টুবাংসঃ' যুষ্মান্ স্তুবন্তঃ 'যৎ' 'আয়ুঃ' ষোড়শাধিক শত প্রমাণং বিংশত্যধিক শত প্রমাণং বা 'দেবহিতং' দেবেন প্রজাপতিনা স্থাপিতং তৎ 'ব্যশেম' প্রাপ্নুয়াম।

৮। হে দেবগণ! আমরা কর্ণ দ্বারা কল্যাণ-জনক বাক্য যেন শ্রবণ করি। আমাদিগের বধিরতা যেন কদাচই উপস্থিত না হয়। হে যষ্টব্য দেবগণ! আমাদিগের দৃষ্টি-প্রতিঘাত না হউক। আমরা দৃঢ়-হস্তপদাদি অঙ্গ ও শরীর যুক্ত হইয়া তোমাদিগের স্তুতিবাদ করত প্রজাপতি-স্থাপিত পুরুষায়ু যেন প্রাপ্ত হই।

১০৩৭

৯। শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাং। পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ।

৯। হে 'দেবাঃ' 'অন্তি' অন্তিকে মনুষ্যাণাং সমীপে 'আয়ুষ্টেন' ভবদ্ভিঃ কল্পিতাঃ 'শরদঃ' সংবৎসরাঃ 'শতমিন্নু' শতং খলু। যস্মাৎ সৃষ্টিকালে মনুষ্যাণাং শতং সম্বৎসরাঃ আয়ুরিতি যুস্মাভিঃ পরিকল্পিতং তস্মাৎ 'নঃ' অস্মাকং 'আয়ুর্গন্তোঃ' তৎ প্রস্য আয়ুষঃ গমনাৎ পূর্ব্বং 'মধ্যা' মধ্যে 'মা' 'রীরিষত' মা হিংসিষ্ট। কীদৃশাৎ 'নঃ' অস্মাকং 'তনূনাং' শরীরাণাং 'জরসং' জরাং 'যত্র' যস্যা অবস্থায়াং 'চক্র' কৃতবন্তঃ যূয়ং। যত্র চ 'পুত্রাসঃ' পুত্রাঃ 'পিতরঃ' অস্মাকং রক্ষিতারঃ ভবন্তি। ঈদৃক দশাপন্নান্।

৯। হে দেবগণ! তোমরা সৃষ্টিকালে আমাদিগের শত বৎসর আয়ুর সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াদিয়াছ। অতএব যে অবস্থা আমাদিগের শরীরকে জীর্ণ করে এবং যে অবস্থায় পুত্রেরা আমাদিগের পিতৃ স্বরূপ হয়, তাহা অতীত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে বিনাশ করিও না।

১০৩৮

১০। অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতি র্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাত মদিতির্জনিত্বং। ১। ৬। ১৬।

১০। 'অদিতিঃ' অদীনা অখণ্ডনীয়া বা পৃথিবী দেবমাতা বা সৈব 'দ্যৌঃ' দ্যোতনশীলো নাকঃ। ততশ্চ সৈব 'অন্তরিক্ষং' অন্তরা দ্যাবা পৃথিব্যোর্ম্মধ্যে ঈক্ষমাণং ব্যোম। সৈব 'মাতা' নির্ম্মাত্রী জগতো জননী 'সঃ' এব 'পিতা' উৎপাদকঃ ততশ্চ 'সঃ' পুত্রঃ। মাতা পিত্রোর্জ্জাতঃ পুত্রোঽপি সৈব। 'বিশ্বেদেবাঃ' সর্ব্বেঽপি দেবাঃ 'অদিতিঃ' সএব। 'পঞ্চ'-জনাঃ' নিষাদ পঞ্চমাঃ চত্বারো বর্ণাঃ। যদ্বা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি। তদুক্তং যাস্কেন গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসীত্যেকে চত্বারো বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ। ব্রাহ্মণেত্বেবমাম্নাতং। সর্ব্বেষাং বা এতৎ পঞ্চজনানামুক্থং দেব মনুষ্যানাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং সর্পাণাং চ পিতৃণাঞ্চেতি। তত্র গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং ঐক্যাৎ পঞ্চজনত্বং। এবম্বিধাঃ পঞ্চজনা অপ্যদিতি রেব। 'জাতং' জননং প্রজানামুৎপত্তিঃ সাপ্যদিতিরেব। 'জনিত্বং' জন্মাধিকরণং তদপ্যদিতিরেব। এবং সকল জগদাত্মনা অদিতিঃ স্তূয়তে। ১। ৬। ১৬।

১০। দেবমাতা অদিতি স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ স্বরূপ। তিনি মাতা পিতা পুত্র ও সমস্ত দেবতা। তিনি নিষাদ পঞ্চম বর্ণ চতুষ্টয়। তিনি প্রজাগণের উৎপত্তি ও জন্মের অধিকরণ। ১। ৬। ১৬।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৭৮১ শক।

এই জগন্মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে স্বীয় শরীর-মন্দিরে আনয়ন কর, এই প্রসারিত নভোমণ্ডলের পরম দেবতাকে হৃদয়াকাশে স্থাপন কর, সকলের রাজাধিরাজ ত্রিভুবন-পালককে আত্মার পরিপালক কর, সকলের প্রভুকে আত্মাতে স্থান দেও। ঈশ্বরকে মন-আসনে রাখিয়া তাঁহার উপাসনাতে কায়-মনো-বাক্যে নিযুক্ত থাক। আমরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতা ব্রহ্ম। আমারদের ব্রহ্মই যেন লক্ষ্য হয়, আর কিছুতেই যেন মন আকর্ষিত না হয়। আমরা ব্রহ্মকে আরাধনা করিবার নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমারদের অন্তশ্চক্ষু যেন সেই পরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হয়। সেই মহান্ অনাদ্যনন্ত, যাঁর উপর আর কেহই নাই, তাঁর উপর আমাদের অন্তশ্চক্ষু যেন স্থির থাকে; কেহ যেন সেই অন্তশ্চক্ষুকে পরিমিত বস্তুর প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনিতে না পারে। আমরা কত দিন পরে পরিমিত দেবতার আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত দেবের শরণাপন্ন হইয়াছি, আবার যেন কেহ আমারদিগকে অধোগতিতে লইয়া না যায়। আমরা যেন আর তাঁহা হইতে বিযুক্ত না হই—যে কোন জ্ঞান উপার্জ্জন করি, যে কোন কর্ম্ম করি; যেন ব্রহ্মই লক্ষ্য থাকেন। ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্য অনুরাগ চাই—অনুরাগের বলে আত্মা তাঁর প্রতি স্থির থাকে। সুদুর্লভ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কত কাল পরে আমারদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন, এখন অনুরাগের সহিত যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে। এই ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হয়, ইন্দ্রিয়দিগকে শাসনে রাখিতে হয়, কুপ্রবৃত্তি-সকলকে পরাস্ত করিতে হয়, হৃদয়কে পবিত্র করিতে হয়, অন্তশ্চক্ষুকে ব্রহ্মের প্রতি স্থির রাখিতে হয়। যদি এই ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রদ্ধা না থাকে, যদি ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য অনুরাগ না থাকে; তবে কি প্রকারে কৃতার্থ হইবে? ধর্ম্মের সাধনের জন্য শরীর পাইয়াছি, জ্ঞানের সাধনের নিমিত্ত মন পাইয়াছি—সেই জ্ঞান সত্য লাভের জন্য তাঁর প্রতি দৃষ্টি করে। অনুরাগের সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহার প্রসন্ন প্রেম-দৃষ্টি দেখিতে পাই। অনুরাগের সহিত তাঁহাতে সংস্থিত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করি। অনুরাগ-বলে প্রতি দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে জাগ্রৎ ও উন্নত করিয়া সকল পরিবারের সহিত একত্রে তাঁহার উপাসনা করি। অনুরাগ-বলে সাংসারিক তাবৎ শুভ কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করি—অক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁর অনন্ত মহিমা দেশ-বিদেশে ব্যক্ত করি। আমারদের অনুরাগ প্রজ্বলিত হইলে যাহা কিছু করি, ব্রহ্মের জন্য করিতে পারি—সমুদয় বল-বীর্য্য ঈশ্বরের জন্য ক্ষেপণ করি; ঈশ্বর আমারদের আত্মাতে, ঈশ্বর আমারদের হৃদয়ে;—ঈশ্বর আমারদের শিরোবেষ্টন, ঈশ্বর আমারদের অলঙ্কার। যখন রোগে কাতর হই, তখন তাঁহার নিকটেই ক্রন্দন করি; যখন বিপদে পতিত হই, তখন তাঁহাতেই আত্ম-সমর্পণ করি। তিনি আমারদের রোগের ঔষধ, বিপদের কাণ্ডারী ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

যন্তযাদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যন্তযাৎ।
যস্মাদ্বিষঃ প্রবর্ত্তন্তে সম্বান্দেবঃ প্রসীদতু॥
হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন সম্বান্দেবঃ প্রসীদতু॥

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

চতুর্দ্দশ উপদেশ।

ঈশ্বর বাক্য-মনের অগোচর।

"সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর পরিমিত বস্তু নহেন, তিনি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, অতএব মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; মন যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিল, তবে বাক্যও সুতরাং তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয় এবং বাক্য তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়।"

দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন সুতরাং পরিমিত জড় ও আত্মাকে আমরা যে পদ্ধতি অনুসারে জানিতেছি, দেশ-কালের অতীত সুতরাং পরিমাণ-পরিশূন্য পরমাত্মাকে অবিকল সেই পদ্ধতি ক্রমে জানিতে পারা যায় না। রূপ রস প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ জড় পদার্থে বিদ্যমান আছে, আমরা প্রথমে বহিরিন্দ্রিয় সহকারে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে সেই সকল গুণের আধারভূত জড় বস্তুকে জানিতে পারি। আত্মাকেও এই রূপে উপলব্ধি করা যায়। আমরা দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি যে সমস্ত ক্রিয়া পরম্পরায় অনবরত ব্যাপৃত হইতেছি ও আমাদিগের সুখ দুঃখ প্রভৃতি যে সমস্ত অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া তাহার আশ্রয় স্বরূপ আপনাকেও জ্ঞাত হইতেছি। আকাশ ও কাল অন্তর্ভূত থাকিয়া এবম্বিধ জ্ঞান-সকলের উপার্জ্জনে আনুকূল্য করিতেছে। ঈশ্বর পরিমিত বস্তু নহেন, তিনি দেশ কালের অতীত, তিনি জড়ও নহেন মনও নহেন; জড়ের ন্যায় ও মনের ন্যায় দেশ কালাবচ্ছিন্ন গুণ ও ক্রিয়া তাঁহাতে বিদ্যমান নাই যে, বহিরিন্দ্রিয় বা অন্তরিন্দ্রিয় সহকারে তাহা অবলম্বন করিয়া মন এই জড় বা আত্মার ন্যায় তাঁহাতেও আরোহণ করিতে পারে। ফলতঃ মন আকাশ বা কালের অবলম্বন ব্যতীত কোন বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং দেশ কালের অতীত পরমেশ্বরকে সে কি প্রকারে গ্রহণ করিবে? মন তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত যতই ধাবিত হয়, যতই তাঁহার সন্নিহিত হয়, ততই যেন ধরিলাম বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মে; কিন্তু তিনি দেশ কালকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন, মন দেশ কালকে লঙ্ঘন করিয়া এক পদও চলিতে পারে না, সুতরাং কিছুতেই তাঁহাকে ধারণ করিতে না পারিয়া বিনিবৃত্ত হয়। বালক যত দিন না বুঝিতে পারে যে, পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া এক পদও চলিতে পারা যায় না, তত দিন সে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক আকাশের চন্দ্রমাকে ধরিতে যায়। সেই রূপ আমাদের মন পরমাকাশে প্রতিষ্ঠিত সেই পূর্ণ চন্দ্রকে প্রজ্ঞা-নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ধাবিত হয়, যত দূর দেশ ও কালের অধিকার তত দূর গমন করে এবং ঈশ্বরকে দেশ কালের পর-পারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। বাক্য, মনেরই দূত স্বরূপ; অতএব মন যাহা না পাইল, বাক্য তাহা কোথায় পাইবে? যে সকল সৃষ্ট বস্তু আকাশের ক্রোড়ে শয়ান রহিয়াছে ও কালের মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে, মন তাহাদিগকে অগ্রে মনন করে তৎপরে জানিতে পারে; ঈশ্বরকে চিরকালই জানিতেছে, কিন্তু কোন কালেই তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হইতেছে না।

বাক্য-মনের অগোচর পরমেশ্বর আমাদের আত্মার আত্মা রূপে—সমস্ত জগতের প্রাণ রূপে বর্ত্তমান আছেন। তিনি সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, অথচ তিনি আকাশের অতীত। তিনি কালের অতীত হইয়াও সকল কালের সকল ঘটনায় বিদ্যমান আছেন। আকাশের অতীত বস্তু কি প্রকার, তাহার দৃষ্টান্ত জড় রাজ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আকাশ ব্যতীত জড় পদার্থ থাকিতে পারে না, এই জন্য আকাশে না

রাখিয়া কোন জড় বস্তুর সত্তা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। আকাশস্থিত বস্তু মাত্রেরই কোন না কোন প্রকার আকার অবশ্যই থাকে। বায়ু যে এমন সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাও নিরাকার নহে। এক মাত্র আকাশই এই আকারের নিয়ামক। অতএব ঈশ্বরকে আকাশের মধ্যে আনিয়া যতই সূক্ষ্ম করিয়া ধ্যান কর,কোন প্রকার আকার না দিয়া আর থাকিতে পারা যায় না। দেখ, নিরাকার জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বরকে মন দ্বারা গ্রহণ করা যাইতেছে না। এই স্থলে আমাদের মন একে বারে পরাভূত হইল। এক বার আকাশের অতীত আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। সহসাই মনে হয়, আত্মা শরীর রূপ আধারে আধেয় রূপে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। শরীর না থাকিলেও আত্মার অবস্থানের কোন ব্যাঘাত হয় না। আত্মা শরীরে আধেয় রূপে নহে, নিয়ন্তা রূপে অবস্থান করিতেছে। ব্যোমযানের বাষ্প সকল আকাশকে অবলম্বন করিয়াই তাহাকে সঞ্চালিত করে, ব্যোমযান তাহার আধারভূত নহে; সেই রূপ আমাদের আত্মা আর এক অলৌকিক শক্তি অবলম্বন করিয়া শরীরকে সঞ্চালন করিতেছে, শরীর তাহার আধার হইয়া নাই। আকাশের সহিত এই আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। আকাশের অতীত বলিয়াই আত্মাকে জড়ের ন্যায় মনে আনিতে পারি না। কিন্তু আত্মা কালের অতীত নহে; এক সময় উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই তাহার কালের সহিত প্রথম সম্বন্ধ হইল। তৎপরে আত্মা ক্রমাগতই এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এই পরিবর্ত্তন রূপ ক্রিয়া দ্বারাই সে আপনাতে কালের বশ্যতা প্রদর্শন করিতেছে। সমুদায় ক্রিয়াই কালের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া আছে। যেমন আকাশ না থাকিলে জড় বস্তু থাকিতে পারে না, সেই রূপ কাল ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না; কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন ক্রিয়ার সত্তাও আমরা ভাবিতে পারি না। আমাদের আত্মা কাল-সূত্রে অনুস্যূত থাকাতেই পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসমান হইতেছে ও সেই পরিবর্ত্তন সকল উপলব্ধি করিয়াই আপনাকে জানিতে সমর্থ হইতেছে। দেখ, আকাশের অতীত বস্তু আত্মাকে কেমন সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হইতেছে। তথাপি সে কালের অতীত নহে। ঈশ্বরকে কি এই রূপ আমারদের ক্ষুদ্র আত্মার ন্যায়—আমারদের ক্ষুদ্র মনের ন্যায়ও মনোগোচর করিতে পারি। তাঁহাতে যেমন রূপ রসাদি জড়ীয় গুণ নাই, সেই রূপ আমারদের আত্মার মানসিক পরিবর্ত্তনের ন্যায় কোন ক্রিয়া বা অবস্থান্তরও নাই। তাঁহার যে জ্ঞান ইচ্ছা মঙ্গল ভাব সমুদায় সৃষ্টি কার্য্যে দেদীপ্যমান হইয়া আছে, তাহা কি আমরা আমাদের মানসিক জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছার ন্যায় মনো দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি? তাঁহার যে বিষয়ে মন দেওয়া যায়, তাহাই অনাদি ও অনন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা কেবল আকাশের অতীত বলিয়া কত সূক্ষ্ম বোধ হইতেছে। কিন্তু যিনি আকাশ ও কাল উভয়েরই অতীত, তাঁহাকে আমাদের মন কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারে।

অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বর বাক্য মনের অগোচর, ইহা কেবল অন্যের মুখে শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে। প্রতি সাধককেই আপনার আপনার মনের শক্তি পরীক্ষা করিতে হইবে। তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অচিন্ত্য স্বরূপ ও অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতি প্রতীতি করিয়া জীবন সার্থক হইবে; আপনাদের ক্ষুদ্রতা অনুভূত হওয়াতে সেই মহানের ভাব অন্তরে প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিবে এবং

তাঁহাকে পরিমিত পদার্থের ন্যায় গ্রহণ করিতে না পারিয়া মন আপনা হইতেই তাঁহার অনন্ত স্বরূপে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ব্রহ্মবাদীরা বলেন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ জ্ঞান ব্যতিরেকে—পরোক্ষ জ্ঞানে প্রকৃত ফল লাভ করা যায় না। ঈশ্বরের সত্তা, পূর্ণতা, জ্ঞান, মঙ্গল ভাব ও অনন্ত স্বরূপ প্রতি ব্যক্তিকেই স্বয়ং প্রতীতি করিতে হইবে, তবে আমাদের বিশ্বাস জ্বলন্ত হইয়া উঠিবে এবং আমাদের জীবন ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে উৎসাহ ও উদ্যমে পরিপূর্ণ থাকিবে। যখন স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারিবে "যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" তখনই জানিবে যে, তুমি ঈশ্বরের সন্নিহিত হইয়াছ। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মনকে নিয়োগ কর, মন যখন তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তিনি আমাদের মনের অগোচর।

ঈশ্বরের প্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস সংকুচিত হইয়া আছে; তাঁহারা যে তাঁহাকে জানিতেছেন না, এমন নহে। বাহ্য বস্তুর ন্যায় বা আপনার ন্যায় তাঁহাকে ধরিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহারা ভ্রম কূপে নিক্ষিপ্ত হন। আকাশের চন্দ্রকে আমরা স্পর্শ করিতে পারি না বলিয়া যদি আপনার দর্শন শক্তিকেও অবিশ্বাস করি, তাহা হইলে আমাদের যে দুর্দ্দশা হয়, ঈশ্বরকে মনের আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইলেও সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। যাঁহারা দেশ কালের অতীত পন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইতে শিক্ষা করেন নাই; তাঁহারা সেই অনন্ত দেবকে দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন ও পরিমিত করিয়া আপনাদের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করেন। যাঁহারা আরও স্থূলদর্শী, তাঁহারা জড়ময় মূর্ত্তি ও জ্ঞানময় ঈশ্বরকে একত্র করিয়া কল্পনা-ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত করেন; পরিশেষে সেই কল্পমাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া পৃথিবীর ধূলি লইয়া ইচ্ছামত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-গোচরে আনয়ন করিবারও চেষ্টা পান।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, তিনি যেমন ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তেমনি মনেরও অগোচর। তুমি যাহাকে আপনার পরিমিত ধ্যান-সূত্রে সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ, তাহা কল্পিত পদার্থ—ঈশ্বর নহেন; কিন্তু যাঁহাকে অনন্তস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া জানিতেছ, তিনিই তোমার ঈশ্বর। তুমি যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছ, তাহাই কল্পনা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া চিন্তা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছ। কিন্তু অচিন্ত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর তোমার মানসিক চিন্তার অগোচরে থাকিয়া তোমার মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তিনি তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় মধ্যে বিরাজিত আছেন, কিন্তু তোমার কোন ইন্দ্রিয়ই যেমন তাঁহাকে দেখিতে পায় না; সেইরূপ তিনি তোমার মনোমধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, কিন্তু তোমার মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। তুমি যে তাঁহাকে অনন্তস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিতেছ, তাহাই সত্য; কিন্তু যাহাকে আকাশ ও কালের সহিত একত্র করিয়া ভাবিতেছ, তাহা কল্পনা। তিনি মনের মন, তিনি তোমার মনেতে থাকিয়াই তোমার মনকে অতিক্রম করিয়া আছেন তিনি বাক্যের বাক্য, তিনি বাগযন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ হইয়া তোমার মনোগত ভাব সমস্ত অনুবাদ করাইতেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাহার অগোচর হইয়া আছেন। তিনি সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয়—সেই জ্ঞানস্বরূপের ইচ্ছাতেই সমুদায় চরাচর সমুদ্ভূত ও তাঁহারই হস্তে বিধৃত হইয়া আকাশ ও কালের মধ্যে অবস্থান করিতেছে কিন্তু

তিনি আকাশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া স্ব-স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি তোমার নিকটেই আছেন, তোমার সমুদায় বাক্যই শ্রবণ করিতেছেন, তোমার সমস্ত চিন্তা দেখিতেছেন, তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলাফল বিধান করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে প্রণাম কর, তিনি গ্রহণ করিবেন; তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি শ্রবণ করিবেন; তুমি তাঁহাকে প্রীতি কর, তিনি শান্তি দান করিবেন; তুমি সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তিনি সাহায্য করিবেন। কিন্তু সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

তত্ত্ববিদ্যা।

পঞ্চম অধ্যায়।

উপসংহার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা এক্ষণে একত্র করিয়া সকলের সার মর্ম্মের প্রতি প্রণিধান করা যাইতেছে। আমরা বর্ত্তমান কাণ্ডের প্রথমাবধি মূল-তত্ত্ব-সকল অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহার কারণ এই যে, পারমার্থিক ভক্তি বৃত্তিকে উপযুক্ত রূপে চরিতার্থ করিতে হইলে অগ্রে তত্ত্ব-জ্ঞান আবশ্যক। তত্ত্ব-জ্ঞান যদি জন-সমাজ হইতে কোন কালে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে ভক্তদিগের পৌত্তলিকতা এবং জ্ঞানীদিগের উপহাস, দুয়ের মধ্যে পড়িয়া ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি অচিরাৎ অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু অগ্রে যদি জ্ঞান-ক্ষেত্র যথোচিত রূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে ভক্তি-বীজ বপন করা যায়; তাহা হইলে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কাল-বিলম্ব হইলেও, যথাকালে যখন তাহা হইতে ধর্ম্ম-তরু উদ্ভূত হয়, তখন তাহা অতীব সতেজ হইয়া আলোকে উত্থান করে। তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রণালী অতীব সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার অনুশীলন প্রতি জনের যত্ন ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। দেকর্ত্তা নামক ফরাশিশ দেশীয় একজন প্রধানতম পণ্ডিত, তত্ত্ব-জ্ঞানের এই একটি সঙ্কেত-বচন ইউরোপ দেশে প্রচলিত করিয়া যান যে, "আমি চিন্তা করি, এই হেতু আমি আছি"। এ বচনটির বাহ্য বেশ কিঞ্চিৎ অদ্ভুত বটে; কিন্তু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এই রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাতে জীবাত্মার কেবল নয়, কিন্তু পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ বিষয়েরও পথ-সন্ধান বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সংক্ষিপ্ত বচনটিকে এই রূপে বিস্তার করা যাইতে পারে, যথা—স্বকীয় গুণ-দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়; চিন্তা আত্মার স্বকীয় গুণ, এই হেতু চিন্তা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি কখন আমার মনোমধ্যে এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, আমার এই জীবাত্মা আছে কি না, তবে আমি কাহার নিকটে তাহার সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করিব? কেহ বলেন জীবাত্মা আছে, কেহ বলেন নাই।" "অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।" যিনি বলেন "জীবাত্মা আছে" তাঁহার এই কথা মাত্রে আমি যদি সায় দিয়া যাই, তবে তদ্বিষয়ে আমি নিজে কি আর জানিলাম? যিনি বলেন "জীবাত্মা নাই" তাঁহারও কথা মাত্রে যদি আমি সায় দিয়া যাই, তাহা হইলেও ঐ রূপ। এই রূপ করিয়া অবশেষে পাওয়া যাইবে যে, বস্তুর ও অবস্তুর ভাব কাহারো মুখের কথাতে উদ্ভূত হয় না, উহা আমাদের আপন আপন অন্তরেই রহিয়াছে, সুতরাং সংশয়-কর্ত্তার কর্ত্তব্য যে, সেই বস্তু-ভাবের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দেখা—যে, আমি বস্তু কি অবস্তু—আমি আছি কি নাই? এ-ভিন্ন বর্ত্তমান

প্রশ্ন মীমাংসার আর উপায়ান্তর নাই। অন্যের সহিত আলাপ করিতে হইলে বাক্য ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু আপনার সহিত আলাপ করিতে হইলে—বাক্যের অর্থ-সকলের—পদার্থ-সকলের—আন্তরিক তত্ত্ব-সকলের শরণাপন্ন হইতে হয়, এখানে আর বাক্য-ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। আপনার সহিত আলাপ করা আর আত্ম-চিন্তা করা একই কথা; সর্ব্বদাই আমরা চিন্তা করি—আমরা মনে মনে নাও যদি শব্দ উচ্চারণ করি, তথাপিও আমাদের চিন্তার বিরাম হয় না। ভাব-সাগরে সন্তরণ দিতে হইলেই শব্দাদির অবলম্বন আবশ্যক হয়, কিন্তু ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইতে হইলে ও-সকলেতে তেমন আর প্রয়োজন থাকে না। শব্দাদি কোন কাল্পনিক আবির্ভাবের অবলম্বন দ্বারা নহে, কিন্তু অন্তরের বাস্তবিক ভাব বা সত্তা অবলম্বন করিয়াই নিগূঢ় চিন্তা প্রবৃত্ত হয়। এই হেতু "আমি চিন্তা করিতেছি" ইহা মানিতে হইলে "আমি আছি" এই রূপ আপন সত্তাকেও সঙ্গে সঙ্গে মানিতে হয়। আবির্ভাব যেমন ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, গুণ যেমন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই রূপ চিন্তা আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। পুনশ্চ, আপন সত্তাকে মানিতে হইলে, পরম সত্তা পূর্ণ-সত্তা ও মূল-সত্তা পরমেশ্বরকে মূলাধার বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। সামান্য-বিশেষ, বস্তু-গুণ, কার্য্য-কারণ, এই যে তিনটি ভাব,—ইহারা, একমেবাদ্বিতীয়ং পরম বস্তু ও মূল কারণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক, আমাদের আত্মাতে ভাব-রূপে এবং জড় জগতে অন্ধ প্রকৃতি রূপে বিতরিত হওয়াতেই, আমরা আপন আপন সত্তা উপলব্ধি করিতেছি এবং জড় বস্তু-সকল অচেতন হইয়াও সচেতনের ন্যায় যথা-নিয়মে কার্য্য করিতেছে। অতএব "আমি আছি কি না" এ প্রশ্ন মনুষ্য বিশেষকে বা গ্রন্থ বিশেষকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা, কেবল—অন্তরতম পরমাত্মার মুখ-জ্যোতিতেই এ প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা হইতে পারে, অন্য কোন রূপেই নহে। অপিচ, যথার্থ সত্য-জিজ্ঞাসু হইয়া আপন আত্মার প্রতি দৃষ্টি করিলেই, পরমাত্মার সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ তাহাও আমাদের সমক্ষে প্রকাশ পায়; তখন দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরের সহিত আমরা ধ্রুব ও নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া আছি, এবং তদ্দৃষ্টে আমরা অনুপম আনন্দে পুলকিত হই।

মনুষ্যের ভোগ্য সামগ্রী তিন প্রকার—বিষয়-সুখ আত্মপ্রসাদ এবং ব্রহ্মানন্দ; ইহার মধ্যে বিষয়-সুখের সঙ্গে দুঃখ রহিয়াছে, আত্ম-প্রসাদের সঙ্গে বিষাদ রহিয়াছে, কেবল ব্রহ্মানন্দই কণ্টক-শূন্য। বিষয়-সুখ, সমুদায় আত্মাতে নহে, কেবল আত্মার বৃত্তি বিশেষেই, অধিকার পায়; যে সময়ে এক বৃত্তির উত্তেজনা, সে সময়ে অপরাপর বৃত্তি-সকলের অবমাননা—বিষয়-সুখ দ্বারা আত্মার মধ্যে এই রূপ গৃহ-বিচ্ছেদের সূত্র-সকল সমানীত হয়। বিষয়ের দুর্নিবার উত্তেজনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যত আমরা স্ববশ হই, ইন্দ্রিয়-সুখ অতিক্রম করিয়া যত আমরা বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে অগ্রসর হই; ততই আত্ম-প্রসাদ আসিয়া আমাদের অন্তরাকাশে শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ করে; কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি যে হেতু কোন কালেই আমাদের হস্তগত হইতে পারে না, এই হেতু বৈরাগ্য-জনিত বিষাদ আসিয়া আত্ম-প্রসাদকেও সময়ে সময়ে রাহু-গ্রস্ত করিতে সুযোগ পায়। ইন্দ্রিয়-সুখের যে কিছু গূঢ় অভাব, প্রেম দ্বারা তাহা আপূরিত হইতে পারে,—সত্য; ইহা সত্য যে আমরা প্রেমে অত্যন্ত মগ্ন হইলে ইন্দ্রিয়-জনিত দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া থাকিতে পারি—এমন-কি প্রেমের তরে আবশ্যক হইলে মৃত্যুকেও

আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত না হইতে পারি। কিন্তু এই মনুষ্য-জীবনে এ রূপ আত্যন্তিক প্রেম কি কখনো সুলভ হইতে পারে? অপিচ সৃষ্ট জীবের পক্ষে কোন কালেই কি প্রেমের [illegible] তাহার সমুদায় অভাবকে একে বারে গ্রাস করিয়া বিলুপ্ত করিতে পারে? কখনই না। পূর্ণ প্রেমের প্রস্রবণ কেবল একমাত্র পরব্রহ্মেতেই সংগোপিত রহিয়াছে, আর কাহারও তথায় হস্ত-ক্ষেপ করিবার সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সুখের আনুষঙ্গিক অভাব-সকল প্রেম দ্বারা কথঞ্চিৎ রূপে পূরিত হইতে পারে—সত্য; কিন্তু আমাদের প্রেমের এই যে অভাব যে—উহা পরিমিত, এ অভাব কি প্রকারে পূর্ণ হইবে? ইহার এক মাত্র উপায়—ঈশ্বরোপাসনা; আমরা আপনার আপনার ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া যদি সেই অক্ষয় আনন্দ-স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের শান্তি হয়—অন্য কোন প্রকারেই নহে। ঈশ্বরের প্রসন্ন-মুখ সন্নিধানেই,—ছল নাই, চাতুরী নাই, কপটতা নাই, ঠিক আমরা যে রূপ সেই রূপ হইয়া অনুপম আনন্দ ও শান্তি লাভে কৃতার্থ হইতে পারি।

উপরের পরিচ্ছেদে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, বিষয়-সুখ এরূপ পরিমিত সামগ্রী যে তাহা দ্বারা আত্মার ক্ষণোত্তেজিত বৃত্তিবিশেষ ভিন্ন আমাদের সমুদায় আত্মা কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না। বিষয়-সুখের এই রূপ লক্ষণ করা যাইতে পারে যে, কতক-মাত্রায় সুখ—যাহার চারি দিক্ দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত; যথা, ভোজন করিবার যে সুখ তাহা অতি অল্প ক্ষণেই অবসান হইয়া যায়, সুতরাং ভোজন-সুখই যাহার সর্ব্বস্ব তাহার পদে পদে দুঃখ প্রস্তুত রহিয়াছে। বিষয়-সুখের চারি দিকের এই যে অভাব, ইহা কেবল বিশুদ্ধ প্রেম ও আত্ম-প্রসাদ দ্বারাই অপহৃত হইতে পারে, বারবার বিষয় ভোগ দ্বারা নহে, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় [illegible] মাত্র কটাক্ষপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মনুষ্যেরা অধিকাংশ কাল সাংসারিক কিম্বা সামাজিক আলাপ ও অনুষ্ঠান লইয়াই ব্যাপৃত থাকে,—ভোজনাদির সুখ ভোগে অতি অল্প ক্ষণই নিমগ্ন থাকে; এই রূপ আলাপ এবং অনুষ্ঠানকে প্রকৃত রূপে নির্ব্বাহ করা অন্ধ প্রবৃত্তির কার্য্য নহে, ইহাতে ধর্ম্ম-বুদ্ধির আবশ্যকতা হয়; এবং প্রবৃত্তির প্রতিকূলে আমরা শেষোক্ত পথে যত অগ্রসর হই, তত আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচালনা হয় ও আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হয়; এই বিশুদ্ধ প্রেম ও আত্মপ্রসাদ হৃদয়াভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকিলে বিষয়-সুখের অস্তগমন সময়ে দুঃখান্ধকার তথায় আক্রমণ করিতে পারে না। পুনশ্চ, নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সহবাসে আমাদের প্রেম যেমন প্রকৃতরূপে চরিতার্থ হয়, সামাজিক আলাপাদিতে উহা সে রূপ হইতে না পারিয়া অচিরাৎ ক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে। সীমা-বিশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা শীঘ্রই পুরাতন হইয়া যায়; কিন্তু অসীম প্রত্যহই নূতন। কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই, কর্ণে শুনে নাই,—অসীমের মধ্যে সেই সকল প্রেমের ব্যাপার গূঢ়-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। একটি সুমধুর গীত আমাদের কর্ণে সুধা ঢালিয়া চলিয়া যায়, আর—আমাদের মন অমনি অসীমের দিকে চক্ষু ফিরায়। একটি কোন নূতন আনন্দ উপস্থিত হয়; অমনি, অসীম কোথায়—তাহার তত্ত্ব আনিতে মানস-চক্ষু চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়। এই রূপ, যাহা কিছু নূতন, যাহা কিছু আশ্চর্য্য, যাহা কিছু অসাধ্য-সাধন; সকলই

আমারদিগকে অসীমের দিকে লইয়া যাইতে—প্রস্তুত, বিমানের ন্যায়—উদাত্ত রহিয়াছে। সীমা-বিশিষ্ট বস্তু-সকল আমাদের প্রেম-ক্ষুধার উদ্দীপন করিতে পারে বটে, কিন্তু অসীম ব্যতীত আর কেহই সে ক্ষুধার শান্তি করিতে পারে না। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।" অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে আত্ম-প্রসাদ বিষয়-সুখ হইতে দুঃখ অপহরণ করে এবং ব্রহ্মানন্দ আত্মপ্রসাদ হইতে বিষাদ অপহরণ করে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। অধ্যাত্ম-যোগ তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, এবং কর্ম্ম-যোগ। জ্ঞান-যোগ—যোগের প্রথম সোপান, এই জন্য ইহাতে যোগের ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে বর্ত্তে। পরমাত্মা, জীবাত্মা, জড় বিষয়,—এ-সকল তত্ত্ব জ্ঞান-চক্ষুর গোচরে পরস্পর হইতে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। ভক্তি-যোগ—যোগের দ্বিতীয় সোপান; ইহাতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ, এবং জীবাত্মার সহিত বিষয়ের যোগ, সুন্দর-রূপে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু এখানেও যোগের ভাব সম্পূর্ণ হয় না। ভক্তি-যোগের প্রণালী এই যে, যখন ঈশ্বরকে ভজনা করিতেছি, তখনকার সে ভাব স্বতন্ত্র; এবং যখন সংসারে লিপ্ত হইতেছি, তখনকার ভাব স্বতন্ত্র; সুতরাং অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ এবং সংসার-সম্বন্ধ, এ দুই সম্বন্ধ ভক্তি-যোগেও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। জ্ঞান-কাণ্ডে তত্ত্ব-সকল বিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল, ভক্তি-কাণ্ডে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল; কিন্তু ইহাতেও আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক এই দুই প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পরন্তু আমরা যদি অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ অনুসারে সংসার-সম্বন্ধ-সকলকে নিয়মিত করিতে পারি, তাহা হইলে যোগের কথিত অভাবটি আর থাকিতে পায় না—তাহা হইলে অধ্যাত্ম-যোগ ও সংসার-যোগ উভয়ই একতানে মিলিত হইয়া মুক্তির পথকে অতীব পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। অবশিষ্ট কর্ম্ম-কাণ্ডে অধুনোক্ত বিষয় আরো সুস্পষ্ট হইবে। এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহা এই রূপে সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যথা—

প্রথম বিষয়। পরমাত্মা......জীবাত্মা........বাহ্যবস্তু

দ্বিতীয় বিষয়। আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ....বৈষয়িক সম্বন্ধ

তৃতীয় বিষয়। উভয়ের মধ্যে যোগ সংস্থাপন

প্রথম বিষয়ের মূল তত্ত্ব জ্ঞান-কাণ্ডে সমালোচিত হইয়াছে, দ্বিতীয় বিষয়ের মূল আদর্শ অধুনা সমালোচিত হইল, তৃতীয় বিষয়ের মূল নিয়ম কর্ম্মকাণ্ডে সমালোচিত হইবে।

ইতি যোগ-কাণ্ড সমাপ্ত।

হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ।

অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম যেমন হিন্দুধর্ম্মের সহিত অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিরোধিতা ও বিসম্বাদিতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই রূপ ভাবে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত বিরোধাচরণ করিতেছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের আমূল বৃত্তান্ত আলোচনা না করিয়া বর্ত্তমান সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত পৌত্তলিকতাকেই ইহার সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিয়া থাকেন—কি রূপে হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও কর্ম্ম বিষয়ে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে, কি রূপ শাখা প্রশাখা অবলম্বন করিয়া এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে ইহা এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, কত প্রকার পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়া ইহা নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়াছে, কি রূপে অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন দর্শনকার পণ্ডিতেরা স্ব স্ব অভিপ্রেত

পথে ইহার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, কি রূপে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারেরা স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র-সকল বিস্তার করিয়া আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন মত-সকল প্রচার করিয়া গিয়াছেন—যাঁহারা এই সমস্ত বিষয়ে কখনও মনোনিবেশ না করেন; তাঁহারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী ও বিসম্বাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু বস্তুত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বা বিসম্বাদী নহে; প্রত্যুত ইহা হিন্দুধর্ম্মেরই সার। হিন্দু-সমাজে যে নানাপ্রকার দেব দেবীর আরাধনা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হিন্দুধর্ম্মের নিকৃষ্ট ভাগ। বহু দেবের উপাসনা যে হিন্দুধর্ম্মের নিকৃষ্ট প্রণালী, ইহা হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় প্রধান প্রধান গ্রন্থেই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রাণ-স্বরূপ এই বিশ্বাস যে এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর এই সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও পাতা এবং তাঁহার উপাসনাই মুক্তি লাভের সাক্ষাৎ কারণ—ইহা হিন্দুধর্ম্মের গ্রন্থেই সুদৃঢ়-রূপে বিন্যস্ত আছে। নানা দেব-দেবীর উপাসনাত্মক যাগ যজ্ঞ হোমাদির ব্যবস্থা-সকল সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভের সোপান-রূপে হিন্দুশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কোন্ হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিবেন!

সুবিস্তীর্ণ হিন্দুসমাজে কালে কালে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মত উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, হিন্দুরা তৎসমুদায়ই আপনাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি ভেদে লোকে সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য হিন্দুধর্ম্মের মত অত্যন্ত জটিল ও ধর্ম্ম শাস্ত্র-সকল অতীব বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যিনি সেই অসংখ্য-প্রায় ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সকল আলোচনা করিয়া সেই সমস্ত জটিলতা ভেদ করিতে না পারেন, যিনি হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস-সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হন; তিনি ইহার মত-সকল অবধারণ করিতে অবশ্যই ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা না হইলে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের দেশে দেব-দেবীর উপাসনা—কেবল পৌত্তলিকতা হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বস্ব নহে। প্রত্যুত একেশ্বরবাদই হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্ট অংশ ও হিন্দু-শাস্ত্রানুসারেই তাহা হিন্দু-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত। হিন্দুধর্ম্মের সেই একেশ্বর-বাদই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। একেশ্বর-প্রতিপাদক ধর্ম্মে নানা দেব দেবীর উপাসনাত্মক কনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে মহান্ প্রভেদ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নাম মনোনীত করিয়া লইয়াছি এবং ঈশ্বর-প্রসাদে ও আলোচনা-বাহুল্যে এ ক্ষণে যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিতেছি, তদ্দ্বারা সেই হিন্দুধর্ম্মের একেশ্বরবাদকেই—এই প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্মকেই অলংকৃত করিতেছি।

যদি হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় অংশ আমরা বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা রক্ষা করিতে পারিতাম; তাহা হইলে আমরা আপনারদিগকে যার পর নাই সৌভাগ্যশালী বোধ করিতাম। যে যে অংশে ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা অতি দুঃখিত হইয়া সেই সেই অংশ পরিত্যাগ করি এবং তদ্দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্মই সংশোধিত হইতেছে, ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকি। যদি আমাদের পুরাতন শাস্ত্র-সকলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম না পাইতাম, তাহা হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের আশ্রয়-স্থান হইতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেরূপ হইলে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া আমারদিগকে অত্যন্ত ক্ষোভ পাইতে হইত। এ ক্ষণে আর সে ক্ষোভের সম্ভাবনা নাই।

কেবল, সাধারণ লোককে অসমর্থ ভাবিয়াই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, পৌত্তলিকতারূপ হিন্দুধর্ম্মের যে কনিষ্ঠ প্রণালী প্রচারিত হইয়া আছে; তাহার পরিবর্ত্তে সমুদায় হিন্দুসমাজে একেশ্বরবাদ প্রচার করাই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বলিয়া অবধারণ করিতেছি। যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মে এরূপ উদারতা আছে যে, ইহা জাতি-বিশেষে কখনই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না; তথাপি হিন্দু জাতির সহিত ইহার সবিশেষ সম্বন্ধ চির কালই বিদ্যমান থাকিবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একেশ্বরবাদ এখানকার পূর্ব্বতন ধর্ম্মশাস্ত্রে অতি উৎসাহের সহিত আলোচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অনুযায়ী অনুষ্ঠান-প্রণালী জন-সমাজে প্রচলিত হয় নাই। যাঁহারা একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কর্ম্ম-কাণ্ড-সকল সেই জ্ঞানের অনুযায়ী করিয়া যাইতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে। একেবারে সমুদায় ফল আশা করা যায় না। যখন চতুর্দ্দিক অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন এই ভারতবর্ষে যে তাদৃশ উন্নত জ্ঞানের আলোচনা হইয়াছিল; ইহাই আমাদের শ্লাঘার বিষয়। তাঁহারা যত দূর করিবার করিয়া গিয়াছেন, এ ক্ষণে আমাদের উচিত তাঁহাদের সেই আরব্ধ বিষয়ের উন্নতি সম্পাদনে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হই। বাস্তবিকই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এক্ষণে সেই সকল অভাব পরিপূর্ণ করিতে হইতেছে, কোন নূতন বিষয়ের পত্তন করিতে হইতেছে না। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর এই জগতের স্রষ্টা ও পাতা, এই বিশ্বাস যেমন অন্তরে জাগরূক রাখিতে হইবে; তেমনি সেই বিশ্বাস জীবনের সমুদায় কার্য্যেই ওতপ্রোত করা কর্ত্তব্য। এই মূল অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা হিন্দুসমাজের কর্ম্ম-পদ্ধতির যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে। যাঁহারা মনে করেন, হিন্দুধর্ম্মে পৌত্তলিকতা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, ইহা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের সহিত বিরোধাচরণ হইতেছে। কিন্তু বস্তুত ইহার দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম সংশোধিত হইতেছে।

আমরা শ্লাঘার সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা এ দেশীয় লোকদিগের সংস্কার-সকল যে রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব না হইলে ধর্ম্ম-বিষয়ে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইত। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ প্রবল সেতুর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যখন সেই বিপ্লবের নিদর্শন চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম না থাকিলে হিন্দু-জাতির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। যখন বিদ্যার আলোক আরও অধিকতর বিকীর্ণ হইয়া হিন্দুসমাজের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মন হইতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার অপসারিত করিবে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই হিন্দু জাতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিবে না। মনে কর, সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু জাতির আর সমুদায় বিষয়ই এক্ষণে বিজাতীয় ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল এবং তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এ অবস্থায় যদি আমাদের নিজের ধর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে আমরা যার পর নাই নিকৃষ্ট জাতি হইয়া পড়িব। যদি আমাদের এখানে উপযুক্ত ধর্ম্ম না থাকিত; তাহা হইলে যাহাই হউক, তাহাই স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু আমরা যে সৌভাগ্যে সকল জাতি অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবান্ রহিয়াছি, তাহা রক্ষা করিতে আমরা প্রাণ-পণে কেন না যত্নবান্ হইব। ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম না থাকে; তাহা হইলে, এক্ষণে হিন্দুসমাজে

ধর্ম্ম-বিষয়ে যে সংস্কার আছে, তাহা তো দূরীকৃত হইবেই হইবে; কিন্তু আবার নূতন প্রকার কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইয়া ইহ কালে হিন্দুজাতিকে লোপ করিয়া যাইবে ও পর-কালের উন্নতিকেও রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে। হিন্দুজাতির মান, সম্ভ্রম ও গৌরব কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারাই পরিরক্ষিত হইবে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুজাতিরই পুরাতন ধর্ম্ম।

দেব-দেবীর উপাসনা।

অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময়ে পৃথিবীস্থ প্রায় সকল জাতিরই বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস ছিল। যদিও কোন্ সময়ে এই দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই; তথাপি ইহা এক প্রকার নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, যে সময়ে মনুষ্যের মনে একেশ্বরের ভাব অপ-রিস্ফুট ছিল, সেই সময়ে তাহারদিগের এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডি-তেরা কহিয়া থাকেন যে, কার্য্য-মাত্রেরই যে একটি জ্ঞানময় কারণ আছে, ইহা মনুষ্যের স্বাভাবিক বিশ্বাস। তাহারদি-গের জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ও পরিবর্ত্ত হইতেছে, তাহাদের নিজের কর্ত্তৃত্ব তাহার কারণ—ইহা তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারি-তেছে। কিন্তু যখন দেখিতেছে যে, জগতে এমন সমস্ত কার্য্য ঘটিতেছে, যাহা সম্পাদন করিতে মনুষ্যের শক্তি সম্যক পরাস্ত হইয়া যায়; তখন তাঁহারা সেই স্বাভাবিক বিশ্বাসা-নুসারে এই সমস্ত ঘটনায় মনুষ্যের শক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপ্রত্যক্ষ শক্তি অনুভব করিয়া থাকে। যখন নভোমণ্ডল ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন হওয়াতে মুহুর্মুহু ঘোর গ-ভীর শব্দে বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়; তাহা দেখিয়া মনুষ্য এই রূপ মনে করে যে, এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার আকাশের কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। যখন মহাসাগর ভীষণ তরঙ্গ-জাল বিস্তার পূর্ব্বক তটাস্ফালন ও ফেনা উদ্ব-মন করিতে থাকে, তখন মনুষ্য মনে করে যে সাগরের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারই প্রভাবে এই সমস্ত বিস্ময়কর কার্য্য ঘটিতেছে। যখন তরুণ সূর্য্য, নবোদিত চন্দ্রমা, ও নক্ষত্রগণ অলক্ষিত ও নিঃশব্দ গতিতে আকাশের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে গমন করে; তখন মনুষ্য ঐ সমস্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে এক একটি দেবতার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; এবং আপনারদের আকার এবং সৌন্দর্য্য ও শক্তিকে ঐ সকল কল্পিত দেবতাতে যোগ করিয়া দেয়। যে হেতু মনুষ্য আপনার আকারকে যেমন সুন্দর দেখে এমন আর কোন আকারকেই নহে এবং এই আকারকে যেমন মানসিক ভাব বাহ্যে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করে, এমন আর কোন আকারকেই করে না।

এই দেব দেবীর উপাসনা প্রথম যে প্রণালীতে আরব্ধ হয়, কাল সহকারে তাহারও পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যের মনের ভাব যেমন সময়ে সময়ে ভিন্ন রূপ হইয়া আসি-য়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালীও ভিন্ন প্রকার হইয়া গিয়াছে। এই ভারতবর্ষে অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতি জড়োপাসনার পর একে-শ্বরোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়[১]। কিন্তু এক

[১] ভট্ট মোক্ষমূলার কহেন যে, ভারতবর্ষে জড়ো-পাসনার সহিতই একেশ্বরোপাসনার ভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সু-স্পষ্ট অনুভূত হয় যে ইহাতে যে সমস্ত দেবতার স্ত

ঈশ্বরের উপাসনা কনিষ্ঠাধিকারিদিগের পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন বলিয়া একেশ্বরোপাসনার সহিতই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতি বহু দেব-দেবীর উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তৎকালে যেরূপ প্রণালীতে দেব-দেবীর উপাসনা আরম্ভ হয়, ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে তাহার অনেকাংশ এই ক্ষণে পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ভারতবর্ষে পৃথিবীর অপরাপর অংশ অপেক্ষা অতি প্রাচীন কালে ধর্ম্মের আলোচনা ও ধর্ম্মের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি এবং ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ঋগ্বেদ তাহার সাক্ষ্যস্থল। ইউরোপের এক জন সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, যদি কেহ পৃথিবীর প্রাচীনতম পুস্তক সঙ্কলন করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি ঋগ্বেদকে সংগ্রহ করুন। বস্তুতও ঋগ্বেদের ভাষা এবং তাহাতে বর্ণিত আচার ব্যবহারের প্রকার ও তাহার স্তোত্রে পরিব্যক্ত তাৎকালিক অবস্থাপন্ন লোকের মানসিক সরল ভাব উহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। এই ঋগ্বেদ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আলোচনা হইয়া আসিতেছে।

গ্রীশ, ইটালি, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশে যে দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত আছে, এই ধর্ম্মের আদি-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ হইতে বোধ হয় তৎসমুদায় গৃহীত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষীয় দেব-দেবীর সহিত ঐ সমস্ত দেশের দেব-দেবীর নাম-সাদৃশ্য ও কর্ম্ম-সাদৃশ্য আছে; এবং এখানকার উৎসবের সহিতও তত্রত্য উৎসবের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়[২]।

হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককেই অসীম শক্তি অসীম জ্ঞান বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। কবি যখন কোন দেবতা বিশেষকে স্তব করিতেছেন তখন ঈশ্বরকে যেমন এক মাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ ভাবে দেখিতে হয়, উপাস্য দেবতাকে সেই ভাবেই দেখিয়াছেন। এন্সিএন্ট সাংস্কৃট লিটরেচর ৫৩২ পং।

২. প্রসিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহকার রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, 'সুপ্তে জনার্দ্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে। পূজয়েৎ মনসা দেবীং স্নুহী বিটপ সংস্থিতাং ॥ পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্ব্বৈরনন্তরং। পঞ্চম্যাসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী ॥ দেবীং সম্পূজ্য নত্বাচ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ ॥ পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগান অনন্তাদ্যান মহোরগান। ক্ষীরং সর্পিস্তু নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহং। পদ্মপুরাণ। কৃষ্ণের শয়নকালে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে প্রাঙ্গনে মনসা দেবীর পূজা করিবে। ঐ সময় পাতাল হইতে পন্নগী উত্থিত হয়; তাহাকে পূজা ও নমস্কার করিলে আর সর্প-ভয় থাকে না। এই পঞ্চমীতে অনন্ত প্রভৃতি মহা নাগগণকে পূজা করিবে। এই উৎসবটি বঙ্গদেশ অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে সমধিক প্রচলিত আছে। ঐ অষ্ট নাগের মধ্যে কালিয়েরও পূজা হইয়া থাকে। এই কালিয়কে বসুদেব-তনয় কৃষ্ণ যমুনার অন্তর্গত কালিয় নামক হ্রদ মধ্যে দমন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে এই বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত সকলে মহা সমারোহে একটি উৎসব করিয়া থাকে। ঐ উৎসব দিবসে মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানা প্রকার বীরকার্য্য প্রদর্শিত হয়। এই উৎসবকে নাগপঞ্চমী বলে। এই রূপ উৎসব ফিজিয়া, ইটালি সিরিয়া গ্রিশ ইজিপ্ত প্রভৃতি স্থানেও দৃষ্ট হইত। গ্রিশ দেশে আপোলো দেবের দ্বারা পাইথান সর্প নিহত হয়। পাইথান এইটি গ্রিক শব্দ। ইহার অর্থ মৃত্যু এবং আমাদিগের কৃষ্ণ দ্বারা যে সর্পটি নিপীড়িত হয় তাহার নাম কালিয় কাল—মৃত্যু। কৃষ্ণ ও আপোলোর অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে এই নিমিত্ত ইউরোপের লেখকেরা কৃষ্ণকে 'ইণ্ডিয়ান আপোলো' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ডেলফিতে আপোলের এই বীর কার্য্যটি অবিলুপ্ত রাখিবার নিমিত্ত মহাসমারোহে একটি উৎসব হইত এবং ঐ উৎসব কালে মল্ল যুদ্ধ প্রভৃতি নানা প্রকার বীর কার্য্য প্রদর্শিত এবং পাইথান সর্পের পূজাও প্রদত্ত হইত। নাগ-পূজায় নাগের আকার পূর্ব্বার্দ্ধ মনুষ্যের ন্যায় ও অপরার্দ্ধ সর্পের ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভাগবতে বর্ণিত আছে

হিন্দুজাতি যখন তুখারা গান্ধারা সমরকন্দ প্রভৃতি স্থানে বাস করিত, তখন বোধ হয় বৈদিক দেবতার উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতীতি হইতেছে, এই আদি হিন্দুজাতি হইতে গ্রিকেরা উহার দুই একটি দেবতা লইয়া থাকিবে [৩] তৎপরে যখন হিন্দুদিগের সহিত উহাদিগের বাণিজ্যাদি সংস্রব হইয়াছিল, তখন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য দেব দেবীও গ্রহণ করিয়াছিল। অধুনা জাতির নিয়ম যেমন কঠিন দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে এরূপ ছিল না; এবং যখন বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে সমুদ্র গমন ও বাণিজ্যাদিরও উল্লেখ আছে [৪] তখন পূর্ব্বতন হিন্দুরা যে পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে গমনাগমন করিতেন, ও অন্যান্য জাতির সহিত নানা প্রকার সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ থাকিতেন; তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ইহারা কি যুদ্ধ, কি বাণিজ্য, কি শিল্প, এই সকল বিষয়ে বিদেশীয়দিগের সহিত যে সংস্রব রাখিতেন; ইহা নানা প্রকারে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। [৫]

যখন কৃষ্ণ কালিয় সর্পকে নিপীড়িত করেন, সেই সময়ে কালিয়ের স্ত্রীগণ কৃষ্ণকে আসিয়া স্তব স্তুতি করিয়াছিল। ঐ সময়ে উহাদের আকার অর্দ্ধ মনুষ্য ও অর্দ্ধ সর্পের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। ফিৃজিয়া ইটালি ও সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে নাগের ঐ রূপই আকার প্রস্তুত হইত। ইজিপ্ট দেশে আবিস নামক পক্ষী ভুজঙ্গভুক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এই পক্ষীর সহিত আমাদিগের গরুড়ের সম্পূর্ণ সারূপ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের এই দেশে শুক্লপক্ষের পঞ্চম দিবসে এই উৎসব হয়, গ্রিশ দেশে পঞ্চম বৎসরে এই উৎসব হইত। ওরিএনটাল মাগাজিন ৯ নং

৩ গ্রিকদিগের ডায়সপিটর নামে এক দেবতা ছিল। এই দেবতা আমাদিগের ঋগ্বেদের দিবস্পতি হইতে পারে। ইহাদিগের প্রভাতের দেবীর নাম ইয়স ইহা আমাদিগের উষা হইতে পারে। ইহাদিগের হারমোজা আমাদিগের সারমের; ইহাদিগের ইউরেনস্ আমাদিগের বরুণ এবং ইহাদিগের ডিউস আমাদিগের দেবস হইতে পারে।

৪ বৈদিক সময়ের আর্য্যেরা সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য করিতেন। কারণ বেদে বণিক, সমুদ্র যাত্রা ও শতক্ষেপণী যুক্ত জলযানের বিষয় উল্লেখ আছে। হোজেলারস্ ইণ্ডিয়া ১ খ ২১ পৃ।

৫ প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা রোমক দেশে গিয়া বাস করিতেন। তথাকার সম্ভ্রান্ত ধনী লোকেরা স্বদেশ মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা প্রচারার্থ উঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে হিন্দুজাতি দেশ ভ্রমণে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। কোন কোন হিন্দু রাজা স্বদেশীয় কএক জনকে রোম ও গ্রীশ দেশে দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। এই দূতগণের মধ্যে কেহ কেহ এস্পেন দেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কেহ কেহ আলেকজান্দ্রিয়া এবং ইজিপ্ট দেশ দর্শন করিয়াছিল এবং অন্য এক জন এথেন্স নগরে অগ্নিপ্রবেশ করে। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ মহাত্মা টলেমি কহেন, যে তিনি তৃতীয় শতাব্দীতে কতগুলি হিন্দু জাতীয় দূতকে সন্দর্শন ও তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা মহাত্মা হানিবল যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন তাঁহার কতকগুলি হিন্দুজাতীয় হস্তিপক ছিল। ইটালি দেশে ভারতবর্ষীয় হস্তিপকেরা হস্তীর হিন্দি নাম প্রচার করিয়া আইসে। ইহার পূর্ব্বে তথায় হস্তীর বিশেষ নাম ছিল না। পূর্ব্বে গ্রিশ দেশে কতগুলি হিন্দু স্ত্রী পুরুষ ভৃত্য ভাবে কালযাপন করিত। হেসিকিয়স কহেন যে থ্রেশ দেশে সিন্দি নামে এক জাতি ছিল, তাহারা হিন্দুস্থান হইতে তথায় উপনিবাস সংস্থাপন করে। যখন গল দেশে মেটেলস্ সেলর প্রোকনসল ছিলেন তখন তিনি সুইভি দেশের রাজা অরিভিষ্টকে কতকগুলি হিন্দুজাতীয় লোক উপঢৌকন স্বরূপ দিয়াছিলেন। ইহারা সামুদ্রিক বণিক ছিল এবং সমুদ্র যাত্রা প্রসঙ্গে জর্ম্মন দেশে উপনীত হয়। জর্ম্মান সমুদ্রে ইহাদিগের যান ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। যখন মহাবীর আলেকজান্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন তিনি পঞ্জাব প্রদেশে শিবি নামে এক জাতি দেখিয়া ছিলেন। ঐ জাতি গৃহ মধ্যে হার্কুলিসের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া রাখিত। যমুনা নদীর সন্নিহিত শূরসেন দেশে ঐ দেবতার প্রতিকৃতি ছিল। ইতিহাস লেখক ফিল-

ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের লোকের যে একটি যোগ ছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পরে যখন মুসলমানদিগের আধিপত্য উপস্থিত হয়, তখন এই সংশ্রব এক কালে রহিত হইয়া যায়, আরব দস্যুর ভয়ে আর কেহ সমুদ্র যাত্রা করিতে সাহসী হইত না, বিদেশ বাণিজ্যের সহিত স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি রহিত হইয়া যায়।

যখন হিন্দুদিগের সহিত গ্রিক প্রভৃতি সুসভ্য জাতির এত দূর ঘনিষ্ঠতা ছিল; তখন তাঁহারা যে এই ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ হইতে দেব দেবীর উপাসনা গ্রহণ করেন; ইহা অত্যন্ত সম্ভব।

ষ্ট্রেটস্ কহেন, যে হরিদ্বারে পর্ব্বতে ক্ষোদিত গ্রিশ দেশীয় দেবতার কতগুলি মূর্ত্তি ছিল, পঞ্জাবে গ্রিশ দেশীয় শিল্পিরা যে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ছিল ঐ সমস্ত তাহারই অনুরূপ। ঐ মহাত্মা আরও কহেন যে, রোমকেরা সত্যাশুরের প্রতিমূর্ত্তি-অঙ্কিত বস্ত্র দ্বারা আপনাদিগের গৃহসজ্জা করিত। খৃষ্টের জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে স্কাইলাক্স নামা এক জন গ্রিক দেশীয় নাবিক সর্ব্বপ্রথমে ডেরাইআস হিষ্টাসপেসের আদেশে ভারতবর্ষ পর্য্যবেক্ষণার্থ আগমন করেন। সিন্ধুনদীর তটে একণে যাহাকে কেশব পুর কহে, তিনি আসিয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া ছিলেন। তাঁহার পর খৃষ্টের জন্মের ৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্ববিৎ মহাত্মা ক্তিডন ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই রূপ কথিত আছে যে ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাকে ক্রীত দাসের ন্যায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি এথেন নগরে দৃষ্ট হন। খৃষ্টের পূর্ব্বে ২৫০ বৎসর হইতে ২২৬ পর্য্যন্ত বক্ত্রিয়া দেশীয় গ্রীক রাজারা সিন্ধু প্রদেশ সকল শাসন করিয়া ছিলেন। এই সকল ভূপালগণের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের পশ্চিম ভাগীরথী প্রদেশ সকল অধিকার করেন। আসিয়াটিক রিসার্চ্চ ১০ম খণ্ড। যখন ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে এই সমস্ত প্রমাণ সেই সময়ের; কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও যে হিন্দুদিগের সহিত ঐ সকল জাতির সম্বন্ধ ছিল, তাহার অসম্ভাবনা কি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

সাম্বৎসরিক পিতৃ-শ্রাদ্ধ।

শুক্ল নবমী ২৪ শ্রাবণ।

প্রাতে ৯ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে দ্বারা সভা পূর্ণ হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দ্ব্যধিক শত ভোজ্য উৎসর্গ করিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উক্ত মন্ত্র পাঠ করাইলেন।

ওঁতৎসৎ। ওঁ তাদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং।

ধীরেরা আকাশে প্রসারিত চক্ষুর ন্যায় যে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করেন, তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করি।

ওঁতৎসৎ অদ্য শ্রাবণে মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা শাণ্ডিল্য গোত্রস্য পিতুর্দ্বারিকানাথ দেবশর্ম্মণঃ অক্ষয়স্বর্গকামনয়া এতানি সঘৃত-সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যানি যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে সম্প্রদানায় অহং দদানি।

ওঁতৎসৎ অদ্য শ্রাবণে মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা। কৃতৈতৎ দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে সম্প্রদানায় অহং দদানি।

কৃতৈতৎ দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ওঁ অস্তু (ইতি প্রতিবচনং)।

তৎপরে শ্রাদ্ধ কর্ত্তা বেদীর সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলে আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই উদ্বোধন করিলেন।

"অদ্য সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সেই সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই।"

পরে এই ব্রহ্মসঙ্গীত হইল—

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় সকল জগত বাসী।

প্রভু দয়ার অবতার অতুল গুণ-নিধান, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।

না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি।

ইচ্ছা হইল ভব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।

রবি চন্দ্র পরে, জ্যোতি তোমার, হে আদি-জ্যোতি কল্যাণ।

জগত-পিতা জগত-পালক তুমি সকল মঙ্গলের নিদান।

পরে প্রকৃত উপাসনা আরম্ভ হইল, যথা—
ওঁ যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং।

ওঁসপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়। ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং। ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং। ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং। বয়ং ত্বাং স্মরামোবয়ং ত্বাং ভজামোবয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

হে ঈশ্বর! তুমি আমারদের জীবনের জীবন ও চির কালের সুহৃৎ। তুমি আমাদের সমুদায় প্রীতিকে তোমার প্রতি লইয়া যাও এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে আমারদিগকে অটল উৎসাহ প্রদান কর, যেন আমরা সকল অবস্থাতে সকল সময়ে তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করি, যেন তোমাকেই জীবনের লক্ষ্য জানিয়া তাবৎ সংসার-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি। হে নাথ! যাহাতে হৃদয় মন সকলই তোমাকে দিয়া তোমার কার্য্য করিতে পারি, এমন শুভ-বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বল প্রেরণ কর। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধ্যান—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

ব্যাখ্যান—ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দযাতি। যদা হ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেনাত্ম্যেনিরুক্তেনিলয়নে ভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোভয়ং গতোভবতি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ। এষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরমআনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

তৎপরে এই গান হইল—

তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও, শরণ লয়ে রহিও।
যাঁহারি কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও।

তৎপরে আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি হইতে এই কয়েকটি শ্লোক অর্থের সহিত পাঠ করিলেন—

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহারদের সেবা করিবেন।

প্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহারদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক।

গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকোগুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা॥

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন; মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥

সন্তান হইলে পিতা মাতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে কেহ শক্ত হয় না।

পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি। পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে॥

মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন; পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥

কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া, পর লোকে সাহায্য লাভার্থে, পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক।

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

পরলোকে সহায়ের নিমিত্ত পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু, কেহই থাকেন না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেকএব তু দুষ্কৃতং॥

মনুষ্য একাকী জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকী স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃত ফল ভোগ করে।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ-লোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই ব্যাখ্যান পাঠ করিলেন—.

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ।

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহারদের সেবা করিবেন।

পরমেশ্বরেরই এই সংসার, তিনি ইহার পরম পিতা। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে তিনি এক এক পরিবারে এক এক পিতাকে আপনার প্রতিনিধি-রূপে নিযুক্ত করিয়া সুনিপুণ প্রণালী স্থাপন করিলেন; এবং নিজের মঙ্গল-ভাবের প্রতিরূপ যে স্নেহ মমতা, তাহা জনক-জননীর বিকশিত হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। এই রূপে তিনি প্রতি পরিবারে আপন প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার এই বিশাল বিশ্ব-সংসার পালন করিতেছেন। যেমন নভোমণ্ডলে এক এক সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া গ্রহ উপগ্রহ-সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই রূপ এই সংসার-ক্ষেত্রে এক এক পিতার অধীনে থাকিয়া পুত্র-কন্যারা জীবন ও সম্পদ লাভ করিতেছে। সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু, মাতার স্নেহ ও দুগ্ধে প্রথমেই বালক পরিপোষিত হয়। ঈশ্বরেরই মঙ্গল-ভাব মাতার হৃদয়ে স্নেহ রূপে, স্তনে দুগ্ধ-রূপে পরিণত হইয়াছে। সকলের জননী সকলের ধরিত্রী যে এই পৃথিবী, মাতা এই পৃথিবী অপেক্ষাও গরীয়সী; আবার পিতা তাঁহা হইতেও গুরুতর। অতএব গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া, ঈশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ জানিয়া, সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেক। কুল-পাবন সৎপুত্র তাঁহারদিগের প্রতি মৃদু বাক্য কহিবেক, তাঁহারদের প্রিয় কার্য্য করিবেক ও সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ থাকিবেক। সংসারের স্নেহ নিম্নগামী; স্নেহভাজনকে স্নেহ সকলে সহজেই করে। ভক্তি কিন্তু দেব-ভাব, তাহা নিম্নগামী নহে। পশুর মধ্যে দেখ স্নেহ-বৃত্তি কেমন প্রবলা, শাবকদিগকে তাহারা কেমন স্নেহে কেমন যত্নে পালন করে; কিন্তু পিতামাতার প্রতি সেই পশু-শাবকদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি কোথায়? ভক্তির ভাব কেবল মনুষ্যে। ভক্তির ভাব পশুতে নাই: ইহা অতি উৎকৃষ্ট ভাব, সুতরাং অতি বিরল। পিতামাতা সহজেই পুত্রদিগকে স্নেহ করেন; কিন্তু যাহারা সৎপুত্র—কুলপাবন সৎপুত্র, তাহারাই কেবল পিতামাতাকে কর্ত্তব্যানুযায়ী ভক্তি করে। যে পরিমাণে স্নেহ, সে পরিমাণে এখানে ভক্তি নাই। একটি যে নির্ভরের ভাব, সেই নির্ভরের ভাবটি ভক্তিভাবকে উত্তেজিত করে; সেই জন্য বালকের যত দিন পিতার উপরে নির্ভর থাকে, তত দিন তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও থাকে। কিন্তু যে বালক যুবা হইয়া, কর্ম্মক্ষম ও স্বাধীন হইয়া, তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভক্তি সহকারে সেবা করে, সেই তার নিষ্কাম ভক্তি। ইতিহাস পুরাবৃত্তে এবং বর্ত্তমান সাধুদিগের জীবন-চরিতে এমত কত শত দৃষ্টান্ত আছে যে পিতার জন্য পুত্রেরা অগণ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, পিতার মঙ্গলই তাহাদের মনের অভিসন্ধি; কঠোপনিষদে ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ আছে। যখন পিতা নচিকেতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে "তোমাকে যমেরে দিলাম" তখন শ্রদ্ধাবিষ্ট নচিকেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পিতা যদি অঙ্গীকার করিয়াও স্নেহানুরোধে আমাকে যমভবনে পাঠাইয়া না দেন, তবে তাঁহার কথা মিথ্যা হইয়া তাঁহার সাংঘাতিক অনিষ্ট হইবে। অতএব তাঁহাকে তিনি এই বেদ-বাক্য স্মরণ করিয়া দিলেন "অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে। শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ।" "পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখ; আর এখনকার সাধু সজ্জনেরা যে প্রকার আচরণ করিতেছেন, তাহাও দেখ। শস্যের ন্যায় মনুষ্য জীর্ণ হইয়া মরে, আবার শস্যের ন্যায় পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে। এমন অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন কি? অতএব হে পিতঃ! তুমি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন কর, আমাকে যম-সদনে প্রেরণ কর।" দেখ তাঁর কেমন পিতৃ-ভক্তি! আপনাকে যমেরে দিয়াও পিতার ইষ্ট-সাধনে

তিনি ভয়পান্ন হইয়াছিলেন। আবার যম যখন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে অভিলাষ করিলেন, তখন সর্ব্ব প্রথমেই তিনি বর চাহিলেন যে "শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাৎ" আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়া পিতা অতিশয় শোকাকুল হইয়াছেন; অতএব যাহাতে তিনি শান্তচিত্ত সুমনা হন, তাহাই বিধান কর। কঠোপনিষদের আখ্যায়িকাতে সৎপুত্র নচিকেতার পিতার প্রতি মনের ভক্তি-ভাব কেমন প্রকাশ পাইতেছে। ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্রহ্ম-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ পিতামাতাকে ভক্তি করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম উপদেশ। আমাদিগের বল-বীর্য্য যাহা কিছু সকলি পিতামাতা হইতে পাইয়াছি; পিতামাতারই প্রতি ভক্তি-বৃত্তি সর্ব্ব প্রথমে উত্থিত হউক। কুল-পাবন সৎপুত্র সর্ব্ব-প্রযত্নে যেন পিতামাতাকে সেবা করেন, সর্ব্বদা তাঁহারদের প্রিয় কার্য্য করেন ও আজ্ঞাবহ থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের শাসন ও উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহারা হয়তো বিদ্যার গৌরবে পিতামাতাকে লঘু জ্ঞান করেন, অথবা ধন-মদে মত্ত হইয়া তাঁহারদিগকে অবহেলা করেন। হে প্রিয় ব্রাহ্ম-সকল! তোমরা কদাপি এমন গর্হিত কর্ম্ম করিও না— তোমরা বিদ্যা-মদে বা ধন-মদে উন্মত্ত হইয়া পিতৃহেলন করিও না। আমরা পিতামাতার আশ্রয়ে থাকিয়াই বল বীর্য্য, বিদ্যা বুদ্ধি, উপার্জ্জন করিয়াছি এবং তাঁহারদের প্রসাদেই ধন মান প্রতিপত্তি যাহা কিছু লাভ করিয়াছি; অতএব তাঁহারদিগকে অবহেলা বা পরিত্যাগ করিও না। তোমরা বৃদ্ধ পিতামাতার যষ্টি-স্বরূপ হইয়া আমৃত্যু তাঁহারদিগকে রক্ষা করিবে; এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ। যদিও তোমারদের প্রতি তাঁহারা বিরক্ত হন, ও তাঁহাদের স্নেহ অল্প হয়, তথাপি তোমরা তাঁহাদের প্রিয় আচরণ করিবে, তাঁহাদিগকে সমধিক ভক্তি করিবে। "যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি।" সন্তান হইলে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে কেহ শক্ত হয় না।

হে পরমাত্মন্! তুমি পিতা-পুত্রের যে প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছ, তাহা উভয়েই যেন সাবধান হইয়া রক্ষা করেন, উভয়েই যেন সম্ভাবে তোমারই প্রতি ভক্তি করেন; সংসার তরঙ্গের মধ্যে সকল পরিবারই যেন প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে। বঙ্গ দেশের সকল পরিবারে পিতা-পুত্রের অন্তরে তোমার মঙ্গল ভাব প্রেরণ কর; তোমার উৎসাহাগ্নিতে বঙ্গ দেশের চির-নিদ্রা ভঙ্গ কর, ইহার পতিত সন্তান-সকল তোমার যথার্থ পূজা করিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন—

হে পরম পিতা, অখিল মাতঃ! অদ্য আমার পিতার শ্রাদ্ধ বাসরে সপরিবারে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাকে প্রীতি-পুষ্প প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, যেমন তুমি আমারদের এখানকার সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছ, সেইরূপ পরলোকবাসী আমার অতি শ্রদ্ধেয় ভক্তি-ভাজন পিতার আত্মার উন্নতি সাধন কর, এবং সংসারের পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার প্রতিনিধি-স্বরূপ পিতা হইতেই আমি শরীর, মন, জীবন, আত্মা সকলই পাইয়াছি। পিতা মধু-স্বরূপ। পিতা হইতেই সুখ-সৌভাগ্য, পিতা হইতেই বল-বীর্য্য, পিতা হইতেই ধর্ম্মপথে চলিবার অধিকার পাইয়াছি। পিতাকে পাইয়াই পরম পিতাকে লাভ করিয়াছি, তোমার মহিমা সর্ব্বত্র অনুভব করিতেছি। অতএব তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপন কর এবং আমাকে তাঁহার সমর্পিত সংসার-ধর্ম্মের ভার বহন করিবার ক্ষমতা দেও। তিনি যে লোকে থাকুন, আমার প্রতি প্রসন্ন থাকুন; এবং তাঁহার অপ্রিয় ব্যবহার যাহা কিছু করিয়া থাকি, তিনি তাহা ক্ষমা করুন। তোমার প্রসাদে আমার এই বংশ যেন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সাধু-বৃত্তি-সকল অনুকরণ করে। হে মঙ্গলময়! তুমি এই পরিবারের সকলের মধ্যে মঙ্গল-ভাব বিস্তার কর। এই পরিবার তোমারই প্রিয় পরিবার, তোমার মঙ্গল-দৃষ্টি হইতে আমারদের কেহই বিচ্যুত নহে। হে জীবন-দাতা জ্ঞান-দাতা পরম পিতা! তোমার জ্ঞান আমারদিগের শিক্ষা দেও, তোমার আশ্রয় প্রদান কর, এবং তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আমারদের সকল অভাব দূর কর। তোমা হইতে আমরা যে কিছু মঙ্গল প্রাপ্ত হই, তাহাতেই যেন সন্তোষে থাকি। তুমি যাহা কিছু দিয়াছ, যদি সকলই যায়; তথাপি তোমার মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস যেন কখনই শিথিল না হয়। তুমি আমারদিগকে সংসারের সম্পদই প্রেরণ কর, আর বিপদেই আবৃত কর, হে মঙ্গলময়! প্রত্যেক অবস্থার পরিবর্ত্তনে তুমি আমারদের সঙ্গেই থাকিও। তোমার দক্ষিণ-মুখ— তোমার প্রেম-দৃষ্টি যেন সকল সময় আমারদের হৃদয়কে প্রফুল্ল ও উন্নত করিয়া রাখে। হে বিশ্ব-

বিধাতা জগৎপিতা! তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করিতেছে: আবার তোমারই প্রসাদে ওষধি বনস্পতি-সকল মধুমান্ হউক, গো-সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক। রাত্রি মধু হউক, উষা মধু হউক, দ্যুলোক ও সূর্য্য মধুময় হউক; পিতা তোমার মধুময় মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করুন।

হে নিরবদ্য নিরঞ্জন পবিত্র পরমেশ্বর! আমরা যেমন এক্ষণে তোমার উদার প্রসাদ অনুভব করিতেছি; এই প্রকার যখন পৃথিবীর দিন অবসান হইবে, তখন আবার যেন আমরা প্রত্যেকে তোমার চরণের মঙ্গল-ছায়া লাভ করিতে পাই। এই পরিবার মধ্যে, আমাদের দেশে, সমুদয় পৃথিবীতে তোমার প্রসাদ বিতরণ কর। তোমার জ্যোতি তোমার সত্য, সকল স্থানে প্রেরণ কর। তোমার রাজ্যের সকল স্থান হইতেই যেন সত্যের প্রস্রবণ প্রযুক্ত হয়, এবং মঙ্গল ভাবের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে।

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥ মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

ওঁ মধু মধু মধু।

পুরুষোত্তমাদ্বলরামো বলরামাদ্ধরিহরো হরিহরাদ্রামানন্দো রামানন্দান্মহেশো মহেশাৎ পঞ্চাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রামো জয়রামান্নীলমণি র্নীলমণে রামলোচনো রামলোচনাদ্দ্বারকানাথো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমৎ বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥ ওঁ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা এক শত টাকা হস্তে লইয়া আচার্য্যের হস্তে এই বলিয়া সমর্পণ করিলেন যে আমি এই শত মুদ্রা ব্রাহ্মসমাজে দান করিলাম, আপনি তথা হইতে দীন দরিদ্র অনাথদিগকে ইহা বিতরণ করিবেন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এই আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যস্মাদ্বিশ্বঃ প্রবর্ত্তন্তে স দেবস্ত্বাং প্রসীদতু॥
হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবস্ত্বাং প্রসীদতু॥

পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ভক্তিভরে ঈশ্বরের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

পরে আচার্য্যদিগকে তিনি স্বয়ং মাল্য প্রদান করিলেন।

অনন্তর এই ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম শেষ হইল।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

জননী সমান করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহ-গুণে। মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ-নীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া। কে বা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২৭ ভাদ্র বুধ বার।

সপ্তম কল্প
প্রথম ভাগ।
আশ্বিন ১৭৮৯ শক।

২৯০ সংখ্যা ৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দশানুবাকে

ষষ্ঠং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা।

১০৩৯

১। ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তু বিদ্বান্। অর্য্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ।

১। অহরভিমানী দেবঃ ‘মিত্রঃ’ ‘বরুণঃ’ রাত্র্যভিমানী। মিত্রশ্চ বরুণশ্চ ‘বিদ্বান’ নেতব্যং উত্তমং স্থানং জানন্ ‘নঃ’ অস্মান ‘ঋজুনীতী’ ঋজুনীত্যা ঋজুনয়নেন কৌটিল্যরহিতেন গমনেন ‘নয়তু’ অভিমতং ফলং প্রাপয়তু। তথা ‘দেবৈঃ’ অন্যৈঃ ইন্দ্রাদিভিঃ ‘সজোষাঃ’ সমানপ্রীতিঃ ‘অর্য্যমা’ অহোরাত্রবিভাগস্য কর্ত্তা সূর্য্যশ্চ অস্মান ঋজুগমনেন অভিমতং স্থানং প্রাপয়তু।

১। অভিজ্ঞ মিত্র বরুণ এবং ইন্দ্রাদির সমান প্রীতিভাজন অর্য্যমা অকুটিল গতি দ্বারা আমাদিগকে অভিমত ফল প্রদান করুন।

১০৪০

২। তে হি বস্বো বসবানাস্তে অপ্রমূরা মহোভিঃ। ব্রতা রক্ষন্তে বিশ্বাহা।

২। ‘তে’ ‘হি’ পূর্ব্বোক্তাঃ মিত্রাদয়ঃ ‘বস্বঃ’ বসুনঃ ধনস্য ‘বসবানাঃ’ বাসকাঃ আচ্ছাদয়িতারঃ সর্ব্বং জগৎ ধনেনাচ্ছাদয়ন্তীত্যর্থঃ। অতঃ ‘তে’ মিত্রাদয়ঃ ‘অপ্রমূরাঃ’ অপ্রমূঢ়াঃ অমূঢ়াঃ প্রাজ্ঞাঃ সন্তঃ ‘মহোভিঃ’ আত্মীয়ৈঃ তেজোভিঃ ‘বিশ্বাহা’ সর্ব্বাণি অহানি সর্ব্বেষ্বপ্যহঃসু ‘ব্রতানি’ জগন্নির্ব্বাহরূপাণি স্বকীয়ানি কর্ম্মাণি ‘রক্ষন্তে’ পালয়ন্তি।

২। মিত্রাদি দেবগণ ধন দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা বুদ্ধি পূর্ব্বক স্বীয় তেজ দ্বারা প্রতি দিনই জগন্নির্ব্বাহ রূপ স্বীয় কার্য্য রক্ষা করিতেছেন।

১০৪১

৩। তে অস্মভ্যং শর্ম্ম যংসন্নমৃতা মর্ত্ত্যেভ্যঃ। বাধমানা অপ দ্বিষঃ।

৩। ‘অমৃতাঃ’ অমরণধর্ম্মাণঃ ‘তে’ বিশ্বেদেবাঃ ‘মর্ত্ত্যেভ্যঃ’ মরণধর্ম্মেভ্যঃ ‘অস্মভ্যং’ অনুষ্ঠাতৃভ্যঃ ‘শর্ম্ম’ অমৃতলক্ষণং সুখং ‘যংসন্’ যচ্ছন্তু। কিং কুর্ব্বতঃ ‘দ্বিষঃ’ অস্মদীয়ান শত্রূন ‘অপবাধমানাঃ’ বিনাশং প্রাপয়ন্তঃ।

৩। অমর বিশ্বেদেবগণ আমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করত মরণশীল আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন।

১০৪২

৪। বি নঃ পথঃ সুবিতায় চি-
যংত্বিন্দ্রো মরুতঃ। পূষা ভগো
বন্দ্যাসঃ।

৪। 'বন্দ্যাসঃ' সর্ব্বৈর্বন্দনীয়াঃ স্তোতব্যাঃ নমস্কর্ত্তব্যাঃ 'ইন্দ্রঃ' 'মরুতঃ' 'পূষা' 'ভগঃ' এতে দেবাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'পথঃ' মার্গান 'বিচিয়ন্তু' অশোভনেভ্যঃ মার্গেভ্যঃ সকাশাৎ পৃথক্কুর্ব্বন্তু। কিমর্থং 'সুবিতায়' সুষ্ঠু প্রাপ্তব্যায় স্বর্গাদিফলায়।

৪। ইন্দ্র মরুত পূষা ও ভগ এই সমস্ত বন্দনীয় দেবগণ আমাদিগকে স্বর্গাদি ফল প্রদানার্থ অশুভ পথ হইতে রক্ষা করুন।

১০৪৩

৫। উত নো ধিয়ো গোঅগ্রাঃ
পূষন্বিষ্ণবেবয়াবঃ। কর্ত্তা নঃ স্ব-
স্তিমতঃ। ১। ৬। ১৭।

৫। হে 'পূষন্' পোষক দেব হে 'বিষ্ণো' ব্যাপনশীল দেব হে 'এবয়াব' এবৈঃ গন্তৃভিঃ অশ্বৈঃ যাতি গচ্ছতি ইতি এবয়াবা মরুদ্গণঃ হে মরুদ্গণ তে সর্ব্বে যূয়ং 'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' অপ্তোর্য্যামলক্ষণানি কর্ম্মাণি 'গোঅগ্রাঃ' পশ্বগ্রাণি পশুপ্রমুখানি অস্মৎসকাশাৎ কষ্টৈঃ পশুভিঃ যুক্তানি 'কর্ত্ত' কুরুত 'উত' অপিচ 'নঃ' অস্মান 'স্বস্তিমতঃ' অবিনাশিনঃ কুরুত। ১। ৬। ১৭।

৫। হে পূষন্! হে বিষ্ণো! হে মরুদ্গণ! তোমরা সকলে আমাদিগের কর্ম্ম সকল পশুযুক্ত এবং আমাদিগকে অবিনাশী কর। ১। ৬। ১৭।

১০৪৪

৬। মধু বাতা ঋতায়তে মধু
ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বো-
ষধীঃ।

৬। 'ঋতং' যজ্ঞং আত্মন ইচ্ছতে যজমানায় 'বাতাঃ' বায়বঃ 'মধু' মাধুর্য্যোপেতং কর্ম্মফলং 'ক্ষরন্তি' বর্ষন্তি প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তথা 'সিন্ধবঃ' স্যন্দনশীলা নদ্যঃ সমুদ্রাঃ বা 'মধু' মাধুর্য্যোপেতং রসং ক্ষরন্তি। এবং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ওষধীঃ' ফলপাকান্তা ওষধয়ঃ তাশ্চ 'মাধ্বীঃ' মাধুর্য্যোপেতাঃ 'সন্তু' ভবন্তু।

৬। বায়ু সকল যজমানকে মধুর কর্ম্ম ফল প্রদান করিতেছে, এবং সমুদ্র সকল স্বীয় মধুর রস ক্ষরণ করিতেছে। ওষধী সকল আমাদিগের নিমিত্ত মধুর হউক।

১০৪৫

৭। মধু নক্তমুতোষসো মধু-
মৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু
নঃ পিতা।

৭। 'নক্তং' রাত্রিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'মধুমতী' মাধুর্য্যোপেতফলপ্রদা ভবতু। 'উত' অপিচ 'উষসঃ' উষঃ কালোপলক্ষিতানি অহানি চ 'মধুমন্তি' ভবন্তু 'পার্থিবং' 'রজঃ' পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধী লোকঃ অস্মাকং 'মধুমৎ' মাধুর্য্যবিশিষ্টফলযুক্তো ভবতু। 'পিতা' বৃষ্টিপ্রদানেন সর্ব্বেষাং পালয়িতা 'দ্যৌঃ' দ্যুলোকোঽপি 'মধু' মধুযুক্তো ভবতু।

৭। রাত্রি আমাদিগকে মধুর ফল প্রদান করুক। উষাকাল মধুর, পৃথিবীস্থ লোক সকল মধুর, সকলের পালক আকাশও মধুর হউক।

১০৪৬

৮। মধুমান্নো বনস্পতির্মধু-
মাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভ-
বন্তু নঃ।

৮। 'নঃ' অস্মাকং 'বনস্পতিঃ' বনানাং পালয়িতা যূপাভিমানী দেবঃ 'মধুমান' মাধুর্য্যোপেত ফলবানস্তু তদ্দৃশং ফলং অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ। 'সূর্য্যঃ' সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সবিতা চ 'মধুমান' 'অস্তু' 'গাবঃ' অগ্নিহোত্রার্থাঃ ধেনবশ্চ 'নঃ' অস্মাকং 'মাধ্বীঃ' মাধুর্য্যোপেতেন পয়সা যুক্তা ভবন্তু।

৮। বনস্পতি মধুর ফল প্রদান করুক। সূর্য্য মধুর হউক এবং ধেনুগণ মধুর দুগ্ধসম্পন্ন হউক।

১০৪৭

অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

৯। শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ
শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন

ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণু-রুরুক্রমঃ ৷ ১ ৷ ৬ ৷ ১৮ ৷

৯। অহরভিমানী ‘মিত্রঃ’ দেবঃ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘শং’ সুখকরোভবতু। যদ্বা অস্মদীয়ানামুপদ্রবানাং শময়িতা ভবতু। রাত্র্যভিমানী ‘বরুণঃ’ চ ‘শং’ সুখকরোভবতু। ‘অর্য্যমা’ অহোরাত্রয়োঃ ধ্যাপয়িতা সূর্য্যশ্চ ‘নঃ অস্মাকং ‘শং’ সুখকরোভবতু। ‘বৃহস্পতিঃ’ বৃহতাং দেবানাং পালয়িতা ‘ইন্দ্রঃ’ চ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘শং’ সুখকরোভবতু। উরুক্রমঃ’ উরু বিস্তীর্ণং ক্রামতি পাদৌ বিক্ষিপতি ইতি উরুক্রমঃ বিষ্ণুর্হি বামনাবতারে পৃথিব্যাদীন লোকান পদত্রয়রূপেণ আক্রান্তবান। অত উরুক্রমো বিষ্ণুশ্চ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘শং’ সুখকর উপদ্রবানাং শময়িতা বা ভবতু। ১। ৬। ১৮।

৯। মিত্র বরুণ অর্য্যমা দেবগণের পালক ইন্দ্র এবং ত্রিবিক্রম বিষ্ণু আমাদিগের সুখ বিস্তার করুন। ১। ৬। ১৮।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

পঞ্চদশ উপদেশ।

ব্রহ্ম-দর্শন ও ব্রহ্মানন্দ।

যিনি এই নির্ব্বিশেষ সর্ব্বব্যাপী আনন্দ-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সর্ব্বক্ষণ সাক্ষাৎ পাইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

আমরা বাহ্য বস্তু-সকল প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বাহ্য বস্তুতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান থাকাতে তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে। ঈশ্বর আত্মা পদার্থ, তাঁহাতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস বা স্পর্শ গুণ নাই; অতএব তিনি ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-জনিত প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। আমরা অন্যের আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; কেবল তাঁহাদের শরীরকে সন্দর্শন করি। ঈশ্বরের শরীরও নাই; তিনি সমুদায় শরীরের নির্ম্মাতা। অতএব আমরা কোন রূপেই তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিতে পারি না। তিনি কখন কাহার ইন্দ্রিয়-গোচরে উপস্থিত হন নাই। দুর্ব্বল লোকে তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদিগের ইহা অবগত হওয়া উচিত যে, এক সময় শরীরের সহিত সমুদায় ইন্দ্রিয় চির কালের জন্য বিগলিত হইয়া যাইবে; কিন্তু চিরজীবী আত্মার পক্ষে অমৃতস্বরূপ ঈশ্বরকে সন্দর্শন করা চিরকালই আবশ্যক থাকিবে।

ঈশ্বর মানস-প্রত্যক্ষেরও বিষয় নহেন। আমি অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা কেবল আপনাকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক, অন্যের পরিমিত আত্মাকেও তদ্দ্বারা দর্শন করিতে পারি না। আত্মাতে যাহা আছে ও আত্মাতে যাহা ঘটিতেছে, অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা কেবল তাহাই জ্ঞাত হওয়া যায়। এই অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা আমি আমার জ্ঞান ও ভ্রান্তি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং সুখ ও দুঃখ, সমুদায় আত্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইতেছি। ঈশ্বর আমার আত্মা নহেন—তিনি জীবাত্মা নহেন; প্রত্যুত তিনি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—এই জন্য আমরা অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা স্বীয় স্বীয় আত্মার ভাব-সকল যে রূপ দর্শন করি, তাঁহার স্বরূপ ভাব সে রূপ দর্শন করিতে পারি না।

তিনি কল্পনারও বিষয় নহেন। পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভূত হইয়াছিল, কল্পনা কেবল তাহা লইয়াই ক্রীড়া করিতে পারে। অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর তাহার ক্রীড়নক নহেন। আমরা মনুষ্যের শরীরকে কল্পনা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া ধ্যান করিতে পারি; আমরা কল্পনা দ্বারা মনুষ্য-শরীরে পশুর মস্তক অথবা পশু-শরীরে মনুষ্যের মস্তক সংযোজিত করিয়া ধ্যান করিতে পারি; আমরা কল্পনা দ্বারা একটি শরীরকে অর্দ্ধেক পুরুষাকৃতি ও অর্দ্ধেক স্ত্রীরূপী বলিয়া ধ্যান

করিতে পারি; আমরা কল্পনা দ্বারা একটি মুখের উপর দুই চক্ষুর সহিত আর একটি চক্ষু সংযুক্ত করিয়া ধ্যান করিতে পারি; আমরা কল্পনা দ্বারা একমাত্র শরীরে দুই হস্তের সহিত আর দুইটি হস্ত যোগ করিয়া ধ্যান করিতে পারি; যাহা খণ্ড খণ্ড দেখিতেছি, কল্পনা দ্বারা তাহা অখণ্ড করিয়া এবং যাহা অখণ্ড রূপে দেখিতেছি, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া চিন্তা করিতে পারি; এবং চিত্র-পটে চিত্রিত বা মৃৎপ্রস্তরে গঠিত যে সকল মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছি, তাহার অবিকল প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা দ্বারা মনে মনে নির্ম্মাণ করিতে পারি। ফলত কল্পনা-বলে পূর্ব্ব-দৃষ্ট পদার্থসমূহের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা মনোমধ্যে নানাবিধ অদ্ভুত পদার্থ আবির্ভূত ও তিরোভূত করা যাইতে পারে; কিন্তু অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে কখন কল্পনায় দর্শন করা যায় না।

তবে ব্রহ্মদর্শন কি? কি প্রকারে সেই সৌন্দর্য্যময় পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমাদের প্রেম-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে? কি প্রকারে তাঁহার অমৃতময় সহবাস ভোগ করিয়া ধন্য ও কৃতপুণ্য হইব! কি প্রকারে তাঁহার আনন্দজনন প্রসন্নবদন দর্শন করিয়া ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করিব? কি প্রকারে জীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইবে?

ঈশ্বর তাঁহার সমুদায় কার্য্যে দীপ্যমান হইয়া আছেন; চক্ষু উন্মীলন কর, দেখিতে পাইবে। সমুদায় সৃষ্টি, সমুদায় ঘটনা, সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষের পরিচয় প্রদান করিতেছে—উচ্চৈঃ স্বরে পরিচয় প্রদান করিতেছে; কর্ণপাত কর এবং আপনার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা কি বলিতেছে, বুঝিতে পারিবে। তিনি অগ্নিতে, তিনি জলেতে, তিনি ওষধি ও বনস্পতিতে বিরাজ করিতেছেন; তিনি সমুদায় বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। নদ নদী সাগর, গিরি গুহা কানন, সমস্ত ভূলোক ও আকাশের অগণ্য জ্যোতির্ম্মণ্ডল, নিরন্তর তাঁহার মহিমা গান করিতেছে। অন্তরে তিনি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহার জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, সমস্ত জগতেই দীপ্যমান আছে; কিন্তু আত্মাতেই তাঁহাকে পুরুষরূপে উপলব্ধি করা যায়। আপনার স্বাধীনতাতে তাঁহার মুক্ত ভাব, আপনার প্রীতিতে তাঁহার পূর্ণ প্রেম, আপনার জ্ঞানে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, আপনার আত্মাতে তাঁহার পুরুষত্ব যেমন বুঝিতে পারা যায়, এমন আর কিছুতেই নহে। তিনি নির্ব্বিশেষ—তাঁহাতে জড়ের ন্যায় বহিরিন্দ্রিয়গোচর কোন গুণ বা মনের ন্যায় অন্তরিন্দ্রিয়গোচর কোন অবস্থা নাই বটে; কিন্তু তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন, এবং আপনার কার্য্য দ্বারা সর্ব্বত্রই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। যিনি তাঁহাকে দেখিতে চান, তিনি তাঁহাকে সর্ব্বত্রই দেখিতে পান।

আত্মা যখন নিঃসংশয়ে পরমাত্মার সত্তা—তাঁহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ উপলব্ধি করে, তখন তাহার এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়। স্নেহপূর্ণ পিতা-মাতা বহু দিন পরে চির-প্রোষিত কুলপাবন পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া যে রূপ আনন্দ অনুভব করেন; পতিব্রতা সতী সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইয়া যে রূপ অন্তঃস্ফুরিত পবিত্র সুখে নিমগ্ন হন; তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বহুবিধ আলোচনার পর স্বীয় অভিপ্রেত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলে যে রূপ আন্তরিক তৃপ্তিরস ভোগ করেন; সমুদ্রের মধ্যস্থলে নিমগ্ন হইয়াও পুনর্ব্বার কূল প্রাপ্ত হইলে যে রূপ আহ্লাদের উদয় হয়; কল্পনা বলে তৎ সমুদায়ের এক প্রকার পরিমাণ স্থির করা

যাইতে পারে। কিন্তু জ্ঞান-গম্ভীর প্রেম-র-সাত্র পরমাত্মাকে লাভ করিয়া সাধক যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহার তুলনা নাই। সেই আনন্দের নামই ব্রহ্মানন্দ। যখন জানিতে পারি—যখন দেখিতে পাই, আমার ঈশ্বর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আ-ছেন—আকাশ যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, তিনি সেখানেও বর্ত্তমান আছেন; তিনি পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই, তিনি সকল বস্তুকেই সামান্য-রূপে ও বিশেষ-রূপে জানিতেছেন, আমাকে দেখি-তেছেন, তাঁহার জ্ঞান-চক্ষে অনন্ত কাল আমাদের বর্ত্তমানের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহার ইচ্ছা অপ্রতিহত, কিন্তু মঙ্গল ভাবে পরি-পূর্ণ; পিতামাতার মনে যে নিঃস্বার্থ স্নেহ দে-খিতে পাওয়া যায়, তিনিই তাহার প্রেরয়িতা এবং স্বয়ং সেই রূপ অনন্ত স্নেহের আকর; তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তিনি এমন পবিত্র যে, তাঁহাকে স্মরণ করিলে ঘোর পাপীও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হয়; যখন দেখি, তাঁহারই মঙ্গল ভাবে সমুদায় বিশ্ব-সংসার সংরচিত হইয়া মনোহর সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে ও সমুদায় পদার্থ মধুময় ভাব বহন করিতেছে; যখন দেখি, জনসমাজ তাঁহারই দুর্লক্ষ্য প্রেরণার পরতন্ত্র হইয়া সং-সারের কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত সমস্ত রহিয়াছে; এবং জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক তাঁহারই মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছে; যখন দেখি, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া সাধুদি-গকে পুরস্কার ও অসাধুদিগকে দণ্ড দান করিয়া আপনার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছেন; যখন এই রূপে তাঁহাকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে সন্দর্শন করি; তখন আর কোন কামনাই মনকে আকুলিত করিতে পারে না, তখন মনে হয় আমার আর কিছু-রই অভাব নাই, কোন না তখন সেই পূর্ণ পুরুষ দ্বারা আত্মা পূর্ণ হয়।

তত্ত্ববিদ্যা।

কর্ম্মকাণ্ড।

উপক্রমণিকা।

সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্ব বিদ্যার আলোচনা কেবল এই জন্য উপ-কারী যে উহাতে আমাদের তর্ক শক্তি বিশেষ রূপে মার্জ্জিত ও পরিস্ফুট হয়; কিন্তু, উহাতে যে আমাদের জীবনের প্রতি কোন ফল দর্শে, ইহা কেহই স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, যাঁহারা তর্ক শিক্ষা করিতে অভিলাষী হন, তাঁহারা ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন—তাহা হইলেই তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে; কিন্তু তত্ত্ব বিদ্যা তাঁহাদের সে পথে কিছুই সাহায্য দিতে পারিবে না, বরং নানা রূপ বাধা আনিয়া ফেলিবে। তত্ত্ব বিদ্যার প্রণালী এই যে, ঈশ্বর প্রসাদাৎ আমরা যাহা জানি, তাহার প্রতি যেন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, এবং আমাদের যাহা বিশ্বাস, তদনুযায়ী যেন কার্য্য করি। পরন্তু তর্ক শিক্ষার প্রণালী এই যে, মূল তত্ত্ব বিষয়ে আমরা যাহা কিছু জানি তাহাতে যেন সংশয় করি,—সংশয় অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং আমাদের কার্য্য এস্থলে হালি-ছাড়া তরীর ন্যায় অতীব অনিয়মে চলিতে থাকে। অতএব তত্ত্ব বিদ্যা এবং তর্কশাস্ত্র দুইকে এক ভাবে দৃষ্টি করা অতীব ভ্রম, তাহার আর সন্দেহ নাই। উদাহরণ; তত্ত্ব বিদ্যা বলেন, "আমি আছি" ইহা আমরা তর্ক ব্যতিরেকে ঈশ্বর প্রসাদাৎ জানিতেছি, এসো তাহাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, অতঃপর এসো আমরা সেই

বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করি—অর্থাৎ জড় পদার্থের নিয়মানুসারে নহে, কিন্তু আত্মার নিয়মানুসারে কার্য্য করি—পশুবৎ নহে, কিন্তু মনুষ্যোচিত কার্য্য করি। তর্ক-বুদ্ধি বলেন, "আমি আছি" এই এক তথ্য যাহা আমরা জানিতেছি, এসো ইহার প্রতি আমরা সংশয় করি, কার্য্যের জন্য ভাবিতে হইবে না, কার্য্য—দেহাদির অবস্থানুসারে যথেচ্ছা চলিতে থাকুক। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, তর্ক বিতর্কেরই কার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন যোগ নাই, প্রত্যুত তত্ত্ব বিদ্যার—কার্য্যের সহিত অব্যবহিত যোগ রহিয়াছে। পুনশ্চ তত্ত্ব বিদ্যার সিদ্ধান্ত সকলের সত্যতার এ একটি সামান্য পরিচয় নহে যে, সে-সকলেতে আমরা অন্তঃকরণের সহিত বিশ্বাস করিতে পারি, ও সেই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া আমরা বলের সহিত কার্য্য করিতে পারি। পরন্তু শুদ্ধ কেবল তর্ক বিতর্কের সিদ্ধান্ত-সকলেতে আমরা কখনই অন্তঃকরণের সহিত সায় দিতে পারি না, এবং তদনুসারে স্থিরভাবে কার্য্য করিতেও সমর্থ হই না। ইহার উদাহরণ;—আত্মা, এক ভাবাত্মক স্বাধীন,—এই এক জ্ঞান যাহা আমাদের অন্তরে রহিয়াছে, ইহাতে আমরা অক্ষুব্ধচিত্তে বিশ্বাস করিতে পারি, এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে যত্ন করিলে অবশ্যই আমরা মঙ্গলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হই। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে, আত্মা—এক নহে, ভাবাত্মক নহে, স্বাধীন নহে, এরূপ সহস্র তর্ক উত্থাপিত হইলেও তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণের বিশ্বাস কখনই সায় দিবে না, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে গেলেই তাহার অকিঞ্চিৎকরতা তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইবে।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানের মূলতত্ত্ব সকল অবধারিত হইয়াছে, ভোগকাণ্ডে ভাবের মূল-আদর্শ সকল নিরূপিত হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্যের মূল নিয়ম কি কি তাহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

নিয়মান্বেষণের প্রণালী।

নিয়ম-সকল অনুধাবন করিবার প্রণালী দুই রূপ, এবং তদনুসারে দুইটি নাম দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ রূপে চিহ্নিত করা যাইতে পারে, যথা,—একের নাম আরোহিকা, অন্যের নাম অবরোহিকা। বিশেষ বিশেষ নিয়মিত ঘটনা-সকল অবলম্বন করিবার যে প্রণালী—আরোহিকা নাম তাহারই প্রতি বর্ত্তিতে পারে; এবং সাধারণ নিয়ম হইতে নিয়মিত ঘটনা সকলে অবতরণ করিবার যে প্রণালী, তাহাই অবরোহিকা নামের অভিধেয়। ইহার মধ্যে আরোহিকা প্রণালী ভৌতিক নিয়ম-সকল অনুসন্ধান কালেই বিশিষ্ট-রূপে উপকারে আইসে, এবং অবরোহিকা প্রণালী আধ্যাত্মিক নিয়ম সকলেতেই বিশিষ্ট রূপে সংলগ্ন হয়। আমরা দেখি যে ইষ্টক প্রস্তর ও আর আর সামগ্রী স্ব স্ব অবলম্বন হইতে পরিচ্যুত হইলে ধরাভিমুখে নিপতিত হয়, ইহা হইতে আমরা এই এক নিয়ম আহরণ করিয়া লই যে পৃথিবীর উপরে যত কিছু সামগ্রী আছে—সকলকেই পৃথিবী আপনার দিকে আকর্ষণ করে। এস্থলে ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতি কেবল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তুরই অধঃপতন দৃষ্টি করা হইল, কিন্তু নিয়ম যে-টি নির্দ্ধারিত হইল তাহা নির্ব্বিশেষে তাবৎ বস্তুরই অধঃপতনের উপযোগী। এই রূপ বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরীক্ষা হইতে সাধারণ নিয়ম-সকলে উত্থান করিবার যে প্রণালী—

যাহার নাম অরোহিকা রাখা গেল—তাহা ভৌতিক কার্য্য সম্বন্ধেই বিশেষ রূপে ফলদায়ক হয়। অপর—নিয়মিত বিষয় সকল হইতে নিয়মে আরোহণ না করিয়া আমরা যখন নিয়ন্তা বিষয়ী হইতে নিয়মে অবরোহণ করি, তখনকার এই যে অবরোহিকা প্রণালী, ইহা আধ্যাত্মিক নিয়ম অনুসন্ধানের পক্ষেই বিশেষ রূপে ফলদায়ক হয়। আধ্যাত্মিক নিয়ম দুই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, মিশ্র এবং বিশুদ্ধ; যথা,—যদি এ রূপ একটি নিয়ম করা যায় যে আমি অমুক সময়ে আহার করিব তবে তাহাতে বুঝায় যে, প্রথমতঃ আমি আরোহিকা প্রণালী দ্বারা এই নিয়মটি অবগত হইয়াছি যে ঐ সময়ে আহার করিলে শরীর ভাল থাকে, দ্বিতীয়তঃ অবরোহিকা প্রণালী দ্বারা এই নিয়মটি প্রকটন করিয়াছি যে যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য; এই দুই নিয়মের সংমিশ্র হইতেই পূর্ব্বোক্ত এই নিয়মটি প্রসূত হইয়াছে যে "আমি অমুক সময়ে আহার করিব, এই জন্য এ নিয়মটির প্রতি মিশ্র উপাধি সম্যক্ রূপে সংলগ্ন হয়। পরন্তু, আমার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য, এ নিয়মটি কোন ভৌতিক ব্যাপার হইতে নহে কিন্তু কেবল মাত্র আত্মা হইতেই প্রকটিত হইয়া থাকে; অমুক সময়ে আহার করিব, এ নিয়ম কিছু সকলের পক্ষে সকল অবস্থাতে সংলগ্ন হয় না; কিন্তু "আমার যাহাতে মঙ্গল হয়—তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য" এ নিয়মটি সকল আত্মা হইতে সকল অবস্থাতেই নিরন্তর উদীরিত হইতেছে; পূর্ব্বেরও নিয়মটির কিয়দংশ ভৌতিক পরীক্ষা হইতে সংকলিত হইয়াছে, কিন্তু শেষের এ নিয়মটিকে আত্মা স্বয়ং উৎপাদন করিয়া কার্য্য-সকলেতে বহমান করিতেছে। আরোহিকা এবং অবরোহিকা প্রণালীর আর এক যোগ্যতর নাম রাখা যাইতে পারে, যথা,—সংকলন প্রণালী এবং ব্যবকলন প্রণালী; অনেক বিশেষ বিশেষ দৃষ্ট ঘটনা হইতে এক এক সাধারণ নিয়ম সংকলন করিবার যে প্রণালী—সংকলন প্রণালী বলাতে তাহা স্পষ্ট রূপে বোধগম্য হইতে পারে; এবং নিয়ন্তা হইতে নিয়ম দোহন করিবার যে প্রণালী, ব্যবকলন প্রণালী বলাতে তাহা স্পষ্ট রূপে অভিজ্ঞাত হইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, ব্যবকলন প্রণালী অনুসারেই মূল নিয়ম-সকলের সন্ধান করিতে হইবে; বাহিরের ঘটনা-সকল হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আত্মার প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে।

আত্মা যে নিয়মটি প্রকাশ করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক, তাহা এই,—যে, যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই কর্ত্তব্য। এ নিয়মটি সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু ইহার মধ্যেও বিবাদের এই এক সূত্র সংগোপিত রহিয়াছে যে, মঙ্গল যে কি—এ বিষয়ে নানা ব্যক্তির নানা মত হইবার কিছুই বাধা নাই। এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে—সত্য কি? তাহা হইলে আপাততঃ তাহার প্রত্যুত্তর এই যে মৃত্তিকা উদ্ভিদ্ জীব জন্তু, এ সকলই সত্য; কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে পরম সত্য কি? তবে তাহার প্রত্যুত্তর এই যে পরমাত্মাই কেবল এক মাত্র পরম সত্য। এই রূপই বলা যাইতে পারে যে, নিয়মিত আহার নিদ্রা আচার ব্যবহার—এ সকলই মঙ্গল, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে—যাহার গুণে আমরা তাঁহার প্রেমময় সন্নিধানে দিন দিন আকৃষ্ট

হইতেছি—তাহাই প্রধানতম মঙ্গল ও পরম মঙ্গল, এবং এই মঙ্গলের সহিত যাহার যে পরিমাণে যোগ তাহা সেই পরিমাণেই মঙ্গল। আপনার যাহাতে মঙ্গল হয়—সকল আত্মাই এই রূপ নিয়মে কার্য্য করে; এবং একমাত্র যাঁহার নিয়মের অধীন হইয়া সকল আত্মা ঐ রূপ মঙ্গল নিয়মে কার্য্য করিতেছে, তিনি অবশ্য সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-স্বরূপ। মঙ্গল নিয়ম—পরমাত্মা হইতে আমাদের আত্মাতে অবতীর্ণ হইতেছে, এবং তাহারই গুণে আমরা আবার স্বীয় স্বীয় বিষয় কার্য্য-সকল মঙ্গল নিয়মে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতেছি। আমাদের আত্মাকে বিষয়-পিঞ্জর হইতে নির্ম্মুক্ত করত তাহাকে একবার স্বাধীনতা দিয়া দেখা উচিত যে, সে আপন স্বভাবানুসারে—কি রূপ নিয়মে কার্য্য করে; ধৃত পক্ষী যেমন পিঞ্জর হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে প্রথমে সে অগম্য অরণ্য নিকেতনের মধ্যে গিয়া নিমগ্ন হয়, পরে তাহার যথার্থ গীত-ধ্বনি সেখান হইতে নিজ মূর্ত্তিতে নিঃসারিত হইতে থাকে,—সেই রূপ আত্মা স্বাধীনতা পাইলে প্রথমে সে অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মাতে গভীর নিমগ্ন হয়, তদুত্তর কিছু কাল পরে তাহা হইতে প্রকৃত মঙ্গল কার্য্য-সকল সংসার-ক্ষেত্রে অনর্গল নিঃসারিত হইতে থাকে

অতএব মঙ্গল কি—জানিতে হইলে, প্রথমে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের মধ্যে তাহার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ জীবাত্মা স্বীয় বিষয় কার্য্যেতে সেই মঙ্গলের ভাব কিরূপে প্রয়োগ করে তাহার প্রতি করা বিধেয়; অবশেষে অজ্ঞান প্রকৃতি মঙ্গলের পক্ষে কিরূপ উপযোগী তাহা নিরূপণ করিবার সদুপায় হইতে পারিবে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ স্থলে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে পারমার্থিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে; জীবাত্মার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ স্থলে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে স্বার্থিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে; এবং অজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে প্রাকৃতিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে

খৃষ্ট সম্প্রদায়।

মিলেনেরিয়ান।

মিলেনেরিয়ান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে খৃষ্ট, পুনরুত্থানের পর, পৃথিবীর শেষ সৌভাগ্যের সময় খৃষ্ট-ধর্ম্মানুরাগী মনুষ্যদিগের সহিত ইহলোকে সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন। মিলি—সহস্র, এই সম্প্রদায় সহস্র বৎসর এই ভাবী ধর্ম্ম-রাজ্যের আবির্ভাব স্বীকার করে বলিয়া ইহাদিগের নাম মিলেনেরিয়ান হইয়াছে। কিন্তু যাহারা এই নামের সার্থকতা এবং এই ধর্ম্ম-রাজ্যের স্বরূপ ও অবস্থান কাল স্বীকার করে না এমন অনেক ব্যক্তিও মিলেনেরিয়ান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

কেহ কেহ কহেন যে এই মত খৃষ্ট সম্প্রদায় হইতে নহে, ইহুদী জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই রূপ এক জন-শ্রুতি আছে যে পৃথিবী বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছয় সহস্র বৎসর থাকিবে এবং ইহাতে এমন একটি সময় উপস্থিত হইবে যে সময়ে অন্য এক সহস্র বৎসর খৃষ্ট সাধারণের সুখ সমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত করিবেন। ইলিয়াস নামা ইহুদিদিগের এক জন লেখক স্বপ্রণীত গ্রন্থে এই জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টের জন্ম গ্রহণ করিবার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইলিয়াসের উৎপত্তি হয়। অতি প্রাচীন কালে কাল্‌ডিয়ান জাতি হইতেও এই রূপ জন-শ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এবং বারনাবস ও ইরেনিয়স প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থকার ও অধুনাতন ইহুদী জাতি হইতেও এই বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই মতটি যদিও খৃষ্ট সম্প্রদায়ের পক্ষে উৎসাহ ও শান্তিপ্রদ হইতেছে কিন্তু ধর্ম্ম গ্রন্থ সমুদায় ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে না, এই নিমিত্ত অনেকেই ইহাকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন।

ইহুদিরা এই মতের অনুবর্ত্তী দৈবজ্ঞদিগের কএকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কহিয়া থাকেন যে, খৃষ্ট পৃথিবীতে আপনার রাজ্য সংস্থাপন করিবেন এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে এক সূত্রে বদ্ধ করিয়া আমাদিগের মতানুযায়ী করিয়া দিবেন।

মহাত্মা যষ্টিন মার্টার মিলেনিয়ম মতের অতিশয় পোষকতা করিতেন। তিনি কহেন যে খৃষ্টের মতে যাঁহারা বিশ্বাস প্রদর্শন করেন, খৃষ্ট পুনরুত্থানের পর তাঁহাদিগের সহিত সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন, এই বিশ্বাসটি প্রকৃত খৃষ্টানদিগের মধ্যে জীবন্ত ভাবে রহিয়াছে। কিন্তু যষ্টিন মার্টারের এই মত সাধারণের পরিগৃহীত হয় নাই। যদিও সকল সময়ে অনেকানেক প্রধান প্রধান ধর্ম্ম যাজকেরা এই মত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন কিন্তু ইউসবিয়স ও ইরেনিয়স প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে এবং ডিউপিন ও মোসেম প্রভৃতি নব্য লেখকদিগের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই মতটি সমগ্র খৃষ্ট সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ছিল না। ওরিজেন ও আলেকজান্দ্রিয়া দেশের ধর্ম্ম যাজক ডাওনিসিয়স্ আপনাদিগের সময়ে এই প্রচলিত মতের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ডাক্তর হুইট্বি কহিয়াছেন যে এই মিলেনিয়ম মত সাধারণ খৃষ্ট সম্প্রদায়ের গ্রাহ্য ছিল না এবং ইহা খৃষ্টের শিষ্যগণ হইতে যে আসিয়াছে এই রূপও সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না।

ডাক্তার টি বর্ণেট কহেন যে চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই মত সাধারণের গ্রাহ্য ছিল। কিন্তু ডাইওনিসিয়স তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সর্ব্ব প্রথমে এই মত দুষিত করিয়াছিলেন এবং ওরিজেন ইঁহারও পূর্ব্বে এই মতের কতক গুলি অমূলক কল্পনায় কটাক্ষ করেন। গ্রে কহেন যে যদিও প্রচলিত মিলেনিয়ম মত অনেকেরই অগ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল কালের লেখকেরা ধর্ম্ম পুস্তকে যত টুকু আছে, তদ্ব্যতিরেকে এই মতের অমূলক কল্পিত ভাগ গুলি উপেক্ষা করিয়াছেন, তথাচ যাঁহারা ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা খৃষ্টের ধর্ম্মরাজ্যের বিষয় অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন।

দ্বাবিংশ পোপ জন চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই মত প্রচার করেন কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার কি রূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহা কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। ক্রমওয়েলের সময় ইংলণ্ড যখন অরাজক হইয়াছিল, তখন তথায় এই মিলেনেরিয়ান সম্প্রদায় উত্থিত হয়। ইহারা কহিত যে খৃষ্ট পৃথিবীতে নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন। ইহারা আরও কহে যে আমরা সকলে পবিত্র স্বভাব ঋষি হইব এবং যখন খৃষ্ট আসিয়া তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, আমরা তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগকে শাসন করিব। এই বিশ্বাসের অনুরোধে ইহাদিগের মধ্যে কতক গুলি লোক মনুষ্যকৃত রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হয়। পুরাবৃত্ত পাঠে আসিরিয়, পারসীক, গ্রীক ও রোমীয় এই চারিটি সুবিখ্যাত অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত

হওয়া যায়। কিন্তু এই সম্প্রদায় খৃষ্টের ধর্ম্ম-রাজ্যকে পঞ্চম রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই নিমিত্ত ইহারা পঞ্চম রাজ্যের মনুষ্য বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল।

চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে মিলেনেরিয়ান সম্প্রদায যে রূপ বিশ্বাস করিত নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

১। যেরুসালেম রাজ্য পুনরায় নির্ম্মিত হইবে এবং যাঁহারা এই পৃথিবীতে সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন, য়ূডিয়া দেশ তাঁহাদিগের নিবাস স্থান হইবে।

২। যাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল যে তাঁহাদিগেরই পুনরুত্থান হইবে তাহা নহে কিন্তু যাহারা খৃষ্টের বিরোধী তাহাদিগের অধঃপতন হইলে পর অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য এবং যাহারা ঐ সহস্র বৎসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারা উত্থিত হইবেন।

৩। পরিশেষে খৃষ্ট স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং আপনার অনুগত ভৃত্যদিগের সহিত রাজ্য পরিপালন করিবেন।

৪। এই সহস্র বৎসর কাল ধর্ম্মশীল সাধু সকল ভূমি-স্বর্গের সুখ সম্যক্ উপভোগ করিবেন।

এই কয়েকটি মত ধর্ম্ম-গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের মিলেনেরিয়ান সম্প্রদায় ইহার অর্থ বৈপরীত্য না করিয়া যথাশ্রুত রূপে গ্রহণ করিত কিন্তু আধুনিক সম্প্রদায় এই বাক্যের কতক অংশের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহন না করিয়া ভিন্নার্থ লইয়া থাকেন। প্রাচীন সম্প্রদায় কহেন যে খৃষ্টের রাজ্য কালে পৃথিবীস্থ সাধু লোকেরা সকল প্রকার শারীরিক সুখ ভোগ করিবেন। কিন্তু আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই কহেন, এই রাজ্যের যা কিছু সুখ সমুদায়ই আধ্যাত্মিক। ইহাদিগের বিশেষ মত এই যে এই বর্ত্তমান পৃথিবী প্রলয়াগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ না হইলে এই আধ্যাত্মিক সুখ উপস্থিত হইবে না। কেহ কেহ কহেন যে এই শেষোক্ত মত তাদৃশ যুক্তি-সঙ্গত হইতেছে না, কারণ এই সহস্র বৎসর অতীত হইলে সয়তান বন্ধন মুক্ত হইবে এবং পৃথিবীর লোককে পাপ পথে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবে। এই পাপ পুরুষ যে পবিত্র লোক-পূর্ণ নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবীতে স্বাধীন ভাবে আপনার সামর্থ্য প্রকাশ করিবে, এইটি বিশ্বাস করিবার কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না।

আধুনিক মিলেনেরিয়ানদিগের মতও দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথমত কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, খৃষ্ট স্বয়ং এই পৃথিবীতে আসিয়া রাজ্য করিবেন এবং যাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন ও যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহারা সকলেই তাঁহার রাজ্যে তাঁহার সহকারী হইবেন। দ্বিতীয়ত কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে,খৃষ্ট ধর্ম্মশীল লোকদিগের সহিত সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে সাধারণ লোকের পাপ পুণ্যের বিচার হইবার পূর্ব্বে ইহুদীরা খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, প্রকৃত খৃষ্ট ধর্ম্ম সমুদায় জাতিতে প্রচারিত হইবে এবং যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস ও তাহার উপদেশ বাক্য সকল অকপট ভাবে রক্ষা করিতেছে, যে রূপ সুখ ও সন্তোষ তাহাদিগের উপযুক্ত সেই রূপ সুখ ও সন্তোষ মনুষ্য জাতি উপভোগ করিবে। সাধারণের পাপ পুণ্যের বিচার হইবার পূর্ব্বে খৃষ্ট সম্প্রদায়ের অবস্থা সহস্র বৎসর কাল এই রূপ বিশুদ্ধ ও উন্নত হইবে যে ইহার সহিত পৃথিবীর পূর্ব্ব পূর্ব্বতন অবস্থার তুলনা ক-

রিলে "মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান" এই বাক্যটি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারিবে।

ইহাঁরা আপনাদিগের এই বাক্য সমর্থন করিবার নিমিত্ত সেণ্ট পালের দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই বাক্যে পুনরুত্থান শব্দের এই রূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত আছে যে লোকে পৌত্তলিকতা হইতে খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ও জীবনের পবিত্র ভাব সম্পাদন করিবে।

এই সম্প্রদায় কহে যে খৃষ্ট ও পবিত্র স্বভাব মনুষ্যদিগের এই সহস্র বৎসর রাজ্য কাল পৃথিবীর সপ্তম কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঈশ্বর পৃথিবীকে ছয় দিবসে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সপ্তম দিবসে তিনি স্বয়ং বিশ্রাম করেন, এই নিমিত্ত ছয় হাজার বৎসর পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে এবং ছয় হাজারের পর আর এক হাজার বৎসর মনুষ্যদিগের বিশ্রাম করিতে হইবে। খৃষ্টের এই সহস্র বৎসর রাজ্যের সময় সাধারণের বিচারের সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সহস্র বৎসরের প্রারম্ভে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় খৃষ্ট পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন, যাহারা খৃষ্টের বিদ্বেষী তাহাদিগের বিশেষ বিচার হইবে। এই সহস্র বৎসরের শেষে কি ক্ষুদ্র কি মহৎ সাধারণেরই পুনরুত্থান হইবে, তাহাদিগের প্রত্যেকেই স্বস্ব কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইবে।

TRUST DEED OF THE BEAULEAH BRAHMA SOMAJ.

THIS INDENTURE made the Twenty-ninth day of May in the year of Christ one thousand eight hundred and sixty seven between Kally Nauth Bose of Keotkhally Purgonah Vicrampore in Zillah Dacca Secretary to the Brahmo Somaj at Beauleah in the District of Rajshahye of the one part and Rajcoomar Sircar of Koruchmariah in Zillah Rajshahye Zemindar Bhoirub Chunder Bannerjee of Churruckdangah in the town of Calcutta Zemindar and a Pleader of Her Majestys High Court at Fort William. Kassee Kanth Mookerjee of Majparah of purgonah Vicrampore in the District of Dacca and Ayodhya Nauth Pakrasi at present of Calcutta (Trustees named and appointed for the purposes herein after mentioned) of the other part witnesses that for and in consideration of the sum of rupees ten of lawful money of British India by the said Rajcoomar Sirkar Bhoirub Chunder Banerjee, Kassee Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi in hand paid at and before the sealing and delivery of these presents the receipt whereof he the said Kallynauth Bose doth hereby acknowledge and for selling and assuring the messuage lands Tenements hereditaments and premises herein after mentioned to be hereby granted and released to for and upon such uses trusts intents and purposes as are hereinafter expressed and declared of and concerning the same and for divers other good causes and considerations him hereunto specially moving he the said Kally Nauth Bose hath granted bargained sold aliened released and confirmed and by these presents doth grant bargain sell alien release and confirm on to the said Rajcoomar Sircar Bhoirub Chunder Banerjee Kassee Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi their heirs and assigns all that brick built messuage (hereafter to be used as a place for religious worship as is hereinafter more fully expressed and declared) building or tenement the market value whereof is estimated at Rupees three thousand with the piece or parcel of land or ground thereunto belonging and on part whereof the same is erected and built containing by estimation one biggah and two cottahs be the same little more or less situate lying and being in moujah Hetamkhan Toruf Beauleah Purgonah Gorrerhat in the district of Rashahye and butted and bounded as follows that is to say on the North by the Public Road on the south by the house and ground belonging to one Omrito Gowalinee on the East by the house and ground belonging to one Nofur Ghose as well as by those belonging to one Dooroo Boistoby and on the West by the house and ground belonging to one Shitta Nauth Adittya as also by a parcel of ground known by the name of Shivatollah, or howsoever otherwise the said messuage building land tenements and hereditaments or any of them now or is or heretofore were or was situated tenanted called known described or distinguished and all other the messuages lands tenements hereditaments if any which are expressed

or intended to be described or composed together with all and singular the out houses offices edifices buildings erections compounds yards walls ditches hedges fences enclosures ways paths passages woods under woods shrubs timber and other trees entrances easements lights privileges profits benefits emoluments advantages rights titles members appendages and appurtenances whatsoever to the said messuage building land tenements hereditaments and premises or any part or parcel thereof belonging or in any wise appertaining or with the same or any part of parcel thereof now or at any time or times heretofore held used occupied possesed or enjoyed or accepted reputed deemed taken or known as part parcel or member thereof or any part thereof the remainder or remainders, or reversion and reversions yearly and other rents issues and profits thereof and all the estate right title interest trust use possession inheritance property profit benifit claim and demand whatsoever both at Law and in Equity of him the said Kaily Nauth Bose of into upon or out of the same or any part thereof together with all deeds Pattahs evidences muniments and writings whatsoever which relate to the said premises or any part thereof and which now are or hereafter shall or may be in the hands, possession or custody of the said Kaliy Nauth Bose his heirs Executors administrators or representatives or of any person or persons from whom he or they can or may procure the same without action or suit at Law or in Equity. To have and to hold the said messuage building land tenements hereditaments and all and singular other the premises hereinbefore described and mentioned and hereby granted and released or intended so to be and every part or parcel thereof with their and every of their rights members and appurtenances unto the said Rajcoomar Sirkar Bhoirub Chunder Banerjee Kassy Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasie their heirs and assigns but to the uses nevertheless upon the trusts and to and for the ends intents and purposes hereinafter declared and expressed of and concerning the same and to and for no other ends intents and purposes whatsoever that is to say To the use of the said Rajcoomar Sirkar Bhoirub Chunder Bannerjee Kassy Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi or the survivor or survivors of them or the heirs of such survivor or their or his assigns upon trust and confidence that they the said Rajcoomar Sirkar Bhoirub Chunder Baanerjee Kassy Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi or the survivors or the survivor of them or the heirs of such survivor or their or his assigns shall and do from time to time and at all times forever hereafter permit and suffer the said messuage or building land Tenements hereditaments and premises with their appurtenances to be used occupied enjoyed applied and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an order by sober religious and devout manner for the worship and adoration of one Eternal Unsearchable and Immutable Being. Who is The author and Preserver of the Universe but not under or by any other name designation or title peculiarly used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever and that no graven image statue or sculpture carving painting pictures portrait or the likeness of anything shall be admitted within the said messuage building land tenements hereditaments and premises and that no sacrifice offering oblation of any kind or thing shall ever be permitted therein and that no animal or living creature shall within or on the said messuage building land tenements hereditaments and premises be deprived of life either for religious purposes or for food and that no eating or drinking (except such as shall be necessary by any accident for the preservation of life) feasting or rioting be permitted therein or thereon and that in conducting the said worship and adoration no object annimate or inanimate that has been or is or shall hereafter become or be recognized as an object of worship by any man or set of men shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching and praying or in the hymns or other mode of worship that may be delivered or used in the said messuage or building and that no sermon preaching prayer or hymn be delivered made or used in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation worship and adoration of the Author and Preserver of the Universe to the promotion of charity morality piety benevolence virtue and strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds and that such worship be performed daily or at least as often as once in seven days and also for the delivery of discourses or public

lectures having a tendency to promote the worship and adoration of The One Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe. But if any particular lecture or discourse lectures or discourses is or are objected to by any one of the Trustees for the time being such lecture or lectures discourse or discourses should not be delivered provided always and it is hereby declared and agreed by and between the parties to these presents that in case the several Trustees in and by these presents named and appointed or any of them or any other succeeding Trustees or Trustee of the said trust, estate and premises, for the time being to be nominated or appointed as hereinafter is mentioned shall depart this life or be desirous to be discharged of or from the aforesaid trusts or shall refuse or neglect or become incapable by or in any manner to act in the said trusts then and in such case and from time to time as often as soon as any such event shall happen, it shall be lawful for the said Kally Nauth Bose during his life time jointly and in concurrence with the Trustees or Trustee for the time being and in case of and after the death of the said Kally Nauth Bose then for the said Trustees or Trustee by any deed or writing under their or his hands, and seals or hand and seal to be attested by two or more credible witnesses to nominate substitute and appoint some other fit person or persons selected from and among such as are recognized worshipers and adorers of the one Eternal Unsearchable and Imutable Being who is the Author and Preserver of the Universe recognizing Him under no other designation or title peculiarly used for and applied to any particular being by any man or set of men whatsoever to supply the place of the Trustees or Trustee respectively so dying desiring to be discharged or refusing or neglecting or becoming incapable by or in any manner to act as aforesaid and that immediately after any such appointment shall be made all and every the messuage or building land tenements hereditaments and premises which under and by virtue of these presents shall be then vested in the Trustees or Trustee so dying deserving to be discharged or refusing or neglecting or becoming incapable by or in any manner to act as aforesaid shall be conveyed transfered assigned and assured so and in such manner that the same shall and may be legally fully and absolutely vested in the Trustees or Trustee so to be appointed in their or his room or stead either solely and alone or jointly with the surviving continuing or acting Trustees or Trustee as the case may require and in his or their heirs or assigns to the uses upon the trusts and to and for the several ends intents and purposes herein before declared or expressed concerning the same and that every such new Trustees or Trustee shall and may act and assist in the management carrying on and execution of the Trusts to which they or he shall be so appointed although they or he shall not have been invested with the seizin of the Trustees or Trustee to whose places or place they or he shall have succeeded either jointly with the surviving continuing or other acting Trustees or Trustee or solely as the case may require in such and the like manner and in all respects as if such new Trustees or Trustee had been originally appointed by these presents. Provided lastly and it is hereby further declared and agreed by and between the said parties to these presents that no one or more of the said Trustees shall be answerable or accountable for the other or others of them now for the acts defaults or omissions of the other or others of them any consent permission or privity by any or either of them to any act deed or thing to or by the other or others of them done with an intent and for the purpose only of facilitating the execution of the Trusts of these presents notwithstanding nor shall any new appointed Trustees or Trustee or their or his heirs or assigns be answerable or accountable for the acts deeds neglects defaults or omissions of any Trustees or Trustee in or whose place or places they or he shall or may succeed but such of them the said Trustees shall be answerable accountable and responsible for his own respective acts deeds neglects defaults or omissions only and the said Kally Nauth Bose for himself and for his heirs Executors administrations and representatives covenant grant declare and agree with and to the said Raj coomar Sirkar Bhoirub chunder Banerjee Kassee Kanth Mookerjee and Ayodha Nath Pakrasi their heirs and assigns in manner following that is to say that for and notwithstanding any act deed matter or thing whatsoever heretofore by the said Kally Nauth Bose made done committed willingly or willingly

omitted or suffered to the contrary be the said Kally Nauth Bose at the time of the sealing and delivery of these presents is lawfully rightfully and absolutely seized in his demesne as in his own use of the said message building land tenement and premises mentioned and intended to be hereby granted and released with the appurtenances both at law and in Equity as of in and for a good sure perfect and indefeasible estate of inheritance in fee simple in possession and in severalty without any condition contingent trust proviso power of limitation or revocation of any use or uses or any other restraint matter or thing whatsoever which can or may alter, change charge determine lesson incumber defeat prejudicially affect or make void the same or defeat determine abridge or vary the uses or trusts hereby declared and expressed and also that he the said Kally Nauth Bose for and notwithstanding any such act deed matter or thing as aforesaid hath now in himself full power and lawful and absolute authorty by these presents to grant bargain sell release and and assure the said message land tenments hereditaments and premises mentioned and intended to the hereby granted and released with the appurtenances and the possession reversion and inheritence thereof unto and to the use of the said Raj Coomar Sircar Bhoirub Chunder Banerjee Kassee Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi and their heirs to to the uses upon the Trusts and to and for the ends intents and purposes hereinbefore expressed or declared of and concerning the same according to the true intent and meaning of these presents and further that the said message or building land tenements hereditaments and premises with their rights members and appurtenances shall from time to time and at all times hereafter remain continue and be to the use upon the trusts and for the intents and purposes hereinbefore declared or expressed concerning the same and shall and lawfully may be peaceably and quitely holden and enjoyed and applied and appropriated accordingly without let suit hinderance or denial claim demand interuption of the said Kally Nauth Bose or his heirs representatives or of any other person or persons now or hereafter claiming or to claim or possesing any estate right title trust or interest of into or out of the same or any part or parcel thereof by from under or in trusts for them or any or either of them and that free and clear and clearly and absolutely acquitted exonerated and discharged or otherwise by the said Kally Nauth Bose or his heirs executors administrators and representatives well and sufficiently saved harmless and kept indemnified of from and against all and all manner of former and other gifts grants bargains sales Leases mortgages uses wills devises rents arrears of rents estates titles charges and other incumbrances whatsoever had made done committed created suffered or executed by the said Kally nauth Bose or his heirs or representatives or any person or persons now or hereafter rightfully claiming or possessing any estate right title or interest at Law or in Equity from through under or in trust for them or any or either of them or with their or any or either of their consent privity or procurement or acts means or defaults and moreover that he the said Kally Nauth Bose or his heirs and representatives and all and other person or persons whomsoever now or hereafter lawfully equitably and rightfully claiming or possessing any estate right title use trust or interest either at Law or in Equity of into upon or out of the said message land tenements hereditaments and premises mentioned or intended to be hereby granted and released with the appurtenance or any part thereof by from under or in trust for them or any or either of them shall and will from time to time and at all times hereafter at the reasonable request of the said Rajcoomar Sirkar Bhoirub Chunder Banerjee Kassee Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi, or the survivors or survivor of them or the heirs of the survivor of their or his assigns make do acknowledge suffer execute and perfect all and every such further and other lawful and reasonable acts things deeds conveyances and assurances in the law whatsoever for the further better more perfectly absolutely and satisfactorily granting conveying releasing confirming and assuring the said message or building land tenements hereditaments and premises mentioned to be hereby granted and relased and every part and parcel thereof and the possession reversion and inheritance of the same with their and every of their appurtenances unto the said Raj Coomar Sirkar Bhoirub chunder Banerjee Kassee Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrassi or other the Trustees or Trustee for the time being and their heirs for the uses

upon the Trusts and to and for the ends intents and purposes hereinbefore declared and expressed as by the said Trustees or Trustee or his or their counsel learned in the Law shall be reasonably devised or advised and required so as such further assurance or assurances contain or imply in them no further or other warranty or covenants on the part of the person or persons who shall be required to make or execute the same than for or against the acts deeds omissions or defaults of him her or them or his her or their heirs Executors administrators and assigns so that he she or they be not compellable to go or travel from the usual place of his her or their respective abode for making or executing the same. In Witness whereof the said parties to these presents have hereinto set and subscribed their respective hands and Seals the day and year first above written.

Kalee Nauth Bose.
Raj Coomar Sircar.
Bhoirub Chunder Banerjee.
Kassee Kanth Mookerjee.
শ্রীঅযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

উদ্ধৃত।

ব্রহ্মসাধন।

ঈশ্বরের প্রকৃত সাধক নির্জ্জনতা প্রিয় হয়েন। যে সময় কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রকাশ্য কার্য্যে আহ্বান করে, সে সময় ব্যতীত অন্য সময় তিনি নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসেন। তিনি স্বভাবতঃ অপ্রকাশ্য স্থান অন্বেষণ করেন, যে স্থান সাধারণ দৃষ্টি হইতে দূর এবং যে খানে মনুষ্যের প্রশংসা রব গমন করিতে সমর্থ হয় না। যখন তিনি নীরব হইয়া থাকেন তখন তিনি ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করেন। যখন তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া লোকে বোধ করে তখন তিনি সেই অমৃত প্রস্রবণ হইতে অমৃত পান করেন ও তাঁহা হইতে বল ও পুষ্টি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি নির্জ্জনতা প্রিয় কিন্তু তাঁহার এমনি প্রভাব যদ্যপি তিনি নিস্তব্ধ ভাবে পদ নিক্ষেপ করেন তথাপি তাঁহার আগমনে জনপদ উদ্বেল হইয়া উঠে; কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহিত গমন করেন।

ঈশ্বরের প্রকৃত সাধক ধৈর্য্যশীল ও সদা সন্তুষ্ট চিত্ত। ঈশ্বরগতপ্রাণ ব্রহ্মসাধকের কিসের দুঃখ, কিসের বিপদ? সেই প্রেমময়, অমৃতময়, বিশ্ববিধাতা পিতাই তাঁহার জীবনের সমুদায় ঘটনা বিধান করিতেছেন; যখন যে অবস্থায় থাকিলে তাঁহার প্রকৃত মঙ্গল হয় তখন ঈশ্বর তাঁহাকে সেই অবস্থাতেই স্থাপিত করিতেছেন, এই বিবেচনায় তিনি কখনই আপনাকে দীন জ্ঞান করিয়া ক্ষুণ্ণ হয়েন না। তিনি যদি কখন ঘোর দুরবস্থায় পতিত হন তাহা হইলেও তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। ঈশ্বর তাঁহাকে যেখানে যাইতে আদেশ করেন তিনি সেইখানে গমন করেন, যে কার্য্য করিতে আদেশ করেন তাহাই সম্পাদন করেন। ঈশ্বরের আজ্ঞায় তিনি সহস্র যাতনা সহ্য করেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে একটুও কাতর উক্তি শ্রবণ করা যায় না। কারণ যখন তিনি রাশি রাশি বিপদ ও কষ্ট সহ্য করেন তখন তাঁহার প্রেমময় পিতা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহার মুখের পানে দৃষ্টি করিয়া আর সকলি বিস্মৃত হইয়া যান। এই জন্য তিনি কি সম্পদ কি বিপদ, কি সুখ কি দুঃখ, সকল সময়েই সন্তুষ্ট চিত্ত থাকেন। তাঁহার হৃদয়ের শান্তি ও মনের তুষ্টি কখনই বিচলিত হয় না। এপ্রকার ব্যক্তির নিকট সিংহাসন যেমন আদরণীয়, কারাগার তেমনি আদরণীয়, সম্মানের আসন যেমনি প্রিয়, অবমাননার আসন তেমনি প্রিয়। প্রধানতা ও নিকৃষ্টতা, আহ্লাদ ও শোক, সম্মান ও অসম্মান, বন্ধুতা ও শত্রুতা সকলই তাঁহার সম্বন্ধে সমান ভাব ধারণ করে। তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত ঈশ্বরের আবির্ভাবে তাহা সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই জন্য কারাগার ও শৃঙ্খল তাঁহার নিকট ভয়ানক নহে; অগ্নিময় শয্যাও যেরূপ পুষ্প-শয্যাও সেইরূপ। এই প্রকার লোকেরাই ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে সক্ষম। যখন দুঃখের কাল, পীড়নের কাল, নিগ্রহের কাল উপস্থিত হয়, তখন ঈশ্বরের এই প্রকার সন্তানদিগের নিকট হইতেই অধিক কার্য্য পাওয়া যায়। তখন যাঁহারা শান্তি ও স্থির নিষ্ঠার রাজ্যে অবস্থিতি করেন না, কেবল উত্তপ্ত ক্ষণিক ভাবের রাজ্যে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা অনেক মহৎকার্য্য করিলেও সেই বিপদের সময় তাঁহাদিগের সঙ্কুচিত, হতোদ্যম বা ভগ্ন সঙ্কল্প হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এপ্রকার ব্যক্তিদিগের তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই।

অঙ্গীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত অঙ্গীকার করিতেছি যে যোড়াসাঁকো নিবাসিনী কমলিনী দাসী গত ৩১ বৈশাখ সোমবার তাহার মৃত্যুকালে নিজ বন্ধু বান্ধবগণকে সমক্ষে ডাকাইয়া তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাতে দেনা পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট যাহা উদ্বৃত্ত হইল, তৎসমুদায় অর্থাৎ সিংহ বাবুদিগের বারয়ারির বাগানস্থিত এক খানি

খোলার বাটী ও নগত ৬১ টাকা এই সমাজের সাহায্যার্থ দান করিয়া গিয়াছে। কমলিনী দাসী পতি পুত্র বিহীনা ছিল এবং তাহার আর উত্তরাধিকারী কেহই নাই। সে চিরকাল সামান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কায়িক পরিশ্রমে কাল যাপন করিত, মৃত্যু কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাহার যে এ প্রকার আন্তরিক শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। সামান্য স্ত্রীলোকের মৃত্যুকালে এই রূপ শুভ কর্ম্মে দান আমারদিগের দেশে আমরা এই প্রথম দেখিলাম। বোধ হয় এই দৃষ্টান্ত অনেকের উৎসাহানল সন্ধুক্ষিত করিবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী কার্ত্তিক মাস অবধি বিদেশীয় গ্রাহকদিগের নিকট হইতে পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি এই পত্রিকাতেই অঙ্গীকৃত হইবে; পৃথক্ পত্র লেখা হইবে না।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের
১৭৮৯ শকের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৭৮।০
পুস্তকালয়	৮৭৵১০
যন্ত্রালয়	৩৪৪৸০
ডাক মাসুল	৪০৸৶০
পুরাতন কাষ্ঠ বিক্রয়	৫০
দান	১
গচ্ছিত	১০৮৸৴০
	৯১০৸৵১০

ব্যয়

মাসিক বেতন	১৪৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩৩১৸১৫
পুস্তকালয়	৫৫৵১০
যন্ত্রালয়	১১২॥৶০
ডাক মাসুল	২২।৶০
আনুকল্পিত	২৮॥৵১০
গ্যাস মেরামত	৩০৸০
আলোকের ব্যয়	৪৸১৫
বারাণ্ডার ছাদ মেরামত	৪৫৸১০
গচ্ছিত	১০৯৴১০
	৮৮৫৵১০

আয়	৯১০৸৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৮১৴৫
	১০৯১৸৶১৫
ব্যয়	৮৮৫৵১০
স্থিত	২০৬৸৴৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু	১
" বনমালী চন্দ্র	১
" কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তি	১
	৩

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
" রাজনারায়ণ বসু	২
" নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২
" ভগবতীচরণ দে	১।৵০
	১০৫।৵০

দান প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
	১১৮।৵০

ব্যয়

এক কালীন দান।

ডিস্‌ট্রিক্ট চেরিটেবেল সোসাইটীতে পাঠান যায়	১০০

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের বেতন	২০

মাসিক দান।

মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের বৃত্তি	১০

কমিসন।

ধন আদায় কারক সরকার	।৵০
	১৩০।৵০

আয়	১১৮।৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	২২৯৶৫
	৩৪৭॥৴৫
ব্যয়	১৩০।৵০
স্থিত	২১৭৶৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ১০ আশ্বিন বুধ বার।

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

কার্ত্তিক ১৭৮৯ শক।

২৯১ সংখ্যা   ৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ ত্রিষ্টুভশ্ছন্দঃ সোমো দেবতা

১০৪৮

১। ত্বং সোম প্র চিকিতো মনীষা ত্বং রজিষ্ঠমনু নেষি পন্থাং। তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ।

১। হে 'সোম' 'ত্বং' 'মনীষা' মনীষয়া অস্মদীয়য়া বুদ্ধ্যা 'প্রচিকিতঃ' প্রকর্ষেণ জ্ঞাতোসি। বয়ং ত্বাং স্তুতিভিরজ্ঞাসিষ্মেত্যর্থঃ। অতঃ 'ত্বং' 'রজিষ্ঠং' ঋজুতমং অকুটিলং 'পন্থাং' পন্থানং কর্ম্মফলাবাপ্তিহেতুভূতং মার্গং 'অনুনেষি' অস্মাননুক্রমেণ প্রাপয়সি। কিঞ্চ হে 'ইন্দো' উন্দনশীল সর্ব্বং জগৎ অমৃতেন ক্লেদয়িতঃ সোম 'তব' 'প্রণীতী' প্রণীত্যা ত্বৎকর্ত্তৃকেন প্রকৃষ্টনয়নেন 'ধীরাঃ' ধীমন্তঃ কর্ম্মবন্তঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ 'নঃ' অস্মাকং 'পিতরঃ' দেবেষু' ইন্দ্রাদিষু 'রত্নং' রমণীয়ং ধনং 'অভজন্তঃ' অসেবন্ত প্রাপ্নুবন্ অস্মানপি তাদৃশং ধনং প্রাপয়েত্যর্থঃ।

১। হে সোম! আমরা বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা তোমাকে প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞাত হইয়াছি, এই নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে অকুটিল পথে অনুক্রমে লইয়া যাইতেছ। তুমি সমস্ত জগৎ অমৃত দ্বারা আপ্লুত করিয়া থাক। আমাদিগের প্রজ্ঞাবান পিতৃগণ তোমা-কর্ত্তৃক উপনীত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১০৪৯

২। ত্বং সোম ক্রতুভিঃ সুক্রতুর্ভূস্ত্বং দক্ষৈঃ সুদক্ষো বিশ্ববেদাঃ। ত্বং বৃষা বৃষত্বেভির্মহিত্বা দ্যুম্নেভির্দ্যুম্ন্যভবো নৃচক্ষাঃ।

২। হে 'সোম' 'ত্বং' 'ক্রতুভিঃ' ত্বৎসম্বন্ধিভিঃ অগ্নিষ্টোমাদিকর্ম্মভিঃ আত্মীয়ৈঃ জ্ঞানৈর্ব্বা 'সুক্রতুঃ' শোভনকর্ম্মা শোভন প্রজ্ঞো বা 'ভূঃ' ভবসি। তথা 'বিশ্ববেদাঃ' সর্ব্বধনঃ ত্বং 'দক্ষৈঃ' আত্মীয়ৈঃ বলৈঃ 'সুদক্ষঃ' শোভনবলো ভবসি। তথা ত্বং 'বৃষত্বেভিঃ' বৃষত্বৈঃ কামাভিবর্ষণৈঃ 'মহিত্বা' মহত্বেন মাহাত্ম্যেন চ 'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা মহাংশ্চ ভবসি। তথা 'ত্বং' 'নৃচক্ষাঃ' নৃণাং যজ্ঞস্য নেতৃণাং যজমানানাং অভিমতফলস্য দর্শয়িতা সন্ 'দ্যুম্নেভিঃ' দ্যুম্নৈঃ তৈঃ দত্তৈঃ হবির্লক্ষণৈঃ অন্নৈঃ 'দ্যুম্ন্যভবঃ' প্রভূতান্নো ভবসি।

২। হে সোম! তুমি অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্ম দ্বারা শোভনকর্ম্মা হইতেছ। তুমি অভিলষিত বস্তু দান ও মহত্ত্ব দ্বারা কামপ্রদ ও মহৎ হইতেছ। তুমি যজমানদিগকে

অভীষ্ট ফল প্রদান করত যজমান-দত্ত অন্ন দ্বারা প্রচুর অন্ন-যুক্ত হইতেছ।

১০৫০

৩। রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্গভীরং তব সোম ধাম। শুচিষ্ট্বমসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষায্যো অর্য্যমেবাসি সোম।

৩। হে সোম রাজ্ঞঃ রাজমানস্য 'বরুণস্য' 'নু' বরুণস্যেব 'তে' তব 'ব্রতানি' কর্ম্মাণি লোকহিতকারীণি অতঃ 'তব' 'ধাম' তেজঃ 'বৃহৎ' মহৎ বিস্তীর্ণং 'গভীরং' গাম্ভীর্য্যোপেতঞ্চ। হে 'সোম' 'ত্বং' 'শুচিঃ' সর্ব্বেষাং শোধকোসি, তত্র দৃষ্টান্তঃ, 'প্রিয়ঃ' 'নঃ' 'মিত্রঃ' যথা সর্ব্বেষাং প্রিয়কারী অহর্ভিমানী মিত্রো দেবঃ শোধয়িতা ভবতি তদ্বৎ। তথা 'ত্বং' 'অর্য্যমেব' অস্মাভিঃ শাসনং স্তুত্যেন 'দক্ষায্যোসি' সর্ব্বেষাং বর্দ্ধকো ভবসি। যথাহনি সূর্য্যঃ প্রকাশেন সর্ব্বাঃ বর্দ্ধয়তি এবং নিশায়ামুদকমযোঃ সোম কিরণৈঃ আপ্যায়মানাঃ সর্ব্বস্থাবর জঙ্গমাত্মকাঃ সর্ব্বাঃ জগৎ বর্দ্ধতে।

৩। হে সোম! দীপ্তিশীল বরুণের ন্যায় তোমার কর্ম্ম সমুদায় লোক-হিতকর অতএব তোমার তেজ বৃহৎ ও গভীর হইয়াছে। সকলের প্রিয় মিত্র-দেবের ন্যায় তুমি সকলের শোধক হইতেছ।

১০৫১

৪। যাতে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পর্ব্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু। তেভির্নো বিশ্বৈঃ সুমনা অহেড়ন্ রাজন্ সোম প্রতিহব্যাগৃভায়।

৪। হে সোম 'তে' তব 'দিবি' দ্যুলোকে 'যা' যানি ধামানি তেজাংসি বর্ত্তন্তে তথা 'পৃথিব্যাং' ভূমৌ যানি বর্ত্তন্তে তথা পর্ব্বতেষু পর্ব্বতস্থ শিলোচ্চয়েষু যানি বর্ত্তন্তে তথা বৃক্ষাদি 'ওষধীষু' 'অপ্সু' চ যানি বর্ত্তন্তে 'তেভিঃ' 'বিশ্বৈঃ' তৈঃ সর্ব্বৈঃ তেজোভিঃ যুক্তঃ 'সুমনাঃ' শোভনমনাঃ 'অহেড়ন্' অক্রুধ্যন্ হে 'রাজন্' 'সোম' রাজমান সোম দেবত্বং 'নঃ' 'অস্মাকং' অস্মাভিঃ প্রত্তানি হবীংষি 'প্রতিগৃভায়' প্রতিগৃহাণ।

৪। হে সোম। ভূলোক দ্যুলোক পর্ব্বত ওষধী ও জলে তোমার যে সকল তেজ আছে তুমি সেই সমস্ত তেজ যুক্ত সুমনা ও অক্রোধী। হে রাজন্! তুমি আমাদিগের প্রদত্ত হবি গ্রহণ কর।

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।

১০৫২

৫। ত্বং সোমাসি সৎপতিস্ত্বং রাজোত বৃত্রহা। ত্বং ভদ্রো অসি ক্রতুঃ। ১। ৬। ১৭।

৫। হে 'সোম' 'ত্বং' 'সৎপতিরসি' সতাং কর্ম্মসু বর্ত্তমানানাং ব্রাহ্মণানাং অধিপতির্ভবসি। তস্মাৎ সোমরাজানো ব্রাহ্মণা ইতি শ্রুতেঃ। 'উত' অপি চ 'রাজা' রাজমানঃ 'ত্বং' 'বৃত্রহা' বৃত্রস্য অসুরস্য শত্রোর্বা হন্তাসি। 'ভদ্রঃ' শোভনঃ 'ক্রতুঃ' যোঽয়ং অগ্নিষ্টোমাদির্যাগঃ 'স্তমেব' তদ্রূপো ভবসি। ১। ৬। ১৭।

৫। হে সোম! তুমি সাধুদিগের অধিপতি। তুমি দীপ্তিশীল ও বৃত্রাসুর হন্তা এবং তুমি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ স্বরূপ। ১। ৬। ১৭।

তত্ত্ববিদ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়।

পারমার্থিক মঙ্গল

এবং

তদনুযায়ী মূলনিয়ম।

আমাদের মধ্যে যাহার যে কিছু মঙ্গল ভাব রহিয়াছে তাবতেরই মূল পরমাত্মা, ইহা আমরা জ্ঞানে জানিতেছি; এবং জ্ঞানের এ বাক্যটিতে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাও স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইতেছে; এই জন্য আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা আপনা আপনাকে ঈশ্বরের সেই মঙ্গল ইচ্ছাতে অসংকোচে সমর্পণ করি,—এইরূপ মনে করিয়া যে, তাঁহার যাহা ইচ্ছা সেই অনুসারে তিনি আমাদিগকে নিয়মিত করুন। এইরূপ, জ্ঞানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ইচ্ছার সহিত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক মঙ্গল

নিয়মে নিয়মিত হওয়া—জ্ঞানবান্ আত্মা মাত্রেরই প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের এ রূপ যোগ রহিয়াছে যে, আমরা যত স্বাধীন হইব তত তাঁহাকে চাহিব; কেননা, আমরা যদি স্বাধীন হইলাম, তবে যিনি সর্ব্বতোভাবে আমারদের মঙ্গল চাহেন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা আর কাহাকে চাহিব? পুনশ্চ যাহা বিশুদ্ধ রূপে আমারদের স্বাধীন ইচ্ছা—ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহার মূল; যথা, "আমার মঙ্গল হউক" এ ইচ্ছাটি আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা (কেননা আত্মা স্ববশ হইলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল চাহে না), সর্ব্বমঙ্গলাকর পরমেশ্বরই আমারদের প্রত্যেকের এই স্বাধীন ইচ্ছাটিকে নিয়ত উদ্দীপন করিতেছেন, তাই আমাদের এ ইচ্ছা রাশি রাশি বিপদের মধ্যেও বিধ্বংসিত হয় না;—সহস্র দুর্ব্বিপাকের মধ্যে পড়িলেও কোন মনুষ্যই ভিতরে ভিতরে মঙ্গল চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হয় না।

প্রতি আত্মাতেই যে ঈশ্বর-প্রদত্ত মঙ্গল ভাব নিগূঢ় আছে, ইহা সত্য কি মিথ্যা জানিতে হইলে কোন পুস্তকে বলিযাছে কি না বলিয়াছে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া—একেবারেই আমাদের স্বস্ব আত্মাতে দৃষ্টি করা বিধেয়। কেন না আত্মা হইতে ব্যবকলন করিয়া আমরা যে কোন সত্য প্রাপ্ত হই তাহারই প্রতি আমরা নিরুদ্বেগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি; পরন্তু এখান-ওখান হইতে সংকলন করিয়া আমরা যে সকল মতামত ধার্য্য করি, তাহা যেমন সত্য হইতে পারে তেমনি অসত্যও হইতে পারে, সুতরাং তাহা কখনই সম্যক্ রূপে বিশ্বাস্য হইতে পারে না। মঙ্গল ভাব যদিও আমাদের আপন আপন আত্মাতেই রহিয়াছে, তথাপি যে আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না—ইহার অবশ্য কারণ আছে, যথা;—

আমাদের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দুই রূপ মঙ্গল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; এক রূপ মঙ্গল ভাব এই যে, তাহার পদে পদে বাধা বিঘ্ন, ও চতুর্দ্দিকে প্রতিবন্ধক,-কোথাও প্রলোভন কুহক-জাল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বিভীষিকা মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, কোথাও জটিল হৃদয়-গ্রন্থি পথ-রোধ করিয়া রহিয়াছে। এই রূপ মঙ্গল ভাবকে লক্ষ করিয়াই সচরাচর বলা গিয়া থাকে যে, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি; রাশি রাশি বাধা বিঘ্ন দ্বারা ইহা এমনি প্রপীড়িত হইয়া আছে যে, ইহাকে দেখিতে পাওয়াও একটি সহজ ব্যাপার নহে,—মোহ শোক ভয়ের পর্ব্বত রাশি ভেদ করিয়া তবে ইহাকে দেখিতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার মঙ্গল ভাব এই যে, তাহাতে কিছু মাত্র বাধা নাই বিঘ্ন নাই তাহা অতীব পরিশুদ্ধ। আমাদের এই পৃথিবীটির আদিম অবস্থায় আমরা যদি ইহার উপরে উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে ইহার মুখশ্রী এখনকার মত এরূপ হইবার পক্ষে কি না ভয়ানক প্রতিবন্ধক-সমূহ আমাদের নেত্র-গোচর হইত? কিন্তু সে-কালের সেই সকল ভূত-সংগ্রাম কি মঙ্গলের কর্ণকে বধির করিতে পারিয়াছিল?—না মহাভূত সকলের প্রবল প্রকোপ মঙ্গলের হস্তকে রোধ করিতে পারিয়াছিল? এই প্রকার এই যে প্রভূত মঙ্গল ভাব, ইহা নিঃশঙ্কে ও নিরুদ্বেগে সমুদায় জগতের উপরে নিয়ত কার্য্য করিতেছে,—কোন বাধা মানে না, বিঘ্ন মানে না, ও স্বকার্য্য-সাধনে কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। সকল নিয়মেরই উপরে এই মঙ্গলের নিয়ম রহিয়াছে, কিন্তু ইহার উপরে আর কাহারো নিয়ম নাই। এক্ষণে বলা বাহুল্য যে, প্রথম প্রকার পরিমিত মঙ্গল ভাব—জীবাত্মার, ও দ্বিতীয় প্রকার সর্ব্ব-মঙ্গল ভাব—পরমাত্মার; এবং এই দুয়ের

মধ্যে এই রূপ সম্বন্ধ যে, জীবাত্মার মঙ্গল ভাব যে পর্য্যন্ত না পরমাত্মার মঙ্গল ভাবের সহিত আপনার যোগ সংস্থাপন করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত উহা সংসার-ভারে প্রপীড়িত হইয়া মৃতবৎ হইয়া থাকে, এই জন্য এ অবস্থায় উহা আছে কি নাই তাহা লক্ষ্য হওয়া ভার।

দর্শন-শাস্ত্র বিশেষের আলোচনা দ্বারা আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, যত আমরা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইব ততই আমাদের স্বাধীনতার নির্ব্বাণ হইবে; কিন্তু সত্য এই যে, যত আমরা ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান-প্রেম-ইচ্ছাতে সম্মিলিত হইব ততই আমরা স্বাধীন হইব। শিশু যেমন মাতার ক্রোড়ে গিয়া স্বাধীন হয়, বালক যেমন ক্রীড়া-ক্ষেত্রে গিয়া স্বাধীন হয়, যুবা যেমন বয়স্য দলের মধ্যে গিয়া স্বাধীন হয়, জীবাত্মা সেই রূপ পরমাত্মার সন্নিধানে গিয়াই স্বাধীন হয়। স্বাধীন ইচ্ছা যে কি-রূপ—এক্ষণে তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

আত্মার অভ্যন্তরে স্বাধীন ইচ্ছার অবয়ব অন্বেষণ করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রথমতঃ, আত্মামাত্রেই অগ্রে নিয়ম স্থির করে পশ্চাৎ সেই নিয়ম পালন করে—এই রূপে কার্য্য করে। যথা, আমি যদি অগ্রে এই রূপ নিয়ম করি যে "আমি চলিব" এবং পশ্চাৎ যদি সেই নিয়ম পালন করি অর্থাৎ তদনুসারে চলি, তবেই সেই কার্য্যকে বলা যাইতে পারে—আত্মার কার্য্য কি না আমার আপনার কার্য্য; কিন্তু যদি আমি সুষুপ্ত অবস্থায় শয্যা ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করি, তাহা হইলে সে কার্য্য আমার আপন নিয়মানুসারে না হওয়াতে তাহা কখনই আমার আত্মার কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আপন নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইলে, জ্ঞান ও বিশ্বাসের অনুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য,—কর্ত্তব্যের ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ মূল-নিয়ম। এক্ষণে, স্বাধীন ইচ্ছা কাহাকে বলে—তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারিবে। স্বাধীন শব্দের অর্থ আপনার অধীন—আত্মার অধীন; যে ইচ্ছা আত্মার অধীন তাহা কাজেই আত্মার নিজের গুণ-সকলের সহিত ঐক্য হইতে চায়; ইচ্ছা ব্যতিরেকে আত্মার আর কি কি গুণ? না জ্ঞান এবং প্রীতি; অতএব স্বাধীন ইচ্ছার একটি অব্যর্থ লক্ষণ এই যে তাহা জ্ঞান ও প্রীতি শ্রদ্ধাদি ভাবের সহিত স্বভাবতঃই ঐক্য হয়। এই জন্য কোন প্রাচীন ঋষি তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক স্থানে এই রূপ কহিয়াছেন যে,"শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং" শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না;—শ্রদ্ধার সহিত দান করাই যে স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য এবং অশ্রদ্ধার সহিত দান করা যে সে রূপ নহে, ইহা সকল মনুষ্যেরই মনে স্বভাবতঃ প্রতীয়মান হয়। অতএব সত্য-জ্ঞান মূলক শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের অনুযায়ী আচরণকেই স্বাধীন কার্য্য বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে ইহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইবে যে, ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে যখন আমাদের শ্রদ্ধা রহিয়াছে, তখন তাঁহাতে আত্মা সমর্পণ করাই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য এবং তাহার বিপরীতাচরণ করাই পরাধীনতার লক্ষণ।

আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের যাহা প্রধান লক্ষ্য তাহাকেই যেমন বলা যায়—পারমার্থিক সত্য, সেইরূপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার যাহা প্রধান লক্ষ্য তাহাকেই বলা যায়—পারমার্থিক মঙ্গল। আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান যেমন দেখাইয়া দেয় যে, সকলের মূলে এক জন মহান্ পুরুষ বর্ত্তমান আছেন—যিনি পরম সত্য; সেইরূপ আমাদের

স্বাধীন ইচ্ছা চাহে যে, সকলের উপরে এক জন বিধাতা পুরুষের বর্ত্তমান থাকা উচিত—যিনি সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল স্বরূপ,—"সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন"। ঈশ্বরের সহিত যোগেই আমরা স্বাধীন হই; এই হেতু আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা হইতে যে কোন নিয়ম স্বতঃ উদীরিত হয়, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই জ্ঞাপন করে; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা-মূলক আমাদের এই যে স্বাধীন ইচ্ছা, ইহা-দ্বারা যে সকল নিয়ম প্রকটিত হয়, তাহাই ন্যায় ও ধর্ম্মের নিয়ম। অন্তরতম পরমাত্মার সহিত নিগূঢ় সহবাসে আত্মা যখন পরিতৃপ্ত হয়, তখন বিষয়ের আকর্ষণ তাহার উপরে বল করিতে পারে না; এই হেতু এ অবস্থায় আত্মা বিষয় হইতে নিয়ম ভিক্ষা করে না, কিন্তু ঈশ্বর-দত্ত আপন অকৃত্রিম স্বভাব হইতে নিয়ম উদ্ভাবন করে,—পরমাত্মা হইতেই নিয়ম চাহিয়া পায়। ধর্ম্মের নিয়ম কি? ইহার তথ্য নির্ণয় করিতে গেলে এক দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যা কহিবে না, অন্যের ধন অপহরণ করিবে না, ব্যভিচার করিবে না,—ধর্ম্মের নিয়ম এই রূপ বহু সংখ্যক; কিন্তু আর এক দিকে দেখিলে, উক্ত তাবতের সার এই একটি মূল নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া পবিত্র হইবে। আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার সার্ব্বলৌকিক মঙ্গল ভাব যাহা আমরা উপলব্ধি করি, তাহা যে এখানে আছে ওখানে নাই, এ জীবে আছে ও জীবে নাই, এ মনুষ্যে আছে ও মনুষ্যে নাই, এমন কদাপি নহে,—তাহা সর্ব্বত্রগামী,—তাহা আত্মপর-নির্ব্বিশেষ। ঈশ্বরের হস্ত হইতে এই রূপ সার্ব্বলৌকিক মঙ্গল-রস পান করিয়াই সাধু মহাত্মারা স্বাধীন হন,—স্বাধীন হইয়া কি করেন? না—কেবল আপনার আপনার মঙ্গল নহে, কিন্তু মঙ্গল—যাহা আত্মপর-নির্ব্বিশেষ, তাহারই অনুষ্ঠানে সচেষ্ট হন; ঈশ্বরের মঙ্গল-সন্নিধানের গুণে নির্ভয় হইয়া, তাঁহারা মঙ্গল সাধন কার্য্যে সর্ব্বদাই এরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকেন যে, যখনই কোন মঙ্গল কার্য্য তাঁহাদের সামর্থ্যের মধ্যে আইসে, তখনই তাঁহারা সুবিবেচনা ও সুনিয়ম পূর্ব্বক তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করেন। কারণ, ঈশ্বরের উপাসনা-জনিত যাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাসটি অবতীর্ণ হইয়াছে যে, ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করিবেনই, তিনি কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য কেন না সযত্ন হইবেন। এই রূপে যাঁহারা স্বাধীন ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের হইয়া কার্য্য করেন—যাঁহারা কেবল আপনার আপনার নহে কিন্তু জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁহারা আপনাকে যেমন প্রতারণা করেন না পরকেও সেই রূপ প্রতারণা করেন না, আপনার অধিকারকে যেমন অবহেলা করেন না, পরের অধিকারকেও সেই রূপ অমান্য করেন না, আপনাকে যেমন বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন, পরকেও সেই রূপ বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন,—তাঁহারা স্বভাবতই এই প্রকার আচরণ করেন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে,—মিথ্যা কহিবে না, পরের ধন অপহরণ করিবে না, ব্যভিচার করিবে না,—এ সকলই এই এক মূল নিয়ম হইতে ব্যবকলন করিয়া পাওয়া যায় যে, সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধার সহিত আত্মসমর্পণ করিবে। "যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"।

শমীরামা।

(স্কন্দ পুরাণ হইতে আহৃত)

একদা দেব-প্রধান শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত জীবলোকের হিতাভিলাষে কৈলাস-বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষধ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।[১] তথায় স্বর্গবিদ্যাধরীদিগকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইল। পার্ব্বতী তাঁহার এই রূপ আকস্মিক চপলতা দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং অনুনয় বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অনন্তর পার্ব্বতী রোষভরে শঙ্করের সহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুশদ্বীপে[১] গমন করিয়া এক শমীবৃক্ষ কোটরে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশ নয় বৎসর অতীত হইল। তাঁহার দেহ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া দিক্ দাহ করিতে লাগিল। তখন তিনি স্থাবর জঙ্গম জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া বহ্নি প্রতিসংহার পূর্ব্বক সেই শমীবৃক্ষে স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং সেই বৃক্ষেই বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহার নাম শমীরামা[২] হইল।

এদিকে শঙ্কর পার্ব্বতী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সেই স্থান জনশূন্য ও চতুর্দ্দিক কুশ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি সেই কুশবন উচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং কপোত রূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভার্য্যা পার্ব্বতীও যোগবলে তাঁহাকে কপোত-দেহ স্বীকার করিতে দেখিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক কুতূহলাবিষ্ট চিত্তে কপোতী রূপ পরিগ্রহ করিলেন[৩]। তদবধি জন সমাজে কপোতেশ্বর ও কপোতেশ্বরীর পূজা আরম্ভ হইল[৪]। অনন্তর তাঁহাদিগের তপঃ-প্রভাবে কুশ-বন নির্ম্মূল হইয়া গেল। শঙ্কর ও পার্ব্বতী যে স্থলে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি কুশস্থলী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে[৫]। এই সময়ে সমগ্র পৃথিবী কুশবনে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। শঙ্কর উহা নির্ম্মূল করিবার আশয়ে পার্ব্বতীর সহিত পৃথিবী পর্য্যটন-প্রসঙ্গে কুশদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ঐ স্থান ম্লেচ্ছ জাতি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তখন শঙ্কর ম্লেচ্ছদিগের উপর কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে মোক্ষ প্রদানে ইচ্ছা করিলেন এবং স্বয়ং মোক্ষেশ্বর

১। পুরাণে কুশ দ্বীপের স্থান-সন্নিবেশ যে রূপ বর্ণিত আছে তদনুসারে এক্ষণে ভূমধ্য সাগরের তীর ও নীল নদীর মুখ হইতে সারহিন্দ পর্য্যন্ত স্থান কুশদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আসিয়াটিক রিসার্চ ৪ ভা।

২। স্কন্দ পুরাণের এই শমীরামা দেবী আসিরিয়া দেশের রাজ্ঞী সেমিরেমিস্ হইতে পারেন। সেমিরেমিস্ খৃষ্টের জন্মিবার একাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষি ব্যাসও প্রায় ঐ সময় জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে স্বপ্রণীত স্কন্দপুরাণে তাঁহার বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না।

৩। এই রূপ কিম্বদন্তী আছে যে সেমিরেমিস শৈশব কালে বন মধ্যে এক বৎসর কাল কপোত দ্বারা প্রতিপালিত হন। কেহ কেহ কহেন তিনি মৃত্যুকালে কপোত রূপে পরিণত হন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৭ ভা।

৪। ভারতবর্ষ আরব সীরিয়া ও আসিরিয়া দেশে অতি প্রাচীন কালে কপোতের পূজা হইত। এবং রোমানদিগের ইগল পক্ষীর ন্যায় আসিরিয়েরা কপোত মূর্ত্তি চিহ্ন স্বরূপ পরিচ্ছদ মধ্যে ধারণ করিত। আসিয়াটিক রিসর্চ ৪ ভা।

৫। এই স্থান পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ অন্তর। অদ্যাপি ইহা হিন্দুজাতিদিগের একটি তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

হইয়া পার্ব্বতীকে কুশদ্বীপের উপকণ্ঠে বহ্নি-স্থান প্রদেশে কুশ বিনাশার্থ তপোনুষ্ঠান করিতে প্রেরণ করিলেন। পার্ব্বতী তথায় অনায়াসা মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক তত্রত্য বহ্নি-ব্যাপ্ত নামক পর্ব্বতে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার দেহ হইতে এক তেজ নির্গত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। তখন তিনি উহাকে কুশ-বন ভস্মসাৎ করিতে আদেশ দিলেন। তেজ কুশবনে প্রবেশ করিবা মাত্র যবনেরা দগ্ধ-দেহ হইয়া অবিলম্বে মুক্তি লাভ করিল[৬]।

এই রূপে কুশদ্বীপের পূর্ব্বতন অধিবাসী যবনেরা বিনষ্ট হইলে তথায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় আসিয়া বাস করিতে লাগিল। কালক্রমে এই সমস্ত জাতিও স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিল। তখন অন্যান্য স্থানের যবনেরা কুশদ্বীপে প্রবেশ করিয়া নূতন অধিবাসীদিগের প্রতি নানা প্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। অনন্তর তত্রস্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি বর্ণ অনায়াসা দেবীর নিকট এই যবনকৃত অত্যাচার নিরাকরণ এবং আপনাদিগের মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান প্রার্থনা করিল। দেবীও তাহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া তথায় কপোতী-বেশে বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহার এই অধিষ্ঠান-ভূমি মহাভাগাস্থান[৭] বলিয়া প্রথিত হইল।

এই অবসরে শঙ্কর মোক্ষস্থানে[৮] বাস করিয়া মোক্ষার্থীদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে ছিলেন। এই স্থান অতিশয় পবিত্র। শঙ্কর তথায় কপোত মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষেশ্বর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

৬। সেমিরামিস একটি সমরপ্রিয়া ও বীর্য্যবতী নারী ছিলেন। তিনি বিবাহিত হইয়াই স্বামীর সহিত বক্ট্রিয়া দেশ পরাজয় করিতে গিয়াছিলেন। লেম্প্রাইয়ার্স বিব্লিওথিকা ক্লাসিকা।

আসিরিয়া দেশ কপোত দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিল ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধই আছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তকের একটি গীতেও ইহার কতকটা আভাস আছে। আসিয়াটিক রিসার্চ্চ ৪ ভা।

৭। ইহাকে পূর্ব্বে মেবগ বলা হইত। এই নগর সীরিয়ার অন্তর্গত। এক্ষণে ইহা মেনবিগ্জ এবং মেনবিগ্ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গ্রিকেরা ইহাকে হিরাপোলিস বা পবিত্র নগর বলে। এই নগর অতি প্রাচীন। এই স্থানে একটি সীরিয়া দেশীয় দেবীর স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি যুপিটার ও জুনোর প্রতিমূর্ত্তির মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ স্বর্ণময় প্রতি-মূর্ত্তির মস্তকে একটি সুবর্ণের কপোত স্থাপিত ছিল। কেহ কেহ কহেন উহা সেমিরেমিসের প্রতিরূপ। লুসিয়স আম্পিলিয়স এড মাকিন নামা এক জন লাটিন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ইউফ্রেটিস নদীতীরে একটি কপোত একটি মৎস্যের ডিম্ব যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছিল। বহুদিবসের পর ঐ ডিম্ব হইতে এক দেবী নির্গত হন। এই দেবী করুণা-পরবশ হইয়া সকল লোককে মুক্তি প্রদান করিয়া ছিলেন। কেহ কেহ কহেন ঐ ডিম্ব হইতে সিরিয়ার রাজ্ঞী উৎপন্ন হন। শমীরামা দেবীর দ্বীপবাসীদিগের প্রার্থনায় মহাভাগাস্থানে আবির্ভাব ও তত্রস্থ লোক সকলকে মুক্তি প্রদান এই দুইটি ঘটনার সহিত লাটিন গ্রন্থকারের বাক্যের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। মেবগ এই নামটি মহাভাগা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। ইতিহাস লেখক লুসিয়ান কহেন এই স্থানে ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা দেশ হইতে তীর্থ যাত্রীরা গমনাগমন করিত। আসিয়াটিক রিসার্চ্চ ৪ ভা।

৮। বর্ত্তমান মক্কা পৌরাণিকদিগের মোক্ষস্থান হইতেপারে। মোক্ষের অপভ্রংশ মোক। দাবীস্থান গ্রন্থকার কহেন মক্কার প্রাচীন নাম মক ছিল। টলেমি ইহার নাম মকো বলেন। মোক হইতে মক ও মকো হওয়াও অসম্ভব বোধ হয় না। পশ্চিম দেশীয় পুরাবিৎ ব্রাহ্মণেরা মক্কাকে আপনাদিগের পুরাণোক্ত মোক্ষস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পুরাণে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে মোক্ষস্থান ভারতবর্ষের পশ্চিম এবং ইজিপ্ট ও ইথিওপিয়ার অনতিদূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। আরব দেশীয় গ্রন্থকারেরা কহিয়া থাকেন মহম্মদের সময় মক্কার মন্দিরে দারুময় দুইটি কপোত মূর্ত্তি ছিল। মহম্মদ ঐ দুই কপোত চূর্ণ করিয়া ছিলেন। বোধ

শঙ্করের উপাসকদিগের মধ্যে বীরসেনই সর্ব্ব প্রধান ছিল। শঙ্কর তাহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে পৃথিবীস্থ সমস্ত স্থাবর পদার্থের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত তাহার আর একটি নাম স্থাবর-পতি হয়। এই স্থাবর-পতি সমস্ত পৃথিবীতে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে নির্গত হইয়া প্রথমে মোক্ষ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং মোক্ষেশ্বরকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া তথা হইতে অগ্নি পর্ব্বতে গমন করিলেন। কিন্তু তত্রত্য পার্ব্বত্য জাতীয়েরা তাঁহাকে যথোচিত সমাদর না করাতে তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন বহ্নিস্থানবাসিনী শমীরামা ও তাঁহার উপাসকেরা রণসজ্জা করিয়া স্থাবর-পতির [৯] সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শমীরামার সৈন্যগণ স্থাবরপতির বলবীর্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া পরিশেষে দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর দেবী শমীরামা অতিশয় বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহাকে শঙ্করের প্রিয় উপাশক জানিয়া অবিলম্বে বহ্নিস্থানের [১০] আধিপত্য প্রদান করিলেন।

হয় পূর্ব্বতন হিন্দুরা শিব পার্ব্বতীর কপোত বেশে তথায় আগমন চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের দারুময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মক্কার মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ ছিল। যখন মহম্মদ ঐ মন্দির ভগ্ন করিয়া পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করেন তখন তাহা মন্দির হইতে বহিস্কৃত করিয়া বহিঃপ্রাচীরে গ্রথিত করিয়া দেন। পূর্ব্বে তথায় মুসলমানেরা ঐ কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তরময় শিব লিঙ্গের অর্চ্চনা করিত। কিন্তু যাহারা মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহারা আর ঐ শিবলিঙ্গের পূজা করে নাই। আরবীয় গ্রন্থকর্ত্তারা কহেন যে আরব দেশে বিশেষতঃ মক্কায় মুসলমানেরা প্রস্তরের উপাসনা করিত। জলমাহেস্তানী কহেন যে মক্কার মন্দীর জোহাল্ বা কেইভান দেবকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। এই জোহাল দেব রোমকদিগের সাটারন। দাবীস্থান গ্রন্থকার কহেন মক্কার মন্দিরে যে কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তর আছে উহা কেইভান দেবের প্রতি মূর্ত্তি। এই কেইভান দেব খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তকের কাইযন। ইনি সময়ের দেবতা। রোমকদিগের সাটারনও সময়ের দেবতা। সুতরাং মক্কার মন্দির-স্থিত প্রস্তরকে যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়েরা সময়ের দেবতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে তখন উহা যে হিন্দুদিগের উপাস্য শিবলিঙ্গ তাহা এক প্রকার সম্ভব হইতেছে। কারণ মহাদেবের নামও মহাকাল। আরও ইজিপ্টীয়েরা ঐ প্রস্তরকে হোরস্ দেবের প্রতি মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হোরস্ও সময়ের দেবতা এবং হিন্দুদিগের হর ও ইজিপ্টীয়দিগের হোরস্ একই রূপ। একণেও মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকের মুখে শ্রুত হওয়া যায় যে, হিন্দুদিগের শিব মক্কার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আসিয়াটিক রিসার্চ ৪ ভা।

৯। সেমিরেমিসের সহিত স্টেরোবেটেসের যুদ্ধ হইয়াছিল। স্থাবরপতি এই শব্দের সহিত স্টেরোবেটেস নামটির সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

১০। পৌরাণিকেরা এই স্থান কুশদ্বীপের মধ্যে কেহ কেহ উহার প্রান্তে সংস্থাপিত আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং ফ্রিজিয়া হইতে হিরাট পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশই বহ্নিস্থান হইতে পারে। এই সমস্ত স্থানে বিস্তর আগ্নেয় গিরি আছে। এই নিমিত্ত পৌরাণিকেরা এই স্থানকে বহ্নিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত স্থানের কিয়দংশকে আরবেরা আজার বেজান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আজার—অগ্নি, বেজান—উৎস। ঐ সমস্ত স্থানে বিস্তর হিন্দুদিগের চিহ্ন ছিল। হিরাট দেশের নিকট বলক ও কিরিয়ন নামক দেশ হিন্দুজাতির তীর্থ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইরান দেশে অদ্যাপি পাশ্চাত্য হিন্দুরা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া থাকেন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সিন্ধুনদী হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ অন্তর হিঙলাজ ও আনকুজ নামে দুইটি তীর্থ স্থান ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহা অরণ্যময় হইয়া রহিয়াছে। অদ্যাপি তথায় ২৪ টি ভবানীর মন্দির আছে। কিন্তু নিতান্ত দুর্গম বলিয়া তথায় এক্ষণে কেহ সাহস করিয়া গমনাগমন করিতে পারে না। ইউক্রেটিস্

সমাজ সংস্কার।

কোন সমাজের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি চির কাল এক ভাবে থাকে না। কালক্রমে মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্ত হয়; সেই পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন আচার ব্যবহারও অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। তাহা না হইলে সমাজস্থ লোকদিগকে অনেক প্রকার উন্নতি হইতে বঞ্চিত থাকিতে ও অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু জাতির যে রূপ অবস্থা ছিল,অধুনা তাহা বহু অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তৎকালে যে সকল আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি প্রচলিত ছিল, তদানীন্তন হিন্দু-সমাজের পক্ষে তৎসমুদায় নিতান্ত হিতকর ও একান্ত আবশ্যক হইলেও তদ্দ্বারা ইদানীন্তন লোকদিগের হয় তো যৎপরোনাস্তি অপকার হইতে পারে। যখন এই রূপ অপকার ঘটনার সম্ভাবনা হইয়া উঠে, তখন লোকে আপনা হইতেই পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। প্রতিবন্ধকতা করিতে গেলে কেবল বিবাদ বিসম্বাদই ঘটে; পরিবর্ত্তন রোধ করা যায় না। যদিও সেই সকল আচার ব্যবহার রক্ষা করা ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ বলিয়া প্রথিত থাকে, তথাপি যখন তাহা লঙ্ঘন করা আবশ্যক হয়, তখন কেহই সাধারণ লোককে নিরস্ত করিতে পারে না। এই সকল কারণেই পূর্ব্বতন যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্ম সকল অনুল্লঙ্ঘনীয় শাস্ত্রীয় আদেশ সত্ত্বেও উঠিয়া গিয়াছে। এমন কি, সেই প্রকার পরিবর্ত্তনের অনুরোধে কখন কখন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলও রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে ইহারও উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সময়ে হিন্দুসমাজে গোমাংস দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান ও মধুপর্কের নিমিত্ত সচরাচর গোহত্যা করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল; কালক্রমে রহিত করা আবশ্যক হওয়াতে তাহা এক বারে নিষিদ্ধ বলিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। ইদানীন্তন হিন্দুদিগের মনে গোহত্যা এত দূর দুষ্কর্ম্ম বলিয়া সংস্কার জন্মিয়াছে যে, পূর্ব্ব পুরুষগণের আচরিত সেই অনুষ্ঠান আচ্ছাদিত করিবার নিমিত্ত, "তাঁহারা পশুদিগকে পুনর্জীবিত করিতেন" এই বলিয়া সামান্য লোকদিগের মধ্যে একটি অমূলক কিংবদন্তী প্রচারিত হইয়াছে। যদি এ দেশে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইত, তাহা হইলে এক্ষণকার প্রচলিত ছাগমেষাদির বলিদানও পূর্ব্বতন গোহত্যার ন্যায় ঘৃণিত হইয়া থাকিত ও তাদৃশ বলিদানের নিষেধক ধর্ম্মশাস্ত্র সকলও সংরচিত হইত তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক সময়ে হিন্দুসমাজে অতি ঘৃণিত ক্ষেত্রজ পুত্র সকল ঔরস পুত্রের ন্যায় সমাদৃত ও পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইত; যে পাণ্ডবগণকে লইয়া প্রকাণ্ড মহাভারত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহারা অন্ততঃ মহাভারতের মতানুসারে এই রূপ ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন; কালক্রমে তাদৃশ নিয়মের প্রতি হিন্দুজাতির ঘৃণা ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হওয়াতে সেই নিয়ম অভিনব শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন কত শত উদাহরণ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয় মান হয় যে, হিন্দু-সমাজ চির কাল এক ভাবে অবস্থান করে নাই। অবস্থানুসারে প্রয়োজন হওয়াতে কত পুরাতন আচার ব্যবহার রহিত হইয়া গিয়াছে এবং কত নূতন নূতন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। যেখানে তাদৃশ পরিবর্ত্তের সময় শাস্ত্রের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই,

---

নদী তীরে বসোয়া দেশে কল্যাণরাও ও গোবিন্দরাও নামে দুইটি বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি আছে। হিন্দুরা মুসলমানদিগের ভয়ে তথায় অতি গোপনে এই দুই মূর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিল।

সে খানে আপনা হইতেই তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহা উঠিয় যাইতেছে। গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন ও পুংসবন প্রভৃতি কএকটি শাস্ত্রবিহিত সংস্কার এক্ষণে অনেকের নিকট অশ্রদ্ধিত হইয়াছে এবং প্রকৃত পৌত্তলিকদিগের মধ্য হইতেও উঠিয়া যাইতেছে। কেবল হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহারই এই রূপ পরিবর্ত্তসহ, এরূপ নহে; সমুদায় দেশের সমুদায় জাতির সমাজই এই রূপ কালে কালে রূপান্তর ও অবস্থান্তর হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা পরিবর্ত্তনের নাম শুনিলেই ভীত ও উদ্বেজিত হইয়া উঠেন, তাঁহারা মনুষ্য জাতির ইতিহাস বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন।

মনুষ্য যাহা আপনার পক্ষে ভাল বলিয়া জানিতে পারে, কেহ না বলিয়া দিলেও এবং শত শত প্রতিবন্ধক থাকিলেও আপনা হইতেই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যের এইরূপ প্রকৃতি থাকাতেই জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইতেছে। এই কারণেই কৃষি বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি সমুদায় বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। মনুষ্য যখন যৎসামান্য কুটিরে অবস্থান এবং যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল ও মৃগমাংসাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তদবধি যদি তাহারা সর্ব্ব প্রকার আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া সেই অবস্থাতেই অদ্য পর্য্যন্ত থাকিত, তাহা হইলে পশুসমাজ ও মনুষ্যসমাজ একই ভাব ধারণ করিত। সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বর্ণনায় গোমেষ প্রভৃতির বৃত্তান্ত যে রূপ পাঠ করা যায়, অদ্যও তাহারা সেই রূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে; যদি পরিবর্ত্তন না হইত, মনুষ্যসমাজও এই রূপ থাকিত তাহার সন্দেহ নাই। অতএব মনুষ্য জ্ঞান ও শক্তিতে যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই তাহার আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইবে। বাল্যকালে তাহার আচার ব্যবহার যে রূপ থাকে, উন্নত বয়সে অবশ্যই তাহাকে অন্য প্রকার আচার ব্যবহারের প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় এবং অসভ্য অবস্থায় যে রূপ আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, সভ্য অবস্থায় তাহা অবশ্যই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। এই নিয়ম অনুসারে যেমন কৃষি বাণিজ্যের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতেছে, যেমন শিল্প সাহিত্যের উন্নতি সাধন হইতেছে, যেমন জ্যোতির্ব্বিদ্যা পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতির সংশোধন হইতেছে, যেমন চিকিৎসা বিদ্যা উৎকৃষ্টতর হইয়া জনসমাজের হিত সাধন করিতেছে, যেমন রাজনীতি সংশুদ্ধ হওয়াতে প্রজাগণের সুখ সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইতেছে, সেই রূপ অন্যান্য আচার ব্যবহারও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।

বিশেষত হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বহু অংশে পরিবর্ত্তনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশের মনের ভাব যখন যে রূপ হয়, তৎকালীন সমাজের আচার ব্যবহার আপনা হইতেই তাহার অনুযায়ী হইয়া উঠে। যদি সামাজিক লোকদিগের মন জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতিতে উন্নত থাকে, তবে তৎকালীন সমাজও উন্নত ভাব ধারণ করে; যদি তাঁহাদিগের মন অপকৃষ্ট হয়, তবে সমাজও তাহার অনুরূপ জঘন্য হইয়া যায়। এই রূপ পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসমান হইয়া জনসমাজ কখন উন্নত বেশ ধারণ করে, কখন নিতান্ত দুঃস্থ ও শোচনীয় হইয়া পড়ে। আমাদের হিন্দুসমাজ এক্ষণে এই দুঃস্থাবস্থায় নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার সভ্যগণের অধিকাংশের মন কলুষিত ও সংকীর্ণ; সৎ কর্ম্ম সাধনের সাহস কিছুই লক্ষিত হয় না; পদে পদে ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করে। অধিকাংশের চিত্তই অজ্ঞান-

তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহাদিগের মনের ভাব উন্নত না হইলে ভারতবর্ষের অবস্থা কখনই সমুন্নত হইবে না; সমাজ সংস্কারকদিগকে সেই মঙ্গল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, যে সকল আচার ব্যবহার তাহাদের উন্নতি লাভের অন্তরায় হইয়া আছে, তাহা অবশ্যই পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর প্রতি মনুষ্যের মনে একটি উন্নতি-স্পৃহা নিহিত করিয়া দিয়াছেন, এই নিমিত্ত মনুষ্যমাত্রেই বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; এই অসন্তোষই তাঁহাদিগকে আপনাদের উৎকর্ষ সাধনে প্রবর্ত্তিত করে। তিনি যে কেবল এই উন্নতি-স্পৃহা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া আছেন এমন নহে, সেই উন্নতি বহু পরিমাণে আমাদিগের যত্ন ও চেষ্টার আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। যে জাতি যখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তোষ লাভ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়াছেন, তখনই আলস্য ও বিলাস আসিয়া তাঁহাদিগের পতনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। মানুষের অবস্থার, হয় উন্নতি নয় পতন হইতে থাকে; কখনই এক ভাবে স্থির হইয়া থাকে না। যাঁহাহারা উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের উন্নতি হয়; যাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাঁহাদিগের অবশ্যই পতন হইয়া থাকে; এই নিয়মের অন্যথা ভাব কোন ইতিহাসেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই আলস্য দোষে দূষিত হইয়া আমাদের হিন্দুসমাজ নানা দুর্গতি ভোগ করিতেছে, এবং দিন দিন যেন অধিকতর দুর্গতিতে নিমগ্ন হইতেছে। এখনও যদি হিন্দুসমাজ আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থা সংশোধন করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগী ও যত্নবান্ না থাকেন, তাহা হইলে যাহা আছে, তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়া হিন্দুসমাজকে আরও অপকৃষ্ট অবস্থায় নিপাতিত করিবে। নিশ্চেষ্টতা হইতে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, হিন্দুসমাজ তাহা বিলক্ষণ আস্বাদন করিতেছেন। হিন্দুসমাজে কেবল পূর্ব্বতন উন্নতির অভিমানমাত্র অবশিষ্ট আছে, অন্তঃসার প্রায় সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত স্থায়িতর ও গুরুতর উন্নতির চিহ্ন হিন্দুসমাজে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এখনও অনেকের নিদ্রা ভঙ্গ নাই। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থানে ও অধিক পরিমাণে যে বিদ্যালোক বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার এই ফল ফলিতেছে যে, পূর্ব্বে মূর্খতানিবন্ধন যে সকল দুরবস্থা ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইত না, জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হওয়াতে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া যন্ত্রণার ভাগ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন যদি হিন্দুসমাজ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল যে ইহার উন্নতির পথে কণ্টক পড়িবে এমন নহে, আরও অধিকতর দুর্গতির অবস্থায় ইহাকে নিমগ্ন হইতে হইবে।

কার্য্যগতিকে নানাবিধ পরিবর্ত্তন অবশ্যই উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই সকল অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনকে যদি যদৃচ্ছাক্রমে চলিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজ কখন সুখী হইতে পারিবে না। যদি কোন উন্নত লক্ষ্য এই সকল পরিবর্ত্তনের নিয়ামক না হয়, যদি কোন গম্য স্থান মনে না রাখিয়া হিন্দুসমাজকে এই পরিবর্ত্তন-স্রোতে ভাসিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুজাতি নিশ্চয়ই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। বলিতে কি, এক্ষণে হিন্দুসমাজের এমন নেতা নাই, এমন সভাপতি নাই, এমন শক্তি নাই যে, ইহার চঞ্চল সভ্যগণের অদূরদর্শিতা ও স্বেচ্ছাচার নিবারণ করে। কতকগুলি বিকটাকার পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া আমা-

দের এই আশঙ্কা আরও বদ্ধমূল হইতেছে। যাঁহারা সমাজ সংস্কারে, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে, দূষিত কুসংস্কার সংশোধনে ও অন্যান্য আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন, আমরা বিনয় সহকারে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া যেন কোন পরিবর্ত্তনে হস্তক্ষেপ না করেন। বিদ্যাশিক্ষা প্রভাবে অনীশ্বরে ঈশ্বরবুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইবে, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু আমরা এমন কখনই মনে করি নাই যে, তাহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে। লোকান্তরবিষয়ক যে সকল কুসংস্কার সাধারণকে নিষ্ফল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আসক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয় ছিল; কিন্তু যদি পর লোকে অবিশ্বাস সেই পরিবর্ত্তনের পরিণাম হইয়া উঠে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের কি ভয়ানক দুর্গতি উপস্থিত হইবে! হিন্দুরা সচরাচর মদ্যপানের প্রতি ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু হায়! কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! স্বদেশদ্রোহী বিলাসীদিগের দৌরাত্ম্যে এমন শুদ্ধতর সাধু-আচরণও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যদি ধর্ম্মনীতি পূর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বিনী না হইয়া আরও ক্ষীণ হইয়া যায়, তবে কেবল মত ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন দ্বারা কখনই কোন দেশ উন্নত হইতে পারে না। স্বদেশে সভ্যতা বিস্তার কে না মনের সহিত প্রার্থনা করিয়া থাকে; কিন্তু কোন্ সহৃদয় পুরুষ ধর্ম্মনীতিকে বলিদান দিয়া সভ্যতা-লক্ষ্মীর সেবা করিতে পারেন; জানি না ধর্ম্ম-হীন সভ্যতাই বা কি পদার্থ। হিন্দুসমাজ! কবে তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে; কবে তোমার মুখমণ্ডল সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিব? হা! তুমি যতই আঘাত পাইবে, ততই কি সংকুচিত হইয়া যাইবে!

এক্ষণে হিন্দুসমাজ এই রূপ লক্ষ্য হীন পরিবর্ত্তনের বিষময় ফল ভোগ করিতেছে, বোধ হয় এই পাপের ভোগ আরও — হইতে চলিল। আপনাদের পাপাচার, অবিমৃষ্যকারিতা ও আলস্য প্রভৃতি দোষে পূর্ব্বাবধিই আমরা প্রায় মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইয়া আছি; আবার নূতন নূতন পাপের ফল ভোগ করিতে হইলে আর আশা ভরসা থাকিতেছে না। এখনও সকলে সতর্ক হউন, স্নেহের সহিত স্বদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যাহাতে স্বদেশানুরাগ সকলের মনে প্রদীপ্ত হইতে থাকে তাহার আন্দোলন করিতে থাকুন। স্বদেশানুরাগই স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রধান উপায়। স্বদেশানুরাগ ব্যতিরেকে স্বদেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা আর কৃত্রিম শোকে অভিভূত হইয়া নাটকের অভিনয় করা উভয়ই তুল্য! এক্ষণে যে চাকচক্যশালী বাহ্য সভ্যতা আমাদের দেশে সঞ্চারিত হইতেছে, তাহাতে স্বদেশানুরাগের সম্বন্ধ দেখা যায় না, এ সভ্যতা স্বদেশানুরাগ হইতে উৎপন্ন নহে; অনুকরণ দ্বারা ঋণ করা হইতেছে। সুতরাং কাকের ময়ূর-সজ্জাবৎ ঈদৃশ সভ্যতা দ্বারা ভারতবর্ষের স্থায়ী কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। স্বদেশানুরাগ মনুষ্য জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; নিতান্ত বিকৃতাবস্থা না হইলে কেহই স্বদেশের প্রতি মমতাশূন্য হইতে পারে না। যে দেশে যে জাতির মধ্যে গমন কর, তাহা সভ্যই হউক আর অসভ্যই হউক; তথাকার লোকদিগের মনে স্বদেশানুরাগের সুস্পষ্ট চিহ্ন সকল অবশ্যই লক্ষিত হইবে। মনুষ্যেরা ইহারই প্রভাবে অন্য দেশ অপেক্ষা আপনার দেশকে সমধিক প্রীতি করিয়া থাকেন, ইহারই প্রভাবে অন্য জাতি অপেক্ষা আপনার জাতিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া দর্শন করেন, ইহারই প্রভাবে অন্য দেশের

আচার ব্যবহার অপেক্ষা স্বদেশীয় আচার ব্যবহারকে মধুময় বলিয়া বোধ করেন; এবং ইহারই প্রভাবে পিতৃ-পুরুষ-পরম্পরাগত যাবতীয় বিষয়ে আত্যন্তিক অনুরাগ জন্মে। প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ-প্রভাবেই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহারই জন্য স্বদেশদ্রোহী ব্যক্তিরা মাতৃ-দ্রোহীর ন্যায় নরাধম বলিয়া সাধু-সমাজে পরিগণিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য হিন্দু সমাজে ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে, স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত নহে, কেবল আপনার বর্ত্তমান সুখাভিলাষ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, স্বদেশকে উন্নত করিবার নিমিত্ত নহে, কেবল আপনি আনন্দে থাকিবার নিমিত্ত অনেকের নিকট স্বদেশের ও স্বজাতির মমতায় জলাঞ্জলি পড়িতেছে। আমরা এ রূপ বলিতেছি না যে স্বদেশানুরাগে অন্ধ হইয়া স্বদেশের দোষ দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া থাক; সে রূপ করা যথার্থ স্বদেশানুরাগীর লক্ষণ নহে। কি প্রকারে স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি হইবে, কি উপায়ে স্বদশীয় আচার ব্যবহার সকল পরিশুদ্ধ হইবে, কিসে স্বদেশীয় লোকে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত হইবে এবং কি প্রকারে স্বদেশের সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এই সকল চিন্তাতেই স্বদেশানুরাগীর অন্তকরণ উদ্যম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ থাকে। যে সকল আচার ব্যবহার দ্বারা বাস্তবিক স্বদেশের অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, যে সকল কুসংস্কার স্বদেশীয়দিগের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং যে সকল রীতি নীতি স্বদেশীয়দিগের অভ্যুদয়ের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, তাহা স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া পরিবর্জ্জিত করিতে আমরা কখনই সঙ্কোচ প্রকাশ করি না।

এক্ষণে হিন্দু সমাজের যে রূপ অবস্থা, তাহাতে কোন্ বিষয়ের অগ্রে সংস্কার সম্পাদন করা আবশ্যক, এই লইয়া অনেকে অনর্থক উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সংসারের গতি ও সংস্কারের রীতি অন্য প্রকার। বিস্তীর্ণ সমাজের মধ্যে অসংখ্য লোক অবস্থান করিতেছে; সকলের আকৃতি যেমন এক প্রকার নহে, সেই রূপ সকলের মনও এক রূপ নহে; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্তই আসিয়াছে। সমুদায় সমাজের সংস্কারভার এক জনের হস্তে নিহিত হয় নাই। অতএব কখনই এ রূপ বলা যাইতে পারে না যে, অগ্রে এই বিষয়ের উন্নতি সাধন কর, পশ্চাৎ অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে। কে সংসারের কোন্ দিকে থাকিয়া কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইবে, কেহই অগ্রে বলিয়া তাহার নিয়ম করিতে পারে না। চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা লোকে নানা বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করেন; তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা দ্বারা একই উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়। কেহ ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হন, কেহ বিদ্যা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন; কেহ রাজনীতির সংশোধন করেন; কেহ আচার ব্যবহারের সংশোধনে অগ্রসর হন; কেহ কৃষি কর্ম্মে, কেহ বাণিজ্যে, কেহ শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার যে বিষয়ে যত দূর ক্ষমতা, তাঁহা দ্বারা সেই বিষয়ের তত দূর উন্নতি সম্পাদিত হয়। এই রূপে নানাবিধ চেষ্টা দ্বারা এক এক সমাজ সংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে থাকে। অতএব হিন্দুসমাজে যাঁহারা যে বিষয়ে যত দূর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা অনর্থক আলস্য-সলিলে নিক্ষিপ্ত না করিয়া হিন্দুসমাজের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত করুন। কেবল এই মাত্র নিয়ম করা যাইতে পারে যে, যাঁহার যে বিষয়ে সমধিক

ক্ষমতা ও অভিরুচি, তিনি স্বদেশের সেই বিষয়ের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হউন; কিন্তু ধর্ম্ম-সংস্কারে সকলেরই সহায়তা অবশ্যক। ধর্ম্ম যেমন প্রতি আত্মার অনন্ত কালের সম্বল, সেই রূপ পৃথিবীতে আমাদের সমাজের মধ্যে প্রধান বন্ধন। যে সকল কুরীতি সামাজিক শাসনেও দূরীকৃত হয় না, সুতীক্ষ্ণ রাজ-শক্তি যেখানে পরাভব পায়, এক মাত্র ধর্ম্মই তাহা সংশোধন করিবার উপায়। স্বার্থের প্রলোভন মানুষকে কেবল দুই ঘণ্টার নিমিত্ত বশীভূত রাখিতে পারে, সমাজ ও রাজ শক্তির শাসন কেবল বাহ্য অত্যাচার নিবারণ করে; কিন্তু সমাজের সর্ব্বাবয়বের সংস্কার করা ধর্ম্মশাসন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অতএব ধর্ম্ম সংস্কারে সকলেরই অগ্রসর হওয়া উচিত; অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি সাধন প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য ভেদে বিভাগ করিয়া লও এবং যার যেমন শক্তি, অকপট ভাবে তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়োগ কর। কিন্তু অনেক ক্ষমতাপন্ন লোককেও আলস্যে কাল ক্ষেপ করিতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। এক জন অশিক্ষিত অক্ষম ব্যক্তি যেমন সমস্ত দিন আত্মোদর পরিপোষণে ব্যস্ত হইয়া থাকে; এক জন সুশিক্ষিত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকেও সেই রূপ কেবল আত্ম-সুখ সাধনেই নিবৃত্ত দেখিলে কাহার মনে দুঃখের উদয় না হয়।

হিন্দুসমাজ আর নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকেন, আপনাদের উপর নির্ভর করিয়াই আপনাদের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়; কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া কোন্ বিষয়ে কত দূর চেষ্টা করিলে কি রূপ ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য

চেষ্টা থাকিলে উপায়ের অসদ্ভাব থাকে না এবং যাহা করিতে হইবে, তাহার পথও অগোচর হয় না। অনেক চেষ্টা অনেক সময়ে বিফল হইয়া যায় সত্য বটে, কিন্তু তাহা দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম। নিশ্চয় জানিবে, এক্ষণে হিন্দুসমাজের প্রত্যেক বিষয়েরই উন্নতি ও সংশোধন আবশ্যক; যাহা অপকৃষ্ট, তাহা দূর করিতে হইবে; যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা আরও উৎকৃষ্ট করিতে হইবে; এবং যাহা নাই, তাহার সৃষ্টি করিতে হইবে। অতএব কার্য্যের অভাব নাই; কি করিব বলিয়া ভাবিত হইতে হইবে না। আলস্য পরিত্যাগ কর, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, আশা ও উৎসাহ জাগরিত রাখ; ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর; আমরা আর আপনাদের উন্নতি করিতে পারিব না ইহা মনে করা কখনই আমাদের উচিত নহে। এমন কিছুই মনে করা যায় না, যাহা জ্ঞানের পরিবর্ত্তন, রুচির পরিবর্ত্তন ও অভ্যাসের পরিবর্ত্তন দ্বারা উপস্থিত হইতে না পারে; অবশ্য, যাহা পৃথিবীতে ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহারই কথা হইতেছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং সেই শক্তিকে যে রূপ উন্নতি-শীল করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মনুষ্য দ্বারা কত যে মহৎ মহৎ কর্ম্ম সংসাধিত হইতে পারে, এক্ষণে আমরা তাহা কল্পনা করিতেও পারি না। এক্ষণে আমরা জাতি বিশেষকে যত দূর সভ্যতাতে সমারূঢ় দেখিতেছি, সকল জাতির মধ্যেই সেই উন্নতির বীজ, সেই উন্নতি কি? তাহা অপেক্ষাও মহত্তর উন্নতির বীজ সকল আশ্চর্য্য রূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। কি অনির্দ্দেশ্য অবস্থা উপস্থিত হইলে যে তৎসমুদায় অঙ্কুরিত ও উপযুক্ত রূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে। পৃথিবীতে এমন জাতিও বিদ্যমান আছে, যে,তাহারা অদ্যাপি অক্ষরের সৃষ্টি করিতে পারে নাই, ধনুর্ব্বাণের নামও শুনে নাই এবং

অদ্যাপি রন্ধনপ্রণালীও জানে না; ভবিষ্যতে হয়তো তাহারাই সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে। রোম সম্রাটের অধিকার কালে বৃটেন দ্বীপের কি অবস্থা ছিল? মনুষ্যের শক্তিতে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-পরিপূর্ণ অরণ্যের পরিবর্ত্তে সুদৃশ্য প্রসাদ-শ্রেণী বিনির্ম্মিত হইতেছে; দুর্গম স্থান সুগম হইতেছে; দুর্লভ বস্তুও সুলভ হইতেছে; ঘোরতর অসভ্য জাতিও সভ্যতার পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়েছে; অধিক কি, দেশের জল বায়ু পর্য্যন্ত মনুষ্যের শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। কেবল বাহ্য পরিবর্ত্তন নব, আন্তরিক পরিবর্ত্তনের অতি স্পৃহনীয় ফল সকল উৎপন্ন হইতেছে। ঘোরতর মুর্খ জ্ঞানবান্ হইতেছে; উদ্ধত স্বভাব বিনীত হইতেছে, ঘোর পাপীও সাধু ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এমন জাতি নাই, এমন বংশ নাই, এমন ব্যক্তি নাই, যাহারা যত্ন ও চেষ্টা করিয়া আপনাদের অবস্থা উন্নত করিতে না পারে। ভারতবর্ষের উষ্ণতাও ইহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। বঙ্গ দেশের আদ্র্র্ভূমিও ইহার ব্যাঘাত করিতে পারে না। এই ভূমিতেই মহাপণ্ডিত উৎপন্ন হইতে পারেন; এই ভূমিতেই মহাবীরের আবির্ভাব হইতে পারে, এই ভূমিতেই মহা পুরুষ সঞ্চরণ করিতে পারেন, এই অতি দুস্থ হিন্দুসমাজই অত্যুন্নত হিমালয়ের ন্যায় শোভমান হইতে পারে। যদি উদ্দেশ্য থাকে, যদি সংকল্প থাকে, যদি যত্ন থাকে, যদি চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য দ্বারা যত দূর হইবার সম্ভাবনা, তাহা হিন্দুসমাজ কেন না অধিকার করিতে পারিবে?

অনুষ্ঠান।

বিগত ২১ আশ্বিন রবিবার শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এই প্রার্থনা করেন।

"মাতার ন্যায় কোমল বন্ধু জগতে আর নাই। মাতা সেই পরম মাতার স্নেহময়ী প্রতিমুর্ত্তী স্বরূপ। পিতা সন্তানকে পরিত্যাগ করিলে মাতা কিন্তু তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পুত্র পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মাতার কোমল অঙ্কে আশ্রয় লাভ করে। এমন প্রিয় বস্তুর বিয়োগ হইলে সকলেই দুঃখার্ণবে মগ্ন হয়। কিন্তু এতদ্রূপ বিয়োগে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা বিশেষ দুঃখিত হয়েন। তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য, স্বদেশের জন্য মাতার মনে ক্লেশ প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন। মাতা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দারুণ মনোব্যথায় ব্যথিত হয়েন। যেখান হইতে তাঁহারা চির কাল প্রিয় ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, সেখান হইতে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। কোথায় সন্তান তাঁহাকে সুখে রাখিবে, তাহা না হইয়া সে তাঁহাকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে। কোথায় তিনি প্রত্যাশা করেন যে লোকে তাঁহার সন্তানকে প্রশংসা করিবে, তাহা না হইয়া তাহাকে লোকের নিন্দাভাজন হইতে দেখিয়া তিনি দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে চির কাল যাপন করেন। হে মাতঃ! ধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের হিত সাধন জন্য তোমার মনে কতই না ক্লেশ প্রদান করিয়াছি! তোমার কোমল মনকে এত যন্ত্রণা দিয়াছি যে তুমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলে! তোমার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিল; তুমি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে সেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ আমাকে করিতে দেখিয়া তোমার মন কি ভয়ানক আঘাত না প্রাপ্ত হইয়াছিল। তুমি যখন আমার বাল্যাবস্থায় আমাকে তোমার মস্তকের উপর স্থাপন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে, তুমি কি তখন মনে করিয়াছিলে যে আমি তোমার স্নেহের এই রূপ প্রতিশোধ দিব? যে পুত্র

দ্বারা, তুমি মনে করিয়াছিলে, বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহারই দ্বারা বংশের উপর কলঙ্ক পতিত হইল; যে পুত্রকে তুমি এই রূপ মনে করিয়াছিলে যে, সে লোকের প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া তোমার মনকে আহ্লাদে নৃত্যমান করিবে সেই পুত্র লোকের নিন্দাভাজন হইয়া তোমার মনকে দারুণ ক্লেশ প্রদান করিল। যে পুত্রের জন্য তুমি লোকের আদৃতা হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলে, তাহার জন্য তুমি লোকের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলে। এই কি তোমার সুকোমল স্নেহের প্রতিক্রিয়া হইল? তুমি মনের খেদে এ পর্য্যন্ত কাতর উক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলে যে কি কালসর্প আমার উদরে আমি ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু হে মাতঃ! তুমি এক্ষণে পরলোকবাসিনী হইয়া যে উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সেই জ্ঞান সহকারে তুমি কি এখন আমাকে ক্ষমা করিতেছ না? ক্ষমা করা দূরে থাকুক, তুমি কি আমার কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া আহ্লাদিত হইতেছ না? আমার বোধ হইতেছে যেন তোমার আত্মা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তোমার মনে এত দারুণ কষ্ট প্রদান করিয়াছি তথাপি তোমার স্নেহের ন্যূনতা হয় নাই। তুমি তোমার শেষ পীড়ার সময় নিজের ক্লেশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমার হিতকর কার্য্য সাধনে ব্যস্ত ছিলে; সেই পীড়ার সময় আমি ভাল খাইব বলিয়া, আমার পুনঃ পুনঃ নিষেধ বাক্য না শুনিয়া আমার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করার কথা যখন আমার মনে হয়, তখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন সুকোমল স্বর্গীয় স্নেহ কি আর দেখিতে পাইব? আমার প্রতি এরূপ স্নেহের দৃষ্টান্ত দেখা জন্মের মত ফুরাইল? এখন কতই চিন্তা আমার মনকে আকুলিত করিতেছে, তোমার প্রতি কতই যত্নের ত্রুটি স্মরণ হইতেছে, কতই শুশ্রূষার ন্যূনতা মনে পড়িয়া যন্ত্রণা রূপ পেষণীযন্ত্রে আমার চিত্তকে নিপীড়িত করিতেছে। মা! আর কি তোমার সহিত দেখা হইবে না যে সেই সব যত্নের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিব? আমার হৃদয় বলিয়া দিতেছে যে তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, যে তুমি পুনরায় আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিবে।

হে বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আমার স্নেহময়ী মাতা এ লোক হইতে অবসৃত হইলেন। তোমার এই শুভ সংকল্প সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে আর আমরা তেমন স্নেহপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না। তেমন স্নেহগর্ভ আহ্বান আর শুনিতে পাই না। আমরা এ জন্মের মতন সে অভয় ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলাম। তিনি তোমার মঙ্গল-ভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়াই তোমার মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়াছি। তিনি আমাদের সুখে সুখী হইতেন, আমাদের দুঃখে দুঃখ ভোগ করিতেন, আমাদের রোগে রুগ্ন হইতেন, এবং আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেন। এক্ষণে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি তাঁহার সেই কোমল আত্মাকে আপনার ক্রোড়ে রক্ষা কর। তাঁহাকে সংসারের পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার শান্তি-নিকেতনে লইয়া যাও। আমাদের কৃতজ্ঞতা যেন চির কাল তাঁহার প্রতি জাগরিত থাকে। তোমার প্রসাদে আমাদের এই বংশ যেন তোমার ধর্ম্ম পথে চির কাল অবস্থান করে।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২০ কার্ত্তিক সোম বার।

২২২ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সোমো-দেবতা।

১০৫৩
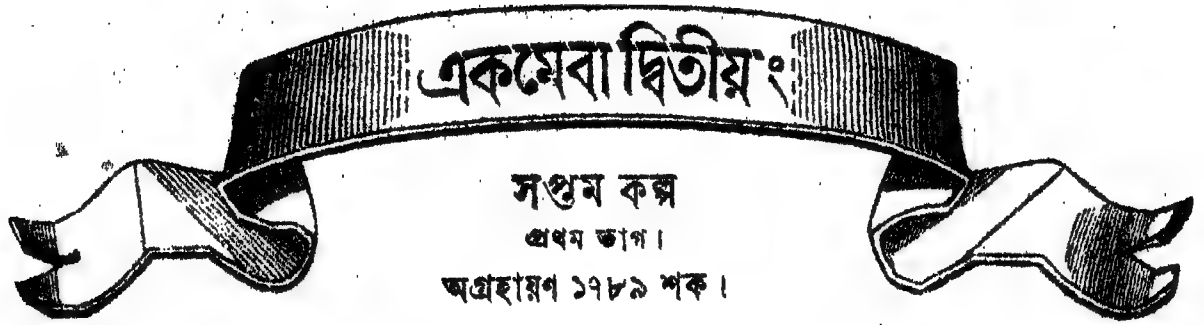
৬। ত্বং চ সোম নো বশো জীবাতুং ন মরামহে। প্রিয়স্তোত্রো বনস্পতিঃ।

৬। হে 'সোম' 'নঃ' অস্মাকং স্তোতৄণাং 'জীবাতুং' জীবনৌষধং 'ত্বং চ' ত্বং চেৎ 'বশঃ' কাময়েথাঃ তদানীং বয়ং 'ন মরামহে' ন ম্রিয়ামহে। কীদৃশস্ত্বং 'প্রিয়স্তোত্রঃ' প্রিয়াণি স্তোত্রাণি যস্য স তথোক্তঃ বহুভিস্তোতব্য ইত্যর্থঃ। 'বনস্পতিঃ' বনানামোষধি বনস্পতিরূপাণাং পতিঃ পালয়িতাসি। সোমোহ্যোষধীনাং রাজেতি শ্রুতেঃ।

৬। হে সোম! তুমি যদি আমাদের জীবন কামনা কর, তবে আমরা অমর হই তুমি স্তোত্র-প্রিয় ও বনস্পতি।

১০৫৪

৭। ত্বং সোম মহে ভগং ত্বং যূন ঋতায়তে। দক্ষং দধাসি জীবসে।

৭। হে 'সোম' 'ত্বং' 'মহে' মহতে বৃদ্ধায় 'ঋতায়তে' ঋতং যজ্ঞং আত্মনঃ ইচ্ছতে পুরুষায় 'জীবসে' জীবিতুং 'দক্ষং' উপভোগ সমর্থং 'ভগং' ধনং 'দধাসি' বিদধাসি করোষি তথা 'ত্বং' 'যূনে' তরুণায় চ 'ঋতায়তে' জীবিতুং ধনং করোষি।

৭। হে সোম! তুমি যাগার্থী বৃদ্ধ ও যুবাকে জীবিকার নিমিত্ত ভোগ-যোগ্য ধন প্রদান করিতেছ।

১০৫৫

৮। ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো রক্ষা রাজন্নঘায়তঃ। ন রিষ্যেত্ত্বাবতঃ সখা।

৮। হে 'সোম' 'রাজন্' রাজনশীল 'ত্বং' 'অঘায়তঃ' অঘং পাপং তদ্ধেতুকং দুঃখং অস্মাকং কর্তুমিচ্ছতঃ 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বস্মাদপি পুরুষাৎ 'নঃ' অস্মান্ 'রক্ষ' পালয় 'ত্বাবতঃ' ত্বৎসদৃশস্য 'সখা' সখায়ং প্রাপ্তঃ পুরুষঃ 'ন রিষ্যেৎ' নহি বিনশ্যেৎ কিমুবক্তব্যং ত্বৎসখা বিনশ্যতীতি।

৮। হে দীপ্যমান সোম! তুমি দুঃখ দানাভিলাষী সমস্ত লোক হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ভবাদৃশ পুরুষের সখা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

১০৫৬

৯। সোম যাস্তে ময়োভুব ঊতয়ঃ সন্তি দাশুষে। তাভির্নোঽবিতা ভব।

৯। হে 'সোম' 'তে' তব সম্বন্ধিন্যঃ 'দাশুষে' চরুপুরোডাশাদীনি দত্তবতে যজমানায় 'ময়োভুবঃ' ময়সঃ সুখস্য ভাবয়িত্র্যঃ 'যাঃ' ঊতয়ঃ রক্ষাঃ 'সন্তি' বিদ্যন্তে 'তাভিঃ' রক্ষাভিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'অবিতা' রক্ষিতা 'ভব'।

৯। হে সোম! যজমানকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমার যে সকল সুখকর উপায় আছে, তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

১০৫৭

১০। ইমং যজ্ঞমিদং বচো জুজুষাণ উপাগহি। সোম ত্বং নো বৃধে ভব। ১।৬।২০।

১০। হে সোম 'ত্বং' 'ইমং' অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণং 'যজ্ঞং' 'ইদং' 'বচঃ' ইদানীং ক্রিয়মাণং স্তুতিলক্ষণং বচনং 'জুজুষাণঃ' সেবমানঃ সন্ 'উপাগহি' উপাগচ্ছ প্রাচীন বংশলক্ষণং গৃহং প্রাপ্নুহি। আগত্য চ 'নঃ' অস্মাকং 'বৃধে' যজ্ঞস্য বর্দ্ধনায় 'ভব'। ১।৬।২০।

১০। হে সোম! এই যজ্ঞ ও এই বাক্য গ্রহণ পূর্ব্বক এখানে আগমন কর ও উন্নতি বিধান কর। ১।৬।২০।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

কলিকাতা।

৪ কার্ত্তিক ১৭৮৯ শক।

স্বপ্রকাশ ভূমা আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন; তবে কেন আমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাই? তিনি আমারদের অন্তরের অন্তরাত্মা; তথাপি কেননা আমরা তাঁহাকে অন্তরে দেখিতে পাই? জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত, মৃত্যুর পরে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত, তিনি আমারদের সঙ্গের সঙ্গী; সে সঙ্গ ছাড়িয়া কেন আমরা সংসারে মুহ্যমান থাকি? তিনি নয়নের নয়ন, প্রাণের প্রাণ, তাঁহাকে হৃদয়ে কেন না রাখিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করি? বিষয়ের এমন কি আস্বাদ যে সেই ঈশ্বরের অমৃত হইতে বঞ্চিত করে? তবে কেন বিষয়-সুখের প্রতি ধাবিত হইয়া ঈশ্বরের অমৃত আস্বাদে বঞ্চিত হই? ঈশ্বর আত্মাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাঁর ধর্ম্ম আচরণ করিয়া উন্নত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁর ক্রোড়ে যাইয়া তাঁর আনন্দ-মূর্ত্তি দর্শন করিব, তাঁর ধর্ম্মানুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া অবশেষে তাঁর ক্রোড়ে গিয়া তাঁর প্রসন্ন বদন দর্শন করিব। তিনি আমাদের আত্মাকে উন্নত করিবার জন্য, তিনি আমাদের আত্মাকে পবিত্র করিবার জন্য, এখানে আমারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন; আমরা আত্মাকে উন্নত করিয়া তাঁর ক্রোড়ে গিয়া অমৃত লাভের প্রত্যাশা করিতেছি। আমারদের আত্মা শৈশবাবস্থা হইতে ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যখন আমরা না জানিয়া মাতৃ-স্তনে পোষিত হইতেছিলাম, সে সময়েও এই উদ্দেশ্য কার্য্য করিতেছিল যে যৌবন কালে বৃদ্ধ কালে উন্নত হইয়া মৃত্যুর পর-পারে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব। আমরা এমন লক্ষ্যকে ছাড়িয়া সংসারে পতিত হইয়া ঈশ্বর হইতে পরিচ্যুত হইতেছি। এখানকার দারুণ কোলাহলে বধির হইয়া যেন সেই পরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হই, ধর্ম্মাচরণ করিয়া যেন তাঁর ক্রোড়ে যাইতে পারি। ঈশ্বর সেই মঙ্গল ভাবের সহায়; অমরা ঈশ্বরের নিকট যাইব, এই জন্য এত ক্লেশ সহ্য করিতেছি। আমারদের আত্মার মধ্যে ঈশ্বর সখা সযুজা হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই শ্রুতিটি সকলের হৃদয়ে জাগ্রৎ রহিয়াছে যে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিসস্বজাতে"। এই শরীরের মধ্যে আত্মা পরমাত্মা উভয়ে বসতি করিতেছেন। সেই পরমাত্মার আদেশে আত্মা ধর্ম্মাচরণ করিতেছে, পরমাত্মা তাহার অনুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন। দেখ এই ভয়াবহ সংসারে কেমন সহায় হৃদয়ে রহিয়াছেন। আমরা দুর্ব্বল, সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর আত্মাতে থাকিয়া দুর্ব্বলতা পরিহার করিতেছেন। যদি আমরা ব্রহ্মে সংস্থিত হই, তবে ভয়

কি? ভূমা আকাশে যেমন স্থাবর নক্ষত্র-সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে, আকাশ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে না; তেমনি ভূমা পরমাত্মাতে আত্মা সংস্থিত রহিয়াছে। অতএব স্বকীয় আত্মাতে ভূমাকে দেখিয়া পরমাত্মাকে লাভ কর। সেই আমারদের এক মাত্র লক্ষ্য। আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি, আমারদের ব্রহ্ম এক মাত্র লক্ষ্য। ব্রহ্ম পূজা এক মাত্র পূজা—যাহাতে সেই ঈশ্বরের আরাধনা সকল সময়ে করিতে পারি, ইহার জন্য ব্রাহ্ম-সমাজে সম্মিলিত হইয়াছি। এ লক্ষ্য হইতে যেন ভ্রষ্ট না হই। হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর—তোমার সৎস্বরূপ প্রকাশ কর, ধর্ম্মভাব মঙ্গল-ভাব হৃদয়ে প্রেরণ কর, সংসারের মোহ হইতে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সিন্দূরীয়াপটী চতুর্থ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ অগ্রহায়ণ ১৭৮৯ শক। মঙ্গল বার।

সম্পাদকের বক্তৃতা।

আজি এই ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব। প্রতি দিন নির্জ্জনে বসিয়া যে অন্তর্যামী পুরুষের আরাধনা করিয়াছি, প্রতি সপ্তাহে সকলে মিলিয়া যে পরম পিতার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছি; আজি সেই মহান্ পুরুষের বাৎসরিক পূজা সম্পাদনের জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি এখানে পূর্ণ রূপে বিরাজমান আছেন, সকলের সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন এবং সকলের অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি এখানকার সকল কথাই শ্রবণ করিতেছেন, সকলের মনের ভাব জানিতেছেন এবং প্রতি জনের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি অবধারণ করিতেছেন। জননী যেমন শিশু সন্তানের মুখে মা বলিয়া আহ্বান শুনিতে চান, সেই রূপ সেই অখিলমাতা আমাদের মুখে সরল হৃদয়ের আহ্বান শ্রবণ করিবেন। আজি জন্ম সফল হইবে। তাঁহাকে পূজা করিয়া আজি আমরা পবিত্র হইব। আমাদের অধিকার অতি উচ্চ, কিন্তু আমরা অতি অযোগ্য; তথাপি আমাদের এই আশা হইতেছে যে, সেই দীনহীনের পরম ধন আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবেন। সত্য কি, আমাদের শূন্য হৃদয়ে সেই পূর্ণ স্বরূপ আবির্ভূত হইবেন? সত্য কি, সেই প্রাণ-স্বরূপের অধিষ্ঠানে এই গৃহ পরিপূর্ণ আছে? সত্য কি, এই সকল মর্ত্ত্য লোকের মধ্যে সেই অলৌকিক অমৃত পুরুষ এই আলোকের ন্যায় বিদ্যমান আছেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, ঈশ্বর বিজ্ঞানময় পুরুষ, জড় পদার্থ নহেন; চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি সত্য-স্বরূপ সত্য-পথে না থাকিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি প্রীতি-স্বরূপ হৃদয় প্রীতি-রসে আর্দ্র না হইলে তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। তিনি পবিত্রস্বরূপ, পুণ্যসলিলে আত্মা পবিত্র না হইলে তাঁহাকে স্পর্শ করা যায় না। তিনি কর্ম্মশীল, কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত তাঁহার সহিত সম্মিলনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সত্য ও মিথ্যা, প্রীতি ও শূন্যতা, পুণ্য ও পাপ এবং কর্ম্ম ও আলস্য আমাদের চরিত্রে মিশ্রিত হইয়া আছে। যদি এই রূপ চরিত্র লইয়াই আমরা পরিতৃপ্ত থাকি, তবে কি আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি যে, সেই পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিব? যে রূপ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয়; তাহা না করিয়াও কি আমরা সেবকের সকল ফল লাভ করিতে সমর্থ হইব। আমরা অধিকাংশ সময় ঈশ্বরের সেবা পরিত্যাগ করিয়া আপনাকেই সেবা করিয়া থাকি। ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছার সহিত আমাদের মলিন কামনার মিল হয় না, ইহা আমরা পদে পদে প্রত্যক্ষ করি-

তেছি; তথাপি সেই ক্ষুদ্র কামনা সকল কি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি? তবে কি ভরসায় তাঁহার সহিত সম্মিলনের আশা করিতেছি? ভরসা আমাদের কিছুই নাই—যোগ্যতা আমাদের কিছুই নাই; কিন্তু এ অবস্থায় তাঁহাকে না ডাকিয়া আমরা আর কি করিব? এই জন্যই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি এবং তাঁহারই সাহায্য লইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এই আশা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ঈশ্বর চির কালই আমাদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন; কিন্তু আমরা জীবনের অনেক অংশ তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া অতিবাহিত করিয়াছি। যদিও পৃথিবীর কোন পদার্থ এক দিনের নিমিত্তেও হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে নাই, তথাপি পৃথিবীর সুখই সর্ব্বস্ব বলিয়া যত দিন মুগ্ধ ছিলাম, তত দিন সমুদায় আশা এই সংকীর্ণ সংসারেই আবদ্ধ ছিল। মনে করিতাম সংসারের জয় লাভ করিতে পারিলেই জীবন চরিতার্থ হইল। যে অবধি সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তদবধি এই সংসারের সমুদায় সুখ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সংসারের সুখে হৃদয় আর পরিতৃপ্ত হয় না। যাঁর সংসার, তিনিই ইহাতে তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। আমাদের তৃপ্তি লাভের কারণ এখানে কিছুই নাই। যাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখি, তাঁহাকেই বিলাপ করিতে দেখিতে পাই। সংসারের সুখ মরীচিকার ন্যায় মনুষ্যগণকে প্রতারিত করিতেছে—আমরা আপনারাই বুদ্ধিদোষে প্রতারিত হইতেছি; কেন না সংসারে যাহা নাই; তাহাই সংসারে অনুসন্ধান করিতেছি।

এই পৃথিবী ও এই শরীর আমাদের চির কালের জন্যে নহে। এখানকার আমোদ প্রমোদ, মান সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও ধন ঐশ্বর্য্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে; নিশ্চয়ই এক সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। আমি, আমরা, পরিশেষে কোথায় যাইব, কিছুই জানি না। আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে এখানে কত দিন অবস্থিতি করিতে হইবে, তাহা কেহই জানে না। কেহই জানে না কোন্ দিন এই সংসারের দিন অবসন্ন হইবে; কোন্ দিন সেই কাল আসিয়া আমাদিগকে পৃথিবীর ক্রোড় হইতে অপহরণ করিবে। তখন হাস্য কোলাহল হাহাকারে পরিণত হইবে, আমোদ প্রমোদ স্তব্ধ হইয়া থাকিবে, এই শরীর চির কালের জন্য শয়ন করিবে। তখন আমার, তখন আমাদের, কি অবস্থা উপস্থিত হইবে? এখন আমরা যাহা কিছু করিতেছি, তাহার ফলাফল হয় তো কিছুই ভাবিতেছি না। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র চিন্তা ও একটি ক্ষুদ্র কর্ম্মও কদাপি বিফল হইয়া যাইবে না। প্রতি ব্যক্তিকে তাঁহার শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সদসৎ গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। যে পরিমাণে পাপ, সেই পরিমাণে সন্তাপ এবং যে পরিমাণে সন্তাপ, সেই পরিমাণে ক্রন্দন, ইহা নিশ্চয়। ইহা জানিয়া শুনিয়াও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্ম সুখেই নিমগ্ন থাকিব? ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সংসারের উন্নতি সাধন করিব? ঈশ্বরের অবমাননা করিয়া আপনি মানী হইব? ভবিষ্যৎ—অনন্ত কাল এক বারে ভুলিয়া থাকিব? হে সংসারাসক্ত হৃদয়! মনে করিয়াছ কি সংসারের যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আর কিছুই নাই? অন্ন বস্ত্রের অভাব ভিন্ন আর আমাদের অভাব নাই? সংসার ভিন্ন আর চিন্তার বিষয় নাই? এক বার বাহির হইতে চক্ষুকে ফিরিয়া লও; অন্তরে দৃষ্টিপাত কর; আত্মকৃত কর্ম্মের ফল আপনাতে কি ফলিতেছে, পরীক্ষা কর। পৃথিবী হইতে

প্রস্থান করিবার সময় কি লইয়া যাইব, এক বার আলোচনা কর। প্রিয় শরীর পর্য্যন্ত সঙ্গে লইতে সমর্থ হইব না। একাকী আসিয়াছিলাম, একাকী চলিয়া যাইব। তখন আপনার ভাগ্য আর সংসারের উপর থাকিবে না; তখন আপনার ভাগ্য আর বন্ধুবান্ধবের হস্তে থাকিবে না; তখন আপনার ভাগ্য আপনাতেই বিদ্যমান দেখিব। ভাবিয়া দেখ, তাহা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য হইবে। ধন ঐশ্বর্য্য আমার নয়, মান সম্ভ্রম আমার নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তি আমার নয়; এখানে যাহা লইয়া ভাগ্যের বিচার হয়,তাহার কিছুই আমি লইতে পারিব না। যত ক্ষণ এই শরীরে অবস্থান করিতেছি, উহা তত ক্ষণের জন্য; তার পর আর কিছুই পাইব না। কেবল আত্মার চরিত্র আত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে; এবং তাহার উপরেই আমাদের সুখ ও সৌভাগ্য শান্তি ও আরাম নির্ভর করিবে। এখানে আমাদের প্রতি-কর্ম্ম ও প্রতি-চিন্তা আত্মার সেই চরিত্র নির্ম্মাণ করিতেছে। অতএব এখন অবধিই প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ সাবধান হইয়া চিন্তা কর ও সাবধান হইয়া কর্ম্ম কর। চিন্তা ও কর্ম্ম দ্বারা আমাদের চরিত্রে এত বিন্দু বিন্দু করিয়া পাপমলা প্রবিষ্ট হইতে পারে যে আমরা তাহার কিছুই ধরিতে পারি না। কিন্তু সেই সমস্ত বিন্দু বিন্দু পাপ একত্র রাশীকৃত হইয়া যখন আত্মাকে দগ্ধ করিতে থাকিবে, তখন হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে। কেহই তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না। যখন রোগী বিকার-যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকে, অনবরত গাত্রদাহ হয়, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায় ও শরীরের প্রতি বিন্দু হইতে ক্লেশরাশি উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন ধন জন, গৃহ সম্পত্তি ও মান মর্য্যাদা কি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারে? এই বিকারের যন্ত্রণা মনে করিয়া দেখ; কিন্তু শরীরের রোগ অপেক্ষা আত্মার রোগ আরো ভয়ানক। মৃত্যু হইলেই শরীরের রোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়; কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। যত দিন আমাদের রক্ত সতেজ থাকে, তত দিন নানা কুপথ্য করিয়াও হয় তো সুস্থ থাকিতে পারি; কিন্তু প্রতি কুপথ্যেই আমাদের অজ্ঞাতসারে বিন্দু বিন্দু করিয়া স্বাস্থ্যের ভঙ্গ হইতে থাকে; পরিশেষে এক সময়ে সমুদায় কুপথ্যের প্রতিফল একত্র হইয়া আমাদিগকে অনিবার্য্য রোগে আক্রমণ করে ও আমাদের শরীরকে একে বারে ভগ্ন করিয়া ফেলে। সেই রূপ এখন আমরা কিছুই ভাবি না, কিছুই মনে করি না, যা ইচ্ছা করিতেছি; বিষয় কর্ম্মের ব্যস্ততা, আমোদ প্রমোদের কোলাহল ও মান মর্য্যাদার আড়ম্বরে অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিতেছি; সুখের উপর সুখ, আনন্দের উপর আনন্দ ও জয়ের উপর জয় লাভ করিতেছি কিন্তু ঈশ্বরকে প্রতারণা করিবার উপায় নাই। তাঁহার অব্যর্থ নিয়মানুসারে প্রতি দুষ্কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মাতে পাপমলা অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইতেছে। যখন সেই পাপের ভরা পূর্ণ হইবে, তখন আমাদের সমুদায় সুখসৌভাগ্য দুঃখসলিলে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। আত্মাতে সঙ্কটরোগ উৎপন্ন হইবে, রোগীর যন্ত্রণা অপেক্ষাও শতগুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। মৃত্যু হইলেই শরীরের রোগ অবসান হয়; কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই; যত ক্ষণ আত্মা নিষ্পাপ না হইবে, তত ক্ষণ আর কিছুতেই নিস্তার নাই। কিন্তু হায়! এখন বল থাকিতে থাকিতে যদি সেই মঙ্গল-স্বরূপের শরণাপন্ন না হইলাম, তবে যখন বিকারের যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকিব, তখন কি সেই অমৃতসাগরে অবগাহন করিবার সামর্থ্য থাকিবে? যত ক্ষণ পাপের শেষ না হইবে, আত্মা যত

ক্ষণ স্বাস্থ্য লাভ না করিবে, তত ক্ষণ তাহাকে সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে

কেবল ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া পাপ হইতে পরিত্রাণের এক মাত্র উপায়। সংসারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া যদি তাঁহার সেবক হইতে পারি, তাঁহার ইচ্ছার উপরে আত্মসমর্পণ করি, তাঁহার বিরুদ্ধে আর চলিব না, এই বলিয়া আপনার দোষদুষ্ট অভ্যাস সকল পরিত্যাগ করি, কায়মনোবাক্যে তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকি, তবে সেই করুণাময়ের প্রসাদে পুনর্ব্বার পবিত্র হইতে পারি। তিনি শরণাগতবৎসল ও পতিতপাবন। এই ভাবিয়া আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপাসনাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছি। সংসারের সমুদায় কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমরা ব্রাহ্মব্রত অবলম্বন করিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে তাঁহারই আরাধনার নিমিত্ত সকলে একত্র হই। প্রতি বৎসর তাঁহারই নামে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; এই করিয়াই আমাদের চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; অদ্য এই পঞ্চম বৎসরে পদ নিক্ষেপ করিলাম।

সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ্, উন্নতি ও পতন, সকলের মধ্যেই সেই অখিলমাতার সুকোমল মাতৃভাব উপলব্ধি করিতেছি। এক এক বৎসর এক এক নূতন বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এবং আমাদিগকে কত বিচিত্র অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। কিন্তু সেই পুরাতন পুরুষ চির দিন সমান স্নেহে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমাদের প্রার্থনা এই যে তাঁহার পবিত্র নাম সকল আত্মার উপজীবিকা হউক।

হে পতিত-পাবন পরমেশ্বর! আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রদান কর। আমাদের জ্ঞান উজ্জ্বল কর; আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ কর; আমাদের ইচ্ছাতে বল দাও। হে জ্যোতির্ম্ময়! আমাদের নিকট প্রকাশিত হও

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্ববিদ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্বার্থিক মঙ্গল

এবং

তদনুযায়ী মূলনিয়ম।

আমাদের আত্মা আপন ইচ্ছায় পরমাত্মা কর্ত্তৃক নিয়মিত হইলে, সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন আমারদের মনের প্রবৃত্তি সকল আমারদের স্বীয় আত্মা কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়, তখনই আমাদের স্বার্থিক মঙ্গল সম্পাদিত হয়। স্বার্থিক মঙ্গল-সাধনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যদি কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তবে তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, যে কারণে ইহা কর্ত্তব্য যে সমুদায় জগৎ ঈশ্বরের অধীন হইয়া চলে, সেই কারণেই কর্ত্তব্য যে আমাদের সমুদায় প্রবৃত্তি আমাদের আত্মার অধীন হইয়া চলে। ঈশ্বরের অধীন হইয়া চলা যে কি কারণে কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের অধীন হইয়া আমরা যখন জগতের মঙ্গল-সাধনে ব্রতী হই, তখন আমারদের নিজের নিজের মঙ্গল-সাধন কি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে? কখনই না;—আমরা প্রতি জনেই জগতের অন্তর্গত, এই জন্য জগতের মঙ্গল সাধন করিতে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে আমারদের আপনারদের মঙ্গলও সাধন করা হয়।

সমুদায় আত্মার মঙ্গল সাধন করা স্বতন্ত্র এবং বিষয়াভিমুখীন আত্মার প্রবৃত্তি সকলের

মঙ্গল সাধন করা স্বতন্ত্র। আমরা যদি কেবল আমারদের জ্ঞানেরই উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলে তাহাতে আমারদের ভাবের উন্নতি সাধন করা হয় না; যদি কেবল ভাবেরই উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলে তাহাতে আমারদের জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা হয় না; এই রূপ, যে মঙ্গল আমারদের কোন একটি বিশেষ অবস্থার উপযোগী, তাহা অন্য এক অবস্থার অনুপযোগী হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। অতএব আমারদের সমুদায় আত্মার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমারদের সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে আমাদের মনের বৃত্তি সকল আত্মার অধীনে পরিচালিত হয়।

প্রথম কর্ত্তব্যটি সাধনের নাম পারমার্থিক মঙ্গল সাধন। আমরা আমারদের নিজের চেষ্টায় কেবল আপন প্রবৃত্তি-বিশেষকে বিষয়েতে নিয়োগ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের সমুদায় আত্মাকে চরিতার্থ করিতে হইলে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা কোন রূপেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না; পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ করিলেই আমারদের সমুদায় আত্মা চরিতার্থ হয়, ইহাতেই আমাদের ধর্ম্ম হয়, ইহারই নাম পারমার্থিক মঙ্গল, এ মঙ্গলের বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে যথা সাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য যাহা উপরে উল্লিখিত হইল, কি না—আমারদের মনের বৃত্তি সকলকে আত্মার অধীনে রাখিয়া সাংসারিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করা, ইহারই নাম স্বার্থিক মঙ্গল সাধন, ইহারই বিষয় এক্ষণে বিবেচনা করা যাইতেছে।

আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, প্রবৃত্তি সকলকে আত্মার বশীভূত করাকে যদি স্বার্থ সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ শব্দের চলিত অর্থের প্রতি নিতান্তই বিমুখ হইয়া উহাকে এক অযোগ্য উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়; কিন্তু স্বার্থ-সাধন শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি যদি এক বার মনোনিবেশ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ওরূপ ভ্রম কখনই মনে স্থান পাইতে পারিবে না। স্বার্থ-সাধন শব্দের অর্থ এই যে, আমারদের নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করা; এ রূপ করিতে হইলে আমাদের প্রবৃত্তি সকলকে আপন বশে রাখা নিতান্তই প্রয়োজনীয়; কেন না যদি আমারদের প্রবৃত্তি সকল বিনা নিয়মে যথা তথা ধাবিত হয়, তাহা হইলে কি রূপে আমরা আমারদের নিজের কোন অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইব? মনে কর যে কতক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে আপাততঃ আমারদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; দেখ এই একটি স্বার্থ উপযুক্ত রূপে সাধন করিতে হইলে, আপন মনোবৃত্তি সকলকে কেমন বশীভূত করিতে হয়,—আলস্যকে পরাজয় করিতে হয়, বিলাস-লালসাকে দমন করিতে হয়, তৎপরতা অভ্যাস করিতে হয়; এই রূপ যখন আমারদের মনোবৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে আমারদের আত্মার বশে সংস্থাপিত হয়, তখনই আমরা যথার্থ রূপে স্বার্থ সাধনের—কি না স্বকীয় অভীষ্ট সাধনের উপযুক্ত হই। পুনশ্চ যখন আমারদের সেই মনোনীত অর্থ লাভে আমরা কৃতকার্য্য হই, তখন তাহাকে আমরা ইহারই জন্য স্বার্থ সিদ্ধি বলি, যে তাহাতে আমরা আমারদের মনোবৃত্তি সকলকে যথাভিরুচি সুনিয়ম অনুসারে চালাইতে নানা প্রকার পথ পাই। কিন্তু সেই অর্থ-সহকারে যদি আমরা কেবল উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি সকলের সেবায় রত হই, সুতরাং প্রবৃত্তি সকলকে নিয়ম-বদ্ধ করিয়া পরিচালনা করিতে ভার বোধ করি, তাহা হইলে সে অর্থ দ্বারা আমারদের স্বার্থ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক,

তদ্দ্বারা আমারদের অনর্থই সাধিত হয়। পূর্ব্বে অবধারিত হইয়াছে যে, সর্ব্ব-জগতের সমশুভাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মার অধীনে আত্মাকে নিযুক্ত করাকে পরমার্থ সাধন কহে,—এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে যে, স্বীয় প্রবৃত্তি সকলকে আত্মার অধীন করিয়া পরিচালনা করাকেই স্বার্থ সাধন কহে।

সমুদায় জগতের মঙ্গল—যাহা আমাদের কাহারো নিজের অভিপ্রেত ক্ষুদ্র মঙ্গল নহে, পরন্তু যাহা অসীম মঙ্গল, যাহা অসীম উন্নতির চিরবাঞ্ছিত লাভাতীত অনন্ত ফল, সে মঙ্গলের প্রবর্ত্তক কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর; এই জন্য সে মঙ্গল যদিও আমারদের প্রজ্ঞাতে অনিবার্য্য রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি তাহাকে আমরা বুদ্ধিতে কোন রূপেই আয়ত্ত করিতে পারি না; কেবল আমারদের নিজের কল্পিত মঙ্গলকেই আমরা আপন বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি; এবং স্বীয় বুদ্ধিতে মঙ্গল কল্পনা করিয়া যে পরিমাণে আমরা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারি, সেই পরিমাণে সেই কল্পিত মঙ্গলের মূলীভূত প্রজ্ঞানিহিত বাস্তবিক মঙ্গলেতে আমাদের বিশ্বাস বল পাইতে থাকে। আমাদের আত্মার স্বভাবই এই যে, সে প্রজ্ঞা-দ্বার দিয়া পরমাত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বুদ্ধি দ্বার দিয়া বিষয় কল্পনায় ব্যাপৃত হয়, উভয় কার্য্যই নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় এক যোগে নির্ব্বাহ করে; তুলাদণ্ড যেমন—এ দিকে শিরঃসমুন্নত কণ্টক দ্বারা গগন শিখরের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করে ও দিকে স্কন্ধালম্বিত রজ্জু দ্বারা ধরাকৃষ্ট ভারদ্বয় বহন করে, উভয় কার্য্যই একত্র নিষ্পন্ন করে,—সেই রূপ।

ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর-নির্ব্বিশেষ মঙ্গলকে যদিও আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না, কিন্তু আমরা তাহার অধীন হইতে পারি, আমরা তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। যদিও আমরা শুদ্ধ কেবল নিজের চেষ্টায় সে মঙ্গল-সাধনের বিন্দুমাত্রও সম্পন্ন করিতে পারি না, তথাপি আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি যে, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছা কর্ত্তৃক যেন আমরা সকলে নিয়মিত হই; এই রূপ যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমাদের প্রার্থনার যোগ হয়, তখন তাহা হইতে প্রসূত অমৃত ফলস্বরূপ এই একটি সত্য তিনি আমারদের আত্মাতে সমর্পণ করেন যে, তাঁহার সেই মঙ্গল ইচ্ছা নিরন্তরই সাধিত হইতেছে, তাহার জন্য কিছুমাত্র শঙ্কা নাই;—কথায় তিনি আমাদিগকে কিছুই বলেন না, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রেত মঙ্গল ভাবের যথা-পরিমাণ আভাস দ্বারা আমারদের আত্মাকে এ রূপ পূর্ণ করেন যে, তাহাতে নিমেষের মধ্যে আমাদের আত্মা অনুপম বলবীর্য্য ও শান্তিতে পরিপ্লাবিত হয়। এই রূপ, ঈশ্বরের প্রসাদ যাহা সতত সর্ব্বত্র অপার-করুণাবনত রহিয়াছে, তাহাকে আমারদের নিজ আত্মাতে আদরের সহিত আহ্বান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে গ্রহণ করা এবং তথায় তাহাকে অটল রূপে প্রতিষ্ঠা করা, আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ তাহাকে সাধ্যানুসারে পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, স্বদেশের মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যে, উত্তরোত্তর ক্রমশঃ বিস্তার করা—আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

আদান প্রদানের সামঞ্জস্য বিধি যাহা জগতের মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, পারমার্থিক জগতের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। আমরা ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিলে, ঈশ্বর আমারদের আত্মাতে তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করিয়া আমারদের সমুদায় কামনা পূর্ণ করেন। আত্মপর-নির্ব্বিশেষ পূর্ণ মঙ্গলেতে আমরা যে পরিমাণে আমাদের

আত্মা সমর্পণ করি, সে মঙ্গলও সেই পরিমাণে আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে আসিয়া বসতি গ্রহণ করে। এই রূপে,—অসীম আকাশ ব্যাপিয়া, যুগ যুগান্তর পরিমাপন করিয়া, সমুদায় জগতের মধ্যে যে এক অসীম মঙ্গল ভাব স্বকার্য্য সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার কণা মাত্র প্রসাদ যদি আমরা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমরা কি না সম্পদ লাভ করি? তাহা হইলে সমুদায় জগৎ যেমন একটি সুন্দর শৃঙ্খলায় গ্রথিত হইয়া ঈশ্বরের অধীনে নিযুক্ত রহিয়াছে, সেই রূপ আমারদের মনের সমুদায় প্রবৃত্তি সুশৃঙ্খলার বশবর্ত্তী হইয়া আমারদের নিজ নিজ আত্মার অধীনে সংস্থাপিত হয়। এই রূপ যখন আমরা ঈশ্বরাভিপ্রেত মঙ্গল ভাব অনুসারে আমারদের প্রবৃত্তি সকলকে যথা নিয়মে পরিচালনা করিতে কৃতসংকল্প হই, তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বার্থের পথ অবলম্বন করি। কেননা, ধনমান খ্যাতি প্রতিপত্তি—ইহারা আমাদের স্বার্থ-সাধনের উপায় মাত্র; সাক্ষাৎ স্বার্থ সাধন কি? না স্বকীয় মনের বৃত্তি সকলকে সামঞ্জস্য রূপে চরিতার্থ করা, ইহা হইলেই স্বার্থ সাধনের কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না।

শুদ্ধ কেবল পারমার্থিক মঙ্গল সাধনের নিয়ম এই যে, ঈশ্বরের অধীন হইয়া, পাপ হইতে বিরত হইয়া, সকল অবস্থাতেই মঙ্গল সাধন করিতে হইবে; এবং তদুত্তর স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের নিয়ম এই যে, ঈশ্বর আমাকে আপাততঃ যে রূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন সে অবস্থাতেও মঙ্গল সাধন করিতে হইবে,—যথা; ঈশ্বর আমাকে এই রূপ মনোবৃত্তি সকল দিয়াছেন—এ সকলকে যথোপযুক্ত রূপে চালনা করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ শরীর দিয়াছেন—ইহাকে যথোপযুক্ত রূপে পোষণ করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ পরিবার দিয়াছেন—পরিবারস্থিত সকলের প্রতি সম্বন্ধোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি সহকারে যথোপযুক্ত রূপ ব্যবহার করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ সমাজে সমর্পিত করিয়াছেন—অতএব মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে হইবে, সমতুল্য ব্যক্তিকে সমাদর করিতে হইবে, অনুগত ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে, এই রূপ সকলের প্রতি যথোচিত ভদ্র ব্যবহার করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন,—অতএব স্বদেশের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, স্বদেশের যাহাতে গৌরব রক্ষা হয়, তাহার জন্য যত্ন পাইতে হইবে; তিনি আমাকে এই পৃথিবীতে রাখিয়াছেন,—পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করা যতটুকু আমার সাধ্যায়ত্ত তাহা করিতে হইবে। পুনশ্চ যদি এ রূপ হয় যে আমি কৃষকের গৃহে জন্মিয়া কৃষি-কার্য্যই শিক্ষা করিয়াছি, তাহা হইলে সেই কার্য্যই উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে; যদি এ রূপ হয় যে আমি ধনবানের গৃহে জন্মিয়া ধনোপার্জ্জন বিষয়ে অথবা কোন বিদ্যা-বিশেষের অনুশীলন বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াছি, তাহা হইলে যাহাতে আমার অবস্থার উপযুক্ত রূপে সেই ধনের আয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে অথবা সেই বিদ্যা বিশেষের আলোচনা হইতে পারে, তাহা করিতে হইবে; ইত্যাদি।

কিন্তু এ রূপ কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, উপস্থিত সকল অবস্থাই আমাদের বিহিত স্বার্থ সাধনের পক্ষে সমান রূপ অনুকূল হইবে; প্রত্যুত ইহা সকলেরই দৃষ্টিপথে সর্ব্বদাই পড়িয়া আছে যে, কোন অবস্থা আমাদের স্বার্থের অল্প অনুকূল, কোন অবস্থা তাহার অধিক অনুকূল, কোন অবস্থা তাহার প্রতিকূল,—আমরা প্রতি ক্ষ-

নেই এই রূপ নানাবিধ শুভাশুভ অবস্থার মধ্যে নিয়তই স্থিতি করিতেছি; ইহার মধ্যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আপন শুভ বুদ্ধিকে সর্ব্বদা সতেজ রাখা,—যেন বাহিরের কোন অশুভ ঘটনার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা আপনারাও আবার আমাদের মঙ্গলের প্রতিকূল হইয়া না দাঁড়াই। আকাশস্থিত চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যখন ভূমিতে পদচারণ করি, তখন বোধ হয় যেন চন্দ্র আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে; সেই রূপ পরিবর্ত্তনশীল ঘটনা সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যখন কার্য্য করি, তখন মনে হয় যে সেই ঘটনা সকলের সঙ্গে আমরা আপনারাও পরিবর্ত্তিত হইতেছি, কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন ভাবে স্বপদে দণ্ডায়মান থাকি,তখন দেখিতে পাই যে আমরা আপনারা স্থির রহিয়াছি, বাহিরের ঘটনা সকলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে এক মাত্র পরমেশ্বরই কেবল সর্ব্বতোভাবে অপরিবর্ত্তনীয়; এতদ্ভিন্ন আমারদের এই যে আত্মা ইহা ক্রমে ক্রমে যত পরিপক্ক হয় ততই অধিকতর অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারে; যেমন বালকের চঞ্চল মন বয়োশিক্ষা সহকারে ক্রমে ক্রমে স্থৈর্য্য লাভে সমর্থ হয়,—সেই রূপ। তথাপি আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা যতদূর পারি ব্রহ্মেতে অবিচল রূপে সংস্থিত থাকিয়া—মনোমধ্যে কেবল মাঙ্গলিক বিষয় সকলই কল্পনা করি, এবং বাহিরের শুভাশুভ ঘটনা সকলকে সেই প্রকার কল্পনার স্রোতে সংগঠিত করিয়া লইতে সাধ্যমতে চেষ্টা করি; ইহাতে যদি আমাদের সে চেষ্টা বিফলও হয়, তথাপি আমাদের মনের স্বচ্ছন্দতা অকুতোভয়তা কার্য্যদক্ষতা, এই প্রকার সকল অমূল্য স্থায়ী ফল প্রাপ্তি হইতে আমরা কখনই বঞ্চিত হইব না; ঈশ্বরের অধীন বিচক্ষণতা সাহস ধৈর্য্য ইত্যাদি সদ্গুণ-দ্বারা মনের প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিয়া আমরা যদি আমাদের কোন ন্যায্য অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহার কোন না কোন ফল আমরা অবশ্যই লাভ করিব, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

পুনর্ব্বার কহিতেছি যে, ঈশ্বর আমাদিগকে যে রূপ সাংসারিক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন,—আপন প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া সেই অবস্থার উপযুক্ত রূপে সংসার কার্য্যে রত হওয়া, অগ্রে বর্ত্তমান অবস্থার উপযুক্ত হওয়া পশ্চাতে সাধ্যানুসারে ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করা, বিহিত স্বার্থ সাধনের ইহাই পদ্ধতি। আমি যদি বর্ত্তমান সমাজেরই উপযুক্ত না হই, তাহা হইলে সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করা কি আমার পক্ষে কখন শোভা পায়? আমি যদি স্বদেশেরই মঙ্গল সাধন করিতে অযোগ্য হই, তাহা হইলে পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবার ভার গ্রহণ করা কি আমার পক্ষে শোভা পায়? আমি যদি স্বদেশকে ঘৃণা করি, স্বদেশের নিন্দাবাদ করিতে লজ্জা বোধ না করি, তাহা হইলে পৃথিবীকে ভালবাসা কি আমার পক্ষে শোভা পায়? আমি যদি আপনার মনকে বশীভূত করিতে যত্ন না করি, তাহা হইলে উপদেশ অথবা বহির্দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যের উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট হওয়া কি আমার পক্ষে ভাল দেখায়? পূর্ব্ব অধ্যায়ে দৃষ্ট হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়া আত্মপর নির্ব্বিশেষ মঙ্গল সাধন করা আমাদের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু সে মঙ্গল সাধনের বিহিত উপায় যে কি—তাহা অধুনা এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, আপনার

মঙ্গল সাধন করিয়া পরিবারের মঙ্গল সাধন করিতে উপযুক্ত হইবে, পরিবারের মঙ্গল সাধন করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে উপযুক্ত হইবে, সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবার উপযুক্ত হইবে, ইত্যাদি। বর্ত্তমান স্থলে বিধানের এই যে অগ্র পশ্চাৎ ভাব, যথা,— অগ্রে আপনার মঙ্গল সাধন করিবে পরে অন্যের মঙ্গল সাধন করিবে ইত্যাদি,— ইহা সময়ের অগ্র পশ্চাৎ নহে;—একই সময়ে যদি আমি আপনার মঙ্গল সাধন করিতে পারি, পরিবারের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তবে তাহা আমার পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য; বীর পুরুষেরা যখন স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে সমরে আহূত হন, তখন তাঁহারা এই রূপ মনে করেন যে দেশের মঙ্গল হইলেই সমাজের মঙ্গল হইবে, সমাজের মঙ্গল হইলেই আমার পরিবারের মঙ্গল হইবে, পরিবারের মঙ্গল হইলে তাহাতেই আমার মঙ্গল;— এই রূপ আপনার পর্য্যন্ত মঙ্গল মনে কল্পনা করিয়া রণে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহারদের পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য; অগ্র পশ্চাৎ ভাব ব্যক্ত করিবার কেবল এই মাত্র তাৎপর্য্য যে জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য উপযুক্ত হইতে হইলে তাহার (সময় সম্বন্ধে নহে কিন্তু আবশ্যকতা সম্বন্ধে) প্রথম উপায়—নিজের মঙ্গল সাধন করা, দ্বিতীয় উপায়—পরিবারের মঙ্গল সাধন করা, ইত্যাদি। পুরাবৃত্তেও এই রূপ ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন মহাত্মা জগতের কোন বিশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তিনি প্রথমে আপনার মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা পাইয়াছেন, পরে পারিষদ্বর্গের, পরে স্বদেশের, এই রূপেই তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদনিক্ষেপ করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত মহাত্মাগণের চরিতাবলি পাঠ কর— দেখিবে যে, যাঁহারা নীচ পদবী হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, অথবা ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বৃহৎ ব্যাপারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারাই সমধিক সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে পারমার্থিক মঙ্গল সাধন করা যদি সত্যই আমারদের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে স্বার্থিক মঙ্গল সাধন করা তাহার একটি আনুসঙ্গিক উপলক্ষ না হইয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহার সার সংকলন করিয়া স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, স্বার্থকে পরমার্থের অধীন করিয়া বিহিত রূপে তাহার সাধন করিবে; অর্থাৎ,—আমার আপনার মঙ্গল, আমার পরিবারের মঙ্গল, আমার দেশের মঙ্গল, ইত্যাদি আমার সম্পর্কীয় যে কোন মঙ্গল হউক না, সমুদায়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর নির্ব্বিশেষ অনন্ত মঙ্গলের অন্তর্গত, এই রূপ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া যেমন পরমার্থত আমাদের সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য; সেই রূপ আবার গৃহস্থ হওয়া, সামাজিক হওয়া, স্বদেশানুরক্ত হওয়া, ধর্ম্মানুগত স্বার্থ সাধন উদ্দেশে এই সকল উপায় অবলম্বন করা, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

অভিনন্দন পত্র।

ভক্তিভাজন * * * শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য
মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আর্য্য,—যে দিন দেশহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সাধারণ গৃহ প্র-

ষ্ঠিত করিলেন, সেই দিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যুদয় হইল। বহুকালের অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বঙ্গদেশ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল, এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে পদ সঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিন্তু উক্ত মহাত্মার অনতিবিলম্বে পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে তৎপ্রদীপ্ত ব্রহ্মোপাসনারূপ আলোক নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, এবং সকল আশা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। এই বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উত্থিত করিয়া বঙ্গদেশের ধর্ম্মোন্নতির ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিলেন। আপনি নিস্বার্থভাবে ও অপরাজিত চিত্তে বিগত ত্রিশ বৎসর এই গুরুভার বহন করিয়া যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহাতে আমরা আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ হইয়াছি।

যে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য আপনি ১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন; তথায় অনেক কৃতবিদ্য যুবক ধর্ম্মালোচনা দ্বারা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। এই সভার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে বহু সংখ্যক সভ্য দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ হইল। যাহাতে আপনাদের আন্দোলনার ফল আরও বিস্তীর্ণ রূপে প্রচারিত হয় এই উদ্দেশে আপনি ১৭৬৫ শকে সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকা দ্বারা বঙ্গভাষা প্রকৃত রূপে সংগঠিত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং অপরা ও পরা বিদ্যার বিবিধ তত্ত্ব সমুদায় বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থলে প্রচারিত হইয়াছে। এই রূপে তত্ত্ববোধিনী সভা ও রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ পরস্পর সাহায্য দ্বারা ব্রহ্মোপাসকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহাদিগকে এক বিশ্বাস সূত্রে গ্রথিত করিয়া দলবদ্ধ করিবার জন্য আপনি যথা সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা আপনি উপাসনাকে বিশ্বাস ভূমিতে বদ্ধমূল করিলেন, এবং ব্রহ্মোপাসকদিগকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মে সম্প্রদায়ীভূত করিলেন। এই রূপে ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল, এবং ইহার দৃষ্টান্তে স্থানে স্থানে শাখাসমাজ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু পবিত্র ধর্ম্মের উন্নতি স্রোতে অধিক কাল অসত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণ বেদাদি গ্রন্থের অভ্রান্ততা বিষয়ক যে ভয়ানক মত এই সমুদায় ব্যাপারের মূলে গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছিল, তাহা যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মভ্রাতাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া পূর্ব্বে সত্যামৃত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তন্মধ্যে গরল দৃষ্ট হওয়াতে আপনি উভয়কে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত সত্য সংগ্রহ প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালীও সুতরাং পরিবর্ত্তিত হইল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী নির্ব্বিরোধ মূল সত্য নির্দ্ধারণ করত তদুপরি ব্রাহ্মমণ্ডলীকে স্থাপন করিলেন। এই রূপে সমাজ সংস্কার করিয়া আপনি কয়েক বৎসর পরে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় দুই বৎসর কাল অবস্থান করত হৃদয় মনকে উপাসনা, ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা সমধিক উন্নত করিয়া সেখান হইতে প্রত্যা-

গত হইলেন; এবং দ্বিগুণিত উদ্যম ও নিষ্ঠা সহকারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংস্কৃত সমাজের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন। যে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নির্ম্মল মুক্তিপ্রদ জ্ঞান নিয়মিত রূপে বিতরণ করিয়া নব্য সম্প্রদায়ের অনেককে ঈশ্বরের পথে আনিয়াছেন এবং যে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের উপদেশ গুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হওয়াতে শত শত লোকে এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু আপনার যথার্থ মহত্ত্ব তখনও পর্য্যন্ত সম্যক্ রূপে প্রকাশ পায় নাই। যখন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য রূপে পবিত্র বেদী হইতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল; এবং বিশেষ রূপে ঈশ্ব-রের দিকে উপাসকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন। কত দিন আমরা সংসারের পাপ তাপে উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আসিয়া পনার হৃদয় বিনিঃসৃত জ্ঞানামৃত লাভে শীতল হইয়াছি; কত দিন আপনার উৎ-সাহকর উপদেশ দ্বারা আমাদের অসাড় ও মুমূর্ষু আত্মা পুনর্জীবিত হইয়াছে এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গা-ম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। সেই সকল স্বর্গীয় অনুপম "ব্যাখ্যান" পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তৎশ্রবণ দ্বারা যে মহো-পকার লাভ করিয়াছি, বোধ করি অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশ বিদেশে উপযুক্ত রূপে সমাদৃত হইবে। এই প্রকার সাধারণ ভাবে আপনি স্বীয় হৃদিস্থিত আদর্শ অনু-সারে ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আবার বিশেষ রূপে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনার পুত্র সদৃশ স্নেহ পাত্র হইয়া পরম উপকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার জীবনের গূঢ়তম মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এবং আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এবং পবিত্র সহবাসে উন্নত হইয়া আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি পথে আপনাকে যথার্থ বন্ধু ও সহায় জানিয়া চিরজীবন আপনকার নিকট কৃত-জ্ঞতা ঋণে বদ্ধ থাকিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রীতির ধর্ম্ম এবং কঠোর জ্ঞান ও শূন্য অনু-ষ্ঠানের অতীত তাহা আপনারই নিকট ব্রাহ্মেরা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনারই উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আ-ধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই সকল মহোপকারে উপকৃত হইয়া আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি সূচক এই অভিনন্দন পত্রখানি অদ্য আপনাকে উপহার দিতেছি। শূন্য প্রশংসাবাদ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেবল কর্ত্তব্যেরই অনুরোধে এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতারই উত্তে-জনায় আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। আপনার মহত্ত্বের অযোগ্য এই উপহারটী গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরমাপ্যায়িত করিবেন। পরমেশ্বর আপ-নার হৃদয়ে বিমলানন্দ বিধান করুন, আ-পনার সাধু কামনা সকল পূর্ণ হউক এবং আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হউক।

শ্রী কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি

প্রত্যভিনন্দন পত্র

হে প্রিয়-দর্শন কেশবচন্দ্র ও প্রীতি-ভাজন ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ! আমি আদর পূর্ব্বক কিন্তু সংকুচিত হইয়া আপনারদের নিকট হইতে

এই প্রেমোপহার গ্রহণ করিতেছি। আমার পক্ষে ইহা অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার; ইহা কখন আমার চিন্তার পথেও আইসে নাই যে, আমি আমার যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যে আপনাদের এ প্রকার প্রীতি ও অনুকূলতা আকর্ষণ করিব। আমি এই হিন্দুস্থানের স্বকীয় হিন্দুজাতির মমতাতে বদ্ধ হইয়া ইহাকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত ও উন্নত করিতে ব্যাকুল রহিয়াছি। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মধুর অমৃত রস আস্বাদন করিয়া আমার আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে, তাহাই আমার স্বজাতির মধ্যে পরিবেশন করিবার নিমিত্তে মন নিতান্ত উৎসুক রহিয়াছে। আমি কেন প্রথমে নির্ব্বিশেষে সমুদায় উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া এই হিন্দুসমাজে বেদান্ত প্রতিপাদ্য বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পরে সেনইবা এখন তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইহাতে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি; তাহার আমূল হেতু এই অবসরে সংক্ষেপে আপনারদের নিকট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশ অনন্ত দেবের পরিচয় দেয়। এক দিন শুভক্ষণে এই অগণ্য নক্ষত্র পুঞ্জ অনন্ত আকাশ আমার নয়ন-পথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ভাবে একেবারে আমার সমুদয় মন সমুদয় আত্মা আকৃষ্ট হইল; অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে এ কখন পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল; সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইল। তখন আমার পাঠাবস্থা। এ কথা অদ্যাপি আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনারদের অদ্যকার সৌহার্দ্দে বাধ্য হইয়া হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম, যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন জবনিকার এক পার্শ্ব হইতে যাহার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে সালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসরে যখন দুর্গা পূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্যে বর প্রার্থনা করিতাম; তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই সালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সেই শুভ ক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপরে আমার নয়ন-যুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা। প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম, পরে শ্মশানে বৈরাগ্যের উপদেশ হইল। সহসা উদাসীনের আনন্দ হৃদয়ে উপিত হইল। সেই উদাস ভাবের আনন্দে হৃদয় এমনি বিকসিত হইল যে সে রাত্রি চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পর দিনে সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে অকূল চিন্তাতে নিমগ্ন হইলাম। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় সেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে

লাগিল যে চিত্ত-পটের জ্ঞান-ভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবিমাত্র? তাহা কি মনের ভাব মাত্র? সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে বুদ্ধির মহা আন্দোলন চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যখন আমার মন ছিন্ন বিছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র আমার হস্তে নিপতিত হইল। যখন প্রথম তাহাতে পাঠ করিলাম "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনং।" তখন আমার মন এক আনন্দময় নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে আমার মনে এই ভ্রান্তি ছিল যে আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ভিন্ন নিরাকার নির্ব্বিকার সত্য-স্বরূপের নির্দ্দেশ নাই। আমাদের এই দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের কখন অর্চ্চনা হয় নাই। পরে যখন আমার হৃদয়ের ভাবের প্রতিভাব উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ দেখিলাম, "এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে; পাপ চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মানন্দ উপভোগ কর, কাহার ধনে লোভ করিও না।" তখনই আমার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে—উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন সমুদায় উপনিষদকে সমুদায় বেদকে আমার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন করিল। পূর্ব্বে আমার কোন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল না, এই সময়ে সমুদায় বেদ শাস্ত্রে আমার শ্রদ্ধা ব্যাপ্ত হইল। অসময়ে অনির্দ্দেশ্য বন্ধুর ন্যায় অপরিচিত বেদ শাস্ত্র হইতে আমার হৃদয়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে আমার মস্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে আমার আত্মা জ্ঞান-সোপানে উন্নত হইতে লাগিল। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি।" ইহার পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন; তিনি আপনাকে জানিলেন, আমি ব্রহ্ম। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।" ইহার পূর্ব্বে হে প্রিয় শিষ্য সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন, তিনি একই অদ্বিতীয়। "সতপোতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" তিনি আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। "স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে সএকঃ" সেই—যে ইনি পুরুষে এবং যে ইনি আদিত্যে—তিনি এক। কিন্তু যখন আবার এই উপনিষদে দেখিলাম "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সোহমস্মি" "তত্ত্বমসি" এই আত্মা ব্রহ্ম, তিনি আমি, তিনি তুমি—তখনই বুঝিলাম যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের ঐক্য নাই। আবার তাহাতে যখন দেখিলাম যে—"যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণ পক্ষকে, কৃষ্ণ পক্ষ হইতে দক্ষিণায়ণের মাস-সকলকে, দক্ষিণায়ণের মাস-সকল হইতে পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোককে প্রাপ্ত হয়; এবং সেই চন্দ্রলোকে স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই পৃথিবী লোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত চন্দ্রলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া বাষ্প হয়, বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়; তাহারা এখানে ব্রীহি যব ওষধি বনস্পতি তিল মাষ হইয়া উৎপন্ন হয়, সেই ব্রীহি যব

তিলমাষাদি অন্ন যে যে ভক্ষণ করে, সেই সেই স্ত্রীপুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়া জন্ম গ্রহণ করে”—তখনই এই সকল বাক্যকে অযোগ্য কল্পনা বলিয়া বোধ হইল। আবার যখন তাহাতে দেখিলাম, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্ব্বাণ মুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল। “যথা নদ্যঃস্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নাম রূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যং।” যেমন নদী-সকল স্যন্দমান হইয়া নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রেতে লীন হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পূর্ণ পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।” ইহা তো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। কোথায় ব্রাহ্মধর্ম্মে আত্মার অনন্ত উন্নতি, আর কোথায় বেদান্তে তাহার এই নির্ব্বাণ মুক্তি—পরস্পর অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিভিন্ন। বেদান্তের এই নির্ব্বাণ মুক্তি আমার আত্মাতে স্থান পাইল না। তথাপি এ কথা বলা বাহুল্য যে উপনিষদের যে সকল বাক্যে “যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার” তাহার যে সকল বাক্যে আমারদের আত্মা “তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি” সেই সকল মহাবাক্য অদ্যাপি বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় আমাকে সৎপথে অমৃত পথে লইয়া যাইতেছে। তাহারা কদাপি আমাকে প্রতারণা করে নাই। সেই সকল মহা বাক্যে আমার শ্রদ্ধা আরও দিন দিন গাঢ়তর হইতেছে। অদ্যাপি সময়ে সময়ে তাহার গূঢ় অর্থ সকল আমার আলোচনা পথে আসিয়া মাতার ন্যায় আমাকে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। সেই সেই ভুরি ভুরি মহাবাক্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

আমি প্রথম যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিলাম, তখন দেখিতাম—যাঁহারা নিয়মমত প্রতি বুধ বারে সমাজে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ অনুসারে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক ও উন্মুখ হইতেছেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রণালীমত প্রতি দিন ব্রহ্মোপাসনাও করেন না। আমি অনেক আলোচনা করিয়া তাঁহারদের নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলাম। তদুদ্দেশে সেই ব্রতে কতকগুলি প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই দুই প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ আছে যে, “পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না এবং রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।” কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাহাতে আমি আশার অনুযায়ী বড় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অতএব আপনারদের প্রদত্ত এই অভিনন্দন পত্র অতিশয় সংকুচিত হইয়া গ্রহণ করিতেছি। যাঁহারা আমার প্রতি অনুকূল হইয়া এই অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সকলেই আপনারদের কতিপয় অগ্রসর ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতেন এবং প্রতি দিন পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিতেন; তাহা হইলেই আমি এই অভিনন্দন পত্র হৃদয়ের আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতাম। এখন আপনাদের উপর আমার এই অনুরোধ যে যাহাতে ব্রাহ্মেরা সকলেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে দিনান্তে নিশান্তে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, দিনে নিশীথে তাঁহার মহিমা গান করেন; এমন প্রকৃষ্ট উপায়-সকল নির্দ্ধারণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহাতে যত্নশীল থাকুন। আমি

যত দূর কৃতকার্য্য হই নাই, যদি দেখিতে পাই আপনারা সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমার আশানুযায়ী কৃতকার্য্য হইতেছেন, তাহাতে যে আনন্দ হইবে, তাহার সহিত অদ্যকার এই অভিনন্দনের উপমা হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের এক কোণ হইতে সম্প্রতি উঠিতেছে, পরে হয় তো ইহা নামানুযায়ী কার্য্য করিবে, হয় তো এত কাল যাহা হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহা হইবে—এক ঈশ্বরের উপাসনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে ; সকলে একবাক্য হইয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবে ; এই দুইটি আমার হৃদয়ের কামনা। ঈশ্বর এই মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আপনারদের হৃদয়ে উৎসাহ বর্দ্ধন করুন এবং আপনারদের সকলের মঙ্গল বিধান করুন। তিনি আপনাদের ধর্ম্মভাব প্রদীপ্ত করুন। তাঁহারই দিকে সকলের লক্ষ্য হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

খৃষ্টীয় সম্প্রদায়।

ডঙ্কার।

কন্‌রাড পেসেল নামক জর্ম্মন দেশীয় এক সন্ন্যাসী এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিল। এই ব্যক্তি এক সময়ে পার্থিব ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত জর্ম্মন দেশ হইতে ফিলাডেলফিয়ার সন্নিহিত কোন এক নির্জ্জন বনে আসিয়া বাস করে। তাহার দেশীয় লোকেরা তদীয় এতাদৃশ বিরাগ ভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া কখন কখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় আসিত। কিন্তু তাহারা ঐ সন্ন্যাসীর সুদৃঢ় ধর্ম্মানুরাগ সদয় ব্যবহার ও অকৃত্রিম স্নেহে এমনই মোহিত হইত যে, পরিশেষে আর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাইতে পারিত না। ক্রমশ তথায় তাহাদিগের গৃহ প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা হইল। প্রত্যেকেই আপনার নিমিত্ত অযত্নসুলভ বন্য কাষ্ঠে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লইল। এই রূপে ক্রমশ সেই সন্ন্যাসীর দলপুষ্টি হইয়া সেই অরণ্য একটি ক্ষুদ্র নগর হইয়া উঠিল।

আগন্তুক ব্যক্তিরা স্বদেশ হইতে আসিবার সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর শাসনে ঐ ক্ষুদ্র নগর মধ্যে এক দিকে পুরুষেরা ও অন্য দিকে স্ত্রীলোকেরা বাস করিত। সাধারণ উপাসনা স্থান ও কোন প্রকাশ্য সভা ব্যতিরেকে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু কেহ কেহ কহেন যে, সাধারণ উপাসনা স্থানে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাহা হউক এই রূপে সেই বনবাসীরা নগর বাসী হইয়া ধর্ম্মালোচনায় কালাতিপাত করিত। ক্রমশ তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় ৫০০ শত হইয়া উঠিল।

ধর্ম্মানুশীলনই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য কার্য্য ছিল। ইহারা দিবসে দুই বার রাত্রিকালে দুই বার সাধারণ উপাসনা স্থানে গিয়া উপাসনা করিত। কেহ কেহ কহেন এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান লোকেরা রাত্রি দুই প্রহর অতীত ও লোকের কোলাহল নিবৃত্ত হইলে উপাসনা স্থানে যাইত। ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তিকে দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত, ইহারা তাহাকেই প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করিতে দিত। সভাস্থলে তর্ক বিতর্ক কালে নানা সুনীতির অনুশীলন করা হইত।

ইহাদিগের মধ্যে বিবাদ কলহ উপস্থিত না হওয়াতে ইহাদিগকে রাজ দ্বারে কখনই রাজ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত না। যদি কেহ ইহাদিগের উপর অত্যাচার করিত সে অব্যাঘাতে মুক্ত হইত। ফলত ইহারা

অবিচলিত ধর্ম্মবলে সামাজিক অত্যাচারকে অত্যাচার মধ্যেই গণনা করিত না। ইহারা যে রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিত, তাহা অতি যৎসামান্য এবং ইহাদিগের মধ্যে কেহই মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিত না। কন্দ মূলই ইহাদিগের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন ছিল। ইহারা অন্যবিধ খাদ্য দ্রব্য নিষিদ্ধ বলিয়া যে আহার করিত না তাহা নহে, প্রত্যুত এই রূপ আহার সংযমকে ধর্ম্ম সাধনের উপায় বলিয়া গণনা করিত। কিন্তু যখন কোন উৎসব উপলক্ষ্যে ভোজ প্রদত্ত হইত, তখন ইহারা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই একত্রে মেষ মাংস ভক্ষণ করিত। বিশেষ পীড়া উপস্থিত না হইলে ইহারা শয্যাতে শয়ন করিত না। নিত্য শয়নের নিমিত্ত এক খানি কাষ্ঠাসন ও দারুময় উপধান প্রস্তুত করিয়া রাখিত। এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই নিরূপিত কৃষি কার্য্যে পরিশ্রম করিত, শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য সাধারণ ভাণ্ডাগারে সঞ্চিত হইত এবং তত্রত্য প্রত্যেক লোকেই স্ব স্ব অভাবানুসারে তাহা বিভাগ করিয়া লইত।

কেহ কেহ কহেন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই বিবাহ করিত না। সকলেই চির-কুমার অবস্থায় কাল যাপন করিত। কিন্তু যদি কেহ ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া দার পরিগ্রহ করিত, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিত এবং সাধারণ ধন হইতে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিত। কিন্তু ঐ নিষ্কাষিত ব্যক্তিকে পরিশেষে শ্রম দ্বারা তাহাদিগের এই ক্ষতি পূরণ করিতে হইত।

উক্ত্যার সম্প্রদায়ের মত রোমান ক্যাথলিক ইউনিভার্সালিষ্ট কলভিনিষ্ট বাপটিষ্ট ও লুথারান সম্প্রদায়েরই অনুরূপ। ইহারা আদম ও ইবের অধঃপতনের নিমিত্ত অনুতাপ করে এবং কহিয়া থাকে যদি আদম সোফিয়ার পাণিগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যে এই রূপ বিপদ ঘটিত না। ইহারা আদমের পাপ মনুষ্য জাতিতে সঞ্চরিত হইয়াছে এ কথা স্বীকার করে না এবং মনুষ্য স্বদোষে অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে ইহাদিগের এই রূপ বিশ্বাসও নাই। ইহারা কহে খৃষ্ট পরলোকে মৃত মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন এবং যাহারা ইহলোকে ধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছে, ধার্ম্মিকদিগের পবিত্র আত্মা সকল তাহাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এই জীবনের বাহ্য কষ্ট ও দীন ভাব পর লোকে সুখ লাভ করিবার অদ্বিতীয় উপায় এবং যখন খৃষ্ট সহিষ্ণুতা গুণে মনুষ্য জাতির পরিত্রাণ কর্ত্তা হইয়াছেন, তখন প্রত্যেক মনুষ্য কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা আপনার মুক্তি লাভের পথ প্রস্তুত করিতে পারিবে। ইহাদিগের আর একটি প্রত্যয় আছে যে মনুষ্য আপনার নিমিত্ত ন্যায়ানুসারে যত টুকু কার্য্য করা আবশ্যক যদি কেহ তাহার অতিরিক্ত কর্ম্ম-ফল সঞ্চয় করিতে পারে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অন্যের মুক্তি লাভে সহযোগিতা করিতে সমর্থ হয়।

প্রার্থনা।

ওহে জগতের পতি জগৎ কারণ।
ওহে জগতের গতি জগৎ তারণ॥
ওহে জগতের সার জগৎ জীবন।
করি নিবেদন এই করি নিবেদন॥
তোমা হতে তনু মন জীবন পেয়েছি।
তোমারি নিয়োগে এই সংসারে এসেছি॥
তব দত্ত নানা ভোগ উপভোগ করি।
তোমার নিয়মে থেকে সুখে কাল হরি॥

পিতা মাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় অপর।
তোমা হতে পাইয়াছি ওহে পরাৎপর॥
তোমা হতে পাইয়াছি জ্ঞান বুদ্ধি বল।
তোমা হতে পাইয়াছি অঙ্গের কৌশল॥
ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি আর বিষয় তাহার।
তোমা হতে পাইয়াছি ওহে সারাৎসার॥
আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি ক্রিয়ায়।
কত সুখ লাভ করি তোমার কৃপায়॥
করিবারে নানা রূপ রোগ নিবারণ।
করিয়া রেখেছ কত ঔষধ সৃজন॥
রবি শশী মেঘ বহ্নি বায়ু বারি ক্ষিতি।
গিরি বন প্রস্রবণ আকর প্রভৃতি॥
পশু পক্ষী আদি করি জীব জন্তু যত।
তোমার আদেশে হিত সাধে অবিরত॥
কিছুরি অভাব নাই তোমার সংসারে।
চাহিবার কি আছে যে বলিব তোমারে॥
তথাপি তোমার কাছে করি হে প্রার্থনা।
গাইব তোমার গুণ পূরাও বাসনা॥

ব্রাহ্ম বিবাহ।

গত ২৯ আশ্বিন সোম বার ঢাকার অন্তর্গত উলাইল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের তৃতীয়া কন্যার সহিত চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী রামচন্দ্র পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার বিশ্বাসের ব্রাহ্ম বিধানানুসারে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৯ বৎসর কন্যার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। ব্রজসুন্দর বাবু বঙ্গজ কায়স্থ এবং প্রসন্ন কুমার বাবু দক্ষিণরাড়ী। এই উভয় শ্রেণীর আদান প্রদান প্রাচীন নিয়মানুসারে নিষিদ্ধ না থাকিলেও আধুনিক বল্লালী প্রথার অনুরোধে সচরাচর প্রচলিত ছিল না। বল্লালী প্রথা রক্ষা করা অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর বোধে ব্রজসুন্দর বাবু ও প্রসন্ন বাবু তাহা রক্ষা করেন নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতেও এই রূপ শ্রেণি ভেদ তিরোহিত হয় তদ্বিষয়েও সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য।

নূতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। প্রার্থনা মালা। ইহা সুবিখ্যাত থিওডোর পার্করের প্রার্থনা গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত, বরিষাল ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা ওরিএন্টাল প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

২। হিতোপাখ্যান। প্রথম ভাগ। এই পুস্তক শ্রী গিরীশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ময়মন সিংহ বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। সঙ্গীত সংগ্রহ। ইহা শ্রী কালীকুমার বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ময়মন সিংহ বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। কর্ত্তব্যোপদেশ। ইহা শ্রী নরনারায়ণ রায় প্রণীত ও ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। জগৎ কাণ্ড। প্রথম খণ্ড। ইহা শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও বর্দ্ধমান অর্য্যমা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এই পুস্তক শ্রী মথুরানাথ তর্করত্ন দ্বারা অনুবাদিত হইয়া সংস্কৃত মূল ও শ্রীধর স্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা সহিত প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। স্তন্য পায়ী। প্রথম ভাগ। এই পুস্তক শ্রী মথুরানাথ বর্ম্ম প্রণীত ও হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে

৮। নেটিভ গভর্ণমেণ্ট ইন নেটিভ ষ্টেটস। এখানি ইংরাজী পুস্তক ইহা শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা সঙ্কলিত ও আর সি লিপেজ কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৯ শকের আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২০৮।৶০
পুস্তকালয়	৪৮৸৶৫
যন্ত্রালয়	১৭১॥৶০
দান	১৯৬॥৶১০
ডাক মাসুল	১৪৸/১০
দ্রব্য বিক্রয়	১১।/০
বাটী ভাড়া	৬
হাওলাত আদায়	১০॥৶০
গচ্ছিত	২৬৸/০
	৬৯৪৷৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	১৪৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৫৭॥৶১৫
পুস্তকালয়	৩৮।৶০
যন্ত্রালয়	২১০ ৶০
ডাক মাসুল	৪১॥৶০
অক্ষর ক্রয়	১০০
আলোকের ব্যয়	১৪।৶১০
অনিরূপিত	২২॥০
কাগজ পত্রাদি	৬।০
গচ্ছিত	৮৯৸১৫
	৮২৫/০

আয়	৬৯৪৷৫
পূর্ব্বকার স্থিত	২০৬৸/৫
	৯০১/১০
ব্যয়	৮২৫/০
স্থিত	৭৬ ।১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী	২৫
" কৃষ্ণকুমার সেন	১
" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ..	১
" সাহাজাদপুর ব্রাহ্মসমাজ ..	১
	২৮

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র	১০
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ..	২
	১২
দানাধারে প্রাপ্ত	২০/০

দান প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
	৭০/০

ব্যয়

এক কালীন দান।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অক্ষর খরিদ জন্য দেওয়া যায়	১০০

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর ভাদ্র ও আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাসের বেতন .. .	৩০

মাসিক দান।

মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বৃত্তি	১০
	১৪০

আয়	৭০/০
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	২১৭৶৫
	২৮৭।৫
ব্যয়	১৪০
স্থিত	১৪৭।৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২২ অগ্রহায়ণ শনি বার।

সপ্তম কল্প
প্রথম ভাগ।
পৌষ ১৭৮৯ শক।

২৯৩ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা

অষ্টত্রিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১১ মাঘ শুক্র বার অষ্টত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ও অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।
১১ পৌষ ১৭৮৯ শক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সোমোদেবতা।

১০৫৮

১১। সোম গীর্ভিষ্ট্বা বয়ং বর্দ্ধয়ামো বচোবিদঃ। সুমৃড়ীকো ন আ বিশ।

১১। হে 'সোম' 'ত্বা' ত্বাং 'বচোবিদঃ' স্তুতিলক্ষণানাং বচসাং বেদিতারঃ 'বয়ং' অনুষ্ঠাতারঃ 'গীর্ভিঃ' স্তুতিলক্ষণৈঃ বচোভিঃ 'বর্দ্ধয়ামঃ' প্রবৃদ্ধং কুর্ম্মঃ। তাদৃশস্ত্বং চ 'নঃ' অস্মাকং 'সুমৃড়ীকঃ' শোভনং সুখং কুর্ব্বন সন্ 'আবিশ' আগচ্ছ।

১১। হে সোম! আমরা বাক্য-বিশারদ, এক্ষণে তোমাকে স্তব করিতেছি, তুমি আমাদিগের সুখ বর্দ্ধন পূর্ব্বক আগমন কর।

১০৫৯

১২। গয়স্ফানো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। সুমিত্রঃ সোম নো ভব।

১২। 'গয়স্ফানঃ' গয় ইতি ধন নাম। ধনস্য বর্দ্ধয়িতা 'অমীবহা' অমীবানাং রোগাণাং হন্তা 'বসুবিৎ' বোসুনাং ধনস্য লম্ভয়িতা প্রাপয়িতা 'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ' পুষ্টেঃ সম্পদঃ বর্দ্ধয়িতা 'সুমিত্রঃ' শোভনানি মিত্রাণি সখায়ো যস্য স তথোক্তঃ। হে 'সোম' ত্বং 'নঃ' অস্মাকং এবং গুণবিশিষ্টঃ 'ভব'।

১২। হে সোম! তুমি আমাদিগের ঐশ্বর্য্য-বর্দ্ধক রোগাপহারক ধন-প্রদ পুষ্টি-বর্দ্ধন ও সুমিত্র হও।

১০৬০

১৩। সোম রারন্ধি নো হৃদি গাবো ন যবসেষ্বা। মর্য ইব স্ব ওক্যে।

১৩। হে 'সোম' ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'হৃদি' হৃদয়ে 'রারন্ধি' রমস্ব। তত্র নিদর্শন দ্বয় সূচ্যতে। 'গাবঃ' 'ন' যথা গাবঃ 'যবসেষু' শোভন তৃণেষু আভিমুখ্যেন রমন্তে। 'মর্য্য' 'ইব' যথা বা মর্য্যঃ মরণ ধর্ম্মা মনুষ্যঃ 'স্ব' 'ওক্যে' স্বকীয় ওকসি গৃহে পুত্রাদিভিঃ সহ রমতে তদ্বদস্মাভি দর্ত্তেন হবিষা তৃপ্তঃ সন্ অস্মাস্বেব অবতিষ্ঠস্ব। নান্যত্র গচ্ছেতি নিদর্শন দ্বয়স্য তাৎপর্য্যার্থঃ।

১৩। হে সোম! গো সমূহ যেমন তৃণ মধ্যে এবং মনুষ্য যেমন স্বীয় গৃহ মধ্যে অবস্থান করে, সেই রূপ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে বিহার কর।

১০৬১

১৪। যঃ সোম সখ্যে তব রারণদ্দেব মর্ত্যঃ। তং দক্ষঃ সচতে কবিঃ।

১৪। হে 'দেব' দ্যোতমান 'সোম' 'তব' 'সখ্যে' ত্বদীয়ে 'সখিত্বে' নিমিত্ত ভূতে সতি 'যঃ' 'মর্ত্যঃ' মরণধর্ম্মা যজমানঃ 'রারণৎ' রণতি এতৎ স্তুতিরূপেণ স্তোত্রেণ ত্বাং স্তৌতি 'তং' যজমানং 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী 'দক্ষঃ' সর্ব্বকার্য্যসমর্থঃ ত্বং 'সচতে' সেবসে অনুগৃহ্ণাসীত্যর্থঃ।

১৪। হে সোম! তুমি কবি ও দক্ষ। যে মনুষ্য তোমার সহিত সখ্যতার নিমিত্ত স্তব করে, তুমি তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাক।

১০৬২

১৫। উরুষ্যা ণো অভিশস্তেঃ সোম নি পাহ্যংহসঃ। সখা সুশেব এধি নঃ।১।৬।২১।

১৫। হে 'সোম' ত্বং 'নঃ' অস্মান 'অভিশস্তেঃ' অভিশংসনাৎ অভিশাপরূপাৎ নিন্দনাৎ 'উরুষ্য' রক্ষ। উরুষ্যতী রক্ষা কর্ম্মেতি যাস্কঃ। তথা 'অংহসঃ' অস্মৎ কৃতাৎ পাপাৎ চ 'নিপাহি' নিতরাং পালয় এবং অস্মদীয়ং পাপং পরিহৃত্য 'সুশেবঃ' অত্যন্তং দাতব্যেন শোভনেন সুখেন যুক্তঃ সন 'সখা' 'এধি' হিত কর্ত্তা ভব। ১। ৬। ২১।

১৫। হে সোম। তুমি আমাদিগকে অভিশাপ ও পাপ হইতে রক্ষা কর এবং স্বয়ং সুখ যুক্ত হইয়া আমাদিগের হিতকর হও। ১। ৬। ২১।

তত্ত্ববিদ্যা।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক মঙ্গল এবং তদনুযায়ী মূল-নিয়ম।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে নির্দ্ধারিত হইল যে, আমাদের বিষয়াভিমুখীন প্রবৃত্তি সকলকে—এক কথায় এই যে—মনকে, আত্মার অধীনে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। আত্মা যেমন পরমাত্মাকে চায়, মন সেই রূপ বিষয়কে চায়; এবং মনের এই বিষয়-কামনা কেবল বিষয়েতে পর্য্যবসিত হইয়া নিরর্থক না যায়, এই জন্য ইহা কর্ত্তব্য যে মনকে যথোচিত রূপে আত্মার বশে রাখা হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বিষয়-কামনা সকলকে তাহারদের বৈধ চরিতার্থতা হইতে বঞ্চিত করিয়া মনকে যে অনর্থক কষ্ট দেওয়া—ইহা কখনই আমারদের কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কি রূপ বিষয়-কামনা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং কি রূপ বিষয়-কামনাই বা তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ, ইহা জানিতে হইলে তাহার

এই মাত্র উপায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, "যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ। তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্ব্বিকৃতিশ্চ য়া।" যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং কল্যাণেতে নিবেশিত হইয়াছে, তিনিই সম্যক্ বুঝিয়াছেন—প্রকৃতিই বা কি এবং বিকৃতিই বা কি।

ধর্ম্ম-জীবী আত্মা এবং অন্ন জীবী শরীর—পরমেশ্বর আমাদিগকে উভয়ই দিয়াছেন। আত্মা সদসদ্ বিবেচনা পূর্ব্বক ধীর-ভাবে কার্য্য করে, শরীর উপস্থিত অভাবের তাড়নায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কার্য্য করে; আত্মা পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া ভোজ্য সামগ্রী সকলের আয়োজন করে, কিন্তু ক্ষুধার উদ্দীপন সময়ে সে-সকল সামগ্রী যখন ভোজনার্থে পরিবেশিত হয়, তখন আমাদের শারীরিক প্রকৃতি ভাবনা চিন্তার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া সে-সকলের দ্বারা অবিলম্বে ক্ষুন্নিবৃত্তি কার্য্যে রত হয়। কিন্তু মনুষ্যের উপর ক্ষুৎপিপাসাদি প্রবৃত্তি সকলের কদাপি এত বল হইতে পারে না—যদি পারে এমন হয় তবে তাহা হইতে দেওয়া উচিত হয় না—যে তাহার সদসদ্ বিবেচনা তৎকর্ত্তৃক একেবারে পরাভূত হইয়া যাইবে। অতএব আত্মাকে সদসদ্ বিবেচনাতে নিযুক্ত রাখিয়া তদনুসারে আমরা যদি আমাদের কোন শারীরিক বা মানসিক প্রকৃতিকে চরিতার্থ করিতে পারি তবে তাহা করা অবশ্যই আমাদের কর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই রূপ ভাব ব্যক্ত করেন যে, প্রকৃতি যে—সেও প্রজ্ঞাবান্, প্রকৃতিরও এক প্রকার সদসদ্ বিবেচনা আছে; বৃক্ষ আপন আধার-ভূমিস্থ অসার বস্তু হইতে সার বস্তু বিবেচনা করিয়া লয়, মধুমক্ষিকা পুষ্প হইতে মধু বিবিক্ত করিয়া লয়, পক্ষীরা শাবকদিগের বাসোপযুক্ত করিয়া নীড় নির্ম্মাণ করে, এ সকল কার্য্য যদি প্রজ্ঞার না হইবে তবে আর কাহার? সাংখ্য দর্শনের মত এই যে, প্রকৃতির সন্নিধি বশতঃ আত্মা সুখ-দুঃখে মুহ্যমান হয় এবং আত্মার সন্নিধি বশতঃ প্রকৃতি প্রাজ্ঞ জীবের ন্যায় কার্য্য করে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই রূপ প্রতীতি হইবে যে,প্রজ্ঞা কেবল পরমাত্মাতেই মূল সমেত অবস্থান করে, তথা হইতেই তাহার মহিমা অবতীর্ণ হইয়া—আধ্যাত্মিক জগতে বুদ্ধির আশ্রয়-ভূমি রূপে এবং ভৌতিক জগতে প্রকৃতির আশ্রয়-ভূমি রূপে—দুয়েতে দুই রূপে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধিরও ধন নহে, প্রকৃতিরও ধন নহে, উহা বুদ্ধি এবং প্রকৃতি উভয়ের মূলস্থিত ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরের ধনেই আমরা ধনী, তাঁহারই ধনে প্রকৃতি ধনবতী।

আমাদের আত্মার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আত্মা করুক এবং আমারদের প্রকৃতির যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রকৃতি করুক, তাহা হইলেই আমাদের আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়ই সমবেত হইয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই। আমাদের আত্মার কর্ত্তব্য এই যে, সে জ্ঞান ভাব এবং স্বাধীন ইচ্ছা সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করে, প্রকৃতির কর্ত্তব্য এই যে, সে অজ্ঞাতসারে অন্ধভাবে ঈশ্বরের কার্য্য করে; প্রকৃতির যাহা কর্ত্তব্য সে তাহা অনুক্ষণই সাধন করিতেছে তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই; আমাদের আত্মা যেন আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি সেই রূপ যত্নশীল হয়, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। যে পথে চলিলে জ্ঞান ভাব এবং ধর্ম্মের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়—আত্মা সেই ঈশ্বরের পথে স্বেচ্ছায় সঞ্চরণ করুক, প্রকৃতির অন্ধকারময় পথে বিচরণ করিবার তাহার কিছুমাত্র পুরো-

জন নাই; প্রকৃতির পথে প্রকৃতিই বিচরণ করুক। প্রকৃতির গুণে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস যথা নিয়মে গমনাগমন করিতেছে; আমাদের আত্মারও এ রূপ ক্ষমতা আছে যে সে আপন ইচ্ছাক্রমে সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে নিয়মিত করে; কিন্তু আত্মা যদি ঐরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি প্রকৃতির কার্য্য-সকল স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে আত্মারও কোন লভ্য নাই, প্রকৃতিরও কোন লভ্য নাই; প্রত্যুত আত্মার সেই অনধিকার চর্চার ছিদ্র দিয়া—আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়েরই কার্য্যের মধ্যে কতকগুলি অনিয়ম প্রবেশ করে। অতএব উপস্থিত প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতা-কার্য্য প্রকৃতির হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য; এরূপ করিলে ঈশ্বরাভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উক্ত কার্য্য যথোচিত রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে; সে প্রাকৃতিক নিয়ম এই রূপ যে, যাহাতে আমাদের সমুদায় প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতার পক্ষে কোন ব্যাঘাত না জন্মে বরং তাহার পক্ষে আরও সুযোগ হয়, সেই নিয়মানুসারে প্রত্যেক প্রবৃত্তি স্ব স্ব চরিতার্থতায় নিযুক্ত থাকুক; এক কথায় এই যে, যখন যে কোন প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়, তাহা যেন আমাদের বৈধ স্বার্থকে অতিক্রম না করে, বরং তাহার পোষকতাতেই নিযুক্ত থাকে। প্রাকৃতিক নিয়ম প্রণালীর উদাহরণ;—ক্ষুধার সময় আমাদের প্রকৃতি কেবল সেই টুকু মাত্র আহার চায় যাহাতে আমাদের অবসন্ন দেহ মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইতে পারে; এই উপস্থিত ক্ষুৎপ্রবৃত্তিটি প্রকৃতি-অনুসারে চরিতার্থ হইলে আর আর সমুদায় প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়; কিন্তু যদি প্রকৃতির প্রতিকূলে অপরিমিত আহার করা যায় তাহা হইলে আমাদের শরীর মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং উপস্থিত ভোগ-লালসা ভিন্ন অন্যান্য প্রবৃত্তি সকলের উপযুক্ত চরিতার্থতার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এই রূপ, প্রকৃতি-অনুযায়ী পরিশ্রম করিলে সমুদায় শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হয়, কিন্তু অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিলে তাহার বিপ-
[illegible]
তেছে যে প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্যই এই যে প্রত্যেক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা—অন্যান্য প্রবৃত্তি সকলের বৈধ চরিতার্থতার পোষকতা করুক; ইহার অন্যথায় যদি কোন এক প্রবৃত্তি এরূপে চরিতার্থ হয় যে তাহাতে আর আর প্রবৃত্তির বৈধ চরিতার্থতার ব্যাঘাত জন্মে, তবে তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী তাহার কোন সংশয় নাই।

পরমার্থ অথবা ধর্ম্ম আমাদের লক্ষ্য হইলে যেমন স্বার্থ তাহার এক আনুসঙ্গিক উপলক্ষ হয়, সেই রূপ বৈধ স্বার্থ অথবা সমুদায় প্রবৃত্তির বৈধ চরিতার্থতা আমাদের লক্ষ্য হইলে, যে কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হউক তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সহজেই চরিতার্থ হয়, অর্থাৎ;—ক্ষুধার সময় ভোজ্য সামগ্রী চাই, কার্য্যের সময় কার্য্যালয়ে উপস্থিত হওয়া চাই, শয়নের সময় শয্যা প্রস্তুত থাকা চাই, এই রূপ নানাবিধ প্রবৃত্তি যথাকালে চরিতার্থ হওয়া চাই, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহার পর যে দ্রব্য আবশ্যক তাহা পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করা—স্বার্থের কার্য্য; এবং এই রূপে সমুদায় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা উদ্দেশে পূর্ব্ব হইতে দ্রব্যাদি-সকল স্বার্থ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকিলে, ক্ষুধা বা কর্ম্ম-পটুতা বা নিদ্রা—যখন যে প্রবৃত্তি উত্তেজিত হউক—তাহা প্রকৃতির নিয়মানুসারে আপনা হইতেই স্ব স্ব চরিতার্থতা-পথের অনুবর্ত্তী হইতে পারে।

স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই রূপ অবধারিত হইয়াছে যে, পরমার্থের অনুগত হইয়া স্বার্থ সাধন করা কর্ত্তব্য; এক্ষণে প্রাকৃতিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, বৈধ স্বার্থের অনুগত হইয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপসংহার।

আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি এইরূপ যে তাহা কতক দূর যায়, তাহার ওদিকে আর যায় না। ইহা কেবল নহে যে আমরা আমারদের জন্ম-সময়ে অজ্ঞান ছিলাম এবং মৃত্যু-সময়ে অজ্ঞান হইব; ফলতঃ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানিতে পাই যে, অন্তরের বার্ত্তা আমরা অল্প যাহা কিছু জানিতেছি, তাহার একটুকু ওদিকে গেলে প্রগাঢ় অজ্ঞানান্ধকার আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু সেই অন্ধকার-রূপ প্রশান্ত আবরণ আমাদের আত্মার পক্ষে পুষ্টি-জনক তাহার আর সন্দেহ নাই; নিস্তব্ধ নিশীথে মাতার ক্রোড়ে নিদ্রা যাওয়া যে রূপ, সেই রূপ জাগ্রত ঈশ্বরের ক্রোড়ে বিদ্যা-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে, বিকৃতির অবস্থা হইতে প্রকৃতিতে পদ নিক্ষেপ করিতে পারি। লোকে আক্ষেপ করে যে, শৈশব-সুলভ অকলঙ্ক সুখরত্ন গেলে আর ফিরে না; কিন্তু আমারদের অন্তঃকরণের মধ্যে এমন এক নিভৃত প্রদেশ আছে, যেখানে গেলে এখনিই আমরা নিরীহ নিরাশ্রয় অজ্ঞান শিশু হইয়া যাই; যেখান হইতে আমরা আবার নূতন রূপে জীবন আরম্ভ করিতে পারি; যেখান হইতে পুনর্জ্জাত হইয়া ফিরিয়া আইলে পূর্ব্ব জীবনের যে সকল মঙ্গল বৃত্তান্ত তাহাই আমাদের সম্বল হয়, যে সকল অমঙ্গল বৃত্তান্ত তাহা বস্তুতঃ যেমন অসৎ, কার্য্যতও তেমনি অসৎ রূপে পরিণত হয়। অতএব আমরা যে ঈশ্বরের আশ্রয়ে বাস করিতেছি ইহা জানিতে হইলে, আমাদের জন্ম-কালের এবং মৃত্যু-কালের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ এবং কল্পনা করিবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই, আপন অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এখনিই আমরা তাহাতে নিঃসংশয় হইতে পারি। যেখানে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমাদের বুদ্ধির দীপালোক ম্লান হইয়া যায়, যেখানে আপনাকে অপূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই খানেই পরমেশ্বরের পূর্ণ মুখ-ছবি বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বর আমাদের আত্মার স্রষ্টা পাতা এবং পরিত্রাতা—এই সুসংবাদ প্রজ্ঞা আমাদের প্রশান্ত আত্মাতে অতীব সুমধুর নিস্বনে সর্ব্বদাই বলিয়া দিতেছে, আমরা স্তব্ধ হইয়া শুনিলেই হয়। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে পরমেশ্বর আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিয়াছেন বলিয়াই আমরা আপনার গভীর অজ্ঞতা অবগত হইতে পারিতেছি এবং তাঁহার প্রতি সোৎসুক নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছি। তিনি আপনার একটুকু আভাস দেখাইয়া মনুষ্যকে ব্যাকুল করিয়া দিয়াছেন; মনুষ্য তাই আর নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, কেবল দিবা নিশি তাঁহারই পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া এক প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্টতর আর এক প্রদেশে উপনীত হইতেছে। পশু পক্ষী দিগকে এ ভাবনা ভাবিতে হয় না, সুতরাং এ আনন্দেরও সহিত পরিচিত হইতে হয় না; কেবল মনুষ্যেরই এই অনন্য-পরিহার্য্য ব্যাকুলতা, মনুষ্যেরই এই অনন্য-বিতরিত আনন্দ।

আমরা অজ্ঞান ছিলাম, এক্ষণে জ্ঞান পাইয়াছি; জ্ঞান পাইয়া তদ্দ্বারা আমাদের

অজ্ঞতা অবগত হইতেছি; এবং অপনার সেই অজ্ঞতার মধ্য দিয়া পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বরের আশ্রয়ে নির্ভর করিতেছি; অনন্তর তাঁহার প্রসাদে বুদ্ধির অতীত মূল-সত্য সকল আমাদের আত্মাতে দিন দিন উজ্জ্বল-তর ভাবে দীপ্তি পাইতেছে, মূল-সত্য সকল দ্বারা আমাদের বুদ্ধি সংশোধিত হইতেছে, এবং সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধির চালনা দ্বারা আমাদের শ্রী সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া অবস্থার উন্নতি হইতেছে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বর যেমন আমাদের জ্ঞানের স্রষ্টা, সেই রূপ তিনি আমাদের জ্ঞানের পালন কর্ত্তা ও প্রবর্দ্ধয়িতা; কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের অনিচ্ছায় আমরা ঈশ্বর-প্রসাদে অজ্ঞান হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের ইচ্ছা চাই যত্ন চাই প্রার্থনা চাই, তাহা হইলে ঈশ্বর-প্রসাদে প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধির মলিন মুখকে উজ্জ্বল করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবে; এই রূপ করিয়া আমরা অনন্তকাল পুনঃ পুনঃ উচ্চ-তর জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকিব।

আমাদের প্রথম শৈশবাবস্থায় আমরা প্রকৃতির সুকোমল ক্রোড়ে নিমগ্ন হইয়া থাকি; আমাদের আত্মা তখন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে; এবং ক্ষুধা হইলে ক্রন্দন, হস্ত পদ পরিচালনা, প্রকৃতি আমাদের হইয়া এই সকল কার্য্য অবিশ্রান্ত সম্পন্ন করিতে থাকে। ক্রমে আমাদের অন্তঃকরণে জ্ঞান আবির্ভূত হয়; ক্রমে আমরা জানিতে থাকি যে, এই বস্তুটিতে আমার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে মাতাই আমার সহায়। পূর্ব্বে ক্ষুধা হইত এবং স্তন্য পান দ্বারা তাহা নিবৃত্ত হইত, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাশান্তির কারণ কি তাহার আভাস আমাদের জ্ঞানে অল্পে অল্পে প্রতিভাত হইতে থাকে; কারণ-ভাব বস্তু-ভাব জাতি-ভাব এই সকল ভাব ভিতর হইতে কার্য্য করিতে থাকে; সুতরাং এই সময়ে বিষয়-বিষয়ীর ভাব পরিস্ফুট হয়। পূর্ব্বে প্রকৃতি যাহা করিত তাহাই হইত; এক্ষণে আমরা আপনারা আমাদের সম্মুখস্থিত দ্রব্যাদি সকলের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে মনোনিবেশ করি; শৈশবস্থায় প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই যথেষ্ট হইত, বাল্যাবস্থায় তদ্ব্যতিরেকে স্বার্থ সাধনের চেষ্টা আসিয়া আমাদের সঙ্গ গ্রহণ করে; এক্ষণে "এ বস্তু তোমার নহে এ বস্তু আমার"—এই রূপে ক্রীড়া সামগ্রী বিশেষে আমরা আপনার স্বত্ব বলবৎ করিতে সচেষ্ট হই; ক্রমে ক্রমে আমাদের এইরূপ অভ্যাস হয় যে, উপস্থিত প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে আপাততঃ অগ্রাহ্য করি, এবং যাহাতে স্ব স্ব প্রবৃত্তি-সকল আমাদের ইচ্ছানুসারে চরিতার্থ হইতে পারে তদুপলক্ষে নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টান্বিত হই। বাল্যকালে অধিকাংশ আমরা কেবল আপনারই উদ্দেশে কার্য্য করি; বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা আমরা আপনারই মনের উন্নতি সাধন করি, ক্রীড়া এবং ব্যায়ামাদি দ্বারা আমরা আপনারই শরীরের উন্নতি সাধন করি, তদ্ব্যতীত পরিবারের ভরণ পোষণ, জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, বাল্যকালে এসকল লইয়া আমাদিগকে ভারগ্রস্ত হইতে হয় না; পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে পরিবার, সমাজ, দেশ, এই সকল লইয়া নানা চিন্তায় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতে হয়। এসময়ে আমাদের আপনারদের যে কতটুকু বল এবং কি যে দুর্ব্বলতা তাহার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং আপনার সেই অকিঞ্চনতার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের নিরতিশয় মহত্ত্ব আমাদের জ্ঞাননেত্রে উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই রূপে মনুষ্যের জীবন প্রাকৃতিক মঙ্গল হইতে স্বার্থিক মঙ্গলে এবং স্বার্থিক মঙ্গল হইতে

পারমার্থিক মঙ্গলে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে থাকে। কিন্তু কি প্রাকৃতিক কি স্বার্থিক সমুদায় মঙ্গলই পারমার্থিক মঙ্গলের অন্তর্গত। শিশু যে প্রকৃতির হস্তে লালিত পালিত হয়, বালক যে আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়, যুবক যে আপন স্বার্থকে ক্রমশ অন্যের স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর সুচারুরূপে সংগঠিত করে, এ সকলেরই সহিত পরমেশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাব ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছে; এবং আমরা মঙ্গলের পথে কতক দূর অগ্রসর হইলেই তাহা স্পষ্ট রূপে আমাদের জ্ঞানচক্ষুতে প্রতিভাত হয়। পারমার্থিক মঙ্গলের সূর্য্যালোকে উত্থিত হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য এই যে সংসারের কঠোরতা-সকল বিস্মরণ পূর্ব্বক প্রেমপূর্ণ পরমেশ্বরের আলিঙ্গনে আপনাকে বিক্রীত করি; শরীর যন্ত্রের যন্ত্রণা হইতে কৌশলে অবসৃত হইয়া অপার গম্ভীর সর্ব্বতঃপ্রসারিত প্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন হই। কৌশল আর কিছুই নহে কেবল এই যে, বাহিরের সামগ্রী সকলকে আমরা যেমন বস্তু ও কারণ বলিয়া বিশ্বাস করি, সহজ-জ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক আপন আত্মাকে সেই রূপ বস্তু (প্রেম-গুণের বস্তু) ও কারণ (মঙ্গল-কার্য্যের কারণ) বলিয়া বিশ্বাস করা, এবং পরমাত্মাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম-বস্তু ও সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা স্বরূপ পরম-কারণ[১] বলিয়া বিশ্বাস করা; অতঃপর যাহাতে সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা কর্ত্তৃক আমাদের আত্মা নিয়মিত হয় এবং আত্মা কর্ত্তৃক আমারদের প্রবৃত্তি সকল নিয়মিত হয়, সেই পথ অবলম্বন করা।

কর্ম্ম কাণ্ডের সার মর্ম্ম এই।—আমাদের আত্মার মধ্যে একটি স্বভাবসিদ্ধ মঙ্গল প্রার্থনা আছে; "আমি আছি" ইহা যেমন—আত্মার একটি স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞান, "আমি হই" ইহা সেই রূপ আত্মার একটি স্বভাব-সিদ্ধ প্রার্থনা; আত্মার এ প্রার্থনা—জড়দেহ-সমীপে নহে কিন্তু জ্ঞানময় পরমেশ্বর সমীপে; কেন না জ্ঞানই জ্ঞানকে বুঝিতে পারে ও জ্ঞানের অভাব মোচন করিতে পারে, জড় বস্তু কদাপি তাহা পারে না। যিনি সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান স্বরূপ তাঁহারই নিকট আমাদের ঐ স্বভাবসিদ্ধ প্রার্থনাটি নিবেদিতব্য। আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রার্থনা যে তিনি পূরণ করিবেন ইহা বলা বাহুল্য। আত্মার উন্নতির জন্য আমাদের অকৃত্রিম প্রার্থনা হইলেই, তিনি তাহার যথেষ্ট ফল বিধান

[১] আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ এই রূপ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরকে প্রলয়-কর্ত্তা বলিলে তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে দোষারোপ করা হয়; ইহার প্রতি আমার সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, আমরা অপূর্ণ জীব, আমরা অসৎ হইতে সৎ—হইয়াছি কেবল নহে কিন্তু—হইতেছি এবং হইতে থাকিব, এই হেতু ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় এই তিন কার্য্য আমাদের আপনারদের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে; আমাদের জ্ঞানাদির অসদ্ভাবই প্রলয়; সুষুপ্তি মূর্চ্ছা, আলস্য, অল্প জ্ঞান, এই অবস্থা গুলির মধ্যে অল্পই হউক অধিকই হউক কতক মাত্রা প্রলয়ের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই প্রকার প্রলয়ের সহিত সৃষ্টিস্থিতির পদে পদে যোগ রহিয়াছে; সুষুপ্তি অথবা মূর্চ্ছার পরে জাগ্রত হইয়া, আমাদের জ্ঞানাদি পূর্ব্বে যেমন ছিল তাহাই আমরা পুনঃপ্রাপ্ত হই; প্রভাতে গতক্লম হইয়া জাগ্রত হইবার জন্যই সুষুপ্তি, সুষুপ্তির আর কোন অর্থ নাই; প্রলয়ের অর্থই এই যে তদুত্তর কালে উন্নততর রূপে সৃষ্টি হওয়া,—স্বাস্থ্য লাভের জন্য বিশ্রাম করা, অমৃত লাভের জন্য মৃত হওয়া, উন্নতি লাভের জন্য নত হওয়া, ইহাই প্রলয়ের যথার্থ প্রতিকৃতি। এই রূপ, প্রলয়ের সহিত যখন সৃষ্টি-স্থিতির চিরন্তন যোগ রহিয়াছে, তখন তাহা কোনমতেই দোষাস্পদ হইতে পারে না। যদি ঈশ্বরকে স্রষ্টা পাতা না বলিয়া কেবলই প্রলয়-কর্ত্তা বলা হইত, তাহা হইলেই দোষের আশঙ্কা করা যুক্তিসিদ্ধ হইত।

করিবেন—তাহার আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, আমাদের প্রার্থনানুসারে তিনি আমাদের আত্মাতে সমধিকতর অস্তিত্ব প্রেরণ করিবেন—ধর্ম্মবল প্রেমামৃত এবং জ্ঞান-জ্যোতি প্রেরণ করিবেন—যাহাতে আমরা স্ব স্ব ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইতে পারি। এই রূপে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা পূর্ব্বক আত্মোন্নতি লাভ করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, অনন্তর সেই প্রশান্ত উন্নত ভাবকে সংসার ক্ষেত্রে যথা-সাধ্য বিস্তারিত করা আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। এই দুই প্রকার কর্ত্তব্য সাধনে যখন আমরা নিযুক্ত হইব, তখন আমাদের যে অজ্ঞান প্রকৃতি তাহাও পরিবর্ত্তন-শীল প্রাকৃতিক মঙ্গলের পথে বিচরণ করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুযোগ পাইবে। প্রকৃতি প্রাকৃতিক মঙ্গল কার্য্যে দিবানিশি নিযুক্ত রহিয়াছে,—থাকুক; আমরাও আইস আপন আপন মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন করিতে তৎপর হই; তাহা হইলেই আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিব যে, ঈশ্বরের পারমার্থিক মঙ্গল সংকল্প আধ্যাত্মিক ভৌতিক সমুদায় জগতেই অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছে,—মঙ্গলই জগতের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

কর্ম্ম-কাণ্ড সমাপ্ত।

রামের জন্ম বৃত্তান্ত।

আদ্যকালিক পুরাণ ও কাব্য সকল পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে তন্মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত সকল অপেক্ষা পুরাতন এবং রামায়ণের সরল শ্লোকাবলী পাঠ করিলে ইহার প্রাচীনত্বের প্রতি আর কোন সন্দেহ থাকে না; কিন্তু কোন্ কালে যে ঐ কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা যদিও এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে তথাচ ইহা যে বৈদিক সময়ের অত্যল্প কাল পরেই রচিত হয় তাহার নিদর্শন রামায়ণেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাল্মীকি-রামায়ণের আদিকাণ্ডেই শ্লোকের উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে। একদা মহর্ষি বাল্মীকি তমসা-তীরে উপস্থিত হইয়া ঐ নদী-জলে অবগাহন করত সেই রম্য প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে সন্তুষ্টমনে ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চবধূর ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে সেই পক্ষিদ্বয় মধ্যে একটি পক্ষী ব্যাধ দ্বারা ব্যাপাদিত হইলে দয়ার্দ্রচিত্ত বাল্মীকি হঠাৎ "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥" এই কথা উচ্চারণ করিয়া তাহাতে সুচারু চারি পদ বিন্যস্ত মনেকরত আপনিই চমৎকৃত হইলেনও ঐ রূপ ছন্দকে শোক হইতে উদ্ভাবিত বলিয়া শ্লোক এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই আখ্যায়িকা দ্বারা আপাতত মনে হইতে পারে যে বাল্মীকিই অনুষ্টুপ্ শ্লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে বেদেতেও "শ্লোক" এই শব্দের উল্লেখ আছে এবং ঐ রূপ অনুষ্টুপ্ শ্লোকের নিদর্শন আছে, তখন বাল্মীকিই যে ইহার প্রথম সৃষ্টি-কর্ত্তা ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে. বাস্তবিক এই আখ্যায়িকার প্রকৃত মর্ম্ম ইহা নহে যে পূর্ব্বে অনুষ্টুপ্ শ্লোক ছিল না। কিন্তু তদ্দ্বারা কেবল এই মাত্র নির্দ্দেশিত হইতেছে যে বাল্মীকি এই অনুষ্টুপ্ শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিয়া এই ছন্দ সর্ব্ব সাধারণের নিকট আদরণীয় করিয়াছিলেন। বেদেতে অনুষ্টুপ্ ছন্দ অতি বিরল, বাল্মীকি যে ঐ সকল শ্লোক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন এমনও সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু তিনি যে রামায়ণ এই ছন্দে গ্রথিত করিতেই অভিলাষী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত দ্বিতীয় সর্গের ব্রহ্মার

দ্বারা আদেশের বর্ণনাতেই প্রতিভাত রহিয়াছে [১]। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম সর্গেই রামের কথা লইয়া নারদের সহিত কথোপকথনের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় সর্গের তিনটী শ্লোকে [২] যে ব্রহ্মার আদেশের কথা বর্ণিত আছে, তাহাতেও ঐ নারদ-বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় সর্গের ৪৪ শ্লোক [৩] দ্বারা রামায়ণ-রচনার অভিলাষের প্রথম উদ্দীপনের এবং তাহা শ্লোক দ্বারা রচনার অভিলাষের কথাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার আগমন ও বাল্মীকির "তদ্গতেন মনসা" ইত্যাদি বর্ণনা যে আপনার অভিলাষেরই কল্পিত বর্ণনা তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব বোধ হইতেছে যে বাল্মীকির কবিত্ব শক্তিই এই ছন্দকে সাধারণ মধ্যে আদরণীয় করে। বাস্তবিক বৈদিক কালের কবিগণ দ্বারা এই ছন্দের রচনা অতি বিরল ছিল, সুতরাং রামায়ণ বৈদিক কালের পরেই কিম্বা তৎসমকালেই গ্রথিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

বাল্মীকি আপনার মনঃকল্পিত কতক গুলিন গুণের আধার কোন পুরুষের কথা নারদকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি রাম-চরিত বাল্মীকির নিকট বর্ণন করেন, রামায়ণের প্রথম সর্গেই ইহার বর্ণনা আছে। প্রথম সর্গের রচনা প্রণালী যদ্যপি অন্যান্য সর্গের রচনা প্রণালী হইতে বিভিন্ন বোধ হয় না, কিন্তু প্রথম সর্গে কাব্যের সংক্ষেপ বিবরণ বর্ণিত থাকাতেও তৃতীয় সর্গে পুনরায় রামায়ণের সংক্ষেপ বর্ণনা এবং ঐ তৃতীয় সর্গকে কাব্যোপসংক্ষেপ সর্গ বলিবার ও ঐ সর্গের প্রথম শ্লোকে শ্রুত্বা পূর্ব্বং [১] ইত্যাদি কথা লেখার অর্থ কি? বিশেষ প্রথম সর্গের একত্রিশ শ্লোক [২] পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে দশরথ রামের বন গমন সময়ে প্রকৃতিগণের সহিত কিছু দূর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৃতীয় সর্গের সপ্তম শ্লোকে দশরথের শোক, বিলাপ, মোহ এবং মরণের কথাই লিখিত আছে এবং অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথের রামানুগমনের কথার উল্লেখও নাই ইহার কারণ কি? প্রথম ও তৃতীয় সর্গ পাঠ করিলেই তাহাদের রচয়িতা যে একই কবি তৎ প্রতি আর কোন সন্দেহ থাকে না, অতএব বোধ হয় যে নারদের কথাকে স্বীয় কাব্যের বীজ স্বরূপ করিয়া পরে বাল্মীকি লোকের নিকট রাম-চরিত অন্বেষণ করিয়া পুনরায় কাব্যের উপসংক্ষেপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমুদায় তৃতীয় সর্গ পাঠ করিলে এইরূপ মর্ম্মেরই পোষকতা প্রদান করে। প্রথম সর্গের এক শত দুই, তিন এবং চতুর্থ শ্লোক [৩] এবং ঐ সর্গের আশীর্ব্বাদ-সূচক

১ See Max Muller's Ancient Sanscrit Literature.

২ মহর্ষে যদযং প্রোক্তস্ত্বয়া ক্রৌঞ্চবধাশ্রয়ঃ॥৩২॥
শ্লোক এবায়মং বদ্ধস্তব বাক্যস্য শোচতঃ।
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী ॥৩৩॥
রামস্য রচিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম।
ধর্ম্মাত্মনো গুণবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ ॥৩৪॥
বৃত্তং প্রথম রামস্য যথাতে নারদাৎশ্রুতং।
দ্বিতীয় সর্গ।

৩ তস্য বুদ্ধিরয়ং ভূৎ তত্র বাল্মীকেরথ ধীমতঃ।
কৃৎস্নং রামায়ণং শ্লোকৈরীদৃশৈঃ করবাণ্যহং॥৪৪॥
দ্বিতীয়সর্গ।

১ শ্রুত্বা পূর্ব্বং কাব্যবীজং দেবর্ষে র্নারদাত্ততঃ।
লোকাদাম্বিষ্য ভূয়শ্চ চরিতং চরিতব্রতঃ ॥ ১ ॥
তৃতীয় সর্গ।

২ পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ।
শৃঙ্গবের পুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥৩১॥
প্রথম সর্গ।

৩ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা বাল্মীকিরিদমব্রবীৎ।
দেবর্ষে যে ত্বয়া প্রোক্তাগুণাঃ পুরুষপুঙ্গবাঃ ॥১০২
তেষামেব সমাবায সাম্প্রতং রামমাশ্রিতঃ।
ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং যশস্যং বলবর্দ্ধনং ॥ ১০৩ ॥
যঃ পঠেদ্রামচরিতং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ইদং পঠন্ সমধ্যায়ন পুণ্য শ্রবণকীর্ত্তনং ॥১০৪ ॥
প্রথম সর্গ।

অন্যান্য শ্লোক এবং দ্বিতীয় সর্গের ৪৪ শ্লোক পাঠ করিলে এ রূপ সন্দেহও উপস্থিত হয় যে বাল্মীকি রামায়ণ রচনার অভিলাষের পূর্ব্বেই লোক-বিশ্রুত কিম্বদন্তীর কথা নারদের নিকট হইতে শুনিয়াই তাহা শ্লোক-রজ্জু দ্বারা গ্রথিত করেন এবং প্রথম সর্গের আশীর্ব্বাদ-সূচক১০৭শ্লোকের [১] দ্বারাও এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইতেছে। উক্ত প্রথম সর্গের ১০৫ শ্লোকে [২] যে রামায়ণের উল্লেখ আছে, তাহা দ্বারা যদিও আপাততঃ মনে হয় যে রামায়ণের রচনার পর এই সর্গ রচিত হয়, তথাপি তৃতীয় সর্গের প্রথম শ্লোক সেই সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিতেছে কি না তাহা পাঠকগণ ঐ দুই শ্লোক এবং সমুদায় প্রথম সর্গ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষ রামায়ণের প্রকৃত অর্থ রামাশ্রিত কথা, তদ্দ্বারা বিশেষ কোন কাব্যের প্রতি উহা লক্ষ্য করিয়াছে এমত বোধ হয় না।

এখন রামায়ণের প্রথম সর্গ হইতে রামের জন্ম-বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত যাহা বাল্মীকি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সশিষ্য বাল্মীকি নারদের প্রমুখাৎ-রাম চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরে নারদ ঋষি বিদায় লইলে মহর্ষি বাল্মীকি ব্যাধের দ্বারা ব্যাপাদিত ক্রৌঞ্চ পক্ষীর জন্য শোকার্ত্ত হইয়া যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, রামায়ণে তদ্ব্যাপার বর্ণিত আছে। তৎপরে ব্রহ্মার আদেশ বর্ণনা করিয়া রাম এবং সীতার অঙ্গ-সম্ভূত তাঁহার শিষ্যদ্বয় দ্বারা এই কাব্য যে রূপে লোক-মধ্যে প্রচারিত করিলেন, তাহাও বর্ণিত আছে। তিনি লব এবং কুশকে রামায়ণ অভ্যাস করাইলে তাঁহারা আশ্রমস্থিত মুনিগণ-সমক্ষে মধুর সপ্ত স্বরে তাহা গান করিতেন। মুনিগণ তৎশ্রবণে পরম প্রীত হইয়া জলপূর্ণ কলস, বন্য ফল এবং আপনাদের অকপট হৃদয়ের প্রশংসাবাদ ও অশ্রুপাত দ্বারা তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন। পরে ক্রমে এই দুই গায়কের অসাধারণ গুণের কথা বিখ্যাত হইলে নরপতি রামচন্দ্র তাহাদিগকে অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় আনাইলেন এবং লব ও কুশ আপনাদের সুমধুর সঙ্গীতের সহিত রামায়ণকে লোকগণের নিকট প্রকাশিত ও সভাস্থ সমুদায়কে বিমোহিত করিলেন। তৎপরে রামায়ণের অনুক্রমণিকা লিখিত হইয়াই, প্রকৃত রামায়ণের আরম্ভ হইল।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা দশরথ কোশল জনপদস্থ অযোধ্যা নামক মহাপুরীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্ব কালীন প্রজাগণ সুখ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া কালযাপন করিতেন। বশিষ্ঠ ও বামদেব তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন, এবং সুমন্ত্র প্রভৃতি ছয় জন অমাত্য তাঁহার আজ্ঞায় রাজ্য রক্ষায় প্রবৃত্ত ছিলেন। দশরথ "বংশ কর" পুত্র সন্তান বিহীন ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি একদা পুত্র-কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়া তদ্বিষয় মন্ত্রিগণের নিকট প্রকাশ করায় মন্ত্রিসত্তম সুমন্ত্র পুরাকালে তিনি সনৎকুমারের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কবী রামের জন্মও অসাধারণ ইহা বর্ণনা করিবার জন্য সুমন্ত্র-মুখে তদ্বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। আদিকাণ্ডে রামের জন্ম ব্যাপার যাহা বাল্মীকি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কল্পিত ভিন্ন কখনই সত্য হইতে পারে না। সুমন্ত্র অঙ্গরাজ লোমপাদের

১ পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ।
ক্ষত্রান্বয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্‌জনঃ পণ্যফলত্ব মীয়াৎ।
শৃণ্বন্ হি শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ॥ ১০৭॥
প্রথমসর্গ।

২ সপুত্র পৌত্র সজনো নরঃ ক্রচ্ছাদ্বিমুচ্যতে।
রামায়ণমশেষেণ যেন চ শ্রাবিতং ভবেৎ ॥১০৫॥
প্রথম সর্গ।

রাজ্যে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির বিবরণ বর্ণন করিয়া রাজা দশরথের কন্যা শান্তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। লোমপাদ আপনার রাজ্যের এই দুরবস্থার প্রশমন জন্য কুমার-ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করত শান্তাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। কবী যদ্যপি প্রথমে শান্তাকে লোমপাদের কন্যা বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তৎপরে দশম সর্গে ঐ শান্তা দশরথেরই কন্যা এবং তিনি তাঁহার বন্ধু অপত্যহীন লোমপাদকে প্রদান করিয়াছিলেন ও দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে যজ্ঞার্থে আনয়ন করিলে তাঁহার সন্তানোৎপাদন বিষয়ক ভবিষ্যৎ বাণীর কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজা দশরথ স্বয়ং লোমপাদের রাজ্যে গমন করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বীয় নগরে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের হোতৃত্বে বরণ করিলেন।

রাজা দশরথ বসন্ত-কালের প্রারম্ভেই ঋষ্যশৃঙ্গের পরামর্শে অন্যান্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, বিদেশস্থ শ্রোত্রিয়গণ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সুমন্ত্র তাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্যবংশের পুরোহিত বশিষ্ঠকে ও বেদবেদাঙ্গপারগ কাশ্যপ, সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলে, রাজা তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার ও পূজা করিয়া সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত অশ্বকে মোচন করিতে ও সরযূর পরতীরে যজ্ঞ ভূমি নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্টহৃদয়ে এই যজ্ঞ "অবিঘ্ন" হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পুনরায় সম্বৎসর পরে "বসন্ত কাল প্রাপ্ত হইলে" রাজা দশরথ আপনার গুরু ও স্নিগ্ধ সুহৃদ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক এই যজ্ঞের যথাবৎ আয়োজনের ভার লইতে প্রার্থনা করাতে তিনি তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক "যজ্ঞ নিষ্ঠিত" ব্রাহ্মণগণকে ও "বহুশ্রুত শাস্ত্রবিৎ পুরুষগণকে" যজ্ঞের আয়োজনের জন্য আদেশ করিলেন [১] তাঁহারাও হৃষ্টমনে ঐ সকল ভার গ্রহণ করিলে সুমন্ত্র, বশিষ্ঠের আজ্ঞায় সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ, দৃঢ় বিক্রম ও "বেদে সুনিষ্ঠিত" মিথিলাধিপতি জনককে, দশরথের প্রিয়বয়স্য কাশীপতিকে, অঙ্গরাজ লোমপাদকে, রাজার শ্বশুর বৃদ্ধ পরমধার্ম্মিক কেকয়-রাজকে, সুব্রত নামক দেবসঙ্কাশ নৃপতিকে ও প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য, সিন্ধু, সৌবীর ও সুরাষ্ট্র দেশীয় অন্যান্য নরপতিগণকে ও চারি বর্ণের সহস্র সহস্র লোককে এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ দ্বারা আনয়ন করিলেন। তৎপরে জগতীপতি রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গও বশিষ্ঠের অনুজ্ঞায় শুভ দিবস ও শুভ নক্ষত্রে অযোধ্যার পরপার সরযূর উত্তর কূলস্থিত যজ্ঞ ভূমিতে গমন করিলেন। তুরঙ্গম যজ্ঞ ভূমি প্রাপ্ত হইলে যজ্ঞারম্ভ হইল। এক্ষণকার বৃহৎ কর্ম্মের ন্যায় দ্বিজগণ, অনাথা স্ত্রী ও দরিদ্রগণের প্রচুর ভোজনের কথাও ইহাতে

১ স্থাপত্যে চেহ স্থাপান্তাঃ বৃদ্ধাঃ পরম ধার্ম্মিকাঃ।
কর্ম্মান্তিকা লিপিকরা বদ্ধকা খনকা অপি ॥ ৬ ॥
গণকাঃ শিল্পিনশ্চান্যে তথৈব নট নর্ত্তকাঃ।
ততোব্রবীৎ শাস্ত্রবিদঃ পুরুষান্ সুবহুশ্রুতান্ ॥৭॥
যজ্ঞ কর্ম্ম সমীহন্তাং ভবন্তো রাজ শাসনাৎ।
ইষ্টিং চ বহুসাহস্রীং শীঘ্রং চাহ্বযত দ্বিজান্॥৮॥
উপকার্য্যাঃ ক্রিয়ন্তাং চ রাজ্ঞাং বহু গুণান্বিতাঃ।
ব্রাহ্মণাবসথাশ্চৈব ক্রিয়ন্তাং শতশঃ শুভাঃ ॥ ৯ ॥
ভক্ষ্যান্নপানৈর্ব্বহুভিঃ সমুপেতাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ।
তথা পৌরজনস্যাপি কর্ত্তব্যা বহু বিস্তরাঃ ॥ ১০ ॥
আবাসা বহুভক্ষ্যাঢ্যাঃ সর্ব্বকামৈঃ প্রপূরিতাঃ।
তথা জানপদং চৈব কর্ত্তব্যং বহুভোজনং ॥ ১১ ॥
দাতব্য মন্নং বিবিধং সৎকৃত্য নতু লীলয়া।
সর্ব্বে বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসৎকৃতাঃ॥১২॥
নাপমানঃ প্রযোক্তব্যঃ কামক্রোধকৃতঃ ক্বচিৎ।
যজ্ঞ কর্ম্মসু যে চাগ্র্যাঃ পুরুষাঃ শিল্পিনস্তথা ॥১৩॥
তেষামপি বিশেষেণ পূজা কার্য্যা যথাক্রমং।
যথাসর্ব্বং সুবিহিতং নকিঞ্চিৎ পরিহীয়তে ॥ ১৪ ॥
তথা ভবন্তঃ কুর্ব্বন্তু প্রীতিযুক্তেন চেতসা।
ততঃ সর্ব্বে সমাগম্য বশিষ্ঠ মিদ মব্রুবন্ ॥ ১৫ ॥

বর্ণিত আছে। হোতৃগণ মন্ত্র দ্বারা দেবতাগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কুশল শিল্প কর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত আবাসে নিমন্ত্রিত রাজগণ যথাবিধি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী কৌশল্যা পুত্র-কামনায় যজ্ঞীয় অশ্বকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অধ্বর্য্যু সহিত শুচিব্রত হইয়া ঐ অশ্বকে পূজা করিবার পর সেই অশ্বের বপা দ্বারা যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইলে রাজা দশরথ পত্নীর সহিত সেই যজ্ঞীয় ধূমের আঘ্রাণ গ্রহণ করিলে, যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। এই যজ্ঞের অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতাকে প্রাচী, প্রতীচি ও উদীচিস্থ সমস্ত দেশ দক্ষিণা স্বরূপ দান করিলেন। ঋত্বিক্‌গণকে যথেপ্সিত অর্থ প্রদান করিলেন, ও সদস্য প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন দানে সন্তুষ্ট করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ রাজার কামনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি খ্যাত-বিক্রম চারি পুত্রের বর প্রার্থনা করায় ব্রহ্মবাদি-ব্রাহ্মণগণ হৃষ্টমনে তথাস্তু বলিয়া কহিলেন, মহারাজ! অচিরাৎ তোমার অভিলষিত সিদ্ধ হইবে[১]। কবী এই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল স্বরূপ রামলক্ষ্মণ প্রভৃতির জন্ম বর্ণনা করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহার কল্পনা ইহাতেও চরিতার্থ হইল না, তিনি আপনার কাব্যের নায়ককে দেব সম্বন্ধীয় বলিয়া তাঁহার চরিত্রের ওজস্বিতার বিষয় লোকগণের নিকট প্রতিভাত করিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। রাজা দশরথের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ পুনরায় রাজার হিতান্বেষী হইয়া অন্য এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং দেবতাগণ ভাগ গ্রহণার্থে তথায় আগমন করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে দশরথের অভিলষিত বর যাচ্ঞা করিলে দেবতারাও তাঁহাতে সম্মত হইলেন। দেবতাগণ তৎপরে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গিয়া রাবণ-জনিত ক্লেশের বিষয় জ্ঞাত করাইলে তিনি ঐ রাক্ষস মনুষ্যেরই বধ্য বলাতে তাঁহারা হৃষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মার দ্বারা ধ্যাত হইয়া বিষ্ণু তথায় উপনীত হইলেন এবং দেবতাগণ তাঁহাকে মানবতনু ধারণ করিয়া রাবণ হইতে তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিবার বর দানের প্রার্থী হইলেন। এ দিকে ঋষ্যশৃঙ্গের সেই পুত্রীয়-যজ্ঞাগ্নি হইতে এক প্রাজাপত্য পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া "দিব্য পায়স সম্পূর্ণ" এক "পাত্র" প্রদান করিয়া ঐ পাত্রস্থ হবি ধর্ম্মপত্নীগণকে ভোজন করাইতে আজ্ঞা দিয়া অন্তর্হিত হইল। রামায়ণের চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ সর্গে কবী আপনার কবিত্বের কি আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাল্মীকির কল্পনা ও কবিত্ব শক্তি পৃথিবীর সামান্য বিষয়ের বর্ণনাকে যেন অবজ্ঞা করিয়াই আকাশ ভেদ করত দেবগণের সমাজ বর্ণনায় ব্যগ্র হইল। কবী যেমন রাবণকে "দৃপ্তঃ সপ্ত সদা লোকান্ ক্রীড়ন্নিব স বাধতে" বলিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ তাঁহার কল্পনাও রামায়ণ বর্ণনায় কখনই ক্লান্ত হয় নাই। কবী যেন তাহা ক্রীড়ন্নিব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, রাবণের ভয়ানক বল বীর্য্যের উল্লেখ করাতে তাহার পরম শত্রু ও হন্তা রামের কি অদ্ভুত বল বীর্য্যের পরিচয় প্রদান হইল। বাল্মীকি চতুর্দ্দশ সর্গের দ্বারা রাবণের প্রতাপের তিনটী শ্লোক[২] কি আশ্চর্য্য বর্ণনা করিয়া

১ তানব্রবীৎ হৃষ্টমনা রাজা দশরথো দ্বিজান্।
ইচ্ছামি চতুরঃ পুত্রানুদারান্ খ্যাতবিক্রমান্ ॥৪৬॥
তথেতি তে চ রাজানং তমূচুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
যথাভিলষিতান্ পুত্রানচিরাৎ ত্বমবাপ্স্যসি ॥ ৪৭ ॥

২. অন্যায়তঃ পীড়য়তি বরদানেন দর্পিতঃ।
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন ভয়াদ্বাতি মারুতঃ ॥ ১৭ ॥
নাগ্নির্জ্জ্বলতি বৈ তত্র যত্র তিষ্ঠতি রাবণঃ।
মহোর্ম্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোপি প্রকম্পতে ॥১৮॥
নষ্টো বৈশ্রবণস্তাত ! লঙ্কাং তদ্বীর্য্যপীড়িতঃ।
তস্মান্নঃ পাহি ভগবন্ রাবণাল্লোকরাবণাৎ ॥১৯॥

গিয়াছেন, পঞ্চদশ সর্গে প্রাজাপত্য পুরুষের বর্ণনাও অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবে, কিন্তু রামায়ণের প্রথম সর্গে যাহাকে বাল্মীকি কাব্যবীজ বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে রামকে দেবাংশ বলিয়া বর্ণন করেন নাই, বরং যে শ্লোকে রামের গুণ-ব্যাখ্যান আছে, তাহাতে রাম বিষ্ণুর সদৃশ বীর্য্যবান্ ছিলেন এই মাত্র আছে।[১]

ব্রাহ্ম-বিবাহ।

গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্মবিধানানুসারে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর। এই বিবাহ উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহুসংখ্য ভদ্র লোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় এই শুভ কার্য্য আরম্ভ হইল।

সম্প্রদাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রদান ভূমিতে বেদীর সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়া প্রথমত জ্যেষ্ঠ জামাতৃগণকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথাক্রমে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তৎপরে পাত্র সম্প্রদাতার সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

জামাতৃ বরণ।

সম্প্রদাতা ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেন, যথা—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং।

ধীরেরা আকাশে প্রসারিত চক্ষুর ন্যায় যে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করেন তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করি।

অনন্তর স্বস্তিবাচন করিলেন। যথা—

কর্ত্তব্যেস্মিন শুভ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

জামাতা—ওঁ পুণ্যাহং।

সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেস্মিন শুভ কন্যা সম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

জামাতা—ওঁ ঋদ্ধ্যতাং।

সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেস্মিন শুভ কন্যা সম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোধিব্রুবন্তু।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

অনন্তর অর্ঘ্যাদি দ্বারা পাত্রকে অর্চ্চনা করিলেন। যথা—

সম্প্রদাতা—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

জামাতা—ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামি।

সম্প্রদাতা—ওঁ এষ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

জামাতা—ওঁ পরিচ্ছদং প্রতিগৃহ্ণামি।

সম্প্রদাতা—ওঁ ইদমঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।

জামাতা—ওঁ অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্ণামি।

সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য রামহরি দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য কালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য শ্রী জয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং বাৎস্য গোত্রং ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরং শ্রী জানকীনাথ দেবশর্ম্মাণং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবীং শুভ বিবাহেন দাতুং এভিঃ অর্ঘ্যাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।

---

১ সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে স্থৈর্য্যে চ হিমবানিব।
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয় দর্শনঃ॥২০॥
কালাগ্নি সদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্ম ইবাপরঃ॥ ২১॥
প্রথম সর্গ

জামাতা—ওঁ ব্রতোস্মি।

সম্প্রদাতা—যথাবিহিতং বিবাহ কর্ম্ম কুরু।

জামাতা—যথাজ্ঞানং করবাণি।

অনন্তর স্ত্রী-আচার হইল। তৎপরে সম্প্রদাতা বেদীর অভিমুখীন হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বাম হস্তের সম্মুখে চিত্রিত কাষ্ঠাসনে পাত্র ও দক্ষিণ হস্তের সম্মুখে তাদৃশ আসনান্তরে কন্যা বেদীর অভিমুখীন হইয়া উপবেশিত হইলেন। অনন্তর আচার্য্যগণ বেদীতে উপবেশন করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণী ব্রহ্মোপাসনা ও বৈবাহিক প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

সম্প্রদান।

পাত্র ও কন্যা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। যথা—

ওঁ ইমাং কন্যাং ভুভ্যমহং দদানি।

জামাতা—ওঁ দদস্ব।

তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্র ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্তোপরি স্থাপন করিয়া সম্প্রদান করিলেন। যথা—

সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা ঈশ্বরপ্রীতিকামঃ, বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য রামহরি দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য কালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য শ্রী জয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্য গোত্রায় ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরায় শ্রী জানকীনাথ দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায়, শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রাং শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরাং শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবীং (প্রথম বাৎস্য গোত্রস্য অবধি এই পর্য্যন্ত বার ত্রয় বলিয়া) এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং অরোগিণীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্য মহং সম্প্রদদে।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

সম্প্রদাতা—ধর্ম্মেচ অর্থেচ কামেচ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং।

জামাতা—নাতি চরিষ্যামি।

সম্প্রদাতা কাঞ্চন দক্ষিণা প্রদান করিলেন, যথা—

ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বাৎস্য গোত্রায় ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরায় শ্রী জানকীনাথ দেবশর্ম্মণে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় তুভ্য মহং সম্প্রদদে।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর গ্রন্থিবন্ধন হইলে জামাতা পাঠ করিলেন।

ওঁ বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে। ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। যদস্তু হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা পতিকুলে ইয়ং।

পাণিগ্রহণ।

অনন্তর ভর্ত্তা ও বধূ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভর্ত্তা আপন অঞ্জলির অভ্যন্তরে বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন।

ওঁ গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টি র্যথাসঃ। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নী এধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূ র্জীবসূ র্দেবকামা স্যোনা শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥

ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রুবাং ভব। ননান্দরি চ সাম্রাজ্ঞী সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনু চিত্তং তে হস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব ধর্ম্মাবহস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যং।

তৎপরে বধূ স্বামিগোত্রে আপনার নাম উল্লেখ করিয়া ভর্ত্তাকে অভিবাদন করিলেন। যথা—

বাৎস্য গোত্রা শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী অহং ভো অভিবাদয়ে।

ভর্ত্তা—ওঁ আয়ুষ্মতী ভব!

এই বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন।

তৎপরে ভর্ত্তার আসনে বধূ ও বধূর আসনে ভর্ত্তা বেদীর অভিমুখে উপবেশন করিলে আচার্য্য এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবন-পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমারদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। ইহার পথ-সকল অতি দুর্গম; ইহার প্রলোভন রাশি রাশি; ইহার বিঘ্ন-বিপত্তি তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখ-দাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্য-স্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি-সাধনে ও সুখ-বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহ-কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখিবে "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলি তাঁহাতে সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রীমান্ জানকীনাথ! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গল-সাধনে যত্নশীল থাকিবে; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন, সংযতেন্দ্রিয় ও সৎ-কর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে। যে রূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্ম-পথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সাংসারিক শুভ কার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে মঙ্গলের পথে তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে এবং স্বামীর সাহায্যে সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ওঁ যএকোবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে

ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর দম্পতী ভক্তাতচিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন, তৎপরে আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। যথা—করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তপদীগমন।

অনন্তর সম্প্রদান স্থান হইতে বাসগৃহগমনের পথে সাত খানি আসন প্রদত্ত হইলে বধূ ক্রমান্বয়ে তাহাতে পদ নিক্ষেপ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং ভর্ত্তা সেই সপ্ত পদে ক্রমান্বয়ে সাতটী উপদেশ দিলেন; যথা—

ওঁ ঈশে একপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ ঊর্জ্জে দ্বিপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ ব্রতায় ত্রিপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ মায়োভবায় চতুষ্পদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ পশুভ্যঃ পঞ্চপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ রায়স্পোষায় ষট্পদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সখ্যং তে গমেয়ং।
সখ্যং তে মা যোষাঃ সখ্যং তে মাযোষ্ঠাঃ।

অনন্তর বধূ ও ভর্ত্তা বাসগৃহে গমন করিলেন। তৃতীয় দিবসে উদীচ্য কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন হইল।

বিজ্ঞাপন

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতি দিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় সাম্বৎসরিক দান আগামী ১১ মাঘের মধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করেন।

তাৎপর্য্যসহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্র (লাল কাল অক্ষরে) যাহার মূল্য ১৷০ নির্দ্ধারিত ছিল তাহা নিঃশেষিত হওয়াতে ভাল কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মধ্যে যে সকল পুস্তক ব্রাহ্মসমাজের নিজ সম্পত্তি, তৎসমুদায় আগামী ১১ মাঘ শুক্রবার সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড—জ্ঞান কাণ্ড।

ও দ্বিতীয় খণ্ড—ভোগকাণ্ড।

দর্শনশাস্ত্রসংক্রান্ত যে সকল সিদ্ধান্ত ধর্ম্মের নিমিত্ত অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এই গ্রন্থে তাহা যথাসাধ্য স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৶০ আনা। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজপুস্তকালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২৩ পৌষ সোম বার।

২১৪ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৮
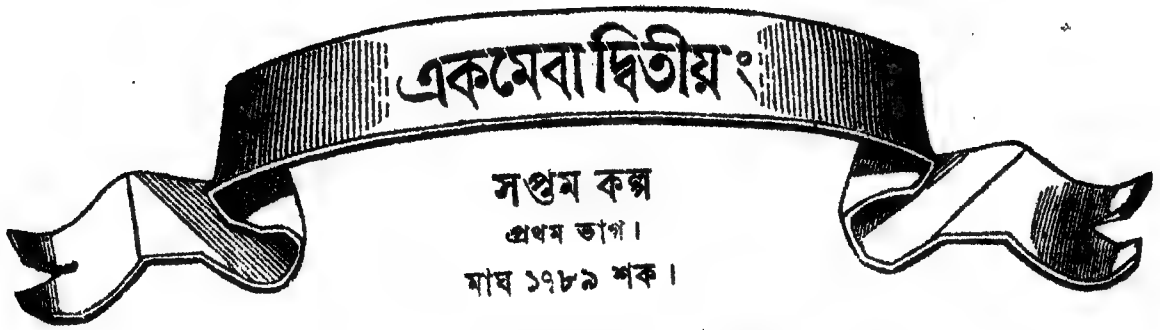
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

অষ্টাত্রিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শুক্রবার অষ্টাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতি দিবস ব্রাহ্মস-মাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘন্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকালে ৮ ঘন্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘন্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ। কলিকাতা ১৭৮৯। } শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দশানুবাকে

সপ্তমং সূক্তং।

গোতম ঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সোমো-দেবতা।

১০৬৩

১৬। আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যং। ভবা বাজস্য সংগথে।

১৬। হে 'সোম' ত্বং 'আপ্যায়স্ব' বর্দ্ধস্ব। 'তে' তব 'বৃষ্ণ্যং' বৃষত্বং বীর্য্যং সামর্থ্যং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বত্র 'সমেতু' সংগচ্ছতাং ত্বয়া সংযুক্তং ভবতু। এবম্ভূতঃ ত্বং 'বাজস্য' অন্নস্য 'সংগথে' সংগমনে 'ভব' অস্মাকং অন্নপ্রদো ভবেত্যর্থঃ।

১৬। হে সোম! তুমি পরিবর্দ্ধিত ও বীর্য্যসম্পন্ন হও এবং আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর।

উষ্ণিকছন্দঃ।

১০৬৪

১৭। আপ্যায়স্ব মন্দিতম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ সখা বৃধে।

১৭। হে 'মন্দিতম' অতিশয়েন মদনন্ 'সোম' 'বিশ্বেভিঃ' সর্ব্বৈঃ 'অংশুভিঃ' লতাবয়বৈঃ 'আপ্যায়স্ব' আ সমন্তাৎ বৃদ্ধো ভব। স ত্বং 'সুশ্রবস্তমঃ' অতিশয়েন শোভনান্নযুক্তঃ সন্ 'নঃ' অস্মাকং 'বৃধে' বর্দ্ধনায় 'সখা' ভব। মিত্রীভব।

১৭। হে প্রীতি-যুক্ত সোম! তুমি সমস্ত কিরণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হও এবং উৎকৃষ্ট অন্নযুক্ত হইয়া উন্নতি বিধানের নিমিত্ত আমাদিগের সখা হও।

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ।

১০৬৫

১৮। সংতে পয়াংসি সমু যন্তু বাজাঃ সংবৃষ্ণ্যান্যভিমাতিষাহঃ। আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব।

১৮। হে সোম 'অভিমাতিষাহঃ' অভিমাতীনাং শত্রূণাং তজ্জঃ 'তে' তব প্রসন্ধৃতং ত্বাং 'পয়াংসি' শ্রপণানি ক্ষীরাণি 'সংযন্তু' সংগচ্ছতাং। তথা 'বাজাঃ' 'উ' চরিলক্ষণানি অন্নানি চ ত্বাং সংগচ্ছতাং। 'বৃষ্ণ্যানি' বীর্য্যাণি চ সংগচ্ছতাং। হে 'সোম' ত্বং 'অমৃতায়' অস্মাকং অমৃতত্বায় অমরণত্বায় 'আপ্যায়মানঃ' আ সমন্তাৎ বর্দ্ধমানঃ সন্ 'দিবি' দ্যুলোকে স্বর্গে 'উত্তমানি' উৎকৃষ্টতমানি উৎকৃষ্টানি 'শ্রবাংসি' অন্নানি অস্মাভিঃ ভোক্তব্যানি হবির্লক্ষণানি বা 'ধিষ্ব' ধারয়।

১৮। হে সোম! তুমি শত্রু-সংহারক এক্ষণে তুমি ক্ষীর অন্ন ও বল প্রাপ্ত হও। তুমি আমাদিগের জীবনের নিমিত্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়া দেবলোকে উৎকৃষ্ট অন্ন সকল ধারণ কর।

১০৬৬

১৯। যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞং। গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোঽবীরহা প্র চরা সোম দুর্য্যান।

১৯। হে 'সোম' 'তে' ত্বদীয়ানি 'যা' যানি 'ধামানি' দ্যুপ্রভৃতিষু অবস্থিতানি তেজাংসি 'হবিষা' চরু পুরোডাশাদিনা 'যজন্তি' যজমানাঃ পূজয়ন্তি। 'তা' 'তে' 'বিশ্বা' ত্বদীয়ানি তানি সর্ব্বাণি ধামানি 'যজ্ঞং' অস্মদীয়ং অধ্বরং 'পরিভূঃ' 'অস্তু' পরিতঃ ভাবয়িতৃণি পরিতঃ প্রাপ্তানি সন্তু। তাদৃশৈঃ ধামভিঃ উপেতঃ ত্বং 'দুর্য্যান' প্রাচীন বংশাদিলক্ষণানস্মদীয়ান গৃহান গৃহা বৈ দুর্য্যা ইতিশ্রুতেঃ। 'প্রচর' প্রকর্ষেণ গচ্ছ। কীদৃশঃ ত্বং 'গয়স্ফানঃ' গয়স্য গৃহস্য ধনস্য বা বর্দ্ধয়িতা। 'প্রতরণঃ' প্রকর্ষেণ দুরিতাত্তারয়িতা 'সুবীরঃ' শোভনৈঃ বীরৈঃ পুরুষৈঃ উপেতঃ 'অবীরহা' বীর্য্যাৎ জায়ন্তে ইতি বীরাঃ পুত্রাঃ তেষাং অহন্তা।

১৯। হে সোম! তুমি সমৃদ্ধি-বর্দ্ধক দুষ্কৃতোত্তারক বীরপুরুষোপেত ও পুত্র প্রতিপালক। যজমানেরা তোমার যে সমস্ত তেজ হবি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন তোমার সেই সমস্ত তেজ আমাদিগের যজ্ঞকে প্রাপ্ত হউক। তুমি আমাদিগের গৃহে বিচরণ কর।

১০৬৭

২০। সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ। ১। ৬। ১২।

২০। 'যঃ' যজমানঃ 'দদাশৎ' সোমায় হবির্লক্ষণানি অন্নানি দদ্যাৎ তস্মৈ যজমানায় 'সোমঃ' 'ধেনুং' সবৎসাং দোগ্ধ্রীং গাং 'দদাতি' তথা 'আশুং' শীঘ্রগামিনং 'অর্বন্তং' অশ্বং দদাতি প্রযচ্ছতি। তথা 'বীরং' পুত্রং 'অস্মৈ' যজমানায় দদাতি। কীদৃশং পুত্রং 'কর্ম্মণ্যং' লৌকিক কর্ম্মসু কুশলং 'সাদন্যং' সদনং গৃহং তদর্হং। গৃহকার্য্য কুশলমিত্যর্থঃ। 'বিদথ্যং' বিদথেষু দেবানিতি বিদথাঃ যজ্ঞাঃ তদর্হং দর্শ পৌর্ণমাসাদিযাগানুষ্ঠানপর-

মিত্যর্থঃ। 'সন্তেবং' সন্তাযাং সাধুং সকলশাস্ত্রাভিজ্ঞমিত্যর্থঃ। 'পিতৃশ্রবণং' পিতা শ্রূয়তে প্রখ্যায়তে যেন পুত্রেণ তাদৃশং। ১। ৬। ১২।

২০। যে যজমান সোমকে অন্ন প্রদান করিবেন, সোম তাঁহাকে শীঘ্রগামী অশ্ব ধেনু এবং কর্ম্মঠ গৃহ-কার্য্য-পটু যাজ্ঞিক সুপণ্ডিত ও যাঁহা দ্বারা পিতার নাম উজ্জ্বল হয় এই রূপ পুত্র প্রদান করিয়া থাকেন। ১।৬।১২।

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৯ পৌষ ১৭৮৯ শক।

(নূতন সমাজ-গৃহ প্রবেশ কালে শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত।)

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম, ১ খ, ৩ অ, ১ শ্লো.।

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর।*

—— মন্যসে সুবেদেতি, দভ্রমেবাপি নূনং, ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপং। ঐ, ৪ অ, ৫ শ্লো।।

যদি এমন মনে কর যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ।

অদ্য আমরা এখানে কি নিমিত্ত সমাগত হইয়াছি? জীবনের কোন্ উদ্দেশ্য সাধন আমাদের অদ্যকার লক্ষ্য, আমরা কোন্ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে যদি আমরা মনে করি যে একটী নূতন সমাজ-গৃহে প্রবেশই এই সমারোহের এক মাত্র কারণ, কেবল বাহ্য আড়ম্বরই ইহার উদ্দেশ্য, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিব যে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য আমরা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের উদ্দেশ্য এত হীন নহে, তাহা অতি মহান্—আমাদের আনন্দ জড় জগতে আবদ্ধ নহে, ইহার আকর পৃথিবীতে নাই। আমাদের আনন্দ সর্ব্বতোভাবে আধ্যাত্মিক, ইহার মূল সেই পরম আনন্দে নিহিত রহিয়াছে। আমরা আমাদের পরম পিতা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতার উপাসনার নিমিত্ত এখানে সমাগত হইয়াছি, আমাদের উপাসনা বাহ্য উপাসনা নহে। আমাদের ঈশ্বর কেবল বহির্জ্জগতের দ্বারা প্রকাশিত হন না। ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা-বিদ্যুতোভান্তি" "সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ-সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; আত্মাই তাঁহাকে কেবল প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। তিনি কেবল আমাদের অন্তরাত্মাতেই বিরাজ করেন, এবং আন্তরিক পূর্ণ প্রীতির দ্বারাই তাঁহার পূজা সম্পন্ন হয়। গত বৎসর এই ৯ ই পৌষ দিবসে এই পবিত্র সমাজ মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, অদ্য তাহাকে সম্পূর্ণ দেখিতেছি, কিন্তু কেবল ইহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইয়াছে বলিতে পারি না। এই সমাজ-মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ আমাদের আত্মাতে প্রবেশ করিয়াছে কি না এবং তাহা এই কালের মধ্যে আত্মার অভ্যন্তরে ঈশ্বর-পূজার মন্দির সংস্থাপিত করিয়াছে, কি না? যেমন সদ্য-প্রকাশিত সূর্য্য-কিরণ এই সমাজ মন্দিরকে আলোকিত করিয়াছে, এবং পৃথিবীর তাবৎ পদার্থকে নূতন জীবন প্রদান করিয়াছে, এবং মৃত্তিকার ক্লেদ সমুদায়কে দূর করিতেছে, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল-জ্যোতি আমাদের আত্মাকে সেই রূপ আলোকময় করিয়াছে কি না, ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ হইয়া আমরা নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি কি না এবং আত্মার পাপ-মলা-সমুদায় পরিষ্কৃত এবং পরস্পর বিদ্বেষ ভাব দূরীকৃত হইতেছে কি না? যখন এই সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষ-জনক উত্তর প্রদানে সমর্থ হইব, যখন আমাদের পরম পিতা

আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে অনুক্ষণ বিরাজ করিবেন, যখন কেবল ভূমা ঈশ্বরকে আত্মাতে ধারণ করিব, যখন সরল-হৃদয়ে সেই বিশ্বপাতার নিকট বলিতে পারিব যে "জেনেছি জেনেছি প্রভু, ছাড়িব না আর কভু, তোমার পূজন বিনা পূজিব না অন্যে আর" যখন সেই পরম পিতার পুত্র বলিয়া তাঁহার পূজার জন্য সকলে ভ্রাতৃ-ভাবে সম্মিলিত হইব, এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিব, তখন জানিব যে এই সমাজ-মন্দির সংস্থাপনের ফল উপলব্ধ হইতেছে।

আমাদের অদ্যকার মহোৎসবের উদ্দেশ্য এবম্প্রকার মহান্; এতদ্দ্বারা আমাদের শ্রেষ্ঠতম প্রবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করাই আমাদের লক্ষ্য; আত্মাকে উন্নত করিয়া তাহাকে ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ করা, এবং পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ দেশ বিদেশে বিকীর্ণ করাই আমাদের কার্য্য। যে দিন অবধি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিন অবধিই পরিবার-মধ্যে, জন সমাজে, কি স্বদেশে কি বিদেশে সেই পবিত্র ধর্ম্মের বিমল সত্য সকল প্রচারিত করিবার গুরু ভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। "প্রতি ব্রাহ্মই এক এক জন ধর্ম্মপ্রচারক" আমরা সেই গুরু ভার কি রূপে বহন করিতে পারি, কোন্ উপায় দ্বারা আমরা প্রচার কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারি? পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিবার মধ্যে প্রচার করা, আত্মীয়গণের আত্মাকে ধর্ম্মজ্যোতিতে আলোকিত করা আমাদের কতক দূর সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সেই ধর্ম্ম দেশ বিদেশ প্রচার আমাদের দ্বারা কি রূপে হইতে পারে? এই সমাজ মন্দিরই তাহার এক প্রধান উপায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন আমার ধর্ম্ম, আমার পরিবারের ধর্ম্ম, সেই রূপ তাহা দেশীয় সকলের এবং সকল পরিবারের ধর্ম্ম কি রূপে হইবে? তাহা কেবল এই সমাজ মন্দিরের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। আমি যেমন সেই পরম পিতার সন্তান, সকলেই তাঁহার সেই রূপ সন্তান, পিতার সকল সন্তানে কি রূপে ভ্রাতৃ-ভাবে সম্মিলিত হইতে পারে? কোথায় সকল ভ্রাতায় একত্র হইয়া পিতার শরণাপন্ন হইতে পারে? কেবল এই সমাজ মন্দিরে।

এতদঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং তাহার সুশীতল ছায়ায় সকলের সন্তাপিত আত্মাকে শীতল করা এবং পিতার সকল সন্তানে একত্রিত হইয়া তাঁহার আরাধনা করাই এই সমাজ-মন্দির সংস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষণে দেখা যাউক যে সেই উদ্দেশ্য এই সমাজ-মন্দির দ্বারা কি রূপে সংসিদ্ধ হইতে পারে। আমরা দুই কারণে এই সমাজ-মন্দিরে নিয়মিত রূপে সমাগত হই। প্রথমতঃ ঈশ্বরের আরাধনা; দ্বিতীয়ত, ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ।

ঈশ্বরের আরাধনাই ঈশ্বর-জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়, "যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে"। যদিও এ রূপ উপাসনা অনেকে নিভৃতে উত্তম রূপে সম্পাদন করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের সাংসারিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে তাহা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে; এবং কেবল মাত্র ঐ রূপ আরাধনার দ্বারা উপাসনার সমুদায় অঙ্গ সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে আমাদিগকে যে প্রকারে আবদ্ধ থাকিতে হয়, সংসারে আমাদিগের মন যে রূপ নিবিষ্ট থাকে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে অবসর না পাইলে মন ক্ষণকালের নিমিত্তও সংসারের মোহপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এই সমাজ না থাকিলে এমন কিছুই থাকে না যাহা আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্যের প্রতি

ধাবমান করাইতে পারে, এমন কিছুই থাকে না যাহাতে সময়ে সময়ে আমাদিগকে গম্ভীর স্বরে বলিতে পারে যে "হে মূঢ় নর! তুমি যে সংসারের দাস হইয়া কেবল তাহারই মায়ায় মুগ্ধ রহিয়াছ, সেই কি তোমার জীবনের লক্ষ্য, তোমার যে এক মহান্ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহা কি রূপে সংসিদ্ধ হইবে, ক্ষণ-বিধ্বংসী বিষয়ের জন্য এত যত্ন করিতেছ, চিরন্তন ধন লাভের কি উপায় করিলে?" যখন পৃথিবীস্থ অধিক সংখ্যক মনুষ্যের জন্যই এই রূপ উদ্বোধন আবশ্যক, যখন অধিকাংশ লোককেই কর্ত্তব্য-বিমূঢ় দেখা যায়, যখন অধিকাংশেরই অবস্থানুসারে অপরিণামদর্শিতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তখন এ রূপ সমাজের আবশ্যকতা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যে কেবল এই এক মাত্র প্রয়োজন তাহা নহে, ইহার আরও এক উচ্চতর কার্য্য আছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, কেবল মাত্র নিভৃত আরাধনার দ্বারা উপাসনার সমুদায় অঙ্গ-সৌষ্ঠব হয় না। ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। যদি কেবল নিজে ঈশ্বরকে জানিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম, যদি পিতার সকল সন্তান মধ্যে তাঁহার জ্ঞান প্রচার করিতে সচেষ্ট না হইলাম, যদি শাশ্বত সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে কেবল আপন আত্মার মধ্যেই বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিলাম, যদি কিঞ্চিন্মাত্র স্বার্থ-নিরপেক্ষ হইয়া সকল ভ্রাতায় মিলে পিতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত না হইলাম, পিতার করুণা সকল-ভ্রাতায় সমান রূপে উপভোগ করিব এই স্বর্গীয় ভাব দ্বারা যদি আত্মা উত্তেজিত না হইল, তাহা হইলে আমার দ্বারা আর ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য কি রূপে সাধন হইল? সুতরাং কেবল নির্জ্জনে উপাসনা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইল না। আমরা এরূপ মনে করিতে পারি যে এতদ্দ্বারা কেবল এই দেখা যায় যে, কেবল যাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষার অন্য অবসর প্রাপ্ত হন না, এবং যাঁহারা সেই শিক্ষা প্রদানে ক্ষমবান্ কেবল তাঁহাদের পক্ষেই সামাজিক উপাসনা আবশ্যক তাহা নহে, আমাদের সকলেরই আত্মাতে যেন এই সত্য দৃঢ় নিবদ্ধ থাকে যে, সদুপদেশ দ্বারা যে কিছু শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, সাধু দৃষ্টান্ত তদপেক্ষা শত গুণে উত্তম শিক্ষা দেয়। এই সমাজে যিনি বেদীর কার্য্য করেন, তিনি কেবল ঈশ্বরোপাসনা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু যেমন জড় জগতে এক পদার্থ অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করে, সেই রূপ তাঁহার আন্তরিক প্রীতি সকলের প্রীতিকে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করে, তাঁহার উপাসনার ভাব সকলের আত্মাকে উপাসনার ভাবে পরিপূরিত করে; এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মও এই সমাজ মন্দিরে নিয়মিত রূপে উপস্থিত থাকিয়া আপনার সাধু দৃষ্টান্তের দ্বারা সকলের চিত্তে উপাসনার ভাব এবং সমাজের জন্য ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা উত্তেজিত করেন। যদি জ্ঞানশালী ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা সমাজে উপস্থিত না হয়েন, যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য যত্নবান্ না হন, তাহা হইলে দেশস্থ অপর সকলে কাহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া এই সমাজে উপস্থিত হইবে, কাহার নিকট হইতে উপাসনার ভাব বা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা শিক্ষা করিবে, কাহাকে অবলম্বন করিয়া জানিবে যে যেমন শরীর রক্ষার্থ অন্ন পান প্রয়োজনীয় আমাদের প্রিয়তম ধর্ম্ম রক্ষার্থ এই সমাজে আগমন তদপেক্ষা অধিকতর আবশ্যক। অতএব যেন আমরা কখন এ কথা

মনে না করি যে আমাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন, যাঁহার পক্ষে এই সমাজ নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

কেবল এই দুই কারণের দ্বারাও সামাজিক উপাসনার সমুদায় ফল দর্শিত হইল না। তাহার আর একটা প্রধানতম প্রয়োজন এই যে পরমেশ্বর কেবল আমার পিতা নহেন, তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, তিনি যেমন আমার পিতা তেমনি তিনি সাধু, অসাধু, পাপী, তাপী, ধনী, নির্দ্ধন, জ্ঞানী, অজ্ঞান সকলেরই পিতা—বিশ্ব বিধাতা। পরমাত্মার এই পিতৃ ভাব আমরা কোথায় সমস্ত হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতে পারি; কোন্ স্থানে আমাদের ভ্রাতৃ-ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পায়? সাংসারিক কোন কার্য্যেই নহে; সংসার আমাদের সকলকে পরস্পর পৃথক করিতেছে, আমরা সংসারের মান, মর্য্যাদা, খ্যাতি, প্রতিপত্তির অনুগামী হইয়া আমাদের ভ্রাতৃ-ভাবকে মন হইতে এক কালে তিরোহিত করিতেছি। যখন পরম পিতার সম্মুখে উপস্থিত হই, যেখানে পরাৎপর জগৎপাতা সকলের প্রতি প্রসন্নবদনে করুণাপূর্ণ-লোচনে দৃষ্টি করেন, যেখানে সাংসারিক কোন প্রকার মান, মর্য্যাদা স্থান পায় না, যখন পিতা সকল-সন্তানকে একই ভাবে গ্রহণ করেন, সেই কেবল একমাত্র সময় যখন আমরা সকলে ভ্রাতৃ-ভাবে সম্মিলিত হইয়া এক ধর্ম্ম-গ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ হইতে পারি। সেই কেবল এক মাত্র সময় যখন আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিতে পারি, তখনই কেবল ধন-মদে বা পার্থিব মর্য্যাদায় মত্ত ব্যক্তি জানিতে পারেন যে সে মর্য্যাদায় বা ধনের প্রকৃত গৌরব কিছুই নাই, এবং দীন সাধুও সেই সময় বিগত-শোক হইয়া পার্থিব কোন অভাবের নিমিত্তই আপনাকে ক্লিষ্ট বোধ করেন না, সকলেই এই শিক্ষা পায় যে পরম পিতার সন্নিধানে সকলেই সমান, সেখানে কেবল ধর্ম্মই আমাদের এক মাত্র সম্বল, কেবল ধর্ম্ম বলেই আমাদের ইতর বিশেষ হইবে। ঈশ্বর-রাজ্যে যিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য হইতে চাহেন, তাঁহাকে কাজেই ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ এবং পবিত্রতা ও সাধুচারিতায় শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে। এবম্প্রকারে যে রূপেইচ্ছা দৃষ্টি করি না কেন এই সমাজ মন্দিরের উপযোগিতা এবং আবশ্যকতা স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে।

উপাসনা ভিন্ন, ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্তি আমাদের এই সমাজ মন্দিরে সমাগত হওয়ার অন্যতর কারণ। যে উপদেশ দ্বারা আমরা সাধু এবং সচ্চরিত্র হইতে পারি, যাহার দ্বারা আমাদিগের আত্মাকে উন্নত এবং আমাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, যদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই, তাহার আবশ্যকতা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এমন কেহ নাই, যিনি বলিতে পারেন যে ঈশ্বর-বিষয়ে আমার আর উপদেশের প্রয়োজন নাই; কেন না আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি যে "যদি এমন মনে কর, যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ।" ধর্ম্ম বিষয়ে, ঈশ্বর বিষয়ে যিনিই ইচ্ছা উপদেশ দিন না কেন তাহাতেই আমরা অবশ্য কিছু না কিছু ফল প্রাপ্ত হইতে পারি। কেবল দিন গেল শব্দেও আমাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে। ঈশ্বর ভাবে আত্মাকে উন্নত করিয়া যিনি এখানে উপস্থিত হয়েন, তিনি কখনই শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইবেন না। সেই করুণাময়ের প্রসাদে আমরা অবশ্যই তাঁহাকে জানিতে পারিব। এখানকার উপদেশে যদি আর কিছুও না হয়, তথাচ ঈশ্বর-ভাবে আত্মা পূর্ণ হইয়া ক্ষণ কালের জন্যও যে

গাম্ভীর্য্য প্রাপ্ত হয়, তাহারও ফল সামান্য নহে, এবং এক দিবসে যদিও আমরা তাহার সম্পূর্ণ ফল উপলব্ধি না করি, তাহা হইলেও পুত্তিকদিগের বল্মীক প্রস্তুতের ন্যায় আমরা ক্রমে ক্রমে যে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হইব সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

ভ্রাতৃগণ! সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতার পক্ষে যে সমস্ত কারণ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা এই সমাজ মন্দিরের প্রয়োজন স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত কারণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াও যদ্যপি আমরা কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাই, যে এই সমাজ মন্দির আমাদের যার পর নাই প্রয়োজনীয়। সকল ভ্রাতায় একত্রে পিতার সমীপে উপনীত হইবার ইচ্ছা যে আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ, তাহা আমরা স্বীয় অন্তরাত্মার প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারি। আমরা যেমন সাংসারিক কোন বিষয়ে উভয়ের এক উদ্দেশ্য থাকিলে, উভয়ে সমযোগী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করি, সে বিষয়ে আমাদের যেমন সহানুভাবকতার আবশ্যক হয়, ঈশ্বর বিষয়েও সেই রূপ। যদ্যপি আমরা দুই জনে এক তরণীতে সমুদ্র-মধ্যে থাকি এবং সেই সময়ে ঝড় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উভয়ের কি মনে একত্রে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য এক ব্যাকুলতা হয় না, উভয়েই কি এক বাক্যে পিতার সাহায্য প্রার্থনা করেন না? আবার পৃথিবীস্থ সকল জাতি সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের মধ্যেই এক প্রকাশ্য সামাজিক উপাসনার নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যেন বিশ্বনিয়ন্তা সকল সন্তানের নিকট হইতেই পূজা গ্রহণের নিমিত্ত সকলেরই মনে এই এক বলবতী ইচ্ছা, সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা-পক্ষে এক সার বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। তবে আমাদিগের এই প্রকৃতিগত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমরা কি নিমিত্ত কার্য্য করিব? ভ্রাতৃগণ! যখন মনে করিবে আমরা সকলে যাঁহার পুত্র, যিনি আমাদের জীবনের উৎস, এবং আমাদের তাবৎ কাম্য বস্তুর বিধাতা, যিনি সকলের আধার এবং প্রভূত সুখশালিনী এই পৃথিবীকে আমাদের সকলেরই বাসোপযোগী করিয়াছেন, এবং যিনি আমাদিগের সকলের পাপের মোচয়িতা, এক মাত্র মুক্তিদাতা পরব্রহ্ম, তাঁহার বিষয় কি কেবল নিভৃতে চিন্তা করিয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি? যিনি আমাদিগের সকলেরই পক্ষে এক, তাঁহাকে সকলে মিলে আরাধনা করিবার জন্য এক প্রবল ইচ্ছা মনে হয় কি না? কেবল সেই স্বভাব-সিদ্ধ আমাদিগের প্রকৃতির সহিত গূঢ় ভাবে মিলিত-বাসনার চরিতার্থতা সাধন করিতে গেলেই এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের আবশ্যকতা স্বতঃ উপলব্ধ হইবে। আমাদের প্রকৃতির অপর এক ধর্ম্ম এই যে আমরা সকল বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে পারি না। সেই কারণেও আমরা ঈশ্বর প্রাপ্তি বিষয়ে ধর্ম্মবলে আত্মাকে বলীয়ান্ করিবার জন্য অনেক সময়ে পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ হই; এই পবিত্র ব্রাহ্ম সমাজ সেই সাহায্যের স্থান।

ভ্রাতৃগণ! এবম্বিধ বিবিধ ফল-দায়ক সমাজ মন্দিরের ভার অদ্য হইতে আমাদের হস্তে পতিত হইতেছে। আমরা যেন ইহার অসদ্ব্যবহার না করি। আমরা সকল সময়েই যেন শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে এবং প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া সকল হৃদয়ের সহিত আমাদের মুক্তি দাতা, পরম পিতা পরব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করি। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক,

অতএব যেন দীন ভাবে আমরা এখানে আসিয়া তাঁহার প্রসাদে তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করি, যেন অন্য প্রকার হীন উদ্দেশ্য আমাদের না থাকে। যেমন এই পবিত্র ব্রাহ্ম সমাজ হইতে আমরা পরাৎপর পরমাত্মার উদ্দেশে স্তুতিবাদ করি, সেই রূপ যেন ইহা আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে যে এই বোয়ালিয়া নগরে, ক্রমে রাজসাহির সমুদয় প্রদেশে, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হয়, তজ্জন্য আমাদের দৃঢ় যত্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের যত্নের ত্রুটি না থাকিলে করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের কামনা অবশ্য সিদ্ধ করিবেন। ভ্রাতৃগণ! যখন ঈশ্বর আমাদিগের সহায় এবং ধর্ম্ম আমাদিগের উদ্দেশ্য, তখন কোন মতে নিরুৎসাহ হইবেন না, সমুদায় আত্মার সহিত পরমাত্মার প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য সর্ব্বদা উদ্যোগী থাকুন এবং অপরাজিত চিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকাম হইয়া দেশ বিদেশে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করুন এবং আপনার আত্মাকে ধর্ম্ম ভাবে এবং ঈশ্বর-প্রেমে পরিপূরিত করিয়া অনুকরণোপযোগী সাধুচারিতার জীবন্ত স্তম্ভ-স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকুন। করুণাময়! সাহায্য বিতরণ কর; আমাদের সকলের আত্মাকে তোমার মঙ্গল ভাবে পরিপূরিত কর, যাহাতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল আমাদের আত্মাতে দৃঢ় রূপে নিবদ্ধ থাকে। এবং এই সমাজ মন্দির যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ কল্প বৃক্ষের কাণ্ড স্বরূপ হইয়া তাহার শাখা প্রশাখা দেশ বিদেশ বিকীর্ণ করত সকলকে শান্তি ছায়া প্রদান করে। এবং সুমধুর ফল দ্বারা দিন দিন সকল আত্মাকে পরিতৃপ্ত এবং উন্নত করিতে থাকে

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

মৃত্যু।

"মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

জন্ম হইলেই মৃত্যু হয় ইহা একটী সাধারণ সংস্কার। কিন্তু বালকেরা যে রূপ অন্ধকারে যাইতে ভয় পায়, মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনুষ্যদিগের সেই রূপ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। কুসংস্কার ও কল্পিত বর্ণনা শ্রবণ দ্বারা এই ভয় আরও দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। এই মৃত্যুভয় আত্মার ক্ষীণতার পরিচায়ক মাত্র। কিন্তু অনেক স্থলে ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই রূপ দুর্ব্বলতা উত্তেজিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা কহিয়াছেন যখন আমাদের সামান্য একটি অঙ্গে অল্প মাত্র বেদনা হইলে অস্থির হইতে হয়, তখন সমুদায় শরীর বিকৃত ও বিনষ্ট হইবার সময় কি দুঃসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। কিন্তু যদি যথার্থ বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই অনুভূত হইবে যে, অনেক সময় একটা অঙ্গে পীড়া হইলে যত ক্লেশ হয়, শত মৃত্যুতেও তত ক্লেশ হয় না। এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, মৃত্যু অপেক্ষা মৃত্যুর আড়ম্বর অধিকতর ভয়ানক। বস্তুতঃ মুমূর্ষু অবস্থার কদাকার মূর্ত্তি, আত্মীয় বন্ধুগণের হাহাকার ও অশ্রুপাত এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ভয়ঙ্কর ব্যাপার সকল মৃত্যুকে শতগুণ ভীষণ করিয়া তুলে। প্রকৃত ভাবে দেখিলে মনুষ্যের মনের অতি সামান্য প্রবৃত্তিও মৃত্যু-ভয়কে তৃণতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে। বৈর-নির্য্যাতন প্রবৃত্তি মৃত্যুকে লক্ষ্যই করে না; মানস্পৃহা ইহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবমান হয়; শোক ইহার আশ্রয় লয়; ভয় পূর্ব্ব হইতে ইহাকে আহ্বান করে; আরও আমরা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি যে, এক সময় কোন সম্রাট্ আত্মহত্যা করিলে তাঁহার অনেক প্রজা প্রভু-বিয়োগ দুঃখ সহ্য করিতে না

পরিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল! সাহস বা দুঃখানুরোধেই লোকে যে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করে এমত নহে, কিন্তু অনেক সময় সংসারের কার্য্য ভার বহনে বিরক্ত হইয়াও লোকে আত্ম বিনাশ সাধন করে। অতএব সামান্যতঃ মৃত্যুকে যে রূপ বলবান্ ও ভয়ঙ্কর মনে করা যায়, বস্তুতঃ ইহা সে রূপ নয়। ধর্ম্মশূরদিগের দৃষ্টান্তে এই সত্য আরও দৃঢ়তর সপ্রমাণ হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে কত শত ব্যক্তি জীবন্ত চিতানলে ভস্মসাৎ হইয়াছেন; কত শত ব্যক্তি সর্ব্বশরীর হইতে শোণিত নিঃস্রাবণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন; কঠোর নিষ্ঠুর হৃদয় হইতে মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রদানের যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, সে সকলই তাঁহাদিগের উপরে প্রয়োজিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা মৃত্যুর প্রতি উপহাস করিতে করিতেই যেন পরলোক যাত্রা করিয়াছেন।

যত চিন্তা করা যায়, মৃত্যু ততই সামান্য ও লঘু বিপদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যদি জীবন নাশের নাম মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কাল প্রতি মুহূর্ত্তেই তো আমাদের জীবন হরণ করিতেছে, প্রতি দিন আমাদের মৃত্যু হইতেছে এবং যত কাল আমরা ভূমণ্ডলে থাকিব, মৃত্যু আমাদের অনুসঙ্গী হইয়া আমাদের উপর আধিপত্য করিতে থাকিবে। এই যে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত আমাদের বলিতেছি, আবার এই সেই মুহূর্ত্ত মৃত্যুর গ্রাসে পড়িল। এক সময়ে আমাদের পরিমিত জীবনের পর্য্যবসান হইবে এবং মৃত্যু যেমন ভূলোক হইতে অনেককে অপসারিত করিয়া আমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়াছে, সেই রূপ আমাদিগকে অপসারিত করিয়া নূতন জীবগণের উপযোগী বাস সজ্জা করিবে।

অজ্ঞান লোকে মৃত্যুকে আধি, ব্যাধি, বিপদ ও যাবতীয় অমঙ্গলের নামান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যদি এই সকল অশুভ ঘটনা মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে সকল তো প্রতিদিনই ঘটিতেছে, তাহাদের সহিত আমরা বিলক্ষণ পরিচিত, সুতরাং প্রতিদিনই আমরা মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। এক এক সময় এ রূপ ঘোর বিপত্তি আসিয়া পেষণ করিতে থাকে যে তাহাতে লোকে মরণকে অপেক্ষাকৃত শ্রেয়স্কর বলিয়া আহ্বান করিতে থাকে। অতএব মৃত্যুতে আর অধিক অমঙ্গলের আশঙ্কা কি?

মৃত্যু যদিও এ রূপ সামান্য ও লঘু এবং যদিও প্রবৃত্তি বিশেষের প্রবল উত্তেজনায় ইহাকে অনায়াসে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারা যায়, কিন্তু তথাপি অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিকেও সচরাচর মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইতে দেখা যায়। মৃত্যু সামান্য পরিবর্ত্তন নহে। যে শরীর লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি এবং চিরজীবন যাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া আসিলাম, তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে, আত্মীয় বন্ধু পরিজনের সহিত চিরদিনের নিমিত্ত বিদায় লইতে হইবে, বহু-আয়াসলব্ধ ধন, মান, প্রভুত্ব ও সাংসারিক যাবৎ সুখ এক কালে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এ সমস্ত সামান্য পরিবর্ত্তন নহে, আমাদের শরীর, আমাদের কামনা সকল কি এ দারুণ পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে? এই কারণে মৃত্যুতে ক্লেশ উপস্থিত হয়। মৃত্যু নিজে যত ভয়ানক না হউক, এই পরিবর্ত্তন ভাবনাতেই প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। মৃত্যুকে সুশাণিত খড়্গের ন্যায় মস্তকোপরি সূক্ষ্ম সূত্রে দোলায়মান বোধ হয়।

মনুষ্যের মৃত্যুতে যে পরিমাণে অনিচ্ছা, অমরত্ব লাভের জন্য সেই পরিমাণে প্রবল স্পৃহা। পূর্ব্ব কালে মানবগণ অমরত্ব লাভের

জন্য কত কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, কত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অমরত্বলাভের ঔষধ অন্বেষণ করিয়াছেন,অদ্যাপি যদি কোন উপায়ে মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করিতে পারা যায়, তাহাতেই বা কাহার অরুচি? কিন্তু অমরত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত যাগ যজ্ঞ তপস্যার আবশ্যকতা নাই, মৃত্যুকে ভয় করিবারও প্রয়োজন নাই। যদি মৃত্যুর যথার্থ ভাব আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাতেই আপনাদের অমরত্বের অধিকার দেখিতে পাই। এই দেহের সহিত আমাদের জীবনের পরিমাণ নহে এবং মৃত্যু হইলে আমাদের সমুদায় শেষ হইবে না। এ দেহে চিরকাল জীবন থাকিলে আমাদের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকিত না। এ দেহ প্রতিক্ষণে বিকল হইতেছে; ইহা রোগ, শোক ও জরার আয়তন; ইহা কত প্রকারে আত্মার স্বাভাবিক বল ও তেজের হানি করিতেছে এবং ইহা সংসার হইতে কত প্রকার দুঃখ ও বিপদ্ আনয়ন করিয়া আত্মাকে মলিন, ও ব্যথিত করিয়া থাকে। অতএব মৃত্যু যে এ দেহকে ভগ্ন করিয়া আত্মাকে উন্মুক্ত করিয়া দেয় সে আমাদেরই সৌভাগ্য।

এই দেহ এই সংসার হইতে যদিও আত্মা অশেষ উন্নতি লাভ করে, কিন্তু ইহাতে চিরকাল বদ্ধ হইয়া থাকিলে আত্মা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যেমন নব-প্ররূঢ় বৃক্ষ সকল যতদিন সবল না হয়, ততদিন পাত্র বিশেষে স্থাপিত ও বৃতি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বৰ্দ্ধিত হয়, কিন্তু পরে সে পাত্র ও বৃতি অপসারিত করিয়া দিলেও তাহার উন্নতি হইতে থাকে; সেই রূপ আত্মা শরীর ও সংসার হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত জীবন লাভ করিয়া ঈশ্বরের অনন্ত প্রসারিত ক্রোড়ে বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

অতএব মৃত্যু কেবল মর্ত্ত্য জীবনের সীমা মাত্র, তাহার পরেই অমরত্ব ও অনন্ত জীবন। কিন্তু এই মর্ত্ত্য জীবনে ও সেই অমৃত জীবনে যোগস্থাপন না হইলে আমরা মৃত্যু-ভয় ও মৃত্যু-যন্ত্রণা অতিক্রম করিতে পারি না। ধর্ম্ম সেই যোগস্থাপনের এক মাত্র উপায়। ধর্ম্মের প্রসাদে আমরা সংসারের অনিত্যতা, শরীরের সহিত আত্মার অচির সম্বন্ধ এবং ঈশ্বরের সহিত নিত্য যোগ বুঝিতে পারি। ধর্ম্মই আমাদিগকে বিষয়-বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরানুরাগ শিক্ষা দেয়। আমরা ধর্ম্মের সাহায্যে জীবনকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইতে শিখি এবং ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া তাঁহাতেই জীবিতবান্ থাকি এবং তাঁহার কৃপায় পবিত্র হইয়া তাঁহার আনন্দময় সন্নিকর্ষ লাভ করিতে থাকি।

যাহারা বিষয়ে আসক্ত, তাহারা এই সংসারে শৃঙ্খল-বদ্ধ। তাহাদের শৃঙ্খল স্বর্ণ-নির্ম্মিত বলিয়া কি তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বলিব? সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, তাহাদিগকে জীবিত বলা যায় না, তাহারা সম্পূর্ণ মৃত। তাহাদের শরীরের গতি শক্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের আত্মা অসাড়; তাহাদের অন্তরস্থ সদ্বুদ্ধি নিদ্রিত আছে অথবা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। যাহারা সংসার-সম্পদে মত্ত, তাহাদের দশা এই রূপ শোচনীয়। এক জন সুলেখক কহিয়াছেন যে নরকে সামান্য ব্যক্তি ও রাজাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না, তবে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও প্রবলতর অশ্রুধারা বিসর্জ্জন এই চিহ্ন দ্বারা শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের পরিচয় পাওয়া যায়। এ রূপ কল্পনার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। ধন মদে মত্ত ঘোর বিষয়ীদিগের সুখ সম্পদ্, মান সম্ভ্রম, আশা ভরসা এই সংসারেই বদ্ধ, তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক এ সংসার পরিত্যাগ করিতে চান না, সুতরাং

পরলোক-চিন্তায় তাঁহাদের যন্ত্রণা ও আক্ষেপ যে দ্বিগুণতর হইবে তাহা কে না অনুভব করিতে পারে? সংসারের প্রতি এই রূপ মায়ামোহই যথার্থ মৃত্যুর অবস্থা, যখন অমৃত-স্বরূপ ঈশ্বরই আমাদের এক মাত্র প্রার্থনীয় হন, তখনই আমরা অমৃতের অধিকারী হই।

স্বর্গস্থ দেবগণকে আমরা অমর বলিয়া বর্ণন করি। প্রকৃত স্বর্গে অনিত্যতার ভাব নাই, সেখানে নিত্য সুখ, নিত্য শান্তি ও নিত্য আনন্দ বিরাজ করিতেছে। আমরা সেই স্বর্গের অধিবাসী হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিব।

হে নিত্য সত্য অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া যে অমৃতলাভে আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছ, সেই অমৃত আমাদিগকে এখানে পরিবেশন কর। আমরা পাপে, তাপে, মোহে জর্জ্জরিত হইয়া অহরহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; আমাদের আত্মা শান্তি হারা হইয়া বিষয়-কাননে অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে, আমরা তোমাকে দেখিতে পাই না—সংসারের গরলরাশি পান করিয়া অচেতন ও হত-জীবন হইয়া পড়ি। যদি এখান হইতে তোমার সহিত দৃঢ়-সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে পারি, যদি এখান হইতে তোমারই পবিত্র চরণে মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে কিসের মৃত্যু ভয়, কিসের মৃত্যু যন্ত্রণা! নাথ! সমুদয় জগতের উপরে তোমার শান্তি ও অমৃত বর্ষণ কর।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮৮ সংখ্যক পত্রিকার ৮৭ পৃষ্ঠার পর।

কেহ কেহ কহিতে পারেন যে শ্রুতি দ্বারা যখন স্মৃতির উপযোগিতা পরিহৃত হইতেছে, তখন স্মৃতির আর আবশ্যকতা কি? যাহা কুত্রাপি নাই কোন গ্রন্থে তাহা থাকিলে সেই গ্রন্থকে সম্পূর্ণ একটি নূতন সৃষ্টি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই বাক্যের প্রত্যুত্তর স্থলে এই রূপ বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, স্মৃতিতে শ্রুতিবাক্যের অনুবাদ আছে যথার্থ কিন্তু ইহাতে বিশেষ এই যে বেদের শাখোক্ত বিষয় সকল অন্য শাস্ত্রে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, স্মৃতি সেই গুলির অর্থবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে। ইহা দ্বারা এই ফল হইতেছে যে বেদোক্ত কর্ম্ম কাণ্ড ইহা দ্বারা বিলক্ষণ সুগম হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ এরূপও কহিতে পারেন যে তুমি যে কারণে স্মৃতি শাস্ত্রের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছ, কল্পসূত্রে তাহার অভাব নাই, সুতরাং কল্প সূত্র সকল থাকিতে স্মৃতি শাস্ত্রের বিশেষ আবশ্যকতা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। এ প্রকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। শাস্ত্রে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত এই দুই প্রকার কার্য্যের বিধি দিয়া থাকে। যাহা শ্রুতি দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইতেছে তাহা শ্রৌত কার্য্য। দর্শ পৌর্ণমাস প্রভৃতি ইহার মধ্যে পরিগণিত। শ্রৌত কার্য্যসকল বেদ-মূলক, এবং যাহা স্মৃতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা স্মার্ত্ত কার্য্য। বেদের যে সমস্ত শাখা গুপ্ত রহিয়াছে এবং যে সকল শাখার অস্তিত্ব কেবল অনুমান দ্বারা স্থির করিতে হয়, এই স্মার্ত্ত কার্য্য সেই সমস্ত শাখা-মূলক। যদিও স্মৃতিধৃত কতকগুলি বিষয়ের সহিত কল্পসূত্রের একতা আছে, কিন্তু স্মৃতিতে এমন আরও কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহা কল্পসূত্রের কোন স্থলেই গৃহীত হয় নাই। সুতরাং এই আপত্তি দ্বারাও স্মৃতি শাস্ত্রের উপযোগিতা উপেক্ষিত হইতেছে না।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত যুক্তি সারগর্ভ হউক বা না হউক

ঋষিগণ শ্রুতি-স্মৃতির বিভেদ ব্যবস্থাপনের নিমিত্ত কতদূর চেষ্টা করিয়া ছিলেন এবং এই বিভেদ ব্যবস্থা তাঁহাদিগের কতদূর আবশ্যক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শন করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য সূত্র ও বেদাঙ্গকে স্মৃতিপ্রবন্ধ-সমূহের মধ্যে গণনা করেন না। তিনি মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিকে ইহার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন [১]। সায়নাচার্য্য যদিও সূত্র সকলকে স্মৃতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না, কিন্তু স্মৃতির সহিত তাহার সমানাধিকরণ-বব্যস্থা রাখিয়াছেন এবং যে শ্রুতি ইহার মূল ও যাহার সহিত ইহার একত্র বিধান নিতান্ত দোষাবহ, সেই শ্রুতির সহিত ইহাকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। কল্পসূত্রকে তিনি শ্রুতিমূলক বলিয়া শ্রৌত গ্রন্থ নামে নির্দ্দেশ করেন। যদিও ইহার প্রতিপাদ্য শ্রুতির সহিত একই হইতেছে, কিন্তু সেই গুলি শ্রুতি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে মাত্র। এই সমস্ত প্রতিপাদ্যের যাঁহারা সংগ্রহকর্ত্তা তাঁহাদিগের নাম ঐ গ্রন্থে উজ্জ্বল রহিয়াছে, কিন্তু শ্রুতি অপৌরুষেয় বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে।

কুমারিল তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থে এই রূপ কহিয়াছেন যে, যে সমস্ত কার্য্য বেদের অনুমোদিত কল্পসূত্রে তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং কল্পসূত্র বেদমূলক এবং বেদের যে সমস্ত শাখা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে গুলির অস্তিত্ব কেবল অনুমান দ্বারা স্থির করিয়া লইতে হয়, স্মৃতি শাস্ত্র সেই সকল শাখা-মূলক। কল্পসূত্র ও স্মৃতি উভয়ই স্বতন্ত্র পদার্থ। কল্প সূত্রের প্রামাণ্য স্মৃতি অপেক্ষা সহজেই সংস্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং স্মৃতির প্রামাণ্য সংস্থাপন বিষয়ে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, কেবল তর্কের নিমিত্তও কল্প সূত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপন বিষয়ে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না [২]। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বেদ যে রূপে প্রামাণ্য কল্প সূত্র কি সেই রূপে প্রামাণ্য, অথবা বেদ হইতে ইহার প্রামাণ্য নিরূপিত হইয়াছে? বেদের ছয়টি অঙ্গ আছে, এই জন্য ইহাকে ষড়ঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সুতরাং এই ষড়ঙ্গের মধ্যে কল্প সূত্রকে গ্রহণ করিয়া বেদ নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অযৌক্তিক [৩]। কারণ মযকাদি ঋষির ন্যায় কতগুলি ঋষি এই কল্প সূত্র সকল প্রস্তুত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের দ্বারা বেদের শাখা সকল প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সকল প্রকাশকের নামেই শাখা সমুদায়ের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা এই সমস্ত সূত্রের রচয়িতা, সেই রচয়িতাদিগেরই নামে সূত্রের নাম নিরূপিত রহিয়াছে। ইহা সত্য বটে যে কল্প

১। কুমারিল কহেন বেদের ছয় অঙ্গ স্মৃতি নামে অভিহিত হয় না। ধর্ম্ম সূত্র যে ভাবে স্মৃতি নামে নির্দ্দিষ্ট হয় ইহাও সেই রূপ। স্মৃতিত্বং ষড়ঙ্গানাং ধর্ম্মসূত্রানাং চাবিশিষ্টং। যদি চ স্মৃতি শব্দেন নাঙ্গানামভিধেয়তা। তথাপ্যেষাং ন শাস্ত্রত্বপ্রমাণত্বনিরাক্রিয়া। অঙ্গ ও ধর্ম্মসূত্রের স্মৃতিত্ব একই প্রকার। যদিও স্মৃতি শব্দ দ্বারা অঙ্গ সকল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না কিন্তু ইহাদিগের প্রমাণত্ব নিরাকরণ করা যাইতে পারে না।

২। অপ্রামাণ্যং স্মৃতীনাঞ্চ যদশব্দতয়োদিতং। পূর্ব্বপক্ষে ন তৎ বক্তুং কল্পসূত্রেষু শক্যতে॥ প্রত্যক্ষ বেদশব্দত্বাৎ তদুক্তা নাপশব্দতা। নষ্টতান্তানৃতং বক্তুং শক্যতে পূর্ব্ব পক্ষিণা॥ স্মৃতির অপ্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, কল্প সূত্রের পূর্ব্বপক্ষ-কালেও তৎসমুদায় ব্যবহার করা উচিত নহে। যখন ইহাতে প্রত্যক্ষ বেদশব্দ আছে, তখন ইহার অপশব্দতা বলা সমুচিত নহে। পূর্ব্বপক্ষী তার্কিকের অতিশয় মিথ্যা প্রযোগ করা গর্হিত।

৩। বেদত্বং কল্প সূত্রাণাং যো বক্তব্যং মনাগপি। কল্প সূত্রকে কখনই বেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

সূত্রের প্রণেতৃগণ ঋষি ছিলেন, সুতরাং এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, শিশু আঙ্গিরস যেমন সাম বেদের শৈশব গীতির রচয়িতা নহেন, সেই রূপ কল্প সূত্র যে সকল ঋষির নাম ধারণ করিতেছে, সেই সকল ঋষি সূত্রের প্রকাশক মাত্র, বস্তুত তাহারা রচয়িতা নহেন। যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কল্পসূত্রকে বেদের তুল্য করিতে চাহেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ যাঁহারা কল্প সূত্র সকল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে এক সময়ে এই সূত্র সকল ছিল না এবং মশক বৌধায়ন আপস্তম্ব আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষির ন্যায় কতগুলি ঋষি দ্বারা তৎসমুদায় এক সময়ে রচিত হইয়াছে ৪।

কুমারিল কহেন যে এই কল্পসূত্রের সকল কোন কোন অংশ বেদ হইতে এবং কোন অংশ অন্য স্থান হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। তিনি বেদাঙ্গ স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতির বিষয়েও এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে স্মৃতির সহিত স্মৃতি প্রবন্ধ সকলের একটি বিলক্ষণ প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

৪। কুমারিল কহেন যে এই সমস্ত নাম বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বাচক। যাঁহাদিগের দ্বারা বেদের শাখা সকল প্রচারিত হইয়াছিল, কঠাদির ন্যায় এই সমস্ত নাম চরণ-বাচক নহে। যথাচ কঠাদি চরণৈরনাদিভিঃ প্রোচ্য মানানাং অনাদি বেদশাখানা মনাদিসমাখ্যাসম্ভবঃ নৈবং নিত্যাবস্থিত মশকাদিগোত্রচরণপ্রবচননিমিত্ত সমাখ্যোপপত্তিঃ। মশক বৌধায়নাপস্তম্বাদি শব্দা হ্যাদিমদেকদ্রব্যোপদেশিন ইতি ন তেভ্যঃ প্রকৃতিভূতেভ্যো হ নাদি গ্রন্থ বিষয় সমাখ্যা ব্যুৎপাদন সম্ভবঃ।

অনাদি কঠাদি চরণ দ্বারা প্রকাশিত অনাদি বেদ শাখা সকলের অনাদি নাম সম্ভব। কিন্তু মশকাদি দ্বারা যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা যতই কেন প্রাচীন হউক না, অনাদি নাম তাহাতে কখনই আরোপ করা যাইতে পারে না। মশক বৌধায়ন ও আপস্তম্ব প্রভৃতি ঋষিরা আদিম অর্থাৎ ইহাঁরা এক সময়ে জন্মিয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের হইতে যে গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কখনই অনাদি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

যথৈবহি কল্প সূত্র গ্রন্থানীতরাণ্যস্মৃতি নিবন্ধনানি চাধ্যেত্রধ্যাপয়িতারঃ স্মরন্তি তথাশ্বলায়নবৌধায়নাপস্তম্ব কাত্যায়ন প্রভৃতীন গ্রন্থকারত্বেন।

শিক্ষক ও ছাত্রেরা কেবল কল্পসূত্র বেদাঙ্গ ও স্মৃতি শাস্ত্র সকল যে অনুশীলন করিয়া থাকেন,

তাহা নহে, তাঁহারা আশ্বলায়ন বৌধায়ন আপস্তম্ব কাত্যায়ন ও অন্যান্য ঋষিকে এই সকল গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া জানেন।

তত্র যাবদ্ধর্ম্ম মোক্ষ সম্বন্ধি তদ্বেদ প্রভবং। যত্ত্বর্থসুখবিষয়ং তল্লোকব্যবহারপূর্ব্বকমিতি বিবেক্তব্যং। এষৈবেতিহাস পুরাণযোরপ্যুপদেশ বাক্যানাং গতিঃ। যে গুলি ধর্ম্ম ও মোক্ষ বিষয়ক তাহা বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং যেগুলি অর্থ ও সুখ বিষয়ক তাহা লোক ব্যবহার অনুযায়ী জানিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল বেদাঙ্গের নয় ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থেরও এই প্রকার গতি।

বাহ্বট সকলপ্রাতিসাখ্যের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন, যস্মাৎ কেবল বেদবাক্যৈর্লৌকিকাতে হনুষ্ঠাতুং বিক্ষিপ্তত্বাৎ বেদ বাক্যানাং গূঢ়ার্থত্বাচ্চ অতঃ কবিভিঃ আচার্য্যৈঃ বেদার্থকুশলৈ র্বেদার্থেভ্যো নিষ্কৃষ্য কর্ম্মার্থং সুখাববোধনার্থমিমানি বিদ্যাস্থানানি প্রবর্ত্তিতানি শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং ন্যায়বিস্তরো মীমাংসাদীনি।

বেদ বাক্যের বিক্ষিপ্ততা ও গূঢ়ার্থতা নিবন্ধন লোকে ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হয় না, এই কারণে বেদার্থ কুশল আচার্য্য ও কবিগণ কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত বেদার্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া বোধ-সুলভ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ ন্যায় বিস্তর ও মীমাংসা প্রভৃতি বিদ্যা স্থান সমুদায় প্রচার করিয়াছেন। তিনি আর এক স্থলে কহিয়াছেন।

অত আচার্য্যো ভগবান্ শৌনকো বেদার্থবিৎ সুহৃদ্ভূত্বা ব্রাহ্মণেভ্যোহর্থবাদানুৎসৃজ্য বিধিং সমাহৃত্য পুরুষ হিতার্থ মৃষেদস্য শিক্ষা শাস্ত্রং কৃতবান।

এই কারণে আচার্য্য বেদার্থবিৎ ভগবান্ শৌনক সুহৃৎ হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে অর্থবাদ পরিত্যাগ ও বিধি আহরণ পূর্ব্বক লোকের হিতের নিমিত্ত ঋগ্বেদের শিক্ষা শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।

সায়নাচর্য্য যেরূপ কহিয়াছেন, তদনুসারে কেবল স্মৃতি প্রবন্ধ এই নামটি মন্বাদি গ্রন্থেই অর্পিত হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে ইহাও স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে যে মন্বাদি স্মৃতির ন্যায় শ্রৌত গৃহ্য প্রভৃতি সূত্রে একই প্রকার বিষয় আছে বটে কিন্তু এই উভয় গ্রন্থ এক সময়ে প্রস্তুত হয় নাই। এবং এই দুই শাস্ত্রের রচনা-রীতিও সমান নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষ।

অনুগঙ্গ প্রদেশ—পর্ব্বত বন ও নদী।

যে প্রদেশ দিয়া গঙ্গা নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহা অনুগঙ্গ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিব্বৎ দেশীয়েরা এই প্রদেশকে আনোনকেঙ্ক বলে। ইহারা গঙ্গার নাম কাঙ্ক ও চীনেরা কেঙ্কিয়া বলিয়া থাকে। এই দুইটি শব্দই গঙ্গার অপভ্রংশ।

এই প্রদেশের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত; দক্ষিণ সীমা বিন্ধ্য পর্ব্বত, বঙ্গোপসাগর ও আরাকান দেশ; পশ্চিম সীমা দৃশদ্বতী নদী[১] পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমা রঘুনন্দন পর্ব্বত[২]। উত্তর পূর্ব্ব সীমা মৈরাম পর্ব্বত[৩] ও মন্থুর দেশ[৪]।

১। এক্ষণে ইহার নাম কাগার হইয়াছে।

২। রঘুনন্দন পর্ব্বত আরাকান ও চট্টগ্রামের পূর্ব্বাংশে স্থাপিত আছে।

৩। ইহার নাম মায়াধাম। ইহা মণিপুরের পূর্ব্ব আট যোজন অন্তরে সুভদ্রা নদী তীরে প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্ষেত্র সমাস গ্রন্থ অনুসারে এই নদী ব্রহ্ম দেশে গিয়া নিপতিত হইতেছে। কোন কোন গ্রন্থে এই নদীর নাম কৈনদ্যান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থানুসারে ইহা ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীতে গিয়া মিলিয়াছে।

৪। এই দেশ প্রভুকঠোর পর্ব্বতের নিকট প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রভু কঠোর পর্ব্বত আসামের পূর্ব্বসীমা। পূর্ব্বে মহাবীর পরশুরাম এই পর্ব্বত ভেদ করিয়া এক পথ প্রস্তুত করেন। এক্ষণে ঐ পথ দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদী ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

পর্ব্বত।

বিন্ধ্য—এই পর্ব্বত বঙ্গোপসাগর হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম বা পূর্ব্ব ভাগ বঙ্গোপসাগর হইতে নর্ম্মদা ও শোন নদীর মূল দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই ভাগের নাম ঋক্ষ পর্ব্বত। দ্বিতীয় বা পশ্চিম ভাগ কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই দ্বিতীয় ভাগের দক্ষিণ অংশের নাম পারিযাত্র বা পারিপাত্র বলা যায়। এবং উত্তরাংশ যাহা দিল্লী হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, তাহা রৈবতক পর্ব্বত নামে খ্যাত। তৃতীয় বা দক্ষিণ ভাগ বিন্ধ্য নামেই খ্যাত। এই দক্ষিণ ভাগ হইতে তাপ্তী ও বৈতরণী নদী নিঃসৃত হইতেছে। রৈবতক পর্ব্বতের বিষয় পুরাণে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না, কেবল কৃষ্ণের দ্বারকা হইতে আগমন কালে এই পর্ব্বতের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

রাজমহল-শৈল—এই অনুগঙ্গ প্রদেশে এই পর্ব্বতটি সামান্য শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। ইহার সংস্কৃত নাম কাক্ষীবান্। পুরাণে এই রূপ নিরূপিত আছে যে পূর্ব্বে কাক্ষীবৎ বংশীয় কতগুলি ব্রাহ্মণ এই শৈল মধ্যে বাস করিতেন, এই কারণে ইহার নাম কাক্ষীবান্ হইয়াছে।

খড়্গাদ্রি—এই পর্ব্বত করকপুর ও করকডিয়া প্রদেশে এই প্রদেশের নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্ষেত্র সমাস[৫] গ্রন্থে এই পর্ব্বতের

৫। প্রকৃত ভূবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় সংস্কৃত ভাষায় এমন সাতখানি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে প্রথম খানির নাম মুঞ্জপ্রতিদেশব্যবস্থা। এই গ্রন্থ খানি খৃষ্টীয় ৯ শতাব্দীর শেষে মুঞ্জ নামক এক রাজা প্রস্তুত করিয়াছেন। তৎপরে খৃঃ ১০ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা ভোজ এই গ্রন্থের সংস্করণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম ভোজপ্রতিদেশব্যবস্থা হয়। এই গ্রন্থ খানি দ্বিতীয়; এই দুই গ্রন্থ অদ্যাপি গুর্জ্জর দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৃতীয় গ্রন্থের

বিষয় উল্লিখিত আছে। ইলিয়ান কহেন ভারতবর্ষীয়েরা যে জন্তুর একটি মাত্র শৃঙ্গ আছে, তাহাকে কারকেসন কহিয়া থাকে। এই শব্দ খড়্গাস্য পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পারস্য ভাষায় খড়্গাকে খারাক বলিয়া থাকে। সুতরাং ঐ প্রদেশের নাম যে ঐ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা এক প্রকার সম্ভব।

রৈবতক—চম্বালা অতিক্রম করিলেই রৈবতক পর্ব্বত-শ্রেণী নয়ন-গোচর হইয়া থাকে। এই পর্ব্বত যমুনা হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং পশ্চিম উত্তরে যমুনা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইহার কতক অংশ যাহা মথুরার পশ্চিম হইতে উত্তর দিকে দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে, স্কন্দ পুরাণের অনুসারে তাহা দেবগিরি এবং মহাভারতের অনুসারে তাহা ময়গিরি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ময় দানব ঐ পর্ব্বতে বাস করিত। ঐ পর্ব্বতের অধিবাসীরা এক্ষণে মায বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

গৃধ্র কূট—গালভ তন্ত্রানুসারে খড়্গাদ্রির দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে গৃধ্রকূট প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্ত্তমান মানচিত্রে ইহা গিধোর বলিয়া উল্লিখিত থাকে।

রাজগৃহ—গৃধ্রকূট পর্ব্বত ও সোন নদের মধ্যে রাজগৃহ পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বে মহারাজ জরাসন্ধ ঐ পর্ব্বতে এক অট্টালিকা প্রস্তুত করেন, এই নিমিত্ত উহার নাম রাজগৃহ হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতের আর একটি নাম গিরিব্রজ। পূর্ব্বে তথায় জরাসন্ধের অসংখ্য ধেনু ছিল, এই নিমিত্ত উহা গিরিব্রজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সোন নদ ও তমসা নদীর মধ্যে কৈমুর পর্ব্বত আছে। পৌরাণিকেরা ইহাকে কি স্মৃত্যু বলিয়া থাকেন।

কালঞ্জর ও চিত্রকূট—পুরাণ ও অন্যান্য সাহিত্য শাস্ত্রে কালঞ্জর ও চিত্রকূট পর্ব্বতের বর্ণনা প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দুই পর্ব্বত বন্দেল খণ্ডে আছে।

নাম ভুবনসাগর। বুক্ক রায় বা কুক্ক সিংহ নামে বিক্রমাদিত্যের ১৩৪১ শকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এক রাজা ছিলেন। এই গ্রন্থ এই রাজার আদেশানুসারে লিখিত হয়। মহাভারতের টীকায় এই গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে। হোসেন সার সময় বঙ্গ দেশের এক জন পণ্ডিত দাক্ষিণাত্যের কোন এক রাজার আদেশে মহাভারতের ভুবিবরণ অংশের একটী টীকা প্রস্তুত করেন। এই গ্রন্থ অতিশয় বিস্তীর্ণ ও একান্ত উপযোগী। এই গ্রন্থখানি চতুর্থ। পঞ্চম বিক্রম সাগর। ইহাতে গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই কিন্তু ক্ষেত্র সমাস গ্রন্থে স্থান বিশেষে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১৬৪৮ অব্দে বঙ্গ দেশে ছিল, এক্ষণে দাক্ষিণাত্যে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ এই রূপ সম্ভাবনা করিয়া থাকেন যে বুক্করায়ের সময় তাঁহারই আদেশে এই গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহার প্রণেতা এক জন দাক্ষিণাত্য। কিন্তু এই রূপ সম্ভাবনা এক প্রকার অমূলক বলিয়া বোধ হয়। কারণ যদি গ্রন্থকর্ত্তা দাক্ষিণাত্য হইতেন, তাহা হইলে সহ্যাদ্রির বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া তিনি কখনই ভ্রমে পতিত হইতেন না। ভুবনকোষ ষষ্ঠ। এই গ্রন্থকার এক স্থলে সলিম সার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই বাদসাহের ১৫৫২ সালে মৃত্যু হয়। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে গ্রন্থকর্ত্তা ঐ বাদসাহের সময় বা তাঁহার পরে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই গ্রন্থের কোন কোন হস্তলিপিতে চৈৎ সিংহের বিদ্রোহ ঘটনার বিষয় উল্লেখ আছে। এই চৈৎসিংহ ১৭৮১ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু যে স্থলে এই বিদ্রোহ লিখিত হইয়াছে, তাহার রচনা-প্রণালী গ্রন্থের অন্য অন্য অংশ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে এই অংশটি ঐ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। সপ্তম ক্ষেত্রসমাস। এই গ্রন্থ পাটনার রাজা বিজ্জলের আদেশে প্রস্তুত হয়। এই রাজা ১৬৪৮ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন। এই গ্রন্থে কেবল জম্বুগঙ্গ প্রদেশের বিবরণ উল্লিখিত আছে। বিজ্জল রাজার মৃত্যু হইলে গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া ছিলেন। তৎপরে বন্ধুগণের যত্ন ও উৎসাহে ইহার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করেন। আসিয়াটিক রিসার্চ্চ ১৪ খ।

ধন্যবাদ।

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য পরমেশ।
ধন্য পরমেশ ধন্য ধন্য পরমেশ॥
সকলি অশেষ তব সকলি অশেষ।
আমার কি সাধ্য আছে বর্ণিতে বিশেষ॥
আশ্চর্য্য তোমার কার্য্য আশ্চর্য্য কৌশল।
যেমনি তোমার জ্ঞান তেমনই বল॥
জ্ঞানবলে পূর্ণ তুমি সর্ব্বশক্তিমান্।
তোমার সমান কেবা আছে হে মহান্॥
নিগূঢ় তোমার তত্ত্ব অখণ্ড গরিমা।
কে বা দিতে পারে তব মহিমার সীমা॥
যে দিকে যা দেখি তাই দেখি চমৎকার।
অবাক্ হয়েছি দেখে বলিব কি আর॥
কিসের বিষয় আমি বর্ণিব তোমার।
সমুদ্রের বিন্দুজলে দিতেছি সাঁতার॥
বলিতে মনের সাধ বলিতে না পারি।
বলি হারি তোমায় প্রভু হে বলি হারি॥
বলিব কি যাহা দেখি সামান্য প্রকার।
তাহারি নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝা অতি ভার॥
জলেতে জলের বিম্ব করে টল টল।
তাহাতেই দেখি তব অপূর্ব্ব কৌশল॥
যে তৃণ গমন কালে দলি পদতলে।
কার সাধ্য তার গুণ সবিশেষ বলে॥
এই মাটী এই বায়ু এই অগ্নি জল।
কত রূপ ধরে ধন্য তোমার কৌশল॥
কখন পাদপ রূপে প্রসবিছে ফল।
কখন জলদ রূপে ঢালিতেছে জল॥
ধরিয়া জীবের দেহ তোমার কৌশলে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় চলে কলে বলে॥
স্থল জল অগ্নি বায়ু বিশ্বের স্বরূপ।
ধরিয়াছে বিশ্ব কিবা অপরূপ রূপ॥
রতনমণি খচিত গগনমণ্ডল।
করে ঝল ঝল কিবা করে ঝল ঝল॥
সুতরুণ বিভাকর তারা অগণন।
বিশদ চন্দ্রমা-কান্তি করি দরশন॥
যে তোমার সঙ্গে থেকে চারি দিকে চায়।
তোমার গুণের সেই পরিচয় পায়॥
তোমার সঙ্গেতে থাকি কি দেখি এখন।
কখন দেখিনি যেন সকলি নূতন॥
এই তরু এই লতা এই ফুল ফল।
এই জীব এই জ্যোতি এই জল স্থল॥
এখনি নীরস বোধ সব হতেছিল।
এখনি কে যেন মধু মাখাইয়া দিল॥
এখনি দেখিনু পত্রে রহিয়াছে রেখা।
এখনি যে দেখি তাহে তব নাম লেখা॥
এখনি ফুলের শুধু পেতে ছিনু বাস।
এবে তায় তব বাসে হতেছি উল্লাস॥
এখনি দেখিনু ফল শাখার উপরে।
এখনি যে দেখি তুমি ধরে আছ করে॥
ঝুলিয়ে পড়েছে যাহা দুলিয়ে দুলিয়ে।
লও বলে দাও যেন বাহু প্রসারিয়ে॥
এখনি দেখিতেছিনু জীব অসহায়।
এখনি সে দেখি তব কোলে স্থান পায়॥
তোমার উপরে যার রয় অনুরাগ।
বদন চুম্বিয়ে তার করিছ সোহাগ॥
সুখের ভাণ্ডার তারে দিয়াছ হে খুলে।
হেরিয়ে তোমার স্নেহ সব যাই ভুলে॥

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। শকাব্দা ১৭৮৯। ৩ মাঘ সোমবার।

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

ফাল্গুন ১৭৮৯ শক।

২৯৫ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতম ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সোমো-দেবতা।

১০৬৮

২১। অষাঢ়ং যুৎসু পৃতনাসু পপ্রিং স্বর্ষামপ্সাং বৃজনস্য গোপাং। ভরেষুজাং সুক্ষিতিং সুশ্রবসং জয়ন্তং ত্বামনু মদেম সোম।

২১। 'যুৎসু' যুদ্ধেষু 'অষাঢ়ং' শত্রুভিরনভিভবনীয়ং। তথা 'পৃতনাসু' সেনাসু 'পপ্রিং' জয়স্য পূরয়িতারং 'স্বর্ষাং' স্বর্গস্য সনিতারং দাতারং 'অপ্সাং' অপাং বৃষ্টিলক্ষণানাং উদকানাং দাতারং। যদ্বা অপাং জনস্তৃকং ভক্ষকরহিতং সর্ব্বেষামনুগ্রাহকমিত্যর্থঃ। 'বৃজনস্য গোপাং' বৃজ্যন্তে অনেনেতি বৃজনং বলং তস্য গোপাং গোপয়িতারং রক্ষিতারং। 'ভরেষুজাং' ভ্রিয়ন্তে এষু হবীংষি ইতি ভরাঃ যাগাঃ তেষু প্রাদুর্ভবন্তং 'সুক্ষিতিং' শোভন নিবাসস্থানং 'সুশ্রবসং' শোভনযশস্কং 'জয়ন্তং' শত্রূনভিভবন্তং। হে 'সোম' ঈদৃগ্‌ভূতং 'ত্বাং' অনুলক্ষ্য 'মদেম' হর্ষযুক্তা ভবেম।

২১। হে সোম! তুমি রণস্থলে শত্রুগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হও না। তুমি সৈন্যগণের জয়দাতা। তুমি স্বর্গ দাতা। তোমা হইতেই লোকে জল লাভ করিয়া থাকে। তুমি বল রক্ষক, যজ্ঞস্থলে তুমিই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাক, তুমি উৎকৃষ্ট নিবাসস্থান যশস্বী ও জয়শীল। আমরা তোমাকে এই রূপ গুণ-সম্পন্ন দেখিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকি।

১০৬৯

২২। ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্ত্বমপো অজনয়স্ত্বং গাঃ। ত্বমাততন্থোর্ব্বং১ন্তরিক্ষং ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববথ।।

২২। হে 'সোম' 'ত্বং' 'ইমাঃ' ভূম্যাং বর্ত্তমানাঃ 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'ওষধীঃ' 'অজনয়ঃ' উৎপাদিতবানসি। তথা 'ত্বং' 'অপঃ' তাসাং ওষধীনাং কারণভূতানি বৃষ্ট্যুদকানি 'অজনয়ঃ' তথা 'ত্বং' 'গাঃ' সর্ব্বান পশূন উদপাদয়ঃ। 'উরু' বিস্তীর্ণং 'অন্তরিক্ষং' 'ত্বং' 'আততন্থ' বিস্তারিতবানসি। তস্মিন অন্তরীক্ষে যৎ 'তমঃ' অস্মদ্দৃষ্টিনিরোধকং অন্ধকারং তদপি 'ত্বং' 'জ্যোতিষা' আত্মীয়েন প্রকাশেন 'বিববর্থ' বিবৃতং বিক্লিষ্টং বিনষ্টং কৃতবানসি।

২২। হে সোম! তুমি এই সমস্ত ওষধী জল ও পশু সৃষ্টি করিয়াছ। অন্তরীক্ষ তোমা হইতেই বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। সেই অন্তরীক্ষে

যে অন্ধকার আছে, তুমি আপনার জ্যোতি দ্বারা তাহা নিরাস করিয়া থাক।

১০৭০

২৩। দেবেন নো মনসা দেব সোম রায়ো ভাগং সহসাবন্নভি যুধ্য। মা ত্বা তনদীশিষে বীর্য্যস্যোভয়েভ্যঃ প্রচিকিৎসা গবিষ্টৌ। ১। ৬। ২৩।

২৩। হে 'দেব' দ্যোতমান 'সহসাবন্' বলবন্ 'সোম' 'দেবেন' মনসা দ্যোতমানয়া স্বদীয়য়া বুদ্ধ্যা 'রায়ো ভাগং' ধনস্য অংশং 'নঃ' অস্মানভিলক্ষ্য 'যুধ্য' প্রেরয়। যদ্বা নোঽস্মাকং রায়ো ধনস্য ভাগং ভক্তারং অপহর্ত্তারং শত্রুমভিযুধ্য আভিমুখ্যেন সম্যক্ প্রহর। 'ত্বা' তাদৃশং ত্বাং কশ্চিদপি শত্রুঃ 'মাতনৎ' ক্লেশেন মা তনোতু মা কার্ষীৎ মা তিরস্কারিতবান্। 'উভয়েভ্যঃ' উভয়েষাং যুধ্যমানানাং সম্বন্ধিনঃ 'বীর্য্যস্য' বলস্য ত্বং 'ঈশিষে' ঈশ্বরো ভবসি। সত্বং 'গবিষ্টৌ' সংগ্রামে 'প্রচিকিৎস' অস্মদীয়ং উপদ্রবং পরিহর। ১। ৬। ২৩।

২৩। হে দীপ্তিশীল মহাবল সোম! তুমি বুদ্ধি দ্বারা আমাদিগের বিত্তাপহারকদিগকে প্রহার কর। তোমাকে কোন শত্রুই সন্নত করিতে পারে নাই। যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তুমি তাহাদিগের বলের ঈশ্বর। এক্ষণে তুমি যুদ্ধস্থলে আমাদিগের উপদ্রব পরিহার কর। ১। ১। ৬। ২৩।

অষ্টাত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৮৯ শক।

মাঘ মাসের একাদশ দিবসে প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময় ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় তল গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইলে আচার্য্য মহাশয়েরা বেদীতে উপবেশন করিলেন। অনন্তর একটি সঙ্গীত হইল। পরে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন দ্বারা সকলকে উদ্বোধিত করিলেন। তৎপরে আর একটি সঙ্গীত হইলে উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে তাৎপর্য্যের সহিত কএকটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই বক্তৃতা করিলেন—

"অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই স্থানে সম্মিলিত করিয়াছেন। কিসের জন্য? সকলে একহৃদয় হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরয়িতা প্রতি জনের গৃহ-দেবতা আত্মার অন্তরাত্মা পরমেশ্বরের সাম্বৎসরিক আরাধনার জন্য। সেই আরাধ্য দেবতা অদ্য আমাদিগের সম্মুখে দীপ্যমান হইয়াছেন। এই আকাশ তাঁহার গুরু ভারে আক্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হৃদয় তাঁহার মধুময় আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখানকার সাধকগণের চক্ষু হইতে যে জ্যোতি বিনির্গত হইতেছে, তাহাতে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপলব্ধি করিতেছি। প্রতি ব্রাহ্মের মুখশ্রীতে সেই পবিত্র পুরুষের গূঢ় সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতেছে। শরীর যেমন আকাশে নিমগ্ন, সেই রূপ আত্মাকে সেই প্রেমসাগরে নিমগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। যথার্থই আজি আমরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আজি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক মহোৎসব যথার্থই উপভোগ করিতেছি। যেমন তরুণ সূর্য্য পুষ্পবনে জ্যোতি দান করিতেছে, সেই রূপ সেই প্রেম-সূর্য্য হৃদয়-কমলে অমৃত জ্যোতি অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিতেছেন; হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রফুল্ল হৃদয়-পদ্ম আজি তাঁহারই আরাধনায় নিয়োজিত করিয়া জীবন চরিতার্থ হইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এক দিকে কঠোর হইয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিষয়-সুখ বিসর্জ্জন করিতে আদেশ দিতেছেন, অন্য দিকে সুকোমল হইয়া স্বর্গীয় আমোদ প্রদান করিবার নিমিত্ত এই মধুময় উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর

আমোদ মনুষ্যগণকে প্রায়ই পশু-তুল্য করিয়া রাখে; কিন্তু আমোদের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা ঈশ্বরের পথে উন্নত হয়, এ কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেরই মহিমা। আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বর ভক্তগণকে নিরানন্দ রাখেন না। তাঁহার ভক্ত তাঁহার প্রেমের অনুরোধে যেমন বিষয় সুখ পরিত্যাগ করিতেছে, তিনি তেমনি স্বর্গীয় আনন্দ তাঁহার অন্তরে বর্ষণ করিয়া সকল ক্ষতি পূর্ণ করিতেছেন। মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয় না, প্রত্যুত তাহা আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অথচ আনন্দের পরিসীমা নাই, এমন উৎসব আর কোথায় আছে? পশু প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতায় যে সুখ উৎপন্ন হয়, এ উৎসবে তাহা ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ইহাতে প্রবিষ্ট হইলে মন এমন উন্নত অবস্থায় আরোহণ করে যে, তাদৃশ নিকৃষ্ট সুখে আর তাহার আসক্তি থাকে না। শিশুরা উন্নতবয়স্কদিগকে ধূলিক্রীড়ায় ঘৃণা প্রদর্শন করিতে দেখিলে যেমন তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না, সেই রূপ যাঁহারা পৃথিবীর মলিন সুখে আসক্ত হইয়া আছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, ধার্ম্মিকেরা কেন তাঁহাদের ন্যায় তাদৃশ সুখ ভোগে অভিলাষী হন না। এই মাঘমাসের একাদশ দিবসে ব্রাহ্মেরা দেশ দেশান্তর হইতে এখানে কেন সমবেত হন, সমবেত হইয়া কি সুখ ভোগ করেন, কেন এত উৎসাহিত চিত্তে চতুর্দ্দিক দর্শন করেন; অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে আসেন; আসিয়া কিছুই বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা দেখেন, সেই গৃহ, সেই বেদী, সেই বক্তৃতা, সেই গান, সেই উপাসনা; উৎসব কোথা? হে দরিদ্র! আমাদের উৎসব কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে, তুমি তাহা কি জানিবে? আমাদের উৎসব এ গৃহেতে নয়, এ বেদীতেও নয়; আমাদের উৎসব আমাদের অন্তরে। পৃথিবীর কোন পদার্থ লইয়া উৎসব করিতেছি না, যে কাহাকেও তাহা প্রদর্শন করিতে পারিব। ঈশ্বরকে লইয়া আমাদের উৎসব। ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া আমাদের উৎসব। যখন ঈশ্বর করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় হৃদয়েতে অনুভূত হইতেছেন, তখনই আমাদের উৎসব হইতেছে। হৃদয় আনন্দ-রসে উচ্ছ্বসিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মা উন্নতি লাভ করিতেছে, সংসারের কোন পদার্থে এমন আনন্দ নাই এবং সংসারের কোন পদার্থই এমন মহত্ত্ব প্রদান করিতে পারে না।

পৃথিবীতে এই উৎসব আরম্ভ হইয়াছে; অনন্তকালেও ইহার শেষ হইবে না। আত্মা যত উন্নত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যত আলিঙ্গিত হইবে, এই উৎসব তত উন্নত বেশ ধারণ করিবে। এই বৎসরান্তের উৎসব প্রতি দিনের উৎসব হইবে। এখানে সূর্য্য এক বার উদয় হয়, আবার অস্ত যায়, কমল বন এক বার বিকশিত হয়, এক বার মুদিত হয়; এক বার ঈশ্বরকে দেখিতে পাই, আবার তিনি অন্তর্হিত হন। কিন্তু আমাদের আত্মা হইতে যখন সমুদায় আবরণ একে বারে তিরোহিত হইবে, তখন প্রেম-সূর্য্য ঈশ্বর আর আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর অন্তরালে যাইবেন না; তখন হৃদয়-কমল আর এক বারও মুদ্রিত হইবে না; প্রফুল্লতা তাহাকে এক বারও পরিত্যাগ করিবে না। তখন এই উৎসব জীবনে ওত প্রোত হইবে। পৃথিবীতেও এই উৎসব যে কত দুর উৎকর্ষ লাভ করিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম যত বিস্তারিত হইতেছে, এই উৎসব ততই স্ফীত হইতেছে। এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল এই ব্রাহ্মসমাজে বদ্ধ ছিলেন, এখন গৃহে গৃহে ইহাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই উৎসবও গৃহে গৃহে নীত হইবে। কিন্তু তিনিই ধন্য, যিনি এই ব্রা-

হ্মসমাজের উৎসবকে আপনার হৃদয়ে চির কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

অদ্য এই উৎসব ভূমিতে আরোহণ করিয়া কি ফল লাভ করিতেছি? অদ্য ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিকর্ষ হৃদয়ে আশ্চর্য্য রূপে অনুভূত হইতেছে। তিনি যে আমাতে বিরাজমান আছেন, এবং আমি যে তাঁহাতে স্থিতি করিতেছি; তিনি যে আমাদের পিতা মাতা, আমরা যে তাঁহার পুত্র; তিনি যে কেমন মহান্, আমরা যে কেমন ক্ষুদ্র, তাঁহার প্রেম-চক্ষু আমাদের উপরে যে কেমন বিকশিত আছে; তিনি যে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন; এই সমস্ত স্পষ্ট রূপে অনুভব করিতেছি, আমাদের হৃদয় কুৎসিত বিষয়ে আসক্তি একে বারে পরিত্যাগ করিয়া সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে; সত্যের প্রভা জ্ঞান-দর্পণে উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইতেছে; সাধু ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিতেছে। ইহা অপেক্ষা এই মর্ত্ত্যলোকে অধিক লাভ আর কি আছে? এক এক সময় একটি সাধুর সহবাসও দুর্লভ হইয়া উঠে। আজি সাধু সমাজে উপবেশন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেছি। এক এক দিন সংসারের গরল পান করিয়া কাতর হইয়া এক বিন্দু অমৃতের জন্য লালায়িত হই, আজি অমৃতময় হ্রদে অবগাহন করিয়া সমুদায় হৃদয়-জ্বালা নির্ব্বাণ করিতেছি, ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ আর কি আছে? এখানে ধনের জন্য আসি নাই, মানের জন্যও আসি নাই, আর কোন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যেও আসি নাই; সংসাররূপ পেষণী যন্ত্রে হৃদয় যে পিষ্ট হইতে ছিল, সেই যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভের জন্য এখানে আসিয়াছি। রোগ শোকে, পাপ তাপে, দ্বেষ ঈর্ষায়, বিবাদ বিসম্বাদে ধরাতল পরিপূর্ণ হইয়াছে, আত্মার আরামের জন্য এখানে আসিয়াছি। প্রবল প্রলোভন সকল বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে; ধর্ম্ম-বল উপার্জ্জনের জন্য এখানে আসিয়াছি, সাধুগণের উৎসাহকর সহবাসে এই নির্বীর্য্য চিত্তে একটু বলাধান হউক, এই জন্য আসিয়াছি। ঈশ্বরের প্রেমমুখ দর্শন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব, এই জন্য আসিয়াছি।

বর্ষের মধ্যে এক দিন এই উৎসব হয়, কিন্তু ইহা অনেক দিন আমাদের প্রমাদী আত্মাকে সতর্ক করিয়া রাখে। অদ্যকার পবিত্রতর উৎসব-রসে অভিষিক্ত হইয়া আত্মা সম্যক্ রূপে দেখিতে পায়, সম্বৎসর কাল কি অবস্থায় অবস্থিত ছিলাম। অদ্য আত্মা যে রূপ উন্নত ভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেম যে রূপ প্রজ্বলিত হইয়াছে, নিকৃষ্ট ভাব সকল যে রূপ প্রশমিত হইতেছে, ঈশ্বরকে যে রূপ সন্নিহিত বোধ হইতেছে, এবং মন যে রূপ প্রসাদ লাভ করিতেছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সম্বৎসরের মধ্যে অদ্যকার দিন আমাদিগকে কি রূপ সৌভাগ্য প্রদান করে। নিপুণতম ব্যক্তিরা অদ্যকার দিনকে আদর্শ করিয়া যদি সমস্ত বৎসর চলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে যতই পতন হউক, আত্মা কিছু না কিছু উন্নতির পথে অবশ্যই আরোহণ করিবে। বর্ষে বর্ষে যদি আত্মার অধিকাধিক উন্নতি অনুভব করিতে না পারি, তবে আমরা কি প্রকারে অনন্ত উন্নতির প্রত্যাশা করিব? আমাদের জ্ঞান ও প্রেম অনন্ত কাল বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অতএব আমরা যেন জ্ঞান ও প্রেমকে বিশ্রাম করিতে না দিই।

ঈশ্বর চিরকাল আমাদিগকে লালন পালন করিতেছেন, চিরকাল সুখ সৌভাগ্য প্রদান করিতেছেন, চিরদিন আমাদিগকে

ক্রোড়স্থ করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা কি একটি দিনও তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিতে পারিব না? যদি তাঁহার করুণা স্মরণ করি, তবে তাঁহাকে বিস্মৃতি-জন্য হৃদয় অনুতাপে কি বিদীর্ণ হইয়া যায় না? সকলেই আপনার জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তিনি কত সুখ বর্ষণ করিয়াছেন, কত দুঃখের ঔষধ হইয়াছেন, কত সম্পদ্ প্রেরণ করিয়াছেন, কত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমরা কত বার অপরাধ করিয়াছি তিনি কত বার ক্ষমা করিয়াছেন, এই সকল মনে করিয়া কোন্ পাষাণ হৃদয় স্থির থাকিতে পারে? অদ্য মন সংসার হইতে অবসৃত হইয়া যেন নূতন লোকে উপনীত হইয়াছে। অদ্য চতুর্দ্দিকেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। মন হইতে ক্ষুদ্র কামনা ও নীচ চিন্তা দূরীকৃত হইয়াছে। হৃদয়ে পবিত্রতা সঞ্চারিত হইতেছে। প্রেমানল প্রজ্বলিত হইতেছে। কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইতেছে, অদ্য মন তাঁহার গুণ গান ও তাঁহার প্রেম পান করিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, তাঁহাকেই দেখিতেছি। "সএবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।" যে আশায় এখানে আসিয়াছিলাম, তাহা চরিতার্থ হইল।

ধন্য জগদীশ্বর। তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। তোমার এত করুণা! তোমার এত প্রেম! ক্ষুদ্র কীটগণের প্রতি তোমার এত দূর দৃষ্টি! আমাদের পাপিষ্ঠ হৃদয় তোমার জ্যোতিতে পবিত্র হইল। তোমার জয় হউক, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক। তোমার পবিত্র নাম প্রতি রসনায় উচ্চারিত হউক। তোমার পবিত্র উৎসব দেশে দেশে ব্যাপ্ত হউক। তোমার সিংহাসন সকল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার পৃথিবী তোমাতে অনুরক্ত হউক। তুমি আমাদিগকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার কর। তোমার প্রেম শিক্ষা দাও। আমাদিগকে তোমার অনুগত কর। তুমি সমস্ত জীবন আমাদের সম্মুখে থাক। এই উৎসব হৃদয়ে চিরস্থায়ী হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

পরে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় একটি বক্তৃতা করিলে চারিটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবন-প্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ হইল, পরে আচার্য্য মহাশয়েরা বেদিতে উপবেশন করিলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতা করিলেন—

"আমরা সম্বৎসর কাল যে দিনের অপেক্ষা করিতে ছিলাম, দেখিতে দেখিতে সেই দিন উপস্থিত হইল। অদ্য কি শুভক্ষণে রজনী প্রভাত হইয়াছিল! অদ্য শয্যা হইতে গাত্রোত্থান অবধি মন যে কি উল্লাসে আছে, কিছুই প্রকাশ করিতে পারি না। অদ্য প্রত্যেক দণ্ড প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমাদিগকে নূতন নূতন আনন্দ আনিয়া দিতেছে। আজিকার আনন্দ মনে ধরিবার নয়; চন্দ্রোদয়ে মহাসাগরের জলরাশির ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছে। কি আশ্চর্য্য! প্রতিদিন যে সূর্য্য রজনীর গাঢ় তিমির ভেদ করিয়া আমাদিগকে জাগরিত করে, অদ্য সেই সূর্য্য উদিত হইয়াছিল— প্রতিদিন যে সমীরণ মৃদুমন্দসঞ্চারে দেহ মন স্নিগ্ধ করিয়া থাকে, অদ্য তাহাই বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছে—প্রতিদিন যে নীলবর্ণ নভোমণ্ডলে গ্রহ নক্ষত্র সকল নিঃশব্দে প্রস্ফুটিত হয়, অদ্য তাহাদিগকেই দেখিতেছি—প্রতিদিন যে সকল বিহঙ্গ বৃক্ষ

শাখায় মধুর স্বরে গান করিয়া লোকের মনোহরণ করে. অদ্য তাহারাও ক্ষান্ত নাই, তথাচ বোধ হইতেছে যেন প্রকৃতি কোন অপূর্ব্ব আবরণে অবগুণ্ঠিত হইয়া এক্ষণে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কোন অভিনব সৌন্দর্য্য নিঃসৃত হইয়াই যেন প্রকৃতির মুখশ্রীতে বিরাজ করিতেছে। অদ্য বাহ্য প্রকৃতির যেমন এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, অন্তঃ প্রকৃতিতেও এই রূপ এক অনির্ব্বচনীয় পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে। এক্ষণে মন যেন শত গুণ উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আনন্দের স্রোত অনিবার্য্য বেগে চলিতেছে। হৃদয়-কপাট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পবিত্রতার উৎস অন্তস্থল শীতল করিয়া উৎসারিত হইতেছে। শান্তিসলিল মানসক্ষেত্রকে আপ্লাবিত করিতেছে, এবং সাধুভাব সকল অঙ্কুরিত হইতেছে।

অদ্যকার এই ভাব কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে ঘটে নাই, ইহা কল্পনাও আনয়ন করে নাই, ইহা মনের বাস্তবিক ভাব। এই ভাব যে কোন ক্ষুদ্র লক্ষ্য চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহে। লোকের কোলাহল, আলোকের পরিপাটী ও অন্যান্য বাহ্য সৌষ্ঠব দর্শনে যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহে। সমস্ত দিন বন্ধুবান্ধবগণের উৎসাহ-পূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়াই যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও নহে। ইহার হেতু অতি মহান্ গূঢ় ও গভীর। আজিকার দিনের প্রশস্ততাই মনের এই ভাবকে উদ্দীপিত করিয়া দিতেছে। বহুকাল অবধি এই বঙ্গ দেশের মুখে একটি অজ্ঞানান্ধকারের আবরণ ছিল. অদ্য তাহা উন্মুক্ত হয়। বহুকাল অবধি এই বঙ্গ দেশের দুর্ব্বল অধিবাসিরা ভ্রান্তির কুটিল কুমন্ত্রণায় পথচ্যুত হইয়া ছিল, অদ্য তাহাদিগের গন্তব্য পথ আবিষ্কৃত হয়। বঙ্গবাসিরা অমৃত বোধে গরল পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, অদ্য চেতনা লাভ করে। ইচ্ছাকে স্বাধীন করিতে না পারিয়া অবস্থার ক্রীত দাস স্বরূপ হইয়া কাল যাপন করিতে ছিল, অদ্য তাহাদিগের নিষ্কৃয় প্রদত্ত হয়। বিকারের অন্তর্দাহ ও তৃষ্ণায় বিচেষ্টমান হইতেছিল, অদ্য তাহাদিগের জন্য উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রস্তুত হয়। অদ্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ এই বঙ্গ দেশে রোপিত করেন। এই কারণেই মনের এই রূপ ভাব উৎপন্ন হইয়াছে।

অদ্য এই ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উৎসব। মনুষ্যের হস্ত এই উৎসবের বাহিরে এমন কিছুই আয়োজন করে নাই, যাহাতে লোক সকল প্রলুব্ধ হইয়া এই উৎসবে আসিয়া যোগ দেয়. কিন্তু ইহার ভিতরে এমন এক সৌন্দর্য্য আছে যে দেখিবামাত্র মন মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। বাহ্য সৌন্দর্য্য অচিরস্থায়ী, কখন দৃষ্টির অনুকূল কখন বা প্রতিকূল হইয়া থাকে। যাঁহারা এই বাহ্য সৌন্দর্য্যে মোহিত হন, আমরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি না, তাঁহারা এই সমুদায় ব্যাপারকেই ত প্রহেলিকা বোধ করিবেন। কিন্তু যাঁহারা কোন বিষয়ের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন. অদ্য তাঁহারাই এই উৎসব ক্ষেত্রের প্রকৃত সভ্য। বাহ্য সৌন্দর্য্য গ্রহণে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই কারণ হইয়া থাকে কিন্তু এই উৎসবে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র ব্যাপার নাই। এই উৎসবের সহিত আত্মারই বিশেষ সম্বন্ধ। যে আত্মা জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছাকে ধর্ম্মের অবিরোধী করিতে পারিয়াছে, কার্য্যকে বিশ্বাসের অনুগামী এবং কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে তেজস্বিনী করিয়াছে, অদ্যকার উৎসব তাহাকেই মোহিত করিতেছে। যে আত্মা আপনার স্বাধীন ভাবের মূলে ঈশ্বরকে দেখিতেছে, আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের

ইচ্ছার অনুগত করিয়াছে, এই পাঞ্চ ভৌতিক প্রকৃতিকে ক্ষণধ্বংসী ও আপনাকে স্বতন্ত্র জানিয়া সংসারের মলিন ভাবে পরিতৃপ্ত হয় না এবং দুঃখ শোকে ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া আপনাকে অভিভূত হইতে দেয় না, অদ্যকার উৎসব তাহাকেই মোহিত করিতেছে। যে আত্মা স্বেচ্ছাচারের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে, যাহার অন্তঃশত্রু সকল কিঙ্করের ন্যায় নিয়ত বশীভূত থাকিয়া উৎসুকচিত্তে নিয়োগ-কালকে প্রতীক্ষা করিতেছে, যাহার স্বচ্ছভাবে বিষয়ের মলিন মূর্ত্তি কদাচই প্রতিফলিত হয় না, ক্ষুদ্রতা যাহার উন্নতিকে স্পর্শ করিতে পারে না, জড়তা যাহার চেতনাকে অপহরণ করিতে পারে না, অদ্যকার উৎসব তাহাকেই মোহিত করিতেছে। কিন্তু এই উৎসবের দ্বার সকলের নিমিত্তই উন্মুক্ত রহিয়াছে, যিনি সমর্থ হন আসুন আমরা ভ্রাতৃভাবে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিব।

ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতির সহিত ধর্ম্মকে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যেই ধর্ম্মকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। বুদ্ধি ও হৃদয়কে সহায় করিয়া অনুসন্ধানে অবগাহন কর, আপনার প্রকৃতি মধ্যেই ধর্ম্মের স্নিগ্ধকর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে। ঈশ্বর স্বয়ং সত্য স্বরূপ, তাঁহার ধর্ম্মও সত্য। তিনি নির্ব্বিকার তাঁহার ধর্ম্মও কখন বিকৃত হয় না। তিনি সকল দেশের সকল কালের লোকের মধ্যে বিরাজমান, তাঁহার ধর্ম্মও দেশকালে আবদ্ধ নহে। তিনি ধনী ও দরিদ্র, বালক ও বৃদ্ধ, স্ত্রী ও পুরুষের নিকট নির্ব্বিশেষে অবস্থান করেন, তাঁহার ধর্ম্মও তদ্রূপ। তিনি স্বয়ং উদার তাঁহার ধর্ম্মেও কিছুমাত্র সংক্ষিপ্ত ভাব নাই। তিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ এই ধর্ম্মকেও পূর্ণভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা এই ঐশিক ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। যাঁহারা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অপূর্ণ মনে করিয়া অন্যান্য উপধর্ম্ম হইতে ইহার অপূর্ণতা পরিহার করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্পষ্টত ঈশ্বরের স্বরূপ ও এই ধর্ম্মের স্বরূপে দোষারোপ করিয়া থাকেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন ইহার হস্তেই রহিয়াছে। যাঁহারা কোন কাল্পনিক ধর্ম্মের জীবন লইয়া ইহার জীবন প্রস্তুত করিতে যান, তাঁহারা ঈশ্বরকেই অবমাননা করিয়া থাকেন। মনুষ্যের নিজের অপূর্ণতা যত হ্রাস হইবে, ততই সে ইহার জীবন্ত পূর্ণ ভাব দেখিতে পাইবে। যে খানে পথ প্রদর্শকের পদ-চিহ্ন নাই, বিজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে নাই এবং কোন রূপ উপধর্ম্মের সোপানও নির্ম্মিত হয় নাই, সেই অভিশাপ-গ্রস্ত মরুভূমিতেও এই ধর্ম্ম স্বয়ংই জীবন্ত ভাবে পূর্ণ ভাবে প্রচার হইতে পারে। ঈশ্বর এই ধর্ম্মেরই জীবনে একটি বিশ্বজনীন ভাব সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বাহ্য উপকরণে সেই অভাবটি পূরণ করিতে যান, তাঁহাদিগের আড়ম্বর বিড়ম্বনা মাত্র। ভিত্তি-বিরহিত চিত্ররচনার ন্যায় তাঁহাদিগের সমুদায় কার্য্যই ব্যর্থ হইয়া থাকে। এই বিশ্বজনীন পূর্ণ ধর্ম্ম আমাদিগের পৈতৃক ধর্ম্ম। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঋষিদিগের সহজ জ্ঞান হইতে এই ধর্ম্ম নিঃসৃত হইয়াছে। আমরা এই ধর্ম্মকে অরণ্য হইতে গৃহে আনিয়াছি, পুস্তকের বদ্ধভাব হইতে মুক্ত করিয়াছি এবং শ্রেণিবিশেষ হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া সাধারণকে ইহার অধিকার দিয়াছি। আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধর্ম্মের আবির্ভাব এবং আত্মার অস্তিত্বেই ইহার অস্তিত্ব। এক সময়ে বিদেশের এই সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হইবে, ধন মান প্রভুত্ব সমুদায়ই মৃত্যুর হস্তে নিক্ষেপ করিতে হইবে, তৎকালে

কেবল এই ধর্ম্মকে এই চির সঞ্চিত ধনকে সম্বল করিয়া স্বদেশে যাইব এবং যত কাল জীবিত থাকিব, দেহের ছায়ার ন্যায় ধর্ম্ম আমাদিগের সহচর থাকিবে।

অদ্য আটত্রিশ বৎসর হইল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্প দিবসের মধ্যে এই অপৌত্তলিক ধর্ম্ম হিন্দু সমাজের মধ্যে যত দূর প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা দ্বারা এক প্রকার আশা করা যাইতে পারে যে ইহা ভবিষ্যতে এদেশের সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে। কি আশ্চর্য্য! ইহা কেমন অল্পে অল্পে হিন্দু সন্তানদিগকে পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আপনার শীতল আশ্রয় প্রদান করিতেছে। হিন্দু জাতির চক্ষে যাহা নিতান্ত দুঃসহ ছিল, ইহা অল্পে অল্পে তাহা কেমন সহনীয় করিয়া তুলিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতে যাহা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বলিয়া আদরণীয় ছিল, হিন্দু সন্তানেরা কেবল ইহারই অনুরোধে সেই আচার ব্যবহারকে কেমন অসঙ্কোচে পরিত্যাগ করিতেছেন। দূর হইতে যাহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত, কেবল ইহারই বলে তাহা কেমন সুলভ হইয়া আসিতেছে। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম—আমাদিগের প্রিয়তম এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ভবিষ্যতে কেবল বঙ্গ দেশের নয় সমুদায় পৃথিবীরই ধর্ম্ম হইবে। যখন আমরা পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন সমাজের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন কোন কোন স্থানে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নিকে জ্বলিত দেখিতে পাই। তত্রত্য লোকেরা চিরাগত কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কেমন উত্থিত হইতেছে। তাহারা লোকের তাড়না তুচ্ছ করিয়া সমুদায় বিপদ সহ্য করিয়া কেমন এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। হা! অদ্য যাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজে দণ্ডায়মান হইয়া মনের আনন্দ বাক্যে ব্যক্ত করিতেছি, তিনি হয় তো কোন অলক্ষিত স্থানে থাকিয়া আপনার পার্থিব পরিশ্রমের ফল প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার এই ব্রাহ্ম সমাজের শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ দেখিয়া আমাদিগের যত না আনন্দ হইতেছে, হয় ত তাহার সহস্রগুণ আনন্দ তাঁহার হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করিতেছে।

অদ্য এই দীপালোকের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিমিত্ত যে উৎসাহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা কি এই দীপালোকের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। এই উৎসাহ কি কএক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, ইহা কি সম্বৎসরের উপজীবিকা নয়? যদি না হয় তবে সমুদায় সাগরের জলেও নির্ব্বাণ হইবে না হৃদয়ে এই রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। অবোধ পরিবার বর্গের অবিরল বিগলিত দুঃখাশ্রু প্রবাহেও নির্ব্বাণ হইবে না হৃদয়ে এই রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। পিতা মাতা ও জ্ঞাতি বন্ধু কর্ত্তৃক বিদ্বিষ্ট ও পরিত্যক্ত হইলে সেই অবস্থার কর্কশ ভাবও নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না হৃদয়ে এই রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। লোকের সাহঙ্কার ব্যবহার ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত ও কঠোর বাক্যেও নির্ব্বাণ হইবে না হৃদয়ে এই রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। যদি না পার ব্রাহ্মধর্ম্ম নিশ্চয়ই তোমাকে সংসারের প্রবল তরঙ্গের মধ্যস্থলে ভীষণ বাত্যার মুখে নিরাশ্রয়ে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে। তখন তুমি কি করিবে, এ দিকে গন্তব্য পথ অনন্ত কিন্তু তোমার সম্বল কিছু মাত্র নাই; ভার বিস্তর কিন্তু তাহা লাঘব করিবার শক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; বিপদ রাশি কিন্তু তাহা অতিক্রম করিবার বল যৎসামান্য। ভ্রাতঃ! মনের দুই প্রকার অবস্থা, কখন সংসার তাহার সর্ব্বস্ব, কখন বৈরাগ্য; কখন লোকের কোলাহলে থাকিবার ইচ্ছা, কখন

লোক-শূন্য অরণ্যে গমন করিবার স্পৃহা, কখন স্ত্রী পুত্রের মায়ার মোহ, কখন তাহাতে উদাস ভাব। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দুই প্রকার অবস্থার সন্ধিস্থলে মনকে ধরিয়া রাখে। যদি ধর্ম্মের বন্ধন শ্লথ করিয়া দেও, এক দিক তোমাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিবে। তুমি পৃথিবীতে সুদৃঢ়পদে কখনই দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে না। পদে পদেই পদস্খলন, পদে পদেই গভীর অন্ধকূপে নিমজ্জন।

ব্রাহ্মগণ! আপনারা পার্থিব ধন মান যশ অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রীতি দৃষ্টিতে দর্শন করুন। চিরাগত ব্যবহার ধর্ম্মের প্রতিকূল হইলে অক্ষুব্ধ চিত্তে তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হউন। এই সংসারের প্রলোভন আসিয়া সময়ে সময়ে আমাদিগের মনকে বল পূর্ব্বক বশীভূত করে, অন্তর্ব্বল পরিবর্দ্ধিত করুন। সম্বৎসরের পর অদ্য আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এক্ষণে প্রণয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মকে স্বার্থ সাধনের যন্ত্র করিয়া কপটতা দ্বারা লোককে মোহিত করা কি কর্ত্তব্য? কীর্ত্তিই মৃত ব্যক্তির প্রতিরূপ, এই সংসারে সেই কীর্ত্তি স্থাপনের বাসনায় ধর্ম্মকে সাধন করা কি শ্রেয়স্কর? মনুষ্যের রুচি বিভিন্ন প্রকার, ভাব প্রকাশ করিবার পথও স্বতন্ত্র, এই প্রকার অবস্থায় দ্বেষ ভাবকে উত্তেজিত না করিয়া কোন একটি ঐক্যস্থল অনুসন্ধান করা কি উচিত নহে? যিনি অন্যকে দ্বেষ করেন তিনি পরম্পরা সম্বন্ধে ঈশ্বরকেই দ্বেষ করিয়া থাকেন, এই মহার্হ বাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম আমাদিগকে কি প্রীতি শিক্ষা দিতেছে না? অপূর্ণ মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদ তো পদে পদেই ঘটিয়া থাকে, তা বলিয়াই কি আমাদিগের ক্ষমার বল খর্ব্ব হইবে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি স্বতন্ত্রতা স্থাপনের মূল, এই বলিয়াই কি আমাদিগের ঔদার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে? ব্রাহ্মগণ! যে সময়ে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ইতিহাসের প্রত্যেক পত্র শোণিতাক্ষরে লিখিত হইয়া ছিল, সেই সময়ের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখুন, কর্ত্তব্য সাধনের পথ কি পর্য্যন্ত সরল হইয়া আসিয়াছে দেখিতে পাইবেন। এখন আর উদাসীন থাকিবার অবসর নাই। সামান্য সামাজিক মর্য্যাদা লুপ্ত হইবার ভয়ে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করা আর উচিত বোধ হয় না। যে সময়ে কেবল অজ্ঞানান্ধকার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, ধর্ম্মনীতি মনুষ্য-সমাজকে এক কালে পরিত্যাগ করিয়াছিল, আমরা সেই সময়ে এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে পাই নাই, ইহাতেও কি আমাদিগের উৎসাহ সঙ্কুচিত হইবে না? যে সময়ে রক্ষকের হস্তও নির্দ্দোষ নর-শোণিতে দূষিত হইত সেই অসহায় অবস্থায় অকূল দুঃখের পারাবারে নিক্ষিপ্ত মনুষ্যের পদ-চিহ্ন দেখিয়াও কি আমাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না? আমরা এ রূপ অবস্থায় আর কত কাল থাকিব। দিন তো চলিয়া যায়।

ভ্রাতৃগণ! উপসংহার কালে আপনাদিগকে আর একটি কথা বলিতেছি। আমরা যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এক বার এই দেশের শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই দেশে অদ্যাপি এক ব্যক্তির বিয়োগে বহুসংখ্য বিধবার আর্ত্তনাদ আমাদিগের কর্ণকে বধির করিতেছে। অদ্যাপি বাল্য বিবাহের ভূরি ভূরি অনিষ্ট চতুর্দ্দিকেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। অদ্যাপি ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষার অভাবে স্বেচ্ছাচারের দ্বার সহস্র প্রকারে উদ্ঘাটিত দেখিতেছি। অদ্যাপি সৎকার্য্যে অধার্ম্মিকতা ও নাস্তিকতা দোষ আরোপিত হইতেছে। আমরা প্রত্যে-

কেহ এই হিন্দু সমাজের এক একটি অঙ্গ স্বরূপ, এই সমাজের এই রূপ অবস্থা কি আমাদিগের সহনীয় হইতে পারে? যদি আমরা এই সমাজের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রবিষ্ট করিয়া ইহার আচার-ব্যাবহার-গত দোষ সকল সংশোধন না করিতে পারিলাম তবে আমাদিগের জন্ম গ্রহণ করিয়া কি লাভ হইল? অতএব এক্ষণই প্রস্তুত হউন, যদি কাহারও হৃদয় থাকে তবে তিনি এখনই প্রস্তুত হউন। বিদেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার অপেক্ষা স্বজাতিকে উন্নত করা কি শ্রেয়স্কর নহে? যদি ইহাতে কেহ আমাদিগকে স্বার্থপর বলেন ক্ষতি নাই, সেই বাক্য সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ঈশ্বরের ধর্ম্ম স্বজাতির সকলের কথা দূরে থাকুক অন্তত এক ব্যক্তিকেও যদি শিক্ষা দিতে পারি, আমাদিগের সাহায্যে এক ব্যক্তিরও যদি ব্যবহার সংশোধিত হয় তথাপি আমরা ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইব।

হে ঈশ্বর! আমরা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি সেই কার্য্যে তুমি আমাদিগের বল ও উৎসাহ দেও। আমরা নিশ্চয় জানি তোমার প্রসাদ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়

অনন্তর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বেদি হইতে এই বক্তৃতা করিলেন—

"আমরা পুনর্ব্বার সম্বৎসরের পরে এই শুভ দিনে শুভ ক্ষণে সেই মঙ্গলময় অখিল-বিধাতার পূজার্চ্চনা করিতে এই উৎসব-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি। আশা উদ্যমে প্রফুল্ল হইয়া সকলে একলক্ষ্য একহৃদয় হইয়া ভ্রাতৃভাবে সেই অনন্ত দেবের আরাধনার জন্য আবার এখানে একত্রিত হইয়াছি। সম্বৎসর কাল বিশেষত মাঘের প্রথম দিন হইতে এক দুই করিয়া যে শুভ দিনের গণনা করিতেছিলাম,—যে পবিত্র দিবসের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, ঈশ্বর প্রসাদে, আজকার প্রাতঃসূর্য্য আমারদের সেই উৎসব-দিন প্রমুক্ত করিয়া দিয়াছে। অচেতন জগৎকে সচেতন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমারদের নিদ্রিত আত্মাকে জাগ্রৎ করিয়া ব্রহ্ম-পূজার প্রবৃত্ত করিয়াছে। আজ সমস্ত দিন সকলেরই মুখে ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিয়া চারি দিকে ধর্ম্মের আলোচনা দেখিয়া কার না হৃদয় আনন্দে বিস্ফারিত হইয়াছে। কোন্ ঈশ্বর-প্রাণ ভগবদ্‌ভক্ত সাধু বঙ্গ দেশের মধ্যে, পাপ-দূষিত ক্ষীণ হীন মলিন বঙ্গ ভূমির অভ্যন্তরে দেবআচরিত স্বর্গীয় সুখ প্রদর্শন সন্দর্শন করিয়া ধর্ম্মাবহ পতিত-পাবন পরমেশ্বরের সন্নিধানে কৃতজ্ঞ না হইয়াছেন। আজ কোন্ কোমল-হৃদয় ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্যক্তি না স্বদেশের এই মাঙ্গলিক ব্যাপার উপলক্ষে সজন নির্জনে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। স্বদেশের শ্রী-সৌভাগ্য সন্দর্শন করিবার জন্য যাঁর নয়ন-যুগল উৎসুক হইয়া রহিয়াছে, স্বজাতির ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনের নিমিত্ত যাঁর চিত্ত সর্ব্ব ক্ষণ ব্যাকুলিত হইয়া রহিয়াছে, নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্ম-জনিত এই মহোৎসবে তাঁর হৃদয় তো আহ্লাদে নৃত্য করিবেই। আজকার এই উৎসবকে তিনি তো সমুদায় ভারত ভূমির মহোৎসব বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেনই। স্বদেশের কোন প্রকার বৈষয়িক স্বাধীনতা লাভের দিন স্মরণ করিয়া প্রতিবর্ষে যখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বিবিধ প্রকারে মনের উল্লাস প্রকাশ করে, তখন যে দিনে ভারত বর্ষের বঙ্গ দেশের মধ্যে কলিকাতা মহানগরীতে এই আদি ব্রাহ্মসমাজ-রূপ অমৃত তরু প্রতিষ্ঠিত হয়, মহাত্মা রামমোহন রায় বাইবলিক কোরানিক, তান্ত্রিক পৌরাণিক প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়দিগকে পরাস্ত পরাভূত করিয়া যে

দিনে এখানে ব্রহ্মনামের জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া জগতে সত্যের জয় ধর্ম্মের জয় বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্মনামের জয় ঘোষণা করিলেন— সমুদায় ভারত-ভূমির আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের সুপ্রশস্ত ধর্ম্মবর্ত্ম উন্মুক্ত করিয়া দিয়া এই ব্রাহ্মসমাজরূপ অপার কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন, তিনি যে দিনে সবল দুর্ব্বল, পণ্ডিত মূর্খ, ভীরু সাহসী, স্বদেশী বিদেশী সকলকেই তুল্য রূপে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা করিবার অধিকার নির্দ্দেশ করিলেন; আজ সেই পবিত্র দিন সেই মাঘের পবিত্র একাদশ দিবস; আজকার এই উৎসব কি সাধারণের উৎসব হইবে না? ইহা কি বঙ্গ দেশের—সমুদায় ভারত বর্ষের—সসাগরা পৃথিবীর ধর্ম্মজীবী জীব-দিগের মহোৎসব নহে? এই পবিত্র পরি-শুদ্ধ উন্নত ধর্ম্ম-জনিত উৎসবকে কি কোন পরিবার বিশেষের আনন্দ উৎসব বলিয়া নিরস্ত থাকা যাইতে পারে? সূর্য্য যেমন সাধারণের আলোক বিধাতা, ঈশ্বর যেমন পাপী পুণ্যাত্মা সকলেরই পরিত্রাতা মুক্তি দাতা, উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম-জনিত এই উৎসব সেই প্রকার সকল দেশীয় সকল লোকেরই মহোৎসব।

যিনি ধর্ম্মের উন্নতিকেই জগতের প্রকৃত উন্নতি বিবেচনা করেন, আত্মার উৎকর্ষ সাধনকেই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাদৃশ মহাপুরুষ আজি হিমাচলে, কি সিন্ধু-সলিলে, ইউরোপ খণ্ডে, কি আমেরিক রাজ্যে যেখানে কেন অবস্থান করুন না, আজকার বিমল আনন্দ, নদ নদী সিন্ধু সাগর, পর্ব্বত প্রস্তর উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁর প্রশস্ত হৃদয়-ভূমিকে প্লাবিত করিবেই করিবে।

যিনি সমুদায় মানব জাতিকে স্বাভাবিক ভ্রাতৃ-ভাবে আবদ্ধ হইয়া সাধারণ-পিতা একমেবাদ্বিতীয়ং সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় নিমগ্ন দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তো সমুদায় মানবকুলের সাধারণ উপাসনা গৃহ-স্বরূপ এই আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-দিন স্মরণ করিয়া প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে ঈশ্বরের যশোগানে প্রবৃত্ত হইবেনই।

যিনি অপৌত্তলিক ধর্ম্মসূত্রে সমুদায় মনুষ্য জাতিকে আবদ্ধ হইতে অভিলাষ করেন, যিনি ধর্ম্মজনিত সকল প্রকার বিবাদ বিসম্বাদকে পৃথিবী হইতে চির কালের জন্য বিদায় দিয়া তৎপরিবর্ত্তে আন্তরিক অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃ-ভাব বিস্তারিত করিবার প্রার্থনা করেন, তিনি এই উদার উন্নত একেশ্বর-প্রতিপাদক অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম-জনিত এই উৎসব-আনন্দ ভিন্ন আর সাংসারিক কোন্ কার্য্য সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন?

ধর্ম্ম-জনিত মত-ভেদই লোক-সমাজের একমাত্র অনৈক্যের কারণ। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার দূষিত বিশ্বাসই পরস্পর বিদ্বেষ বৈর ভাবের অন্যতর সোপান। ঘৃণিত সাম্প্রদায়িক মতই মানবকুলের স্বাভাবিক ভ্রাতৃ-ভাব বিনাশের এক মাত্র সাধন। ব্রাহ্মধর্ম্মে—পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে তাদৃশ কোন কলঙ্ক, কোন অপবাদ নাই। এই মোহান্ধ মর্ত্ত্য লোকের মধ্যে এক-ঈশ্বর-প্রতিপাদক নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদায় মানবকুলকে ধর্ম্ম-জনিত বিবাদ বিসম্বাদ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া সেই ব্রহ্মের দিকেই লইয়া যাইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট দিশাহারা মনুষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই যশ কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি ঈশ্বর-পিপাসু ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু জনগণের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা শান্তির জন্য উচ্চৈঃস্বরে এই সত্য প্রচার করিতেছেন, ব্রহ্মের শরণাপন্ন হও, তিনি বিনা আর গতি মুক্তির অন্য উপায়

নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" তিনি ক্ষুদ্র পরিমিত বিষয়াসক্ত সুখেচ্ছু মুক্তি-প্রার্থী জীবদিগকে পরিমিত বস্তুর আরাধনা হইতে বিরক্ত হইয়া ভূমা ঈশ্বরের শরণাগত হইবার জন্য গম্ভীর স্বরে এই কহিতে-ছেন "যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখ-মস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসি-তব্যঃ। যিনি ভূমা, তিনি মহান্ তিনি সুখ-স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্বরই সুখ-স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।" পাছে অল্প-বুদ্ধি লোকেরা সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্মের উপাসনা না করিয়া সৃষ্ট বস্তুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, পাছে উপদেশ-দোষে বা দৃষ্টান্ত-প্রভাবে লোকে ক্ষণভঙ্গুর পরিমিত বস্তুকেই অজর অমর অশোক অভয় অপরিমিত ব্রহ্ম বা তাঁহার অংশ বলিয়া তাহারই অর্চ্চনায় ধাবিত হয়, এ জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে সৃষ্ট বস্তুর সহিত সেই "অকাল মুরত" অনাদ্যনন্ত নির-তিশয় পরমেশ্বরের প্রভেদ প্রদর্শন করি-তেছেন "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে। লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদিগকে সৃষ্ট বস্তুর আরা-ধনা হইতে—নরদেবতার উপাসনা হইতে পৃথক্ থাকিবার জন্য ঈদৃশ মধুময় উপদেশ দ্বারা প্রতিক্ষণই সতর্ক করিতেছেন। পাছে মনুষ্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়া মনুষ্যকে নেতা উপদেষ্টা বা মধ্যস্থ করিয়া আমরা ঈশ্বর হইতে দূরে পড়িয়া ক্রমে অধোগতি লাভ করি, ঈশ্বরের প্রেমোজ্জ্বল মুখ-জ্যোতি দে-খিতে না পাইলে অন্ধীভূত হই, এ জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে আত্মার সম্মুখে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই আদর্শ ও অনুকরণ করিতে আদেশ করিতেছেন।

হে ভগবদ্ভক্ত সাধু সজ্জন সকল! আমরা আমারদের সৌভাগ্য-বলে দেব-প্রসাদে উন্নতির প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মোহময় সংসার-তিমিরের মধ্যে আমরা প্রকৃত জ্যোতি লাভ করিয়াছি। মর্ত্ত্য লোক বাসী হইয়া ব্রহ্ম-ধামের সুন্দর সরল সোপান লাভ করিয়াছি। সাবধান, যেন আমরা নিজ নিজ দোষেই এই দেব-তুল্য অধি-কার হইতে বিচ্যুত না হই। যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এখন ভারতের শিরোভূষণ ও বঙ্গ-বাসীদিগের সর্ব্বস্ব ধন হইয়া এখানে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন, সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই ভূমণ্ডলের সকল দেশে সকল স্থানেই ইহার স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ সকল পতিত হইয়াছিল— বিদ্যুতের ন্যায় কত অসংখ্য অসংখ্য আ-ত্মার সংশয়-অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছিল, শুদ্ধ লোকের বিহিতরূপ যত্নের অভাবে তাহা এত দিন পরিশুদ্ধ ভাবে কোন দেশেই বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই, সাধকের সাব-ধানতা ও সতর্কতার অসদ্ভাবে ইহা প্রায় কুত্রাপিই নিষ্কলঙ্ক ভাবে দীর্ঘ কাল অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই ধর্ম্ম-প্রধান ভারত বর্ষের প্রতিই কেন এক বার চাহিয়া দেখ না, ইহার দেশ বিশেষে সময় বিশেষে ব্রহ্ম-জ্ঞানের কত দূর আলোচনা হইয়াছিল, এখন যে সকল অক্ষয় সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে অল-

স্কৃত করিয়া দীপ্তি পাইতেছে—যে এক একটী মহাবাক্য এখন অসংখ্য অসংখ্য আত্মার ঈশ্বর-স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে, এই নির্ম্মল সত্য সকলও নানা কারণে নানা সংস্রবে কত কাল পর্য্যন্ত এখানে ভূস্তর-নিহত রত্নের ন্যায় শাস্ত্র-সিন্ধু-গর্ব্ভে প্রোথিত ছিল। নানা আবরণ মধ্যে—মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় এই বিশুদ্ধ মত এখানে অপ্রকাশিত ছিল। কত দুঃখ ক্লেশের পর, কত যুগ যুগান্তরের অনুসন্ধানের পর, কত কালের কত প্রকার নিদারুণ ধর্ম্ম-যুদ্ধের পর এই অক্ষয় নিধি আবার আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে। কেবল এই অতুল্য অমূল্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবেই এই বঙ্গ দেশ দেশের মধ্যে—এই ক্ষীণ হীন পরাধীন বঙ্গবাসিগণ মনুষ্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। এখন যদি আমরা এই অমূল্য ধন রক্ষণ পোষণের জন্য বিহিত রূপ যত্ন না করি, এখন যদি আমরা লোক-রঞ্জন নিমিত্ত সময় বিশেষে পাত্র বিশেষে ইহাকে পূর্ব্বমত বিবিধ বেশে প্রদর্শন করি, এখন যদি আমরা ইহার প্রচার বিষয়ে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন না করি, তাহা হইলে বলিতে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, হয় তো আবার আমাদিগকে অনাথ করিয়া এই সত্য-রত্ন অপরাপর সাম্প্রদায়িক মত বিশেষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইবেন। অথবা এখান হইতে তিরোহিত হইলে এই দুর্ব্বল দেশ—এই দুর্ব্বল জাতি আবার সকলের ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িবে। অতএব যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল অব্যাহত রাখিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারি, দেশীয় সকল লোকের আত্মাতেই ইঁহাকে বদ্ধমূল করিতে পারি, তৎপ্রতি যেন সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি থাকে। বিচিত্রতাই যখন জগতের অলঙ্কার, বিভিন্ন প্রকৃতি মানব মণ্ডলীই যখন ভূমণ্ডলের প্রধান অধিবাসী, তখন দেশ বিশেষের রীতি নীতি তো বিভিন্ন প্রকার হইবেই, জাতি বিশেষের আচার ব্যবহার, বেশ বিন্যাস তো নানা বিধ থাকিবেই, কিন্তু সকল দেশীয় সকল জাতীয় জ্ঞান-ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ রীতি নীতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল যাহাতে সকল স্থানে এক ভাবে দীপ্তি পায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ অমূল্য-রত্ন সকল দেশীয় লোকেই যাহাতে আপনাদিগের নিজস্ব ধন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, এই রূপে যেন ইঁহাকে প্রচার করিতে আমরা যত্নযুক্ত হই। সূর্য্য যেমন এক ভাবে থাকিয়া সকল দেশের সকল প্রকার জীব জন্তু ওষধি বনস্পতি সকলকে রক্ষণ পোষণ করিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল সেই রূপ অব্যাহত থাকিয়া সহস্র ভাষায় সহস্র উপায়ে ঘোষিত প্রচারিত হইয়া সকল আত্মাকে যেন ঈশ্বরের প্রতি উন্নত করে। সকল দেশকে উজ্জ্বল করিয়া যেন সমগ্র পৃথ্বী ধামকে স্বর্গ ধাম করিয়া তুলে।

হে ঈশ্বর! তুমি এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংকীর্ণ হৃদয় মানব-মণ্ডলীর মধ্যে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার উন্নত ভাব রক্ষা কর। তুমি ইহার শীতল ছায়ায় সমস্ত মনুষ্য জাতিকে আনয়ন করিয়া সর্ব্বত্র সুখ শান্তি সদ্ভাব বিস্তার কর। সকলের আত্মাকে তোমার প্রতি উন্নত কর। তুমি সকলের প্রীতি পূজা গ্রহণ কর। সমুদায় ভূমণ্ডলকে তোমার পবিত্র নামের মঙ্গল-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত কর। তোমার সন্নিধানে এই আমারদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

অনন্তর শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই উপদেশ প্রদান করিলেন;—

"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়।"

"যাঁহারা অসত্যের ভয়ে, অন্ধকারের ভয়ে ও মৃত্যুর ভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছেন,

ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগকে লইয়া এই ব্রাহ্মসমাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আজি সেই ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব। যখন মনে হয়, আজি মাঘ মাসের একাদশী দিবস, আজি আমাদের আদি সমাজের জন্ম দিবস, আজি অন্ধকারিত মর্ত্ত্য লোকে সূর্য্যোদয়ের প্রথম দিবস, তখন কি আশ্চর্য্য আনন্দরস হৃদয় হইতে উচ্ছলিত হয়! সেই আনন্দ হৃদয়-কন্দরে বদ্ধ না হইয়া অদ্য এই মহোৎসবরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। আজি ব্রাহ্মদিগের উৎসব, আজি ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎসব, আজি ধর্ম্মরাজ্যের অধিবাসী বিশ্বস্ত প্রজাগণের উৎসব, আজি ধর্ম্মরাজের জয় ঘোষণার উৎসব; যিনি আমাদিগকে সত্য দ্বারা জ্যোতি দ্বারা অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ করিবেন, আজি সেই বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম নামের উৎসব। হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদের হৃদয়ের ধন; হৃদয়-মন্দিরে অনুক্ষণ বিরাজিত আছ; আজি তোমার সৌরভে হৃদয় আমোদিত হইয়াছে। আজি তোমারই প্রসাদে সুপ্রভাত হইল; আজি তোমারই সঙ্গে সমস্ত দিন থাকিতে পাইলাম; এখন তোমারই সম্মুখে উৎসব-সুখ সম্ভোগ করিতেছি। হে পরমেশ্বর! তোমাতেই যাঁহাদের উৎসব, তোমাতেই যাঁহাদের আমোদ, তোমাতেই যাঁহাদের ক্রীড়া, আজি তাঁহাদের হৃদয় মধু বর্ষণে পূর্ণ হইয়াছে। হে ব্রাহ্মগণ! হৃদয় প্রশস্ত কর, আজি অমৃত-ধারা মুক্ত হস্তে বিতরিত হইতেছে। গায়ক! আজি উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মনাম গান কর; সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হউক। পৃথিবী! আজি ধন্য হও, তোমার অধিপতির নামে মহোৎসব হইতেছে। দর্শকগণ! আজি দর্শন কর, আমরা কি মহত্তর ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছি।

সম্মুখে কি মনোহর দৃশ্য! এই নিস্তব্ধ জনসমাধ আজি ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা দর্শন করিতেছেন। হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে যে সংকীর্ণ জলধারা নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা বিস্তীর্ণ হইয়া ভারত বর্ষকে প্লাবিত করিতেছে, ইহাই দেখিতেছেন! যে বিন্দুমাত্র বীজ মনুষ্যগণের অজ্ঞাতসারে ধূলির মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, তাহা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক সহস্রকে ছায়া দান করিতেছে, ইহাই দেখিতেছেন। যে ক্ষুদ্রতম কীট গম্ভীর সমুদ্র-গর্ভে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা বিস্তীর্ণ দ্বীপ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের নিবাস ভূমি হইল, ইহাই দেখিতেছেন। ইহা ঈশ্বরেরই মহিমা, যিনি অন্ধকার ও আকাশের গর্ভ হইতে জ্যোতির্ম্ময় লোক সকল উৎপন্ন করিলেন। ইহা তাঁহারই মহিমা, যিনি আকাশের মধ্যে জড়, জড়ের মধ্যে প্রাণ, প্রাণের মধ্যে মন ও মনের মধ্যে জ্ঞান উৎপন্ন করিলেন। তিনি মনুষ্যকে অসত্য হইতে সত্যেতে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে ও মৃত্যু হইতে অমৃতেতে উপনীত করিবার জন্য এই মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মলোক আমাদের গন্তব্য স্থান—ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন আমাদের লক্ষ্য। আমরা অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছি। সেই জীবন প্রতি আত্মাতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। আমরা তাহা অনুভব করিতেছি। শরীরের প্রাণ আমাদের প্রাণ নহে; শরীরের ধ্বংস আমাদের ধ্বংস নহে। সেই অনন্ত জীবন আমাদের অধীন নহে; তাহাতে আর এক জনের হস্ত দেখিতেছি। তিনিই আমাদের প্রভু। শরীর আমাদের গৃহ; কিছু দিনের জন্য ইহাতে আধিপত্য করিতেছি। তিনি যখন আদেশ করিবেন, তখনই এই গৃহ পরিত্যাগ করিব। তিনি স্থানান্তরে লইয়া যাইবেন; বিনাশ করিবেন না। আত্মাতে অমৃতের বীজ নিরীক্ষণ করিতেছি; সেই বীজ মৃত্যুর বিপরীত বস্তু; তাহা অনন্ত জীবন।

পৃথিবীর ধূলি, বৃক্ষলতার প্রাণ ও পশু পক্ষীর মন অপেক্ষা মনুষ্যের আত্মা উৎকৃষ্ট পদার্থ। সেই উৎকৃষ্ট ভাব উৎকৃষ্ট লোকে অনুভব করিতেছেন এবং জানিতেছেন যে সেই উৎকৃষ্ট ভাব পৃথিবীতে বিলীন হইবার নহে। সেই অনন্ত জীবনের সঙ্গে একটি অনিবার্য্য কামনা গ্রথিত হইয়া আছে। মনুষ্য মাত্রেই সেই কামনার বশীভূত। মনের বিচিত্র ভাবের মধ্যে সেই কামনা আধিপত্য করিতেছে। ক্ষুধার সময় ভোজন কর, পিপাসার সময় পান কর, স্বাস্থ্য সুখ অনুভব কর, কর্ম্ম কর, বিশ্রাম কর, অবশ্যই এক প্রকার তৃপ্তি লাভ হইবে ; কিন্তু সেই দুর্জ্জয় কামনা সেই তৃপ্তির মধ্যেও অতৃপ্তি আনিয়া দিবে। ধন হউক, মান হউক, যশ হউক, অবশ্যই সুখানুভব হইবে ; কিন্তু সেই দুর্নিবার কামনা সেই সমস্ত সুখের মধ্যেও অসুখ আনিয়া দিবে। শরীর রক্ষা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত ঈশ্বর নানাবিধ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন ; নানাবিধ আয়োজন দ্বারা সেই সমস্ত প্রবৃত্তিকে পরিতুষ্ট করিতে হয়। কিন্তু সেই পরিতুষ্ট অবস্থাতেও আমাদের অভাব পরিপূর্ণ হয় না। আত্মা তখনও যেন কিসের জন্য বিলাপ করিতে থাকে। কিসের দ্বারা সেই কামনা পরিপূর্ণ হইবে, অনেক দিন তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। আত্মা মর্ত্ত্য লোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিতে চায়—অপূর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণতার সহিত মিলিত হইতে চায়। এখন বুঝিতে পারিয়াছি, ব্রহ্মলোক আমাদের গম্য স্থান—ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন আমাদের লক্ষ্য। সেই ব্রহ্মলোক আমাদের নিকটেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা মোহান্ধ বলিয়া দেখিতে পাই না। দূর হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিবার প্রয়োজন নাই। মৃত্যুর আলিঙ্গনেরও অপেক্ষা করিতে হয় না। আকাশ তাহা দূরে রাখিতে পারে না ; কাল তাহাকে বিলম্বিত করিতে পারে না। কেবল আমাদের উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মলোক আমাদের আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত আছে।

সত্য এই ব্রহ্মলোকের পথ। সত্যেতে আরোহণ করিয়া এই ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রথমেই সত্য চাই। মন যদি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, বাক্য যদি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, ব্যবহার যদি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তবে আমরা অবিলম্বেই লক্ষ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইব। যে পরিমাণে সত্য হইতে ভ্রষ্টতা, সেই পরিমাণে ঈশ্বর হইতে দূরতরে পতন। অসত্য যদি আমাদের বন্ধু হয়, তবে সত্য আমাদের শত্রু হইবে এবং ব্রহ্মলোক আমাদের নিকট রুদ্ধ থাকিবে। যদি ভ্রান্তিক্রমে অসত্য সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তবে যত দিন সেই ভ্রান্তির অবসান না হইবে, তত দিন দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ঘূর্ণমান হইতে হইবে ; গম্য স্থানে উপনীত হওয়া যাইবে না। যদি জ্ঞানপূর্ব্বক সত্যপথ পরিত্যক্ত হয়, তবে আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছি। তিনিই ধন্য যিনি অসত্যকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া সত্যেতে আপনার জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পৃথিবীতে অনেক সময় সত্য পরাভূত হয় ও অসত্য জয় লাভ করে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা জয় লাভ নহে। ধনের জন্য, মানের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় সত্য লুক্কায়িত ও অসত্য প্রচারিত হইতেছে। যে আবরণ মনুষ্যের চক্ষুকে আচ্ছাদিত রাখিয়াছে, যদি সহসা তাহা উদ্ঘাটিত হয়, তাহা হইলে মর্ত্ত্য লোকের আর এক মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন অনেক প্রফুল্ল বদন মলিন হইবে, অনেক জ্যোতি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে ; অনেক হাস্য হাহাকার হইয়া উঠিবে, অনেক উচ্চতা নীচত্ব হইয়া

পড়িবে এবং অনেক অগ্রগামী পশ্চাতে পড়িবেন। কালান্তরে অথবা লোকান্তরে এই আবরণ উন্মোচিত হইবে, এবং এই বিষাদ-জনক দৃশ্য দৃষ্ট হইতে থাকিবে। এক্ষণে যাহা স্বার্থের অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তখন তাহা সমুদায় স্বার্থের ঘোর শত্রু হইবে। সত্যের বিরোধে চলিয়া যাহা লাভ হয়, তাহা বাস্তবিক লাভ নহে, বিনাশ। তাহা আমাদিগকে ব্রহ্মলোক হইতে বহুদূরে নিপাতিত করে। যিনি প্রাণপণে সত্যকে ধারণ করিয়া মর্ত্ত্য লোকে অবসন্ন হইতেছেন, তাঁহার সেই অবসন্নতা পরিণামে প্রচুর মঙ্গল উৎপন্ন করিবে। যিনি সত্যের জন্য অবমাননায় পড়িতেছেন, ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন এবং অপদস্থ হইতেছেন, তাঁহার সেই অবমাননা সম্মানে পরিণত হইবে, ক্ষতি লাভ হইয়া উঠিবে এবং অপদস্থতা উচ্চ পদ প্রদান করিবে। তিনি অবিলম্বে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপ্তকাম হইবেন। লোকের নিকট সত্য রক্ষার ভান করা ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য নহে। এই দুর্ব্বলতার মধ্যে, এই প্রলোভনের মধ্যে এই কোলাহলের মধ্যে যদি বহু কষ্টে সত্যকে রক্ষা করিতে পারি, তবে ঈশ্বরকেই ধন্যবাদ দাও এবং সহিষ্ণু হইয়া ঈশ্বরের এই অনুশাসন প্রতীক্ষা করিয়া থাক যে, "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা।"

সাধু ভাব এই পথের জ্যোতি; ব্রহ্মধামে গমন করিবার এক মাত্র আলোক। সাধু ভাব ব্যতিরেকে সমুদায়ই অন্ধকার ও মলিনতায় আচ্ছন্ন হয়। এক মাত্র সাধু ভাবই আমাদের জ্ঞান-নেত্রে জ্যোতি দান করে। সাধু ভাবই আমাদের জীবনের জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য। যিনি সাধু ভাব সহকারে অগ্রসর হন, প্রতি পদনিক্ষেপে তাঁহার হৃদয়াকাশে পুষ্পবৃষ্টি হয়। যাঁহার হৃদয়ে অসাধু ভাব রাজত্ব করে, তিনি আপনিই যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে থাকেন; তাঁহার সুখ থাকে না; স্বস্তি থাকে না, আরাম থাকে না। তিনি আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত হন; ঈশ্বরের পথ একে বারে বিস্মৃত হইয়া যান। সাধু ভাব স্বর্গ সুখ প্রদান করে; অসাধু ভাব নরক যন্ত্রণা আনিয়া দেয়। যাঁহার হৃদয় দ্বেষ ও ঈর্ষায় মলিন, যাঁহার চক্ষু ভ্রাতা ও ভগিনীগণের দোষানুসন্ধানেই উন্মীলিত, যাঁহার জিহ্বা তাঁহাদের গ্লানি কীর্ত্তনেই নিযুক্ত, যাঁহার হস্ত পদ তাঁহাদের অনিষ্ট সাধনেই ধাবিত, ঈশ্বর এমন দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণকে আপনার শান্তিনিকেতনে স্থান দান করেন না। যেমন আলোকের সহিত অন্ধকারের মিল নাই, তেমনি প্রেমময় ঈশ্বরের সহিত অসাধু হৃদয়ের যোগ হয় না। যাঁহার হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে আর্দ্র হইয়া আছে, যাঁহার বক্ষঃস্থল মনুষ্যকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত পুলকিত হইতেছে, যাঁহার হস্ত অপরাধীর মস্তকে কোমল হইয়া পড়ে, যাঁহার চক্ষু দীন হীনের পর্ণকুটীরে অশ্রুপাত করে, তাঁহার গমনের পথ আলোকময় হইয়াছে। হে সাধু ঈশ্বর প্রেমী! তোমার সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। ত্রিভুবনের রাজা প্রতি দিন তোমার হৃদয়-কুটীরে অতিথি হন। ভ্রাতা ও ভগিনীগণের দুঃখ দেখিয়া তোমার চক্ষু হইতে যে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, তাহার এক এক বিন্দু তোমার জন্য এক এক অমৃত হ্রদ নির্ম্মাণ করিতেছে। তোমার ক্ষমাগুণে দেবতারা ধন্যবাদ করিতেছেন। তোমার তপস্যা প্রভাবে স্বর্গদ্বার আপনা হইতে উন্মোচিত হইতেছে। আমরা এক্ষণে যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, যে সকল লোকে পরিবেষ্টিত আছি, এবং যে অবস্থায় নিক্ষিপ্ত রহিয়াছি, ইহাতে সাধু ভাব উপার্জ্জন করা, সাধু ভাব রক্ষা

করা ও সাধু ভাব বর্দ্ধন করা বীর পুরুষের কার্য্য। এখানে আপনার সাধু ভাব রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ অতি দুষ্কর ত্যাগ সকল স্বীকার করিতে হয় এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে হয়, আর কোন কার্য্যের জন্যই সেরূপ নহে। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম এখানে মত্ততা বলিয়া উপহসিত হয়; উদার ভ্রাতৃভাব এখানে জঘন্য বলিয়া ঘৃণিত হয়; মধুময় নিঃস্বার্থতা প্রবঞ্চনার সুযোগ বলিয়া এখানকার লোকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। দুর্ব্বল ভ্রাতৃগণের মস্তকে পদার্পণ করাই এখানকার জয়; ন্যায়ের মস্তক চূর্ণ করিয়া সুকৌশলে স্বার্থ সাধন করাই এখানকার প্রশংসনীয় চাতুরী; আপনার দোষ আচ্ছাদন করাই এখানকার সম্ভ্রম; অন্যের দোষ কীর্ত্তন করাই এখানকার আমোদ। এই সকল প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়া সাধু ভাবে উন্নত হইতে হইবে; তবে ব্রাহ্ম হওয়া যাইবে। ঈশ্বরের উদার প্রেম এবং মনুষ্যের কার্য্য-প্রণালী অনেক স্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া আছে। যখন হৃদয় অসাধু ভাবে কলুষিত থাকে, তখন তাহার দোষ উপলব্ধি হয় না। কিন্তু যখন সাধু ভাব জাগ্রৎ হয়, তখন তাহা আর সহ্য করা যায় না। এই জন্য সংসারের সহিত সাধু হৃদয়ের সর্ব্বাংশে মিল হয় না। এক দিকে পক্ষপাত, অন্য দিকে বিদ্বেষ সাধু ভাবকে আক্রমণ করিয়া আছে। ব্রাহ্মগণ! এই দুরবস্থার মধ্যে থাকিয়াও সাধু ভাব উপার্জ্জন করিতে হইবে; তাহার কি উপায় স্থির করিতেছ? ঈশ্বরের এই আদেশ স্মরণ কর। "সাধুরেব সদা ভবেৎ।" ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন আমাদের লক্ষ্য, তাঁহার মঙ্গল ভাব অনুসারে আপনাকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

স্বাধীনতা সেই পথের সম্বল; স্বাধীনতাই আমাদের বল; স্বাধীনতাই আমাদের জীবন; স্বাধীনতাই অমৃত। যাহাতে স্বাধীনতা নাই, তাহাই মৃত্যু। মৃত ব্যক্তির গতি-শক্তি থাকে না। আমরা যাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে যাইতেছি, তিনি মুক্তস্বভাব এবং আমাদের আত্মাতেও মুক্তির বীজ যে স্বাধীনতা তাহা তিনি স্বহস্তে রোপণ করিয়াছেন; এই জন্যই আমরা তাঁহার সহিত সম্মিলনের অধিকারী হইয়াছি। স্বাধীন পুরুষেরাই সত্যের পথ দেখিতে পান, স্বাধীন পুরুষেরাই সাধু ভাবের জ্যোতি লাভ করেন, স্বাধীন পুরুষেরাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিতে পারেন। সেখানে কেবল স্বাধীনতারই উৎসব। সংসারের দাস সংসারে ঘূর্ণমান হউন, সমাজের দাস সমাজের পদ-সেবা করুন, প্রবৃত্তির দাস পশুদের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে থাকুন; স্বাধীন পুরুষেরা সমস্ত জগৎ অধিকার করিবেন। ব্রাহ্মগণ! স্বাধীন ভাবে দৃষ্টিপাত কর, সত্যের পথ আবিষ্কৃত হইবে; স্বাধীন ভাবে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত কর, সরলতার অভ্যাস হইবে ও সাধু ভাব বর্দ্ধিত হইবে; স্বাধীন ভাবে গমন করিতে থাক, নিরাপদে উত্তীর্ণ হইবে। সংসারের ভাব কি এখন চিনিতে পারা যায় নাই? সংসার বলবানের দাস, কিন্তু দুর্ব্বলের কালান্তক যম। স্বাধীন পুরুষেরা ইহার মস্তকে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হন; অধীনেরা ইহার পদাঘাতে অধঃপথে নিপাতিত হয়। স্বাধীন ভাব যতই পরিত্যক্ত হয়, সংসার ততই আক্রমণ করে; হৃদয় যত ভীরু হয়, সংসার ততই ভীষণ হইয়া উঠে। অতএব ব্রাহ্মেরা যেন চিন্তাতে ভাবেতে কার্য্যেতে স্বাধীনতা পরিত্যাগ না করেন। ভয়ের ন্যায় অনুকরণও আমাদের স্বাধীনতা সংকুচিত করে। অনুকরণ কেবল পশু-পক্ষীদিগকেই শোভা পায়; স্বাধীন-জীবন মনুষ্যকে নহে। মনুষ্যের অলঙ্কার স্বাধীনতা। অনুদার

সংসার কাহারও স্বাধীনতা দেখিতে পারে না; স্বাধীন ভাব দেখিলেই ভীত হইয়া কোলাহল করে। হে সংসার! যে সুন্দর পক্ষী, ঈশ্বর তোমার নীড়ে পোষণ করিতেছেন, অসীম আকাশ তাহার সঞ্চরণ স্থান। অদ্যাপি তাহার পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই বলিয়া তাহাকে নির্যাতন করিও না; সে পক্ষী তোমাতে চির কাল বদ্ধ থাকিবার নহে; তাহাকে বন্ধন করিয়া তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিনাশ করিও না; তাহাকে স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ করিতে দাও; তোমারও মঙ্গল হইবে, পক্ষীও আরাম পাইবে।

ব্রহ্মলোক আমাদের গম্য স্থান; সেই ব্রহ্মলোক আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্য সেই ব্রহ্মলোকের পথ; সাধু ভাব সেই পথের আলোক; স্বাধীনতা আমাদের সম্বল। সত্য, সাধু ভাব ও স্বাধীনতা ব্যতীত সত্যস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ মুক্তস্বভাব ঈশ্বরের সহিত সম্মিলনের আর উপায় নাই। যাহাতে সত্য নাই, তাহাই অসৎ; যাহাতে সাধু ভাব নাই, তাহাই মলিন—অন্ধকার; যাহাতে স্বাধীনতা নাই, তাহাই মৃত্যু। সত্যই সৎ, সাধু ভাবই জ্যোতি, ও স্বাধীনতাই অমৃত। যদিও স্বর্গদ্বার অবিশ্রান্ত মুক্ত হইয়া আছে; সত্য, জ্যোতি ও অমৃত অনবরত বর্ষিত হইতেছে; কিন্তু মর্ত্ত্য লোক এমনি মলিন যে, ইহার সংসর্গে সত্য অসত্যের সহিত জ্যোতি অন্ধকারের সহিত ও অমৃত মৃত্যুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইতেছে। নির্ঝরের নির্ম্মল ও সুস্বাদু জল ধরাতলে পড়িয়া যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই মলিন ও বিস্বাদু হইয়া যাইতেছে; পরিশেষে নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া রূপান্তর ও স্বাদান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু সূর্য্য যেমন সহস্ররশ্মি বিস্তার করিয়া তাহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করে, বাষ্প করিয়া আকাশে সঞ্চিত করে, এবং নির্ম্মল ও সুস্বাদু করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে বর্ষণ করে, সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম অসত্য হইতে সত্যকে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিকে ও মৃত্যু হইতে অমৃতকে পৃথক্ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আজি সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎসব।

এক্ষণে আমরা কি করিব? ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায়তায় ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইব? না অসত্যের মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে ও মৃত্যুর মধ্যে পতিত থাকিয়া আপনাকে বিনাশ করিতে থাকিব? এ সময়ে চতুর্দ্দিকে বিঘ্ন-বিপত্তি দেখিয়া কি কালান্তরের প্রতীক্ষা করিব? পৃথিবীতে বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া কি লোকান্তরের অপেক্ষা করিব? কে বলিতে পারে যে, কালান্তরে ও লোকান্তরে কিছুই বিঘ্ন নাই? আমরা যে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কি কেবল বিলম্ব করিবার নিমিত্তে? ভোগ করিবার নিমিত্তে নয়? "শ্বঃ কার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকং। নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবা কৃতং।" কল্যকার কাজ অদ্য করিয়া লও; অপরাহ্ণের কাজ পূর্ব্বাহ্ণে শেষ কর; মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে না। হয় ঊর্দ্ধেতে উত্থান, নয় অধোতে পতন; মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান থাকিবার স্থান নাই। যদি বিলম্ব করি, পশ্চাতে পড়িব, অতএব সত্বর হওয়াই উচিত। পদ যেন সম্মুখের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়, পশ্চাতে নয়। বিঘ্নকারী শত্রুগণ আমাদের অন্তরে, বাহিরে নয়। অন্তরের শত্রুগণই আমাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে, আমাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতেছে। বাহিরের শত্রুগণ বাস্তবিক শত্রু নহে, কৃপাপাত্র অতিদীন। পৃথিবীর বিঘ্ন পৃথিবীর কার্য্যে ব্যাঘাত দিতে পারে; সমাজের বিঘ্ন সমাজের কার্য্যে ব্যাঘাত দিতে

পারে। আত্মা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইবে, বাহিরের কোন্ শক্তি ইহা বিশ্লিষ্ট করিতে সমর্থ হয়? পুত্র যদি পিতার সহিত বিবাদ করে, কে মধ্যস্থ হইয়া নিষ্পত্তি করিতে পারে? পুত্র যদি পিতার নিকট যাইতে চায়, কে তাহাতে বিঘ্ন দিতে পারে? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উন্নত হও, মর্ত্ত্য লোকের দৃষ্টিতে নহে। মনুষ্য বাহিরে থাকে, বাহিরের বিষয় লইয়া বিচার করে। ঈশ্বর অন্তর দেখেন, অন্তর লইয়া বিচার করেন। অন্তরের পাপ ও পুণ্য অন্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন; ঈশ্বরের হস্ত হইতেই দণ্ড ও পুরস্কার প্রতীক্ষা করিয়া আছি; হে মর্ত্ত্য লোক! তোমার নিকটে নয়। তুমি যশ ও অপযশ দ্বারা অন্তরের ভাব কি পরিমাণ করিবে? পাপের জন্য তোমাকে ভয় করি না; পুণ্যের ফল তোমার নিকটেও প্রত্যাশা করি না। আমার আশা ভরসা তাঁহারই নিকটে, যিনি তোমাকে নিমেষ মধ্যে বিলীন করিতে পারেন। তোমার বিচারে সাধু অসাধু হইতেছে; অসাধু সাধু হইতেছে। তোমার বিচারে ধর্ম্ম অধর্ম্ম হইতেছে; অধর্ম্ম ধর্ম্ম হইতেছে। তোমার বিচারে পাপ পুণ্য হইতেছে, পুণ্য পাপ হইতেছে। তুমি কত মহাত্মার শোণিত পান করিয়াছ; তুমি কত দুরাত্মার প্রশ্রয় দান করিতেছ। তোমার নিকট প্রত্যাশা কি? তোমাকে ভয়ই বা কি? তুমি আমার মান সম্ভ্রম লুপ্ত করিতে পার; তুমি আমার খ্যাতি প্রতিপত্তি ধ্বংস করিতে পার; তুমি আমার সর্ব্বস্ব মোষণ করিতে পার; তোমার সমাজ হইতে আমাকে বহিষ্কৃত করিতে পার; তোমার গৃহ হইতে আমাকে দূরীকৃত করিতে পার; অথবা আমার এই শরীর লইয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পার। আমি আমার সর্ব্বশক্তিমান্ পিতার নিকট গমন করিব, আমার স্নেহ-পূর্ণ মাতার নিকট গমন করিব, সেখানে তোমার কি অধিকার আছে? পিতা! রক্ষা কর; বল দাও, অভয় দাও; তুমি সহায় হইয়া অসৎ হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে ও মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

তৎপরে চারিটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

ধন্যবাদ।

আকাশের গ্রহগণে মধুময় ভাব।
দেখায় আমার চক্ষে তব আবির্ভাব॥
পাইতে তোমার সঙ্গ যথা চায় মন।
অবাধে নির্ভয় হৃদে করি বিচরণ॥
শৈল সিন্ধু গহনাদি যেখানেতে যাই।
তোমার দয়ার কাজ দেখিবারে পাই॥
অকূল গভীর সিন্ধুতলে দেখি গিয়া।
অতি ক্ষুদ্র কীটগণে কোলেতে লইয়া॥
জননীর মত স্নেহে দিতেছ আহার।
করিছে কেমন তারা সুখেতে বিহার॥
কুশলে করিছ রক্ষা থাকিয়া তথায়।
দেখে না যদিও তারা দেখে না তোমায়॥
পর্ব্বতে গহনে দেখি রয়েছ সেখানে।
পালিতে অগণ্য জীবে নিজের বিধানে॥
যেখানে করিছে লোক বাণিজ্য ব্যাপার।
সেখানে তোমার ভাব দেখি চমৎকার॥
ধর্ম্মের সুরাত যার ওহে দয়াময়।
তুমি যেন করিতেছ বস্তু বিনিময়॥
প্রান্তরে কৃষকগণ কৃষি কর্ম্ম করে।
আশ্চর্য্য করুণা দেখি তাদের উপরে॥
কৃষাণ হইয়া যেন ঢালিতেছ জল।
এক ফলে দিতেছ হে শত শত ফল॥
যেখানে দরিদ্রগণে দাতা করে দান।
সেখানে রয়েছ দেখি তুমি বিদ্যমান॥
দান-সুখ দান করি দাতার অন্তরে।
বাড়াইছ দয়াধর্ম্ম উত্তরে উত্তরে॥
বালক বালিকা যথা করে অধ্যয়ন।
তথায় তোমারে দেখি গুরুর মতন॥
সুখের সোপান সম দিতেছ হে জ্ঞান।
এই জীব এই জড় এই প্রীতি প্রাণ॥
মার কোলে ছোট ছেলে আধ আধ বোলে।
কত বলে কত হাসে কে না তাহে ভোলে॥
আপনি হাসিছে আর সবে হাঁসাইছে।
চুম্বিয়া বদন মাতা স্নেহ প্রকাশিছে॥
তথায় তোমার অতি অপূর্ব্ব দর্শন।
অনিমিষ হয় আঁখি নিরখি যখন॥

জলনীর মনে স্নেহ স্তনে দুধ দিয়া।
পালিছ শিশুরে যেন জননী হইয়া॥
যথা সতী পতিভক্তি করিছে প্রকাশ।
তথা তব প্রেম-মূর্ত্তি হেরি সপ্রকাশ॥
পাপী তাপী যথা হয়ে ব্যাকুলিতপ্রাণ।
বিলপি তোমার কাছে চাহিতেছে ত্রাণ॥
তথা দেখি তুমি হয়ে সবার সমান।
ক্ষমি তারে করিতেছ শান্তিসুখ দান॥

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৯ শকের অগ্রহায়ণ ও পৌষ এবং মাঘ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৪৮।/০
পুস্তকালয়	৪৪৬৷৷৶১০
যন্ত্রালয়	৩১৬।৶ ৫
দান	২১০
ডাক মাসুল	২৮।৶১৫
বাটী ভাড়া	৩
অনিরূপিত	২
গচ্ছিত	২২৮।৶ ৫
	১৪৮৩ ৶১৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	২১৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩১৪।৶১৫
পুস্তকালয়	১০৬
যন্ত্রালয়	১৬৭৸৶০
ডাক মাসুল	৭১৷৷৶১০
অক্ষর ক্রয়	৪৪।০
আলোকের ব্যয়	২২৶০
অনিরূপিত	২৩৷৷৶ ৫
গৃহ-সংস্কার	১০০
কাগজ পত্রাদি	১৭।১০
১১ মাঘের সঙ্গীতাদি মুদ্রাঙ্কন	১৩৷৷০
গচ্ছিত	৯৫৸ ৫
	১১৯২৸৫

আয়	১৪৮৩৶১৫	
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৭৬।১০	
		১৫৫৯। ৫
ব্যয়		১১৯২৸ ৫
স্থিত		৩৬৬৷৷০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের অগ্রহায়ণ ও পৌষ এবং মাঘ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব	১২
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ..	২
" দ্বারকানাথ পাল	৷৷০
" রাখালরাজ রায়	১
" হরনাথ ঠাকুর	২
" জগচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
" হলধর মল্লিক	২
" হরিদাস শ্রীমানি	১
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ .. .	২
" দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	।০
	২৪৸০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬
" জানকীনাথ ঘোষাল ..	১০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০।০
" মহানন্দ মুখোপাধ্যায় ..	৫
" রাজনারায়ণ বসু	১
" কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১
	৪৭।০

দান প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
দানাধারে প্রাপ্ত	৪৸৶৫
	৮৬৸৶৫

ব্যয়

মাসিক দান।

মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের বৃত্তি	১০

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের বেতন	২০
	৩০

আয়	৮৬৸৶৫	
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	১৪৭। ৫	
		২৩৪৶১০
ব্যয়		৩০
স্থিত		২০৪৶১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা।
সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ১০ ফাল্গুন শুক্র বার।

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

চৈত্র ১৭৮৯ শক।

২১৩ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
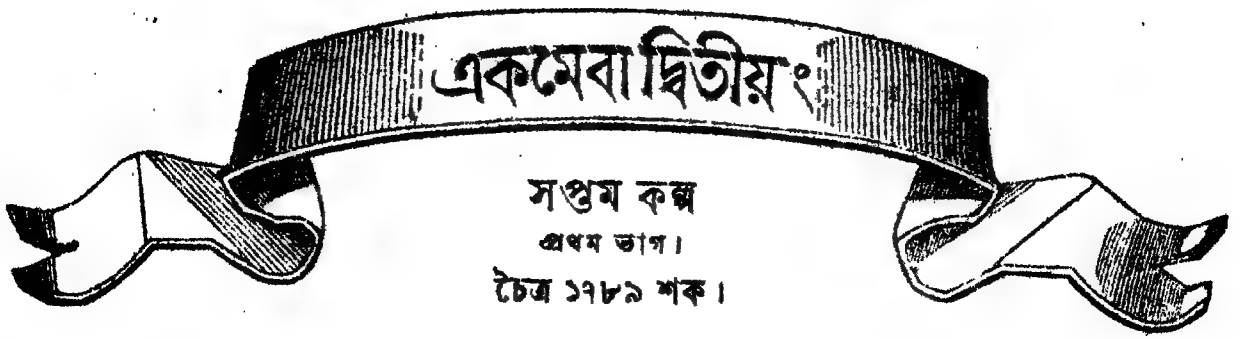
ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং

গোতম ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সোমো-দেবতা।

১০৭১

১। এতা উ ত্যা উষসঃ কেতু-মক্রত পূর্ব্বে অর্দ্ধে রজসো ভানু-মঞ্জতে। নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ।

১। 'উ' ইত্যেতৎ পাদপূরণং 'ত্যাঃ' তাঃ 'এতাঃ' 'উষসঃ' প্রভাতকালাভিমানিন্যো দেবতাঃ 'কেতুং' অন্ধকারাবৃতস্য সর্ব্বস্য জগতঃ প্রজ্ঞাপকং প্রকাশং 'অক্রত' অকৃষত কৃতবত্যঃ। যস্মাৎ এবং তস্মাৎ উষসঃ 'রজসঃ' অন্তরিক্ষলোকস্য 'পূর্ব্বে' 'অর্দ্ধে' প্রাচীন দিগ্‌ভাগে 'ভানুং' প্রকাশং 'অঞ্জতে' ব্যক্তীকুর্ব্বন্তি 'ধৃষ্ণবঃ' ধর্ষণশীলাঃ যোদ্ধারঃ 'আয়ুধানীব' যথা অসি প্রভৃতীনি সংস্কুর্ব্বন্তি। এবং 'নিষ্কৃণ্বানাঃ' স্বভাসা জগৎ সংস্কুর্ব্বাণাঃ 'গাবঃ' গমনস্বভাবাঃ 'অরুষীঃ' আরোচমানাঃ 'মাতরঃ' সূর্য্যপ্রকাশস্য নির্ম্মাত্র্যঃ জগজ্জনন্যো বা উষসঃ 'প্রতিযন্তি' প্রতিদিবসং গচ্ছন্তি। এবম্বিধা উষসোঽস্মান্ রক্ষন্ত্বিত্যর্থঃ।

১। এই সমস্ত উষা অন্ধকার নিরাস করিয়াছেন। ইহাঁরা আকাশের পূর্ব্বদিকে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন যোদ্ধারা আয়ুধ সকল সংস্কৃত করিয়া থাকে, সেই রূপ ইহাঁরা আপনার কিরণ দ্বারা জগৎকে সংস্কৃত করিয়া থাকেন। ইহাঁরা গমনশীল দীপ্তিসম্পন্ন ও সূর্য্যপ্রকাশক। ইহাঁরা প্রতি দিনই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন

১০৭২

২। উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা স্বায়ুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত। অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্ব্বথা রুশন্তং ভানুমরুষীরশিশ্রয়ুঃ।

২। 'অরুণাঃ' আরোচমানাঃ 'ভানবঃ' উষসো দীপ্তয়ঃ 'বৃথা' অনায়াসেন স্বয়মেব 'উদপপ্তন্' উদগমন্ তদনন্তরং উষসশ্চ 'স্বায়ুজঃ' সুখেন রথে আযোক্তুং শক্যাঃ 'অরুষীঃ' শুভ্রবর্ণাঃ 'গাঃ' পূর্ব্বমুক্তান্ রথ্যান্ ঈদৃশীঃ স্ববাহনভূতাশ্চতুষ্পাদীর্গা এব বা 'অযুক্ষত' স্বরথে অযোজয়ন্। উক্তং চ। অরুণ্যো গাব উষসামিতি। এবং গোভির্যুক্তং রথমারুহ্য উষসঃ 'পূর্ব্বথা' পূর্ব্বেষু অতীতেষু অহঃস্বিব 'বয়ুনানি' সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং জ্ঞানানি 'অক্রন্' অকার্ষুঃ উষঃকালে জাতে হি সর্ব্বে প্রাণিনঃ জ্ঞানযুক্তা ভবন্তি। তদনন্তরং 'অরুষীঃ' আরোচমানাঃ তাঃ 'উষসঃ' 'রুশন্তং' রুশদিতি বর্ণনাম রোচতের্জ্বলতিকর্ম্মণঃ ইতি যাস্কঃ। শুভ্রবর্ণং 'ভানুং' সূর্য্যং 'অশিশ্রয়ুঃ' অসেবন্ত যেন সহৈকীভবন্তি ইত্যর্থঃ।

২। উষা দেবিদিগের অরুণবর্ণ দীপ্তি সকল স্বয়ংই উত্থিত হইয়াছে। তৎপরে তাঁহারা সুখ-যোজনীয় শুভ্রবর্ণ গো সমুদায় রথে যোজিত করিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় সমস্ত প্রাণিকে উদ্বোধিত করিয়া দীপ্তিশীল শুভ্রবর্ণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়াছেন।

১০৭৩

৩। অর্চন্তি নারীরপসো ন বিষ্টিভিঃ সমানেন যোজনেনা পরাবতঃ। ইষং বহন্তীঃ সুকৃতে সুদানবে বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে।

৩। 'নারীঃ' নেত্র্যঃ উষসঃ 'বিষ্টিভিঃ' নিবেশকৈঃ স্বকীয়ৈ স্তেজোভিঃ 'সমানেন' 'যোজনেন' অনেকেনৈব যোজনেন উদযোগেন 'আপরাবতঃ' আদূরদেশাৎ আপশ্চিমদিগ্‌ভাগাৎ 'অর্চন্তি' নভঃ প্রদেশং পূরয়ন্তি কৃৎস্নং জগৎযুগপদেব আপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। তত্রদৃষ্টান্তঃ 'অপসঃ' 'ন' যুদ্ধকর্ম্মণোপেতাঃ পুরুষাঃ যথা স্বকীয়ৈঃ আয়ুধৈঃধাটীমাধন সর্ব্বং দেশং আপ্নুবন্তি তদ্বৎ। কিং কুর্ব্বত্যঃ 'সুকৃতে শোভনস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্রে 'সুন্বতে' সোমাভিষবং কুর্ব্বতে 'সুদানবে' কল্যাণীঃ দক্ষিণা ঋত্বিগ্‌ভ্যো দদতে যজমানায় 'বিশ্বাইৎ অহঃ' সর্ব্বমেব 'ইষং' অন্নং 'বহন্তীঃ' আনয়ন্ত্যঃ প্রযচ্ছন্ত্য ইত্যর্থঃ।

৩। যেমন যুদ্ধ-প্রবৃত্ত পুরুষেরা স্বকীয় আয়ুধ দ্বারা সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেই রূপ সাধুকারী যজ্ঞানুষ্ঠায়ী দক্ষিণা-দান-নিরত যজমানদিগকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক এই নেতা উষা সকল সর্ব্বতঃপ্রসারিত স্বীয় তেজ দ্বারা পশ্চিম দিক হইতে আকাশের বহু যোজন আলোকিত করিতেছেন।

১০৭৪

৪। অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহং। জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বতী গাবো ন ব্রজং ব্যু১ষা আবর্তমঃ।

৪। উষাঃ'পেশাংসি'রূপংব্যাপ্নীতানি কৃষ্ণবর্ণানি তমাংসি 'অধি' আধিক্যেন 'বপতে' ছিনত্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'নৃতূরিব' নৃৎতূর্ব্বতি কেশেন রিক্তীকরোতি ইতি নৃতূর্নাপিতঃ স যথা কেশান নিঃশেষেণ ছিনত্তি এব মুষা অন্ধকারং সমূলং ছিনত্তীত্যর্থঃ। যদ্বা নৃতূরিব নৃত্যন্তী যোষিদিব পেশাংসি রূপনামৈতৎ। সর্ব্বৈঃ দর্শনীয়ানি রূপাণি উষা অধিবপতে আত্মন্যধিকং ধারয়তি এবং প্রথমতোঽন্ধকারং স্বকিরণৈ র্নিরস্য 'বক্ষঃ' স্বকীয় উরঃ প্রদেশং 'অপোর্ণুতে' তমসা নাচ্ছাদিতং করোতি স্বয়মাবির্ভবতীত্যর্থঃ। 'বর্জ্জহং' পয়সঃ উৎপত্তিস্থানং দোহন সময়ে 'উস্রা' গৌঃ যথা বিকরোতি তদ্বৎ। কিং কুর্ব্বতী 'গাবঃ' 'ন' 'ব্রজং' যথা গাবঃ স্বকীয়ং গোষ্ঠং স্বয়মেব শীঘ্রং ব্যাপ্নুবন্তি এবং স্বয়মেব প্রাচীং দিশং ব্যাপ্য 'বিশ্বস্মৈ' লোকায় 'জ্যোতিঃ' কৃণ্বতী প্রকাশং কুর্ব্বতী এবং উক্তেন প্রকারেণ উষাঃ 'তমঃ' অন্ধকারং 'ব্যাবঃ' বিবৃতং অপশ্লিষ্টং অকারাৎ।

৪। নাপিতেরা যেমন কেশ ছেদন করে উষা সকল সেই রূপ কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে উচ্ছিন্ন করিয়া ধেনুগণ যেমন দুগ্ধের উৎপত্তির স্থানকে প্রকাশ করে সেই রূপ স্বয়ং আবির্ভূত হন এবং গো সকল যেমন গোষ্ঠকে ব্যাপিত করিয়া থাকে এই রূপ সমস্ত বিশ্বে জ্যোতি বিস্তার করিয়া অন্ধকার দূরীকৃত করিয়া থাকেন।

১০৭৫

৫। প্রত্যর্চী রুশদস্যা অদর্শি বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্ণমভ্বং। স্বরুং ন পেশো বিদথেষ্বঞ্জঞ্চিত্রং দিবো দুহিতা ভানু মশ্রেৎ॥

১। ৩। ২৪।

৫। 'অস্যাঃ' উষসঃ 'রুশৎ' দীপ্যমানং 'অর্চ্চিঃ' তেজঃ 'প্রতি' 'অদর্শি' সর্ব্বৈঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি প্রথমতো দৃশ্যতে 'বিতিষ্ঠতে' সর্ব্বাসু দিক্ষু বিবিধং অবতিষ্ঠতে ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ। সর্ব্বা দিশো ব্যাপ্য চ 'অভ্বং' মহন্নামৈতৎ অতিশয়েন বিপুলং 'কৃষ্ণং' কৃষ্ণবর্ণং অন্ধকারং 'বাধতে' অপসারয়তি 'বিদথেষু' যজ্ঞেষু 'স্বরুং' 'ন' স্বরু নাম্না শকলেন যুক্তং যূপং যথা আজ্যেন অধ্বর্য্যবো 'অঞ্জন্' অঞ্জন্তি তদ্বৎ নভসি স্বকীয়ং'পেশঃ'রূপং উষা অনক্তি সংশ্লিষ্টং করোতি। তদনন্তরং 'চিত্রং' চায়নীয়ং'ভানুং' সূর্য্যং 'দিবঃ' 'দুহিতা' দ্যুলোকাৎ উৎপন্না উষা 'অশ্রেৎ' অসেবত। ১। ৩। ২৪।

৫। লোক সকল উষা দেবীদিগের দীপ্যমান সর্ব্বব্যাপী তেজ প্রত্যক্ষ করি-

য়াছেন। সেই তেজ বিপুল কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে দূর করিয়া থাকে, যজ্ঞ কালে যাজ্ঞিকেরা যেমন স্বরুযুক্ত যূপকে আজ্য দ্বারা সংশ্লিষ্ট করেন, সেই রূপ ইহাঁরা আকাশে আপনার রূপকে ওতপ্রোত করিয়া থাকেন। তৎপরে ইহাঁরা বর্দ্ধনশীল সূর্য্যকে আশ্রয় করেন। ১।৬।২৪।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

ষোড়শ উপদেশ।

ঈশ্বরের সহিত বাস।

"তিনি আপনার প্রিয়তমের সহবাসে
পরিতৃপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইয়াছেন।"

যেমন বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের এক প্রকার সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ সেই পূর্ণ-স্বরূপ সর্ব্বস্রষ্টার সহিত মনুষ্যের একটি নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। আলোকের সহিত চক্ষুর ও শব্দের সহিত কর্ণের কি রূপ সম্বন্ধ ইহা যেমন নিজের পরীক্ষা ব্যতীত অন্যের বাক্যে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, সেই রূপ তাঁহার সহিত আমাদের কি রূপ সম্বন্ধ, তাহা স্বয়ং পরীক্ষা না করিলে আর কেহই স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। আমরা তাঁহাকে কখন পিতা, কখন মাতা, কখন সখা ও কখন রাজা বলিয়া সেই সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে যাই; কিন্তু অন্তরে সেই সম্বন্ধ যেরূপ অনুভূত হইতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, তিনি পিতাও নহেন, মাতাও নহেন, সখাও নহেন, রাজাও নহেন; প্রত্যুত পিতা হইতেও অধিক, মাতা হইতেও অধিক, সখা হইতেও অধিক, রাজা হইতেও অধিক। পিতা মাতা প্রভৃতি বাক্য দ্বারা আমরা সংসারের যে সকল গুরুতর সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকি, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ তাহা অপেক্ষাও গুরুতর। পিতা মাতার স্নেহে, সখার প্রেমে ও রাজার ন্যায়পরতায় তাঁহার বিমল মঙ্গল ভাব প্রতিবিম্বিত হইতেছে দেখিয়া আমরা সেই সকল শব্দ তাঁহাতেও আরোপ করিয়া থাকি। বস্তুত তিনি ঈশ্বর, আমরা মনুষ্য; ইহা ব্যতীত আর কোন শব্দে সেই সম্বন্ধ প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু সকল দেশের সকল কালের সকল মনুষ্যই যে সেই সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আছে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। প্রথমে ঈশ্বরের সহিত মধুময় সম্বন্ধ হৃদয় দ্বারা গূঢ় রূপে অনুভূত হইয়া থাকে, তৎপরে জ্ঞানের উন্নতি হইলে তাহা চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। আমরা যে অবস্থায় থাকি, কখনই সে সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হয় না। আমরা হয়তো বহুকাল তাহা বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারি, কিন্তু কখন তাহার অন্যথা করিতে পারি না। সেই সম্বন্ধ আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হইয়াছে ও জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কাল থাকিবে। ঈশ্বরের সহিত এই রূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতেই প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কোন মনুষ্যই তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে না। মনুষ্য যখনি জানিতে পারেন আমার উপরে আমার ঈশ্বর আছেন, তখনই তাঁহার হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ হয় এবং সেই ভাবপূর্ণ হৃদয় নেতা হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বরের সন্নিহিত করে। তখন তিনি স্পষ্ট রূপে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ অনুভব করিতে থাকেন। এই রূপ ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ উপভোগ করাকে ঈশ্বরের সহবাস কহে।

কিন্তু যদি ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে ভ্রান্তি থাকে, ঈশ্বরকে সর্ব্বস্থানে সমান রূপে বিদ্যমান বলিয়া যদি বিশ্বাস না থাকে, প্রত্যুত যদি এই রূপ বোধ থাকে যে ঈশ্বর স্থানবিশেষে অবস্থান করিতেছেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের মধুময় সহবাস উপভোগের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে। অতএব প্রথমে এই তত্ত্বে

অটল শ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক যে, কি জড় কি আত্মা কোন সৃষ্টিই আপনার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। সৌর আকর্ষণ ও পার্থিব বেগ একত্র হইয়া পৃথিবীকে গোলাকার পথে ঘূর্ণমান করিতেছে, ইহা যথার্থ এবং পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণু পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই রূপ সংহত হইয়াছে, ইহাও যথার্থ; কিন্তু এই পৃথিবীর সত্তা অথবা ইহার প্রত্যেক পরমাণুর অস্তিত্ব কিসের উপর নির্ভর করিয়া আছে? পৃথিবী যে ঘূর্ণিত হইতেছে, সূর্য্যের আকর্ষণ ও পৃথিবীর বেগ ইহার কারণ এবং পৃথিবী যে সংহত হইয়া আছে, পরমাণু সকলের পরস্পর আকর্ষণ তাহার হেতু; কিন্তু পৃথিবী যে আছে—ইহার প্রত্যেক পরমাণু যে অস্তিত্ব ভোগ করিতেছে, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ কেবল একমাত্র পরম কারণ ঈশ্বর, তিনিই সেই সত্তার সত্তা। আত্মা কর্তৃত্ব সহকারে কার্য্য করিতেছে, পুণ্য করিতেছে, পাপ করিতেছে, গমন করিতেছে, দর্শন করিতেছে, ইহাতে আত্মারই শক্তি প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু আত্মা আপনি আপনার সত্তার কারণ নহে। পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে প্রাণ রূপে বিদ্যমান আছেন বলিয়াই আত্মা জীবিত থাকিয়া কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রদর্শন করিতেছে। যে পদার্থ লইয়া আলোচনা কর, সকলেতেই তিনি গূঢ় রূপে প্রাণ রূপে বিদ্যমান আছেন দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতএব ঈশ্বরের সহবাস সকল স্থানে থাকিয়াই উপভোগ করা যায়। ঈশ্বরের মধুময় সন্নিধানে আমরা অনুক্ষণ অবস্থান করিতেছি। বাহিরে সমুদায় আকাশ ও অন্তরে সমুদায় আত্মা তাঁহা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আছে। কোন পদার্থ হইতেই তিনি দূরবর্ত্তী নহেন। তিনি চেতনাচেতন সমুদায় পদার্থ অসৎ অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়া রক্ষা করিতেছেন, তাঁহা হইতে কিছুই বিচ্ছিন্ন নহে। যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রসাদি বিষয় সকল উপভোগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রূপ রসাদির আধারভূত বস্তুর উপলব্ধি হয়, সেই রূপ বস্তুর উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর বস্তুর বস্তুরূপে জ্ঞান-নেত্রের গোচর ও হৃদয়ের তৃপ্তিকর হইতে থাকেন। যখন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, তখন দেখিতে পাই যে তিনি আত্মার আত্মা রূপে আমাদিগকে চরিতার্থ করিতেছেন।

যেমন শিশুরা জননীর নিকটে অবস্থান করিতে স্বভাবতই উৎসুক হইয়া থাকে, যেমন জননীর সুকোমল অঙ্ক মধুর ভাবে পূর্ণ, আরামের স্থান ও নিরাপদ্ বোধ করে, সেই রূপ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সন্নিধানে বাস করিবার নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রেরই অন্তরে প্রগাঢ় ঔৎসুক্য আছে। মনুষ্য যখন সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া থাকে, যখন আমোদমদে মত্ত হইয়া অসুরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, যখন দ্বেষ ঈর্ষ্যা প্রভৃতি হলাহল পান করিয়া অচেতন হয়, তখন তাহার এই স্বর্গীয় কামনা উপলব্ধি করা যায় না। যখন পাপের প্রলোভন মনুষ্যকে পশুবৎ মুগ্ধ করিয়া রাখে, যখন নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে, যখন সমুদায় অন্তঃকরণ মলিন চিন্তা ও মলিন কামনায় পরিপূর্ণ হয়, তখন এই পবিত্র বাসনার হয় তো কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। কখন কখন জীবনের নির্বিঘ্ন অবস্থাতে ইহা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যখনই আত্মা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, যখনই আপনার কল্যাণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, যখনই আপনার প্রকৃত পথে সঞ্চরণ করিতে থাকে, তখনই ঈশ্বরের সন্নিহিত হইবার নিমিত্ত

তাহার ঔৎসুক্য দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদয় যখন সদাশয় থাকে ও মন যখন ন্যায়ের অনুগত হইয়া চলে, তখন এই ঈশ্বর-সহবাসের স্পৃহা পরিস্ফুরিত হয়। সংসারের স্বার্থপর লোকদিগের দুর্মন্ত্রণা ও দুশ্চেষ্টাতে অন্তঃকরণ যখন ক্ষত বিক্ষত হয়, শান্তি ও আরাম যখন সংসার হইতে পলায়ন করিয়াছে বোধ হয়, প্রতিবাসীর প্রেম ও স্নেহে আর আশা ভরসা থাকে না, তখন এই কামনা হৃদয় ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে উত্থিত হয়। দুঃখ ও বিপদের সময়ে ইহা প্রবলবেগে অভ্যুত্থান করে—যখন বিপদে আক্রান্ত হইয়া মন অভিভূত হয়, বন্ধুবান্ধবগণের সহায়তা অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে, আর কোন উপায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন পাশানময় হৃদয়েও ঈশ্বর স্পৃহা জাগরিত হইয়া উঠে। যখন আত্মকৃত পাপ স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইয়া দুর্বিসহ আত্মগ্লানি উপস্থিত করে, তখন এই কামনার প্রভাব আশ্চর্য্য রূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেমের অবস্থায় নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহার যে সহবাস-বাসনা উদ্দীপিত হয়, তাহাই সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাংশে পবিত্র। অন্নপান শরীর রক্ষার প্রধানতর উপায়; কিন্তু তাহা চিন্তা না করিয়াও যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণার উত্তেজনাতে অন্ন পান গ্রহণ করিতে হয়, সেই রূপ ঈশ্বরের উপাসনায় আমাদের আত্মা যার পর নাই উন্নতি লাভ করিবে, এই রূপ প্রয়োজন গণনা না করিয়াও প্রেমের অবস্থাতে কেবল স্বাভাবিক স্পৃহা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মন তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইয়া উঠে।

ঈশ্বর লাভের স্পৃহা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও আমরা যত্ন বা অযত্ন দ্বারা তাহার উন্নতি বা অবনতি করিতে পারি। মনুষ্য ভবিষ্যতে যে উন্নতি-পরম্পরায় অধিরোহণ করিবে, তদুপযোগী প্রকৃতি প্রদান করিয়াই ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মনুষ্য চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা আপনার প্রকৃতিকে তেজস্বিনী করিবে, এই রূপ উপায় সকল বিধান করিয়া দিয়াছেন। আমরা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যে সকল ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎসমুদায়কে সুস্থ রাখিয়া যত দূর সম্ভব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে তীক্ষ্ণ করিতে পারি, অথবা অনিয়মে রাখিয়া তৎসমুদায়ের শক্তি আরও খর্ব্ব করিতে পারি। সেই রূপ আমাদের যে স্মৃতি শক্তি আছে, আমরা চেষ্টা করিয়া সম্ভবমত তাহা বর্দ্ধিত করিতে পারি, অথবা আমাদের দোষে তাহা মন্দীভূত হইতে পারে। আমরা বুদ্ধি বৃত্তিকে আলোচনা দ্বারা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট করিতে পারি, অথবা আমাদের ঔদাস্য দোষে আরও মলিন হইতে পারে। আমরা ঈশ্বর প্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যে স্বর্গীয় অগ্নি লাভ করিয়াছি, তাহা যত্ন করিয়া অধিকতর উজ্জ্বল করিতে পারি, অথবা আমাদের অযত্নে তাহা নির্বাণ প্রায় থাকিতে পারে। আমরা ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পরিচালনা দ্বারা দিন দিন প্রশস্ত করিতে পারি অথবা আমাদের অনবধান বশত তাহা নিস্তেজ হইতে পারে। ঈশ্বরস্পৃহার প্রকৃতিও এই রূপ, মনুষ্য যে রূপ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে, যে রূপ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট থাকে, যে রূপ সংসর্গে অবস্থান করে, যে রূপ শিক্ষা লাভ করে এবং সে স্বয়ং যে রূপ অবস্থায় নিপতিত থাকে, তাহার প্রকৃতি সকল তদনুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। এই কারণে সকল মনুষ্যের ভাব সমান রূপ দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু মনুষ্য যে অবস্থায় থাকুক, চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা আপনার অন্যান্য প্রকৃতির ন্যায় ঈশ্বর স্পৃহাকে উদ্দীপিত করিয়া তাঁহার পবিত্র সহবাস-জনিত ভূমানন্দ যে উপভোগ ক-

রিতে পারে, তাহার আর কিছু মাত্র সংশয় নাই।

ঈশ্বরস্পৃহা উদ্দীপিত হইলেই মন ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করে এবং অন্তরেই বর্ত্তমান দেখিয়া আপ্যায়িত হইয়া তাঁহার সন্নিহিত হয়। তিনি ভক্তবৎসল; যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে তাঁহার নিকটে গমন করে, তিনি আপনাকে দিয়া তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ করেন। এবম্বিধ অবস্থায় মনুষ্যের হৃদয় এক একবার তাঁহাতে এমনি আসক্ত হয় যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হওয়া তাহার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে। মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, তিনি তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া—সম্মুখস্থ জড় পদার্থ অপেক্ষাও তাঁহার সত্তাতে সমধিক প্রত্যত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রস আস্বাদন করিতে থাকেন। যদি কেহ এক ক্ষণের নিমিত্তও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে তিনি অন্যান্য অবস্থার সহিত তুলনা করিলেই জানিতে পারিবেন,তাহা কি পবিত্রতর—কি উচ্চতর—কি স্পৃহনীয় অবস্থা। মানুষের মন প্রতি দিন নানাবিধ অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইতেছে; যাঁহারা নিয়মিত রূপে আত্মানুসন্ধান করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই সকল বিচিত্র অবস্থার উচ্চতা ও নীচতা পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়রূপে জানেন যে, ঈশ্বরসহবাসে মন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত আর কোন অবস্থারই তুলনা হইতে পারে না।

যখন মনে ঈশ্বর-স্পৃহা নাই, তখন মনে করা উচিত যে, মন অবশ্যই বিকৃত অবস্থায় আছে। যদি কেহ সেই বিকৃত অবস্থাতেই পরিতুষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতে থাকেন, তাহা হইলে সেই বিকার আরও বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর হইতে এত দূরে নিক্ষিপ্ত করে যে দেখিলেই বোধ হয় যেন ঈশ্বরের সহিত ইহাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, এক্ষণে এই অবস্থার লোক অনেক দেখিতে পাইবে। প্রথমে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা হয়; সেই অবস্থায় সতর্ক হইতে না পারিলেই ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়; তৎপরে তাহার চরিত্র ক্রমে ক্রমে মলিন হইয়া উঠে। মানুষ এই রূপে আত্মকৃত দোষে অল্পে অল্পে নরকগামী হইতে থাকে। পরিণামে মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে সকলেরই আবশ্যক হইবে; কিন্তু এক্ষণে তাঁহা হইতে যিনি যত দূরে বিচ্ছিন্ন হইতেছেন, পরিণামে তাঁহাকে তত কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। যখন প্রথমে শরীরে রোগের সঞ্চার হইতে থাকে, তখন অবধিই সতর্ক হওয়া উচিত; নতুবা দুঃসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে পারে। আত্মা শরীর অপেক্ষাও সমধিক যত্নীয় বস্তু, অতএব তাহার প্রতি আমরা যেন অবহেলা না করি।

সকলেরই উচিত, প্রতি দিন অন্তত এক বার করিয়া অন্তরে সেই অন্তর্যামী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার করেন এবং তাঁহার সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া তাঁহার দিকে উন্নত হইতে থাকেন। যদি প্রতিদিন নিয়মিত রূপে এই রূপ অভ্যাস করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই অভ্যাস ক্রমে বিস্তারিত হইয়া আত্মাকে সমস্ত দিন ঈশ্বরের সন্নিধানে সংস্থাপিত রাখিবে এবং তাহাকে অধর্ম্ম হইতে, অনাচার হইতে, অশান্তি হইতে রক্ষা করিবে। প্রতিদিন পরীক্ষা করিয়া দেখ, অদ্য প্রাতঃকাল অবধি নিদ্রাকাল পর্য্যন্ত কত বার ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলাম এবং পর দিনের জন্য সতর্ক হও যেন, আর তত বার তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে না হয়।

যদি আলস্য ও ঔদাস্য তোমাকে বিপথ-গামী না করে, তাহা হইলে এই রূপ অভ্যাস দ্বারা তাঁহার পবিত্র সহবাস তোমার নিকটে দিন দিন অধিক কাল স্থায়ী হইতে থাকিবে। যিনি যে পরিমাণে যত্ন করিবেন, তিনি তত অধিক কাল তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিতে পাইবেন এবং তাঁহার আত্মা ক্রমে ক্রমে নব জীবন লাভ করিয়া নবতর কল্যাণ-তর রূপ ধারণ করিবে।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৮৬ সংখ্যক পত্রিকার ৩৫ পৃষ্ঠার পর।

এই সমস্ত প্রস্তাবে যে প্রকার মত প্রকাশ করা হইল, বোধ হয়, তাহাতে বিস্তর আপত্তি উদ্ভাবিত হইবে। অনেকেই আমাকে বলিবেন, "তুমি যে কথার উল্লেখ করিতেছ, ইহা শুনিতে উত্তম বটে. কিন্তু তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা অসাধ্য। যাহারা নিভৃত পাঠ-গৃহে বসিয়া স্বপ্ন দেখে, তাহারা নানা প্রকার মতের সুন্দর সুন্দর সূত্র সকল বয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু লূতা-নির্ম্মিত তন্তু-জাল যেমন বায়ু-সংযোগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে উক্ত সূত্র সমস্তও খণ্ডিত ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। তোমার ইচ্ছা সকল লোককেই সুশিক্ষিত করিতে হইবে; কিন্তু সমাজের আবশ্যক এই যে, অধিকাংশ লোককেই কর্ম্ম করিতে হইবে; এখন এই দুই পক্ষের মধ্যে কোন্‌টি প্রবল হওয়া সম্ভব? বস্তুত অধিকাংশ লোকেই যে কায়িক পরিশ্রমের নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে, আত্মোৎকর্ষ বিধানের নিমিত্তে নহে, এই সত্যটি লোক-ব্যবহার-প্রণালীতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অনুমান-সিদ্ধ কোন দুর্ব্বল কল্পনা সত্যের নিকটে কদাচ স্থান পায় না"

ঈদৃশ কঠিন ভাষায় আপত্তির আভাষ দিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা সকলেই অসঙ্কোচে উহার প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিব। কিঞ্চিন্মাত্র প্রণিধান করিয়া দেখিলেই উক্ত রূপ আপত্তির অসারতা সহজে প্রতিপন্ন হইবে। যুক্তি ও অনুভব উভয়ই উহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। 'যিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে যুক্তি বিবেক স্নেহ প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন, সেই পরম জ্ঞানী বিশ্ব-পিতার অভিপ্রায় এই যে, তৎসমুদায় বৃত্তি অবশ্য প্রকাশিত হইবে এই রূপ অনুভব নিঃসন্দেহ অতিশয় বলবান্; এবং ইহাও বিশ্বাসের অযোগ্য যে, যিনি সমুদয় মনুষ্যকে এই রূপ প্রকৃতির অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অধিকাংশ লোকের এতাদৃশী নিয়তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন যে, অল্প লোকের উপকারার্থে তাহারা উৎকর্ষ প্রতিরোধী দাসবৎ পরিশ্রমে সমস্ত জীবন অপব্যয় করিবে। ফলত মানবীয় আত্মাকে হ্রস্ব করা কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না। আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, শরীরের কোন যন্ত্রই অব্যবহার দ্বারা বিকল হইয়া পড়িবার উদ্দেশে সৃষ্ট হয় নাই, তখন আত্মার শক্তি সমুদায় চিরকাল নিরুদ্ধ ও জড় হইয়া থাকিবে বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়।

হয় ত এ কথার এই রূপ উত্তর প্রদত্ত হইবে যে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বাস্তবিক তথ্য সকল হইতেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সংকলিত হইবার বিষয়, কেবল অনুমান-সিদ্ধ কাল্পনিক সিদ্ধান্ত হইতে নহে; এবং ইহাও একটি সুস্পষ্ট তথ্য যে সমাজের সুশৃঙ্খলা ও সুখ সৌভাগ্য (যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে) কেবল ইতর লোক সমূহের হস্ত-কৃত কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করে, তাহাদের মনের উন্নতির উপরে নহে। ইহাতে আমার প্রত্যুত্তর এই যে, যাহাতে মানসিক শক্তি সমুদায়ের বিধ্বংস আবশ্যক

হয়, তাদৃশী সামাজিক শৃঙ্খলা নিতান্তই ঈর্ষাত্মিকা, তাহা কদাচ ঈশ্বরের অভিমত হইতে পারে না। যদি আমি কোন অপরিচিত দেশে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া তথাকার অধিকাংশ অধিবাসীদিগকে লোচনবিহীন, খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ দেখি এবং কারণ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পাই যে, সামাজিক শৃঙ্খলার অনুরোধে ঐ প্রকার অঙ্গ বৈকল্য আবশ্যক হইয়াছে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বলি "এরূপ শৃঙ্খলা উৎসন্ন হউক" "ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত" একথা শুনিয়া কে না তাহার বোধ শক্তি ও উৎকৃষ্ট অনুভব সমস্ত অবমানিত জ্ঞান করে? প্রজাবর্গের মন সকল বিকল ও অন্ধীভূত না করিলে যাহা চলিতে পারে না, তাদৃশী সামাজিক রীতির প্রতি কাহার না ঘৃণার সহিত অবলোকন করা উচিত হয়?

সমাজের কার্য্যার্থে ইতর লোকদিগকে জড়বুদ্ধি ও অনভিজ্ঞ করিয়া না রাখিলে চলে না, ইহাই যদি প্রতিপক্ষদিগের স্থির-সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাঁহাদিগকে এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি পরিশ্রম ও আত্মোৎকর্ষ বিধান কি পরস্পর সমঞ্জসীভূত হইয়া চলিতে পারে না? পূর্ব্বে এক স্থানে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মনুষ্য শ্রম-সাধ্য কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও তাহার ন্যায়পরতা, উপচিকীর্ষা ও অবলম্বিত ব্যবসায়ের পূর্ণতা লিপ্সা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে অতি গুরুতর উৎকর্ষ সকলের প্রতি প্রবণচিত্ত হইতে পারে এবং হওয়াও তাহার উচিত। এই সমস্ত সমুন্নত বৃত্তির অনুশীলন ও পরিপোষণার্থে পরিশ্রম উৎকৃষ্ট সাধন; সুতরাং এ স্থলে আমাদের এই অনুভব অবশ্যই বলবান্, যে অন্যান্য বিষয়ে উহাকে আত্মার প্রভা সমস্ত বিলুপ্ত করিতে হইবেই হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত কোন ক্রমে স্থান পায় না। অপর এক স্থলেও উল্লিখিত হইয়াছে, যে পুস্তক সকল যত মূল্যবান্ হউক না কেন, অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণ সত্য ও জ্ঞানের যাদৃশ উৎকৃষ্ট ফলশালী আকর, তাদৃশ কদাচ নহে; অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণও সকল অবস্থাতেই সুলভ সংপ্রতি আর একটি গুরুতর বিবেচ্য এই যে, প্রায় সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমই বুদ্ধি-পরিচালন-সাপেক্ষ এবং যাহারা মনের উত্তেজনা ও বলাধানে সমর্থ হইয়াছে ঐ সকল লোক দ্বারাই উত্তম রূপে নিষ্পাদিত হইবার বিষয়, এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে, দৈহিক পরিশ্রম ও আত্মোৎকর্ষ বিধান কি পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়? বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, বরং অতি ঘনিষ্ঠ রূপে সম্বদ্ধ হইয়াই চলে। ফলত জগতের কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে মনেরই অধিক প্রাধান্য আছে; সুতরাং মনের যত অধিক চালনা হইবে, তত অধিক কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইবে। মনুষ্য যে পরিমাণে বিজ্ঞতা লাভ করে, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট শক্তিকে সে অপেক্ষাকৃত অধিক কর্ম্ম করাইতে সমর্থ হয়, বুদ্ধি কৌশলকে শিরা ও মাংস-পেশী সকলের স্থানীয় করে এবং অল্প পরিশ্রমে প্রচুর ফল নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। মনুষ্যদিগকে বিজ্ঞ কর, তাহা হইলেই তাহারা অচিরে রচনা-শক্তি-সম্পন্ন হইবে। তাহারা সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া সমস্ত উদ্ভাবন করিয়া লইবে। প্রকৃতির পরিজ্ঞান তাহাদিগকে উহার নিয়ম-সমস্ত কার্য্যোপযোগী করিয়া লইবার নিমিত্তে সাহায্য করিবে। তাহারা যে সকল পদার্থ লইয়া কর্ম্ম করিবে, তৎ সমুদায়ের তত্ত্বও উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং যে সমস্ত ব্যবহার্য্য সংকেত অভিজ্ঞতা দ্বারা সতত উপস্থাপিত হয়, সে সকল সংকলন করিতেও সমর্থ হইবে। কর্ম্ম-

কর লোকদিগের মধ্যেই যে কতকগুলি অত্যাবশ্যক যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পুরাবৃত্ত সকল স্পষ্টাক্ষরে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। প্রতিপক্ষেরা বিস্তারিত রূপে বিদ্যা প্রচার করুন, করিলে অবশ্যই দেখিতে পাইবেন, অতি প্রয়োজনীয় রচনা সকলের আর ইয়ত্তা থাকিবে না। "যাহারা আত্মোন্নতির অনুশীলনে কখন যত্ন করে নাই, তাহাদিগের দ্বারাই জীবনের নীচ কর্ম্ম সকল উত্তম রূপে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, এরূপ সংস্কার যদি কোন ক্রমেই তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে অপনীত না হয়, তবে যে দেশে দাস ব্যবসায় প্রচলিত আছে, সেই স্থানে তাঁহারা গমন করুন। তথায় দেখিতে পাইবেন, ক্রীতদাসেরা নিরতিশয় জঘন্য কর্ম্মে জীবন অতিবাহন করিবার উদ্দেশে পালিত হইয়াছে। তাহারা নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম করে, হস্তের কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই করিতে না পায় এনিমিত্তে তাহাদের মানুষোচিত সত্ত্ব সমস্ত অপহৃত হইয়াছে। তাহাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নিতান্ত পরিহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যে সকল পশু দ্বারা ক্ষেত্র-কর্ষণ করে এবং যে মৃত্তিকা খনন করিয়া থাকে, তাহাদিগের তুল্য প্রকৃতিই প্রাপ্ত হইয়াছে। দাসদিগের এই প্রকার ভাব, তাহাদের অনুষ্ঠিত কৃষি কর্ম্ম ও শিল্প কৌশলের দারুণ দুরবস্থা এবং তন্নিবন্ধন ভূমির অনুর্ব্বরতা অবলোকন করিয়া প্রতি পক্ষেরা তাঁহাদের "মনুষ্যদিগকে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি হইতে পরিভ্রষ্ট করিলেই সমধিক কার্য্যকারী পরিশ্রমী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে" এই স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের টিপ্পনী প্রাপ্ত হইবেন।

প্রতি পক্ষদিগের আর একটি আপত্তি এই যে, বিশিষ্ট রূপ বিদ্যাশিক্ষায় মনুষ্যেরা কায়িক কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর পদবীতে উত্থাপিত হয়, নীচ ও ক্ষুদ্র জ্ঞানে অবলম্বিত ব্যবসায়ের প্রতি ঘৃণা করে এবং অপকৃষ্ট উৎকট পরিশ্রম সহ্য করিতে পারে না। ইহাতে আমি এই উত্তর করি যে, মন যে পরিমাণে হস্তের সহিত কর্ম্ম করে, মনুষ্য সেই পরিমাণে পরিশ্রমে অনুরক্ত ও আমোদিত হয়। কৃষি, রসায়ন, উদ্ভিজ্জের নিয়ম, তরু গুল্মাদির আকৃতি সংস্থান, সারের গুণাগুণ ও মৃত্তিকার উৎকর্ষাপকর্ষ বোধগম্য করিতে পারে, স্বকৃত কর্ম্মের প্রতি বুদ্ধি পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করে এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে কোন আকস্মিক দুর্য্যোগ বা উৎপাতের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়, এরূপ এক জন বিদ্যালোক সম্পন্ন কৃষাণ, আর যাহার মন মৃত্তিকার ন্যায় জড়ীভূত ও জীবন চিরকাল স্ফূর্ত্তি-হীন, এরূপ এক জন বিবেচনা-পরিশূন্য, অনুন্নতিশালী সমান রূপ পরিশ্রমের অধীন অনভিজ্ঞ কৃষাণ, এই উভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হইবে। প্রথমোক্ত জ্ঞানবান্ কৃষাণ শেষোক্ত জাল্‌ম অপেক্ষা সমধিক হৃষ্টচিত্ত ও গৌরবান্বিত পরিশ্রমী বলিয়া প্রতীত হইবে সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহাতেই উত্তরের পর্য্যাপ্তি হইতেছে না। আমি প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা দৈহিক পরিশ্রমকে কি নিমিত্তে অপকৃষ্ট নীচ ও হেয় বলি এবং কি নিমিত্তেই বা তাহা সুবুদ্ধিশালী বিজ্ঞ লোকের অযোগ্য ও অবজ্ঞেয় বোধ করিয়া থাকি? ইহার প্রধান কারণ এই যে অনেকানেক দেশে অত্যল্প সংখ্যক বিজ্ঞ লোকে উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৃতবিদ্য মানবগণ একবার ক্ষেত্র কর্ষণ, ভূমি খনন ও অতি সাধারণ পরিশ্রম সকলের অনুবর্ত্তন করুন, তাহা হইলে আর হলচালন, খনন ও বিবিধ ব্যবসায় সমুদায় জঘন্য ও হেয় বলিয়া পরিগণিত হইবে না। মনুষ্যই কর্ম্মের গৌরব অবধারণ করে; কর্ম্ম

কখন মনুষ্যের গৌরব অবধারণ করিতে পারে না। ভিষক্‌ ও শস্ত্র চিকিৎসকগণের কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মকার স্বর্ণকার সূত্রধর সীবনকর প্রভৃতি কারুকার গণের কর্ম্ম কি অধিক ঘৃণার্হ? চীবর-পরিধায়ী কর্দ্দমাক্ত কৃষিবলের হল চালন অপেক্ষা উজ্জ্বল বেশ ভূষা পরিচ্ছন্ন শস্ত্র চিকিৎসকের পূতিগন্ধি ব্রণাদি ব্যবচ্ছেদন কি অধিক অপরিষ্কার নহে? সেনা নায়কেরা গিরি দুর্গাদি প্রদেশে সঞ্চরণ করিতে বাধ্য হইয়া কণ্টকবিদ্ধ ও ধূলি পঙ্কাদি পরিকীর্ণ হইতে কি দৃষ্ট হন না? রসায়ন বা উদ্ভিজ্জ বিদ্যায় পারদর্শী সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকেও কি কখন কখন শ্রমজীবী মনুষ্যগণের ন্যায় ধূলিধূসর বা কর্দ্দমাক্ত হইতে হয় না? তথাপি এই সকল লোকের প্রতি কে অনাদর করে? তাঁহারা কদাচ অবজ্ঞার পাত্র হন না। তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাই তাঁহাদিগের কর্ম্মের গৌরবাধান করে। সেই রূপ আমাদের শ্রম জীবী লোকেরা এক বার শিক্ষিত হইলে তাহাদিগের পরিশ্রমের গৌরবাধান করিবে। ফলত ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে মানববর্গের নানা প্রকার ব্যবসায় সমুদায় মধ্যে গৌরবাংশে অল্প মাত্রই প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। যখন দেখিতে পাই এক জন লিপিকর টঙ্কাঙ্ক সঙ্কলন দ্বারা দিন ক্ষয় করিতেছে, অথবা কেবল প্রতিলিপি কর্ম্মেই ব্যাপৃত আছে; যখন দেখিতে পাই কোন ন্যাসাধিকরণের সংখ্যাঙ্কক মুদ্রা গণনা করিতেছে; যখন দেখিতে পাই কোন বাণিজিক চর্ম্ম পাদুকা বা চর্ম্ম বিক্রয় করিতেছে; যখন দেখিত পাই কোন শিল্পকর চর্ম্ম প্রস্তুত করিতেছে; পাদুকা নির্ম্মাণ করিতেছে; কিম্বা কাষ্ঠাদিময় গৃহ সামগ্রী নির্ম্মাণে নিযুক্ত রহিয়াছে; তখন এই সমস্ত ব্যবসায় মধ্যে আমার কিছু মাত্র সম্ভ্রমের তারতম্য বোধগম্য হয় না। লিপিকর সংখ্যানক বা বিক্রেতা অপেক্ষা নির্ম্মাতাদিগের যে অল্প বুদ্ধি কৌশল আবশ্যক হয়, ইহা কোন ক্রমেই আমার বুদ্ধিতে আইসে না। আমি মঞ্জুষার পশ্চাদ্বর্ত্তী বা লেখনীসঞ্চালন কারী ব্যক্তি অপেক্ষা ক্ষেত্রস্থ এক জন কৃষাণেরও আপন কর্ম্মে অধিক উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা বোধ করিয়া থাকি। অনেকে মনে করেন "শ্রমজীবী লোকের সৌষ্ঠব শূন্য অপরিচ্ছন্ন কর্কশ দেহ, আর মানসিক উৎকর্ষ, বিশেষত বিশুদ্ধতর উৎকর্ষ, এই উভয়ের পরস্পর সমাবেশ হয় না। এরূপ বিবেচনা করা যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ মনের লক্ষণ, তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য মাত্র। ধূলি-ধূসর ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াও শ্রমজীবী মনুষ্য মনুষ্যত্বের প্রধান প্রধান উপাদান সকল বহন করে এবং উচ্চতম শক্তি সমস্তও প্রকটিত করিতে সমর্থ হয়। আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, প্রকৃতির পর্য্যালোচন বা জ্ঞান গর্ভ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকলের অধ্যয়ন করাতে যে রূপ পবিত্র আমোদ ও নৈসর্গিক ঔৎসুক্য প্রকাশ পায়, তাহা কি সুচারু-কারু-পরিকীর্ণ সমৃদ্ধ পরিচ্ছদধারী কি স্থূল-সূত্র-নির্ম্মিত সামান্য বসনপরিধায়ী উভয়ত্রইসমান। এ রূপ শুনা যায় বটে যে এক জন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ভদ্র সমাজে যাইবার উপযুক্ত সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিলে যেমন উত্তম রূপে লিখিতেন, তেমন আর কোন সময়েই পারিতেন না; পরন্তু এ রূপ অনেক লোকের কথাও শুনা গিয়াছে যে, অবস্থার সংকীর্ণতা শিষ্টাচারে অনবধানতা প্রযুক্ত যখন জীর্ণ বসন অথবা শ্মশ্রু সংবৃত শীর্ণ মুখ মণ্ডল তাঁহাদিগকে সুরম্য হর্ম্ম্য সমুদায়ে গতিবিধি রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করিয়া রাখিত, তখনই তাঁহাদের মস্তিষ্কে প্রগাঢ় চিন্তা ও

কবিত্ব শক্তির সমধিক আবির্ভাব হইত। ফলত সত্যের সন্ধান পাওয়া বা শোভা সন্দর্শনে পুলকিত হওয়া সকল অবস্থাতেই সমান। প্রাসাদ তলস্থ শোভন বেশ ভূষা সমন্বিত কোন সমৃদ্ধিশালি পুরুষ সত্যের সন্ধান পাইলে অথবা কোন বস্তুর শোভানুভব করিলে যে রূপ আনন্দিত হয়েন, পর্ণকুটীর নিবাসী চীবর পরিধায়ী এক জন ভারবাহীও সেই রূপ হইতে পারে, অধিকন্তু তাদৃশ কষ্টের অবস্থাতেও তাহার বুদ্ধি বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইল বলিয়া সে আপনাকে অধিকতর আদর করিয়া থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্য।

১৯৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৯৩ পৃষ্ঠার পর।

স্মৃতি শাস্ত্রে এমন কতক গুলি আচারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে যে বেদে তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। কিন্তু এই সমস্ত আচার অমূলকও নহে। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন যে পূর্ব্বে বেদের কতক গুলি শাখা ছিল, এক্ষণে সেই সমস্ত শাখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে সকল আচার বৈদিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না, তৎসমুদায় বেদের বিলুপ্ত-শাখা-মূলক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আপস্তম্বের সময়াচারিক সূত্রের টীকাকার হরদত্ত এই বিষয়ে যে রূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। তিনি আপস্তম্বের প্রথম সূত্র "অথাতঃ সময়াচারিকান্ ধর্ম্মান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ" ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কহিয়াছেন "আমরা শ্রৌত ও গৃহ্য কার্য্য কহিলাম। এই সমস্ত কার্য্য কার্য্যান্তর সাপেক্ষ। সুতরাং এক্ষণে সময়াচারিক ধর্ম্মের উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। সময় তিন প্রকার—বিধি, নিয়ম ও প্রতিষেধ, এতদনুযায়ী কার্য্য দ্বারা আত্মাতে যে অদৃষ্ট জন্মে, তাহাকে সাময়াচারিক ধর্ম্ম বলা যায়। ধর্ম্ম আত্মার গুণ, কার্য্য দ্বারা তাহার উৎপত্তি হইয়া মনুষ্যকে সুখ ও মুক্তি প্রদান করে। ধর্ম্মকে অপূর্ব্ব বলা যায়। কিন্তু আমাদের সূত্র কহেন যে ধর্ম্মের অর্থ নিয়ম; যে কার্য্য অনুষ্ঠেয় এবং যে কার্য্য অননুষ্ঠেয় এই উভয়বিধ কার্য্য ইহা দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে যদি সময় সেই নিয়মের প্রমাণ হয়, তাহা হইলে বুদ্ধ ও তৎকৃত নিয়ম সমুদায়ের প্রমাণত্ব নিরাকরণ করা নিতান্ত সুকঠিন। এই নিমিত্ত আপস্তম্ব "ধর্ম্মজ্ঞ সময়ঃ প্রমাণং" এই দ্বিতীয় সূত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা ধর্ম্ম জানিয়াছেন, তাঁহাদিগের কৃত যে সময় তাহাই প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইয়া থাকে।"

এস্থলে টীকাকার হরদত্ত কহেন যে "নিয়মজ্ঞ মনুর ন্যায় যে সকল মহাত্মা সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে একথাও কহা যাইতে পারে যে মনু নিয়ম জানিতেন বুদ্ধ জানিতেন না তাহারই বা প্রমাণ কি। যদি বল যে বুদ্ধ নিয়ম কিছুই জানিতেন না। ভাল, কিন্তু এ কথা মনুর পক্ষে কেন না প্রযুক্ত হইতে পারে। এস্থলে একটি প্রসিদ্ধ কথা আছে এই যে যদি বুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞ হন, তাহা হইলে কপিল ধর্ম্মজ্ঞ নহেন এই বাক্যের প্রমাণ কি [১]; যদি তাঁহারা

১ সুগতো যদি ধর্ম্মজ্ঞঃ কপিলো নেতি কা প্রমা।
তাবুভৌ যদি ধর্ম্মজ্ঞৌ মতিভেদঃ কথং তয়োঃ॥
ডাক্তার ওএবার কহেন যে সাংখ্য শাস্ত্র কার কপিল ও বুদ্ধ ইঁহারা উভয়ই এক। কপিল ও বুদ্ধের মত গত অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ইহাঁরা উভয়েই বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বুদ্ধের কপিলাবাস্তুতে জন্ম হয় এই কারণে বোধ হয় উভয়েই একই ব্যক্তি এই রূপ ভ্রম হইয়া থাকিবে। আবার তিনি সাংখ্য-শাস্ত্রকার পঞ্চ শিখ কপিলের সহিত কথা পাতঞ্জলের একত্ব রক্ষা করিতে গিয়া-

উভয়েই ধর্ম্মজ্ঞ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মত ভেদ কি নিমিত্ত দৃষ্ট হয়। আপস্তম্ব এই আপত্তি নিরাস করিবার নিমিত্ত এই সূত্র করিয়াছেন “বেদাশ্চ” অর্থাৎ বেদই প্রমাণ।”

হরদত্ত এই সূত্র ব্যাখ্যা কালে কহিয়াছেন যে “বেদ সৎ ও অসতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। বেদ নিত্য কাল হইতে নির্দোষ প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ স্বতঃ আবির্ভূত এবং ইহা মনুষ্যের হস্ত দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই। মনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সময় বেদের যে সকল শাখা ছিল, তাঁহাদিগের পরে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যাহা জানিতেন, তাহা অন্যের জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগের পক্ষে বেদ যেমন প্রমাণ অন্যের পক্ষে তদ্রূপ নহে। কারণ তাঁহারা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যে সময় করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ।”

পূর্ব্ব কালে বেদের কতকগুলি শাখা ছিল, এ কথা বিশ্বাস্য কি না তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কুমারিলের এক জন প্রতিপক্ষ তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থে কহিয়াছেন যে বেদের যে সকল শাখা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা মৃত ব্যক্তিকে স্বাক্ষ্যস্থলে আহ্বান করার ন্যায় হইয়া থাকে[২]।” বেদের শাখা ছিল কি না এইটি নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যদি এই প্রাচীন টীকাকার হরদত্ত অপেক্ষা অন্যের প্রমাণ নাও পাই, তথাচ আমরা বলিতে পারি যে মৃত সাক্ষিক ব্যবহারবৎ এ কথা কেবল তর্কের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের টীকাকার দিগের স্বভাব জানেন, তাঁহারা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে টীকাকারেরা আপনাদিগের নূতন মত কোন স্থলেই ব্যক্ত করেন না; যাহা বহুকাল অবধি প্রসিদ্ধ আছে, তাঁহারা বারংবার তাহারই উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিলে তাঁহাদিগের টীকার সবিশেষ সমাদরই হইয়া থাকে। অন্যের কথা কি, স্বয়ং আপস্তম্ব এক স্থলে টীকাকারের সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার সূত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ে স্বাধ্যায়ের নিয়ম নিরূপণ করিতে গিয়া কহিয়াছেন যে “ব্রাহ্মণে এমন কতকগুলি নিয়ম ছিল যে যাহার পাঠ পর্য্যন্তও এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রয়োগ নিবন্ধন তৎসমুদায় এক্ষণে কেবল অনুমিত হইয়া থাকে[৩]। যে স্থলে শাস্ত্র নাই কেবল

ছিলেন। এই পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্র প্রণেতা। যোগ শাস্ত্র শাস্ত্রের অনেক পরে প্রস্তুত হইয়া ছিল। ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া ডাক্তর উভয়ের একত্ব বিধান চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হন।

২. মৃত সাক্ষিক ব্যবহারবৎ চ প্রলীন শাখা মূলত্ব কল্পনায়াং যস্মৈ যৎ রোচতে স তৎ প্রমাণীকুর্য্যাৎ।

যে শাখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তন্মূলকতা রক্ষা মৃত ব্যক্তিকে সাক্ষিত্বে আহ্বানের তুল্য হইয়া থাকে এবং এই রূপ হইলে যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে পারিবে।

যেন যত্নেন মন্বাদৈঃ আত্মবাক্যং প্রপাঠিতং কস্মাত্তেনৈব তন্মূলং চোদনা ন সমর্পিতা। যস্যৈব যদভিপ্রেতং স এব তৎপ্রলীন শাখামস্তকে নিক্ষিপ্য প্রমাণী কুর্য্যাৎ।

মনু প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা যে যত্নে আপনার বাক্য প্রচার করিয়াছেন সেই রূপ যত্নে বাক্যের মূল প্রমাণ সকল কি নিমিত্ত সংস্থাপন করিয়া যান নাই। ইহা না করাতে এই অনিষ্ট হইতেছে যে যাহার যাহা অভিপ্রেত সে তাহা বেদের বিলুপ্ত শাখার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া জয় লাভ করিতে পারিবে।

৩ ব্রাহ্মণোক্তাবিধয়স্তেষাং উৎসন্নাঃ পাঠাঃ প্রয়োগাদনুমীয়ন্তে যত্রতু প্রীত্যুপলব্ধিতঃ প্রবৃত্তিঃ ন তত্র শাস্ত্রমস্তি তদনুবর্ত্তমানো নরকায় রাধ্যতি।

এস্থলে টীকাকার কহিয়াছেন উৎসন্নাঃ পাঠাঃ অধ্যেতৃ দৌর্ব্বল্যাৎ।

প্রীতি নিবন্ধন প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার অনুবৃত্তি করিলে নরকস্থ হইতে হয়।

ব্রাহ্মদিগের ঐক্য স্থান।

ব্রাহ্ম-সম্মিলন সভার আরম্ভ সূচক বক্তৃতা।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত।

রবিবার। ১১ কার্ত্তিক ১৭৮৯ শক।

ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভা সংস্থাপন করিয়া আমার নিকটে ইহার সভ্যেরা প্রার্থনা করিয়াছেন যে অদ্য আমি এখানে প্রারম্ভ বক্তৃতা করি। অতএব এ সভার উদ্দেশ্য কি, কিসে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সম্মিলন সমাধা হইতে পারে, সভ্যদিগের কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যথা-সাধ্য বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ব্রাহ্ম-সমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের যত টুকু উন্নতি হউক না কেন, তাহাতেই আমার আনন্দ। পূর্ব্বে যে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত অবধারিত হইয়াছিল, তখন চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মকে একত্র দেখিলেই আমার হৃদয় আহ্লাদে পুলকিত হইত। অদ্য যখন এত গুলি ব্রাহ্মকে সম্মিলিত দেখিতেছি—আবার আমি যখন তাঁহারদিগকে আহ্বান করি নাই, যখন তাঁহারা আমাকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্ম সম্মিলনের উপায় আমার নিকট জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন; তখন আমি যে আহ্লাদিত হইব, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

এই সভার উদ্দেশ্য কি তাহা ইহার নামেতেই ব্যক্ত হইতেছে; কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল হইবার যে সকল উপায়, তাহা নিভৃত রহিয়াছে। যে যে উপায় অবলম্বন করিলে ইহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, সেই উপায়-বিষয়ক পরামর্শ দিতে উৎসুক হইতেছি। তোমারদের বিবেচনার জন্য—তোমারদের আন্দোলন-পথে আনিবার জন্য আমি যাহা কিছু বলিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি, হে প্রিয় ব্রাহ্ম সকল! ইহার মধ্যে যে গুলি তোমাদের সংগত বোধ হইবে, তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে; যাহা সংগত বোধ না হইবে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। বিগত-বিবাদ পরমেশ্বরের ধর্ম্ম লইয়া আবার বিবাদ কি? আরো চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে বিবাদ বিনষ্ট হয়, যাহাতে ঐক্য স্থাপন হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের সকলেরি অবলম্বন, ব্রহ্ম আমাদের মধ্য বিন্দু—আমরা সকলে তাঁহাকে পরিচারণা করিতেছি। ব্রাহ্মদিগের সম্মিলন-স্থান, ঐক্য-স্থল ব্রহ্ম, ব্রাহ্মদিগের ঐক্য-স্থল ব্রহ্মোপাসনা—যে ব্রহ্মোপাসনা সকল শাস্ত্রে ব্যক্ত করিতেছে। সকল শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ব্রহ্মোপাসনা। সকল শাস্ত্রে মুক্তি লাভের জন্য ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিতেছেন। হিন্দুস্থানের সকল শাস্ত্রেই এই প্রতিপন্ন করে যে মুক্তি-লাভ ব্রহ্মোপাসনাতে, পৌত্তলিকতা দুর্ব্বল বুদ্ধির নিমিত্তে। যে ব্রহ্মের উপাসনাকে সমুদায় শাস্ত্রে একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছে, সেই ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্রাহ্ম হইয়াছি। ব্রহ্মের উপাসনা এই সম্মিলনসভার প্রধান

অধ্যেতাদিগের দোষে আদিম পাঠ সকল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কুমারিল কহেন, শাখানাং বিপ্রকীর্ণত্বাৎ পুরুষাণাং প্রমাদতঃ নানা প্রকরণস্থত্বাৎ স্মৃতের্মূলং ন দৃশ্যতে।

শাখা সমূহের বিস্তার, পুরুষের প্রমাদও অনেকানেক প্রকরণে অবস্থিতি নিবন্ধন স্মৃতির মূল দৃষ্ট হয় না।

* গ্রন্থকার পুনর্ব্বার কহিতেছেন, ন দৃশ্যতে হ্যদ্যত্বেঽপ্যর্থবিস্মরণং গ্রন্থনাশশ্চ।

লোকে বিষয় সমুদায় বিস্মৃত এবং গ্রন্থও বিনষ্ট হইয়াছে এই কারণে আমরা দেখিতে পাই না।

নচ প্রলয়েন সম্ভাবাতে দৃশ্যতে হি প্রমাদালস্যাদিতিঃ পুরুষক্ষয়াচ্চ।

সেই সকল শাখার লয় অসম্ভব নহে কারণ আমরা দেখিতেছি যে প্রতি দিন লোকের অনবধানতা, আলস্য এবং লোকক্ষয় নিবন্ধন এই রূপ ঘটিতেছে।

সম্মিলনের উপায়। যদি সম্মিলনসভার প্রত্যেক সভ্য ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথা বিধি নিয়মিতরূপে একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা করেন, তাহা হইলে সম্মিলনের মধ্য-বিন্দু, প্রধান উপায়, তাঁহারা প্রাপ্ত হইতে পারেন। যে ব্রহ্মকে মধ্য-বিন্দু করিয়া গ্রহ তারা নক্ষত্র চরাচর জগৎ সংসার সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ হইয়া ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, আমরা কি সেই ব্রহ্মের চতুর্দ্দিকে এই কয়েকটি লোক মিলিয়া ভ্রাম্যমাণ হইতে পারি না? আত্মাকে লক্ষ্য স্থানে রাখিয়া সম্মিলনের যত্নকে সকলে সফল করিবার চেষ্টা কর। আমারদের হিন্দুস্থানে ব্রহ্ম অপরিচিত বস্তু নহেন। প্রথম কালাবধি এখনো পর্য্যন্ত সকলেই ব্রহ্মকে মানিয়া আসিতেছেন, ব্রহ্ম আমারদের পিতৃ-সম্পত্তি। সেই ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্য-বিন্দু ব্রহ্ম। সেই মধ্য-বিন্দু পাইলে সম্মিলনের আর অভাব কি। অন্তরঙ্গ তাঁহার উপাসনা কর, আত্মাকে তাঁহাতে যুক্ত কর, দেখিবে সকলের সহিত যুক্ত হইবে—ব্রাহ্মসম্মিলনের এই বিধান। ঈশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভার প্রত্যেক সভ্যের প্রতি বিধান হইল, পরিমিত বস্তু পুত্তলিকার উপাসনা তাঁহাদের প্রতি নিষেধ। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রতেতে প্রথম প্রতিজ্ঞা এই, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ঐহিক-পারত্রিক মঙ্গল দাতা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী নিরবয়ব এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব—এই বিধি। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা এই, সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না—এই নিষেধ। সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম মনে করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না, কেননা সৃষ্ট বস্তু কখনই স্রষ্টা হইতে পারে না। পরিমিত বস্তু কখন অপরিমিত হইতে পারে না—আদ্যন্তবৎ বস্তু কখন অনাদ্যনন্ত হইতে পারে না। ইহারই জন্য সৃষ্ট কোন বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া আরাধনা করিব না, এই নিষিদ্ধ বাক্যটি ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রতের উচ্চ উপদেশ। এই নিষেধ-বাক্য স্মরণ করিয়া রাখা এই সম্মিলন-সভার প্রতি সভ্যের কর্ত্তব্য। এখানে যে সকল প্রিয় ব্রাহ্মেরা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এ বিশ্বাস কি কখন তাঁহারদের আছে যে ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন? কখনই না। নিরাকার নির্ব্বিকার মহান্ সত্য-স্বরূপ অনাদ্যনন্ত, তিনি কি ধর্ম্মোপদেশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র ভাবে পরম সত্য প্রচার করিবেন? ইহা কখনই বিশ্বাসের যোগ্য নহে। আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মে এই আছে, ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—কিসের উদ্দেশে? না সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে। কি প্রকারে? তিনি আমারদের আত্মার অন্তরে থাকিয়া অন্তরতম প্রদেশে উপদেশ দেন—সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় শুভ বুদ্ধি প্রদান করিয়া আমারদিগকে ধর্ম্ম-পথে রক্ষা করেন। পৌত্তলিকতার মূল বিশ্বাস এই, ঈশ্বর স্বয়ং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। সকল পৌত্তলিকতার এই মূল—পত্তনভূমি। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিকতা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য এই বলিতেছেন যে সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্মের অবতার মনে করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিবে না, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন পুত্তলিকার ব্যবধান স্থাপন করিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নূতন সত্য। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে প্রথম এই সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে যদিও ঈশ্বরোপাসনার বিধান শাস্ত্রেতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি এ নিষেধ-বাক্য ভারতবর্ষের কোথাও শুনা যায় না। এ নূতন সত্য ব্রাহ্ম-

ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন অন্য অন্য দেবতাদের উপাসনায় মুক্তি হয় না, এ কথা সকল শাস্ত্রেই আছে; কিন্তু একে বারে পরিমিত দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিবার, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবার কথা কোন শাস্ত্রেই নাই। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত থাকা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে ভারতবর্ষের এ নূতন প্রণালী। পঞ্জাব দেশে যদিও একমেবাদ্বিতীয়মের পূজা প্রচলিত হইয়াছে, তথাপি সেখানে পৌত্তলিকতার নিষেধ নাই। শিখদিগের মধ্যে পৌত্তলিকতার সঙ্গে সঙ্গে এক ঈশ্বরের উপসনার উপদেশ। শিখদের প্রধান দেবী নয়না দেবী। সেই নয়না দেবীর প্রসাদাৎ খড়্গ পাইয়া শিখ বীরেরা মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এখনো শিখেরা জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জগন্নাথের উপাসনা করে, কালীঘাটে আসিয়া কালীর পূজা করে। পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যেও যখন এ প্রকার পৌত্তলিকতার ভাব, তখন বিচিত্র কি যে নানককে তাহারা অবতার বলিয়া মানিবে এবং তাহার দৈব শক্তি কল্পনা করিবে। শিখদের মধ্যে এই প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে নানকের শিষ্যেরা নানকের মৃত্যুর এক রাত্রি পরে তাঁহার মৃত দেহের আচ্ছাদন-বস্ত্র উঠাইয়া দেখিল যে শব নাই, তাহার স্থানে কেবল পুষ্পরাশি রহিয়াছে। পঞ্জাবে যাহারদিগের আদি গ্রন্থে বিশ্বাস, তাহারা নানককে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। দেখ! পঞ্জাবে যদিও এক ঈশ্বরের উপাসনা, কিন্তু এ নিগূঢ় সত্যটি তাহারা মনে করিতে পারে নাই যে পরিমিত বস্তু কখন অপরিমিত হইতে পারে না, সৃষ্ট বস্তু কখন স্রষ্টা হইতে পারে না। অতএব পঞ্জাবে পৌত্তলিকতা-কলঙ্ক বিধৌত হইল না। যদিও তাহারা এক ঈশ্বরের উপাসনা করে, তথাপি তাহারা অদ্যাপি পৌত্তলিক রহিয়াছে। নানক তো মহাত্মা ছিলেন, পৌত্তলিকেরা তাঁহার প্রভাব দেখিয়া তাঁহাকে তো অবতার বলিবেই। কিন্তু এই ভারতবর্ষে গুরু হইলেই অবতার হয়। কবীর কবীর-পন্থীদিগের অবতার, দাদু দাদু পন্থীদিগের অবতার—আবার এইক্ষণে দশ হাজার কুকাপন্থীদিগের নিকটে রামসিংহ অবতার হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এ দেশে যিনি গুরু হন, তিনিই অবতার হইয়া উঠেন। অতএব সাবধান হইতে হইবে, অবতার-ভ্রমে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া কাষ্ঠ লোষ্ট মনুষ্য পশু কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিবে না। এই উপায় ব্রাহ্মদিগের সম্মিলনের দ্বিতীয় উপায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে এই দুইটি মূল তত্ত্ব—একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যস্বরূপের উপাসনা করা এবং পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা না করা—তাহাই এই ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভার প্রথম ও দ্বিতীয় উপায়। ইহা এ দেশে কি ইউরোপে, আফ্রিকায় কি আমেরিকায়, সকল স্থানেই সমান। সকল পৃথিবীরই ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূলতত্ত্ব। কি মর্ত্ত্যবাসী কি দিব্যধামবাসী ধর্ম্মজীবী জীব মাত্রেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকারী; কিন্তু অদ্য যখন এই হিন্দুস্থানের আদিসমাজ-গৃহে ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভা সংস্থাপিত হইতেছে, তখন ইহার প্রকৃত ও বিশিষ্ট উপায় আর একটি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর এবং সমুদায় জগতের, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে ভারতবর্ষের এই আদিব্রাহ্মসমাজের ও হিন্দুজাতির কি সম্বন্ধ—ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভার এইটি প্রকৃত প্রস্তাব, এ দেশের ব্রাহ্মদিগের সম্মিলনের তৃতীয় উপায়। ভারতবর্ষের আদিব্রাহ্মসমাজ যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের মধ্যে আনিয়াছেন, ব্রাহ্ম-সম্মি-

লন-সভা হইতে তাহাকে প্রাণপণে সেই সমাজের মধ্যে রক্ষা করিতে হইবে। আপনাকে তো সজনে কি বিজনে সর্ব্বত্র উন্নত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমারদের প্রতিজ্ঞা, সাধারণ হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে হইবে—সাধারণ হিন্দুসমাজকে আমারদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি করিতে হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের নেতা করিতে হইবে। এই লক্ষ্যটি স্থির রাখিয়া ব্রাহ্মেরা সকলে ঐক্য হইয়া কায়-মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে তবে আশা করিতে পারি যে, কালে এই প্রশস্ত ও বিচিত্র হিন্দুসমাজ উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজে পরিণত হইবে হিন্দু প্রথা হিন্দু রীতি ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। হিন্দু সমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দু রীতি নীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে। হিমালয় উন্নত মস্তকে যে সকল পবিত্র তুষাররাশি ধারণ করে, তাহাতে কি সে কেবল আপনার শোভা ও পবিত্রতা সম্পাদন করে, না তাহাকে বিগলিত করিয়া হিন্দুস্থানের মঙ্গল সাধনের জন্য ভূমিতলে নদ-নদী-রূপে সহস্রধারে নিঃস্যন্দিত করে? সেই রূপ ব্রাহ্মেরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আপনাদের শিরোভূষণ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন, তাহা সকল হিন্দুসমাজে ওতপ্রোত করিয়া তাহার অশেষ কল্যাণ সাধনে প্রাণ-পণে যত্ন করুন। মহাত্মা রামমোহন রায় কি অভিপ্রায়ে এই ভারতবর্ষে এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম এই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য? কি চীনদিগের জন্য? একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের উপাসনা যাহাতে হিন্দুসমাজে প্রচারিত হয়, তিনি এই উদ্দেশে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগকে আচার্য্যের কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। এই উদ্দেশেই তিনি ভাওজি শাস্ত্রীকে বেদপাঠে নিযুক্ত করিলেন, এবং সুললিত বঙ্গ ভাষায় ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া স্বদেশীয় রাগরাগিণী দ্বারা হিন্দুদিগের ভক্তিকে আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভুক্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষে এই আদিসমাজ সংস্থাপিত হয়, তথাপি এই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনাতে সকল দেশের সকল জাতির যোগ দিবার অধিকার আছে—এই ইহার উদারতা ও মহত্ত্ব। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রথমে সকল হিন্দুদিগের মনে একটি দ্বেষ ছিল; কিন্তু যখন তাঁহারা সমাজের প্রসন্ন ও পবিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন—মৈথিলী ব্রাহ্মণের মুখ হইতে বেদ শ্রবণ করিলেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে উপনিষদের অর্থ ও মর্ম্ম অবগত হইলেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অপূর্ব্ব যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যান-সকল মনে ধারণ করিলেন—তখনি তাঁহারদের হৃদয় ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগে আকৃষ্ট হইল। হিন্দুসমাজের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতে আসিতে লাগিলেন। দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, মৈথিলী ও মহারাষ্ট্রীয়েরা, দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড়ী ও ত্রৈলঙ্গীয়েরা, পঞ্জাব-বাসী শিখেরা সকলেই এখানে আসিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবিষ্ট করা এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য এবং হিন্দুসমাজে ইহা প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই এই আদিসমাজ রহিয়াছে এবং আশা হইতেছে যে ইহা এ দেশে থাকিবে। আটত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেখিতেছি; যেখানে ব্রহ্মোপাসনা হয়, সেখানে হিন্দুসন্তানদিগের মহাসমারোহ হইয়া থাকে। দেখিতেছি ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের মধ্যে ভুক্ত হইতেছে। যেমন ব্রা-

হ্মধর্ম্মকে আত্মাতে আনিতে যত্ন করিতে হইবে, পরিবারের মধ্যে আনিতে যত্ন করিতে হইবে, তেমনি আমাদের এই হিন্দুসমাজের মধ্যে আনিতে যত্ন করিতে হইবে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্রহ্মের উপাসনা অরণ্যের মধ্যে ছিল, অরণ্য হইতে ব্রহ্মের উপাসনা আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশে গৃহের মধ্যে, নগরের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, আনিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানমত গৃহকর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে, সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি আমরা এই সংকল্প সিদ্ধ করিতে না পারি, তবে ব্রাহ্মসম্মিলনের সংকল্প বৃথা হইবে। কিন্তু ইহাতে সময়ের অপেক্ষা করে; ইহাতে শান্ত ভাব চাই ভূয়োদর্শন ও ধৈর্য্য চাই; যেহেতু ইহাতে কেবল আপনি উন্নত হইলে হইবে না কিন্তু সকলকে সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে। ক্ষিপ্রকারী হইয়া যদি সময়কে সংকোচ করিতে যাও, সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইবে; বিপ্লবের অনেক দোষ। আপনার লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগের যেমন শান্ত ভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তেমনি শান্ত ভাবে গৃহ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এত দিন কেবল এই প্রকারেই হিন্দুসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজ মিশ্রিত হইয়া আসিতেছে। অনন্ত কাল ঈশ্বরের রাজ্য—অতএব অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরের প্রাকৃতিক ঘটনা-সকল অনুকরণ করিয়া ধীরে ধীরে আপনার লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে থাক। যে সকল বিষয়ে ঐক্য স্থাপন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী নহে, সেই সকল বিষয়কে ঐক্য বন্ধনের মুল করিতে গিয়া বৃথা বিবাদ বিসম্বাদকে বৃদ্ধি করা কেবলই অনর্থকর। সেই অনর্থক বিবাদের হেতু-সকল পরিত্যাগ করিয়া, এক ঈশ্বরের উপাসনাকে ঐক্য স্থল করিয়া, যে দেশের যে প্রকার সাধারণ ব্যবহার তাহা রক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। দুই পরস্পর কঠিন ব্রত—পৌত্তলিকতা পরিহার করা এবং ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজে রক্ষা করা। দুয়ের সামঞ্জস্য কি? যদি আমারদের কলিকাতার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই যে পৌত্তলিকতার যে সকল নিয়ম আছে, তাহা যদি কেহ পালন না করে, তাহারদিগের প্রতি কোন অত্যাচার হয় না। উপনয়নের পর সূর্য্যোপস্থান ও ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে না; কিন্তু কয় জন সূর্য্যোপস্থান ও বেদ-বিহিত ত্রিসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? ব্রাহ্মেরা অকুতোভয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, হিন্দুরা তাঁহারদের প্রতি একটি বাক্যও নিঃসৃত করেন না বরং তাঁহারদের শ্রদ্ধা দেখিয়া তাঁহারদিগকে প্রশংসা করেন। তাঁহারদিগের মুখে এ কথা কখন কখন শুনা যায় যে ইংরাজি পড়িয়াও বালকদিগের ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা লুপ্ত হয় নাই, ইহারা ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে না গেলে পিতা রুষ্ট হন, কিন্তু শিব-পূজা না করিলে পিতা রুষ্ট হন না। দেখ! দুর্গোৎসব মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা পৌত্তলিকতার চরম সময়। যখন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার সময় হয়, তখন এক বার জ্বলিয়া উঠে, তার পর ক্ষণে আর থাকে না; তেমনি শরৎকালে উৎসব-আনন্দ থাকিতে পারে কিন্তু দুর্গা পূজা আর থাকিবে না। এই দুর্গোৎসবের সময় বৃদ্ধ পিতামাতাকে কত অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। যিনি বাড়ীতে দুর্গা আনয়ন করেন, তিনি বাড়ীর স্বামী; কিন্তু উদ্ধত পুত্রেরা তাঁহার স্থান অধিকার

করিয়া লয়। পিতার আলয়ে থাকিয়া পিতামাতার ভক্তি-বৃত্তির উপরে আঘাত করা কি বিনীত সৎপুত্রের কর্ত্তব্য? বৃদ্ধ পিতা বৃদ্ধ মাতার পবিত্র আরাধনা-স্থানে কেহ জুতা পায় দিয়া যান, কেহ দালানে গিয়া গণেশের শুঁড় ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এরূপ করিলে কি ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে? ইহা করিলে গায় পড়িয়া অত্যাচার টানিয়া আনা হয়। ধর্ম্মের ভাব কখনই এ রূপ নহে। যদি পৌত্তলিকতার সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখ, যদি দুর্গা পূজাতে না যাও, নিমন্ত্রণে না খাও, তথাপি পিতামাতার এমন সাহস হয় না যে তাহার জন্য তাঁহারা অনুরোধ করেন। বাড়ীতে পূজা হইলেও যিনি চান যে তাহাতে যোগ দিবেন না, তিনি অনায়াসে তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া তাহাতে উদাসীন থাকিতে পারেন। ইহার পরিবর্ত্তে বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতামাতা যে ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন, অশান্ত হইয়া তাহার প্রতি হন্তারক হওয়া কেন? আপনার ধর্ম্মকে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া পূজনীয় পিতামাতার ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠুর আঘাত করিতে হইবে না—ইহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত শিষ্টাচার। এই ক্ষণে পরিবারের মধ্যে যাঁহারদের বৃদ্ধ পিতামাতা আছেন; তাঁহারদের প্রতি যাঁহারা অত্যাচার না করেন, তাঁহারদিগকে কোন অত্যাচার সহ্য করিতে হয় না। ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মোপাসনার জন্য ইহা কত দূর পর্য্যন্ত সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু গৃহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান এখনো এরূপ সহজ হয় নাই। তাহা বলিয়া এখন নিরুদ্যম থাকিতে হইবে না। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া অথচ হিন্দুসমাজের যোগ রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এই ক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। এমন সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আর কাল বিলম্ব সহ্য হয় না। সন্তান হইলে পৌত্তলিক মতে ষষ্ঠী পূজা হয়, তাহার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ব্রহ্ম পূজা হয়—ইহাতে হিন্দুসমাজের বড় আপত্তি নাই। ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পুত্রের নামকরণ ও অন্ন-প্রাশন দিলেও হিন্দুসমাজের তত বিরক্তি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুযায়ী উপনয়নের অনুষ্ঠানই হিন্দুসমাজের অতি বিরুদ্ধ। তথাপি উপবীত পরিত্যাগ হিন্দুসমাজের নূতন রীতি নহে। পূর্ব্বেও যখন যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনি জাত্যভিমানশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণের চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাহাতে হিন্দুসমাজে আরো নমস্য ও আদৃত হইয়াছেন। এক্ষণেও যাঁহারা শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম হইয়া কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইতেছেন, তাঁহারাও হিন্দুসমাজে মান্য থাকিবেন; কিন্তু যথেচ্ছাচার করিলে তাঁহারা তাহারদের নিকটে আরো হেয় হইবেন। পৌত্তলিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন ব্যবস্থানুগত ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত করিলে তাহাতে হিন্দুসমাজের বড় অমত হইতে পারে না। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় হিন্দুধর্ম্মে দাহের বিধান, ব্রাহ্মধর্ম্মেও দাহের বিধান আছে—বরং পুরাণের মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বেদের মন্ত্র তাহাতে যুক্ত করিয়া দেওয়াতে সাধারণের আরো মনঃপূত হইয়াছে। এমন শুনা হইয়াছে, কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে যদিও আর কোন অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে না হউক, আমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে হয়। তেমনি শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ডদানের পরিবর্ত্তে পিতামাতার আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছি যে কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেই প্রার্থনা শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। ব্রাহ্মেরা এই প্রকার দৃ-

দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলে অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে ক্রমে যুক্ত হইতে পারিবে—তবে কেন তাহা হইতে বিযুক্ত হইব? আমি সংক্ষেপে গৃহ-কর্ম্মের বিবরণ বলিলাম বিস্তার করিয়া বলিবার সময় নাই। অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু সমাজে রক্ষা করিতে যত্ন করিয়া দেখ ক্রমে ক্রমে অবশ্যই এ যত্ন সিদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু সমাজের মধ্যে ভুক্ত করিতে হইবে, হিন্দু সমাজে রক্ষা করিতে হইবে—এই ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য। যে ধর্ম্ম প্রতি ব্রাহ্মের হৃদয়ের ভূষণ, তাহাকে ক্রমে হিন্দুসমাজের অধিপতি ও নেতা করিতে হইবে—ইহা ক্রমে হইবেই। কিন্তু পৌত্তলিকতা পরিহারের জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদাই সকলের স্মরণ রাখিতে হইবে। ধর্ম্মের অনুরোধ প্রধান অনুরোধ—জাতির অনুরোধ আনুসঙ্গিক মাত্র। আত্মার উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য, ইহাতে হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা করা যদি অসাধ্য হইয়া পড়ে, তবে যায় যাউক হিন্দুসমাজ। যাহা প্রত্যক্ষ অভাব, যে অভাব মোচন না করিলে ধর্ম্ম-ভাবের হানি হয়; তাহাকে অতিক্রম করিতেই হইবে। যদি অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মদিগের মুক্তির হেতু হয়, তবে এই অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য চির দিন কাহারো দাসত্ব স্বীকার করাও তাহারদের পক্ষে শ্রেয়, তথাপি পৌত্তলিকতা অবলম্বন করা কোন প্রকারেই শ্রেয় নহে। আমারদের মাতৃ-ভূমি হিন্দুস্থান প্রিয়তর; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রিয়তম। যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম জানে, সে জানে যে ব্রহ্ম যিনি, তিনি "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।" তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। যদিও হিন্দুসমাজ প্রিয়তর, ব্রহ্ম আমারদের প্রিয়তম—সে অনুরোধ রক্ষা করিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজকে প্রকৃত উদ্দেশে হিন্দুসমাজে আনিতে না পারেন, তবে আমি বলিতেছি যে সে চেষ্টা বিফল। কিন্তু এই অষ্টাত্রিংশৎ বৎসরের ভুয়োদর্শন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুসমাজে প্রবেশ হইতে পারে, তাহার গতি দেখিতেছি। যে হিন্দুসমাজ রামমোহন রায়ের নাম শুনিবা মাত্র খড়্গহস্ত হইত, সেই হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছে—ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কেহ কেহ উৎসাহ দিতেছেন, কেহ কেহ অশ্রুপাত করিতেছেন। যখন হিন্দুসমাজে ব্রাহ্ম সমাজ ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইতেছে, তখন কি নিরাশার সময়? আরো অধিক রূপে চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, প্রিয়তর হিন্দু সমাজে প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু হে প্রিয় ব্রাহ্ম সকল! মনে করিও না যে ইহা অতি সহজ। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে হিন্দুসমাজে যদিও আনিতে পারা যায়, এমত আশা হইতেছে; কিন্তু ইহা অতি সহজ মনে করিও না। নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্থাপিত করিবে, এমন মনে করিও না। ইহার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে—অকাতরে ধন দান করিতে হইবে, ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিতে হইবে—পদে পদে অপমান স্বীকার করিতে হইবে—তবে ইহাকে হিন্দু সমাজে আনিতে পারিবে। কর্ত্তব্য জ্ঞান রক্ষা করিয়া উপযুক্ত মত ত্যাগ স্বীকার করিলে ধর্ম্ম হইতে কদাপি বিচ্যুত হইবে না। কর্ণধারকে যেমন স্রোত দেখিতে হয়, বায়ু দেখিতে হয়, নদীর গতি দেখিতে হয়, তবে সে নৌকাকে যথাস্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়; তেমনি সকল দিক্ প্রণিধান করিয়া কর্ম্ম করিলে তবে এই মহান্ লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। কালেতে অবশ্যই হিন্দু সমাজে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রবেশ করিবে

যার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছিল—কি কি উপায় দ্বারা ব্রাহ্মসম্মিলন সকল হইতে পারে, তাহা যথা-সাধ্য বলিলাম। আলোচনা করিয়া যদি তোমারদের বোধ হয়, এই সকল উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার সাধনে কখনই পরাঙ্মুখ হইও না—এই আমার অনুরোধ। এই তিন উপায়—প্রথম একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা করা, দ্বিতীয় সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা না করা, তৃতীয় অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট করা। কিন্তু ইহার মধ্যে উদার ভাবের আর এক কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে—তাহা এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম; সুতরাং যে যে দেশের ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে, তাহা সেই সেই দেশের সমাজ-ভুক্ত হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বিচিত্র ভাব. এই বিচিত্রতাই ঈশ্বরের রাজ্যের অলঙ্কার, এই বিচিত্রতাকে কেহই উন্মূলন করিতে পারিবেন না। আপন আপন দেশীয় ভাবে প্রতি দেশের লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। আমারদের আপনারদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আনিতে হইবে বলিয়া আমারদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের ধর্ম্ম করিতে হইবে। প্রতি জনকে, প্রতি পরিবারকে, প্রতি সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে হইবে। যিনি যে পরিমাণে এই অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা দেশকে উন্নত করিতে উৎসাহী হইবেন, তিনিই সেই পরিমাণে সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন হইবেন। হে ব্রাহ্মগণ! সম্মুখে নানাপ্রকার শুভ কার্য্যের ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা কর্ষণ করিয়া শুভ ফল উৎপন্ন কর—স্বীয় আত্মাকে উন্নত কর, পরিবারকে উন্নত কর, হিন্দুসমাজকে উন্নত কর। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরিবারকে পরিত্যাগ করিয়া, আপন সমাজ ও স্বদেশকে পরিত্যাগ করিয়া লোকের উদ্বেজনকারী হইও না। হে ঈশ্বর! তোমার ধর্ম্ম যাহাতে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়, তোমার ধর্ম্ম যাহাতে হিন্দুসমাজে রক্ষিত হয়, তোমার ধর্ম্ম যাহাতে প্রত্যেক পরিবারের ধর্ম্ম হয়, তোমার ধর্ম্ম যাহাতে প্রতি আত্মাতে প্রবেশ করে; তুমি এ প্রকার প্রসাদ বিতরণ কর—প্রসন্ন হও। পরমেশ্বর! তুমি একমাত্র আমারদের গতি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রাচীন ভারতবর্ষ।

২২৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৯৫ পৃষ্ঠার পর।

গারা শৈল—ইহাকে সচরাচর গারো পর্ব্বত বলিয়া থাকে। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদ ও শিলোটের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পর্ব্বত অতি বিস্তীর্ণ। ইহার পশ্চিম খণ্ড দুরন্ধ গিরি ও পূর্ব্ব খণ্ড কামরূপ নামে প্রসিদ্ধ। এই পর্ব্বতের দক্ষিণে সারদা পর্ব্বত। কালিকা পুরাণে এই পর্ব্বতের বিষয় উল্লিখিত আছে। তত্রত্য অধিবাসীরা ইহাকে সারৈদা পর্ব্বত বলিয়া থাকে। ইহাতে আসামের রাজাদিগের বিস্তর সমাধি মন্দির আছে।

তিলাদ্রি—এই পর্ব্বত ত্রিপুরার পূর্ব্ব দিকে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং কিঞ্চিৎ উত্তরাভিমুখী হইয়া হেরম্ব নামক এক জন প্রাচীন রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই রাজ্যের নাম কাচার। এই রাজ্যের রাজধানী চাস্‌পুর। এক্ষণে ইহা কাচার ও কসপুর নামে প্রসিদ্ধ আছে। কাচারের পূর্ব্বাংশে তিলাদ্রিমালা গ্রাম। এক্ষণে ইহা তিলাদ্রিরমালা নামে প্রসিদ্ধ। এই তিলাদ্রি পর্ব্বত আরাকান ও আবা ভেদ করিয়া গিয়াছে। তথায় এই পর্ব্বতকে টালা ও টালাকী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

থাকে। হিম, হেম ও নিষধ পর্ব্বত—ভারত বর্ষের উত্তরে এই তিনটি পর্ব্বত আছে। হিম পর্ব্বত নেপাল বা নয়পালের উত্তরে,হেম পর্ব্বত তিব্বত দেশ অতিক্রম করিয়া উত্তরে এবং নিষধ হেম পর্ব্বতের উত্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নয়পাল হিম পর্ব্বত ও ইহার প্রত্যন্ত পর্ব্বতের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত আছে। টলেমি প্রভৃতি পূর্ব্বতন ভূগোল বেত্তারা হিম ও হেম এই দুই পর্ব্বতের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হিম পর্ব্বতকে ইমস ও হেম পর্ব্বতকে ইমোডস্ বলিতেন। টলেমি এই হিম ও হেম পর্ব্বতের সহিত বিপাইরস নামে আর একটি পর্ব্বতের যোগ কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনি কহেন ইমস পর্ব্বতের দুইটি শাখা আছে। প্রথমটির নাম ইমোডস এবং দ্বিতীয়ের নাম বিপাইরস; ইহার সংস্কৃত নাম ভীমপথ বা ভয়পথ। নয়পাল দেশীয়েরা এই সংস্কৃত শব্দকে ভীমফেড বা ভীমফার এবং ভয়ফেড বা ভয়ফার বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে। হিন্দিভাষায় ইহাকে ভীমপৈড ও ভীম পৈরী বলে।

ক্ষেত্রসমাস গ্রন্থের এক স্থলে এই রূপ উল্লিখিত আছে যে আসামের উত্তরে কতকগুলি ক্ষত্রিয় পরশুরামের ভয়ে পলায়ন করিয়া ভীমপাদ পর্ব্বতে ভীমবতী নাম্নী এক পুরীতে গিয়া বাস করে। অদ্যাপি তথাকার অধিবাসীরা পরশুরামের নাম শ্রবণ করিবামাত্র ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে। মহাভারতের টীকায় এই স্থানকে ভীমস্পর্দ্ধা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মহাবীর ভীম এই স্থানে রাজা বাণেশ্বরের সৈন্যগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভীমপাদ হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বতের একটি অংশ। ইহা আসামের সন্নিহিত।

যমধার পর্ব্বত—ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত আছে। লোকান্তক যমের আবাসস্থান দক্ষিণ, এই নিমিত্ত এই পর্ব্বতের নাম যমধার হইয়াছে। জেননিয়ার ইহাকে চামধারা কহেন। টলেমি ইহার নাম ডামাসী কহেন। ডামাসী এই শব্দটি সংস্কৃত যমস্য এই পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রভুকঠোর পর্ব্বত—আসাম অতিক্রম করিলেই এই পর্ব্বত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পর্ব্বতের পরেই উদয়গিরি। এই পর্ব্বতকে পৌরাণিকেরা সীমান্ত ও অভিধান-কর্ত্তারা উদয় পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। টলেমি ইহার নাম সীমান্থিনী বলিয়া উল্লেখ করেন।

রঘুনন্দন পর্ব্বত—এই পর্ব্বত কুমিল্যা হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামে এই পর্ব্বতের দুইটি অংশ আছে। একটির নাম চন্দ্রগিরি। এই পর্ব্বতে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহার নাম সীতাকুণ্ড। আর এক অংশের নাম বিরূপাক্ষ।

জয়াদ্রি ও সুবর্ণ পর্ব্বত—ক্ষেত্র সমাস গ্রন্থে এই রূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে চট্টগ্রামের নদী কর্ণফুলী জয়াদ্রি পর্ব্বত হইতে এবং লাভী বা লা নদী সুবর্ণ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইতেছে। এই দুইটি পর্ব্বত পূর্ব্বোল্লিখিত তিলাদ্রির অংশ। টলেমি মৈয়ানড্রস পর্ব্বতকে এই তিলাদ্রিরই এক ভাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন স্থলকে যে মৈয়ানড্রস কহে, এক্ষণে তাহার কিছুই নির্ণয় নাই। ডাক্তার বুচেনন কহেন, চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্যে একটি জাতি আছে, তাহার নাম মেয়ন। এই জাতি হইতে ঐ পর্ব্বতের নাম মৈয়ানড্রস বা মেয়নাদ্রি হইয়াছে।

প্রথম।

এক অনাদি কারণ, কে করে তাঁরে বারণ;
জ্বলিছেন বিশ্বময় ভেদ করি আবরণ।
কুসুম-পুটে সুগন্ধ, থাকিতে না পারে বন্ধ;
শশাঙ্কে জোছনা কভু, নাহি থাকে সংগোপন।
ফুল যথা ফুটিয়াছে, তিনি দাঁড়াইয়া কাছে;
বিধু যথা উঠিতেছে, বিলসে তাঁর বদন।
কোথা হতে আগমন, নাহি তার নিদর্শন;
আদি-মাঝে পুর্ণ-রূপ, যখন দেখি তখন।
রবি শশী গ্রহ তারা, অনন্তে হয়েছে হারা;
চিন্তা হইয়া উদাস, অচিন্ত্যে সঁপে জীবন।
হৃদয় শিশির-বিন্দু, পেয়ে সেই প্রেম-ইন্দু;
আপন আনন্দে রহে, আপনি হয় মগন।

দ্বিতীয়।

অন্ধকার রজনী, ধীরে যায় তরণী,
সরিতের কিনারা দিয়া।
পরপারে শ্মশান, জ্বলিছে চিতা-খান,
তরঙ্গ-ভঙ্গ চিকনিয়া॥
রজ্জু-কাষ্ঠ বন্ধন, টুটিতেছে যখন,
উঠিছে ধূম কুতূহলে।
তরীর কোন জন, করিয়া নিরীক্ষণ,
আপন মনে তাহে বলে॥
এস এস হে অনল, প্রকাশো আপন বল,
হেথাকার চিতার উপরে।
বিবেক তোমার নাম, কলুষ বন্ধন-দাম,
ভস্ম-সাৎ করহ সত্বরে।
উঠিবে ভজন-ধূম, ভেয়াগিয়া মর্ত্ত্য-ভূম,
বিলীন হইবে সেই ধামে।
অখণ্ড আনন্দ যথা, গ্রাসিবে মরম-ব্যথা,
পুরাইবে সব মনস্কামে॥

বিজ্ঞাপন

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ
আগামী ৩১ চৈত্র শনি বার
সন্ধ্যা ৮ আট ঘটিকার সময়ে
এবং
নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ
আগামী ১ বৈশাখ রবি বার
প্রাতে ৭৷৷ সাড়ে সাত ঘটিকার
সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয়
দিবসে যথা সময়ে কলিকাতা
ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে আগমন পূর্ব্বক
ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।